বীরবরণ।

(ইতিবৃত্তমূলক নবন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন বৌদ্ধ রাজধানী গৌড় নীরবে নিদ্রিত। বাসন্তী উষার ধীর স্নিগ্ধ সমীরসঞ্চালনে পূর্ব্ববাহিনী মহানন্দা আনন্দান্দোলিতহৃদয়ে মৃদুমধুর তানে প্রভাতী গানে গৌড়ের নিদ্রাভঙ্গ জন্য মাতিয়া উঠিল; পশ্চিমপার্শ্ব হইতে পূতসলিলা ভাগীরথী উদারপ্রাণে নাচিতে নাচিতে—কুলুকুলুনিনাদে মহানন্দার হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া কাণে কাণে যেন কি প্রাণের কথা কহিল; সেই কথা শুনিবার জন্যই যেন দক্ষিণদিক হইতে কালিন্দী আসিয়া মহানন্দাকে সাদরে আলিঙ্গনদান করিতে বিলম্ব করিল না। উত্তরে বিরাটকায় বহির্দুর্গ-প্রাকার যেন গৌড়ের নিদ্রাভঙ্গপ্রতীক্ষায় নীরবে দণ্ডায়মান।

উষা। বক্ষোপরে লক্ষ লক্ষ নরনারী ধারণ করিয়া সুবিস্তৃত গৌড় নীরবে নিদ্রিত। যে স্থানে ভাগীরথী রঙ্গেভঙ্গে মহানন্দার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিতেছে, সেই সঙ্গমস্থলে—উপকূলে বসিয়া একটী নারীমূর্ত্তি। রমণীর বামপার্শ্বে নবপরিমলপূর্ণ প্রফুল্ল ফুলরাজিশোভিত সাজী। উষাসমাগমে সেই নির্জ্জন বেলাভূমিতে একাকিনী উপবিষ্টা সেই অনন্যমনা রমণীর আকর্ণবিস্ফারিত স্থির নেত্রদ্বয় এক একবার সেই মৃদুনিনাদিনী নদীর লীলা—জলের খেলা দর্শনে বিনিবিষ্ট, এক একবার পশ্চাদ্ভাগে নিদ্রিত অসংখ্য সৌধমঠমন্দিরপূর্ণ কোলাহলশূন্য গৌড়ের প্রতি সমর্পিত। এক একবার পাপিয়া উষার হাস্যতরঙ্গপ্রভাসিত গগনপ্রাঙ্গণে সংগীতসুধা ঢালিয়া দিতেছে, রমণীর মহানন্দার ন্যায় ঢলঢল সরল নয়নযুগল তদনুসরণে শূন্যপথে স্বকীয় শক্তি সঞ্চালন করিতেছে।

রমণীর জীবন ইহজগতে ষোড়শটী বর্ষচক্র অতিবাহিত করিয়াছে,—রমণী যুবতী। পরিধান মলিন জীর্ণবসন, কোমলাঙ্গে অলঙ্কারের লেশমাত্রও নাই; কিন্তু রমণী স্বভাব-সুন্দরী। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের প্রতি যুবতী-স্বভাবসুলভ দৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব, তাহার শরীরের অবস্থা তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ জগতে সাধারণে যে প্রেম ক্রীতবিক্রীত হয়,—যাহার যোগবিয়োগ ঘটিয়া থাকে, সে প্রেম নহে,—সরল, নির্ম্মল উদার প্রাণে প্রাণে নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃসংযোগ হইলে, যে স্বর্গীয় প্রেম জন্মে, সেই প্রেমের মাধুরী যেমন সুরস, কোমল অথচ প্রখর, এই যুবতী নারীমূর্ত্তির মাধুরী ঠিক সেইমত। অযত্ন-আবরণে আবরিত হইলেও ক্ষীণকায় মেঘে-ঢাকা রাকা শশির ন্যায় সেই আধ আধ ফুটন্ত মাধুরী নিজ প্রভাবিকাশে বিরত নহে। ফুলকুলরাণির জন্ম যেরূপ পঙ্কে, এই লাবণ্যময়ী নবীনা ললনার দীনহীন বেশ দর্শনে অবশ্যই অনেকে সেইমত অনুমান করিতে সমর্থ যে, যুবতী রূপবতী হইলেও দারিদ্র্যসহচরী।

গৌড়ের আবালবৃদ্ধবনিতামাত্রেরই নিকট যুবতী বিলক্ষণরূপে পরিচিতা,—কিন্তু উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্নশ্রেণী তাহাকে ত্রিবিধ অভিধান প্রদান,—ত্রিবিধ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। যুবতীর জীবনের বর্ত্তমান কার্য্য কি?—নীরব রজনী রমণীর প্রধানা সঙ্গিনী; কুঞ্জে কুঞ্জে, কাননে কাননে একাকিনী যথেচ্ছ পরিভ্রমণে যামিনীযাপন যুবতীর নৈশকার্য্য। কখনও সহচরীসঙ্গমে সরসীনক্ষে ক্ষুদ্রপদদ্বয় মগ্ন করিয়া, নৈশ ধীর সমীরবক্ষে অঞ্চল-সঞ্চালনে চঞ্চল হিল্লোলের সহিত সাধের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; কখনও সেই স্বচ্ছসরোবরহৃদয়ে শত শত পূর্ণ-চন্দ্র, আর নীল নৈশাকাশে একটীমাত্র চন্দ্র দেখিয়া, মনে মনে কত কি কল্পনার আল্পনা অঙ্কিত করিতে নিযুক্ত হয়; কখনও সেই চাঁদের সরল হাসির অনুকরণ করিতে যায়; কখনও ললিত-লতাচ্ছাদিত কুঞ্জকুটীর-দ্বারে বসিয়া, একাকিনী সেই নিদ্রিত নিশীথে গগনমণ্ডলের অনন্ত নক্ষত্র গণনারম্ভ করিয়া, গণিতে গণিতে সংখ্যা ভুলিয়া যায়, আবার গণনায় মনোনিবেশ করে; কখনও প্রাবীট-নিশীথে হাস্যমুখী সৌদামিনীকে ধরিবার জন্য বজ্রের প্রতীক্ষায় কোমল বক্ষ বিস্তারিত করিয়া দেয়; কখনও বা মর্ম্মরবেদীকায় অঙ্গ ঢালিয়া, আপন মনে উদারপ্রাণে সপ্তমতানে গান গাহিতে গাহিতে নিদ্রাকে আলিঙ্গনদানে বাধ্য হইয়া পড়ে, শেষ উষার ধীর স্নিগ্ধ সমীরে বা নিহারে শরীর শীতল হইলেই ধীরে

ধীরে আকর্ণবিস্ফারিত লোচনোন্মীলনে মধুর অধরে উষার হাসির সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে করিতে, সাজীহস্তে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রফুল্ল প্রসূনচয়নে ফুলদাম এবং ফুলগুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া, প্রভাতী তপনোদয়ের পূর্ব্বক্ষণেই গৌড়ের প্রধান রাজপথে দেখা দেয়। মাল্যবিক্রয় যুবতীর প্রভাতীকার্য্য।

নীরদভ্রমে সেই নদীতীরে মাতোয়ারা অনিল কৃষ্ণজলদরাজির ন্যায় রমণীর আলুলায়িত সেই নিবীড় কেশরাজি—অলকদাম—মলিন জীর্ণবসনাঞ্চল ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিতেছে। ভাগীরথী এবং মহানন্দা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া, ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যে অঙ্গবিস্তারে তীরোপবিষ্টা যুবতীর ক্ষুদ্র পদদ্বয় বিধৌত করিবার উপক্রম করিল। যুবতী এতক্ষণ অনিমেষনয়নে প্রকৃতির প্রভাতী আরতি দেখিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার পদ ধৌত করিবার জন্য মন্দাকিনীভাগীরথীর কলনাদে কাকুতিমিনতি শ্রবণে ত্বরিতহস্তে পার্শ্বস্থ সাজী হইতে অঞ্জলিপূর্ণ ফুল্লফুলদল লইয়া, সেই মন্দাকিনীভাগীরথীর সঙ্গমমুখে—অনন্ত তরঙ্গমধ্যে ঢালিয়া দিল। যুবতীর কোমল করপল্লবার্পিত সেই পুষ্পোপহার সাদরে শিরে ধারন করিয়া, সেই অনন্ত তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া যুবতীরই পদতলে তাহা আবার প্রত্যর্পণ করিতে লাগিল। যুবতী পুনরায় অঞ্জলিপূর্ণ অনাঘ্রাত প্রসূনরাশি তরঙ্গশিরে সমর্পণপূর্ব্বক সেই নীরব নদীতীর—উষার ধীর সমীর—আনন্দে উন্মাদিনী মন্দাকিনীভাগীরথীর উদ্বেলিত বক্ষে অমৃত ঢালিয়া সপ্তমে তান তুলিল ;—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী খেমটা।

"যারে ফুল! হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
যেথানে তোর প্রাণ যেতে চায়।
উষার সমীর হয়ে অধীর,
নদীর বুকে ঐ বয়ে যায়।"

যুবতীর মধুর সংগীতে ফুলরাশি বিমোহিত ; প্রতিঘাততরঙ্গে কুলত্যাগ করিয়া, যুবতীর আদেশে ধীরে ধীরে ভাসিতে ভাসিতে, নদীবক্ষে নাচিতে নাচিতে ছুটীল। পূর্ব্বমত আবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যুবতী গাহিল ;—

"ফুল! তোরে বলে রাখি,
কাহাকে দিওনা ফাঁকি।"

তরঙ্গান্দোলিত ফুলদল যেন মস্তক নাড়িতে নাড়িতে ইঙ্গিতে বলিল, "না, না, না, ফাঁকি দিব না।" তান সপ্তমে উঠিল;—

"প্রেমের বিধান, দিওরে প্রাণ,
প্রাণ খুলে যে চাবে তোমায়।"

সিত স্বচ্ছসলিলে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত ফুলদল হাসিতে হাসিতে তরঙ্গবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। যুবতী আপন মনে উদারপ্রাণে গাহিতেছে, পূর্ব্বমত নদীবক্ষে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে, নাচিতেছে, আর এক একবার পূর্ব্বগগণে সরল নয়নযুগল অর্পণ করিতেছে। অকস্মাৎ সেই সুধার সংগীত—বিজনসংগীত পবনহৃদয়ে মিশাইয়া গেল। পূর্ব্বগগণ-প্রাঙ্গণে কনকবরণে নবরবি হাসিতে হাসিতে যুবতীর নেত্রপথে নিপতিত হইল। যুবতী দেখিল, নবীন তপনের সেই মধুমাখা কনকময় নবীন হাস্য-তরঙ্গ গৌড়ের দুর্গচূড়ে, জয়স্তম্ভে, প্রাসাদশিরে, কনকমন্দিরের কনকচূড়ায় গড়াগড়ি দিতেছে—দেখিল, সেই হাস্যরাশি গৌড় হইতে গড়াইয়া গড়া-ইয়া, মহানন্দাভাগীরথীর তরঙ্গায়িতবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছে—দেখিল, সেই হাস্যতরঙ্গ তাহার অলঙ্কারহীন অযত্নরক্ষিত অঙ্গে কনকরাশি ঢালি-তেছে। আপন মনে গাহিতে গাহিতে সাজীহস্তে যুবতী পরক্ষণেই গৌড়ের প্রধান রাজপথ অভিমুখে চরণচালনা করিয়া দিল।

নবনিদ্রোত্থিত গৌড়ের দক্ষিণপ্রান্তস্থ প্রধান রাজমার্গে পদার্পণ করিয়া, পবনহিল্লোলে একছড়া ফুল্ল ফুলদাম দুলাইতে দুলাইতে যুবতী গাহিল;—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেমটা।

"কে জানে ফুলের প্রেমে সমীর এমন মাতোয়ারা?
সোহাগে অনুরাগে বেড়ায় হয়ে দিশেহারা!"

ফুলপরিমলসহ কামিনীকণ্ঠবিনিঃসৃত সেই মধুর সংগীতধ্বনি প্রভাতী পবন রাজপথে বিকীর্ণ করিয়া দিল। একে একে পথিকমণ্ডলী যুবতীর চারি দিকে সমবেত; ধীরপাদবিক্ষেপে নৃত্য করিতে করিতে যুবতী আবার গাহিল;—

"উষার হাসি, সুধারাশি,
সমীরণ তাতে ভাসি,
কুসুমকুলে জাগায় তুলে, চুমে অধর মধুভরা।"

শ্রোতৃমণ্ডলির প্রতি সরল কোমল দৃষ্টিবিনিক্ষেপে গায়িকা সুর সপ্তমে তুলিল,—

"প্রেমভরে, প্রাণ ভরে,
সমীরণ খেলা করে,
মধু লুটে, ছুটে ছুটে, সৌরভেতে মাতায় ধরা।"

যুবতী একমনে নাচিতেছে, গাহিতেছে, পথিকমণ্ডলী যাদুমন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। অকস্মাৎ জনতাভেদপূর্ব্বক উৎকৃষ্টবেশধারী একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া, সহাস-আননে কহিলেন, "কেও?—উন্মাদিনী?" সংগীত থামিল। প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি নয়নার্পণে গায়িকা মৃদুহাসি হাসিল। সে হাসি অনুরাগের—আনন্দের—উন্মত্ততার নহে; সে হাস্যের প্রকৃত অর্থ প্রশ্নকর্ত্তা বুঝিলেন না, শ্রোতাগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। যাঁহারা ভাবিলেন, বুঝিয়াছি, তাঁহারা ভ্রান্ত বুঝিলেন। "উন্মাদিনী" শব্দই, এই অস্ফুট হাস্যের জনক। যুবতী সত্য সত্যই উন্মাদিনী, প্রশ্নকর্ত্তার ন্যায় গৌড়ের উচ্চশ্রেণীর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। আলুলায়িতকুন্তলা ষোড়শী যুবতীকে স্বভাবদত্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি অবহেলা—মানবসমাজের প্রতি উপেক্ষা করিতে দেখিয়াই তাঁহারা হৃদয়মধ্যে এই বিশ্বাসকে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়াছেন। আগ্রহের সহিত সম্ভ্রান্ত আগন্তুক পুনরায় কহিলেন, "উন্মাদিনি! আজি নূতন সংগীত শুনিতেছি যে? কে শিখাইল?"

প্রসন্নবদনে যুবতী উত্তর করিল, "চিরদিন যিনি শিখান।"

"কে?—রাজকবি?"

আনত-আননে যুবতী তাহাই স্বীকার করিল। গৌড়ের প্রধান রাজকবি প্রেমদাসের আশ্রম কল্পনাকুঞ্জে গায়িকা প্রতিদিন ফুলদাম, ফুলগুচ্ছ, ফুলরাশি উপহারপ্রদান করিয়া থাকে, আর বৃদ্ধ প্রেমদাস প্রত্যুপহারস্বরূপ সুকণ্ঠী যুবতীকে স্বরচিত এক একটী সংগীত প্রায়ই শিক্ষা দেন। ফুলবিক্রয়কালে যুবতী গৌড়ের রাজপথে, কখনও কখনও গৌড়রাজ-অন্তঃপুরে সেই গীত গাহিয়া, রাজকবির রচনা-গৌরব বিস্তৃতির চেষ্টা করিতে ক্রটী করে না, কিন্তু শ্রোতৃগণ তাহার কমনীয় কণ্ঠস্বরেরই সমধিক পক্ষপাতী। হস্তবিস্তারে আগন্তুক "দেখি, আজি কিরূপ মালা গাঁথিয়াছ?" বলিয়া অগ্রসর হইলেন। করস্থিত ফুলদাম সমর্পণপূর্ব্বক প্রার্থির মুখমণ্ডপ যুবতী সতৃষ্ণ

দৃষ্টিবিনিক্ষেপ করিয়া রহিল। সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিলেন, "হা! কি চমৎকার!" যুবতীর নয়ন অমনি অপসৃত হইল। আগন্তুক সাজীমধ্যে মূল্যপ্রদান-পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। সেই অবসরে অপরাপর পথিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রয়োজন না থাকিলেও মালার চিত্তহারিণী গাথনি দর্শনে এবং ললিত সংগীত শ্রবণে বিমোহিত হইয়া, ফুলহার, ফুল-গুচ্ছ, ফুলরাশি ক্রয় করিয়া লইল।

অকস্মাৎ সেই রাজপথবক্ষস্থ ক্ষুদ্র পথিকসমিতির পার্শ্বদেশ হইতে কর্কশরব আসিল,—"কিসের গণ্ডগোল? চলিয়া যাও,—আপন আপন কার্য্যে চলিয়া যাও।" সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট। ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রু-শোভিত লোহিত নয়নযুক্ত উষ্ণীষধারী একটী বিকট মুখ পরক্ষণেই সকলের নেত্রপথে নিপতিত হইল, সকলেই জানিল—প্রহরী। প্রহরী সুদীর্ঘ গ্রীবার সহিত বদন বাড়াইয়া, স্বাভাবিক কঠোরস্বরে "কেও?—মাধুরী?" বলিয়াই পরমুহূর্ত্তে যেন সভয়ে চরণ ফিরাইল। দর্শকসমিতি বিস্মিত।

যুবতীর নাম মাধুরী।

জনতাভঙ্গ না করিয়াই প্রহরী ফিরিল কেন? প্রহরীর—কেবল সেই একমাত্র প্রহরীর নহে, গৌড়ের নিম্নশ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতামাত্রেরই দৃঢ় ধারণা যে, মাধুরী নানারূপ মোহময় যাদুমন্ত্র জানে। এ সম্বন্ধে কয়েকটী কল্পিত প্রমাণও তাহাদিগের দ্বারা সংগৃহীত। নবযৌবনোদ্গমে মাধুরীর ললিত তনুর সুরম মাধুরী উন্মেষোন্মুখ, কিন্তু স্বভাবদত্ত সে মাধুর্য্য—সৌন্দর্য্য মানবচক্ষে বিকৃত দৃশ্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার আন্তরিক আকিঞ্চন, রূপযৌবনে সম্পূর্ণ অবহেলা, মানবসমাজের প্রতি সঘৃণ উপেক্ষা-প্রদর্শন, যুবতী-স্বভাবসুলভ হাস্যবিলাসে একেবারেই অনাস্থা, আবার নির্জ্জননিশীথে কাননে কাননে নির্ভয়ে একাকিনী বিচরণ করিয়া থাকে, সুতরাং যাদুমন্ত্রে দীক্ষিতা না হইলে, মাধুরী কি সাহসেই বা সেরূপে ভয়ঙ্কর রজনীতে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে? যদিও কেহ মাধুরীর মোহ-ময় যাদুমন্ত্রে গৌড়বাসী কোন ব্যক্তিরই কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতে দেখে নাই, তথাপি তাহারা ঐরূপ অনুমানেই তাহাকে নিশ্চিত যাদুমন্ত্র-মুগ্ধকারিণী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। এ সিদ্ধান্তের আর একটী প্রবল প্রমাণ এই যে, গৌড়ের দুর্ব্বৃত্ত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও তাহার অনিষ্ট সাধন দূরে থাক, নিকটস্থ হইতেও সাহসী হয় না। অন্য একটী প্রধানতম

কারণ—মাধুরীর মোহময় যাদুমন্ত্রে স্বয়ং গৌড়েশ্বর বিমুগ্ধ, গৌড়ের সকল শ্রেণীর নরনারীর এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস। কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধ গৌড়রাজ নগরমধ্যে বিঘোষিত করিয়া দেন যে, "মাধুরীর পক্ষে রাজধানীর সমস্ত রাজোদ্যান-দ্বার অবারিত থাকিবে। যে সময়ে যে কাননে ইচ্ছা মাধুরী মনোমত পুষ্পচয়ন জন্য তথায় গমন করিতে অদ্য হইতে সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইল। কেহ কোন প্রকারে প্রতিষেধ করিলে, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" যে দিবস হইতে এই রাজ-আজ্ঞা বিঘোষিত হয়, সেই দিবস হইতেই গৌড়ের সমস্ত শান্তিরক্ষক, প্রহরী এবং উদ্যানপাল হৃদয়মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া লয় যে, মাধুরীর মোহময় যাদুমন্ত্রে গৌড়রাজ অবশ্যই বিমোহিত হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর এবং মধ্যশ্রেণীর অশিক্ষিত প্রজাপুঞ্জেরও সেইদিন হইতে সেইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস চিত্তমধ্যে সংবদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু মাধুরী এরূপে রাজানুগৃহীতা হইলেও আবার প্রত্যহ প্রভাতে রাজপথে ফুলদাম বিক্রয় করিতে নিযুক্ত কেন?—রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া, উৎকৃষ্ট বেশভূষাপরিধানে সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাকে না কেন? এই প্রশ্নেরও তাহারা মনোমত মীমাংসা করিয়া লইয়াছে। যে যাদুমন্ত্র জানে, সে আত্মসুখবিলাসে অধিকারিণী হইতে একেবারেই অসমর্থ, সেই নিমিত্তই মাধুরীর এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা। গৌড়রাজপ্রাসাদ মাধুরীর আশ্রয়স্থল নহে, কেবল একবারমাত্র রাজ-অন্তঃপুরে কুসুমদাম দিবার জন্যই তথায় তাহার গমন, অন্য সময়ে সে কোথায় থাকে, কোথায় তাহার নির্দ্ধারিত আশ্রম, সকলেই তাহা অপরিজ্ঞাত। এইরূপ নানাবিধ কারণ সংগ্রহে নিম্নশ্রেণী এবং মধ্যশ্রেণীর অশিক্ষিত সম্প্রদায় মাধুরীকে "যাদুমন্ত্রমুগ্ধকারিণী" উপাধিপ্রদান করিয়াছে। এই পলায়মান প্রহরী সেই শ্রেণীর অন্তর্গত, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রাজাজ্ঞা স্মরণ করিয়াই হউক অথবা মাধুরী যাদুমন্ত্রবলে না জানি তাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে জনতাভঙ্গ না করিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্যত্র চরণচালনা করিয়া দিল।

নবীন ক্রেতা সংগ্রহাভিপ্রায়ে কমনীয়কণ্ঠে রাজপথ মাতাইয়া মাধুরী ত্রিপথমুখে অগ্রসর হইল;—

রাগিণী ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—তাল একতালা।

"আমরি শোভা অতুল ফুটেছে ফুল সকাল বেলা।
আহা কেমন চাকচিকণ, যেন কত চাঁদের মেলা!"

সংগীতধ্বনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ত্রিপথগামী পান্থদলকে গায়িকার নিকট আকর্ষণ করিয়া আনিল। নাচিতে নাচিতে ক্ষুদ্রকরে ফুলদাম দুলাইতে দুলাইতে মাধুরী সুর উচ্চে তুলিল ;—

"আহা ! এই ফুলের মতন, প্রাণটী কার আছে এমন ?
যারে তারে আপনি যেচে,
এ সৌরভ ধারে বেচে,
কে নিবি নে, আর পাবিনে, সাঙ্গ হল আমার খেলা।"

আপন সংগীতে মাধুরী আপনি মাতোয়ারা, শ্রোতৃমণ্ডলী মাতোয়ারা, প্রভাতসমীর মাতোয়ারা। সুমধুর তান সপ্তমে উঠিয়াছে, মাতোয়ারা সমীরণ সাদরে তাহা হৃদয়ে ধরিয়া চারিদিকে ধাবমান। গায়িকা ব্যতীত সকলেই নীরব, বিমুগ্ধ, পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরনয়নে অবস্থিত। সবলে জনতাভেদ করিয়া অকস্মাৎ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় এক পুরুষ সংগীত-মাতোয়ারা মাধুরীর অজ্ঞাতসারে নিকটস্থ হইয়া গোলাকার আরক্তলোচনে নিমেষমধ্যে চারিদিকে তীব্রদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে নৃত্যকারিণী মাধুরীর সুকোমল কপোলে পাষণ্ডের ন্যায় চপেটাঘাত করিল।—বজ্রাহত সুন্দরী বল্লরীর ন্যায় মাধুরী রাজপথে বিনিক্ষিপ্ত,—স্বরবর্ণের আশ্রয়বিহীন ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় সাজী-শোভিত বিকচ কুসুমরাশিও মাধুরীর হস্ত হইতে চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

মাধুরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতৃমণ্ডলির বদন হইতে বিস্ময় এবং ক্রোধব্যঞ্জক রব সমুত্থিত, প্রত্যেকের নয়ন আঘাতকারীর প্রতি তীব্রদৃষ্টিদানে নিযুক্ত এবং সেই মুহূর্ত্তেই অনেকে তাহাকে রাজপথের ধূলীকণার সহচর করিতে সমুদ্যত হইল, কিন্তু আততায়ীর বিরাটোগ্রমূর্ত্তি দর্শনে পরস্পরে বিস্ময়দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিল। জনতামধ্য হইতে পরক্ষণেই রব উঠিল, "মালাকার,—রাজমালাকার।" আঘাতকারী গৌড়ের প্রধান রাজ-মালাকার।

আক্রমণাভিলাষী পথিকদলের প্রতি বিশাল বাহুবিস্তারে, "যাও, সকলে চলিয়া যাও, আমার অধিকার আছে, আমি মারিয়াছি, অপরের কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই।" বলিয়া, আঘাতকারী আরক্তিম লোচনযুগল বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল। সকলে অবাক !

পরমুহূর্ত্তেই ক্রোধোন্মত্ত পথিকসমিতির পশ্চাদ্দেশ হইতে উচ্চরব উঠিল,—"দাতাকর্ণ"—"দাতাকর্ণ"। সসম্মানে সাগ্রহে একদিকের লোক প্রবেশ-পথ পরিসর করিয়া দিল। সামরিকবেশধারী একজন সম্ভ্রান্ত যুবক অনতিবিলম্বে সেই মণ্ডল মধ্যে সমুপস্থিত হইলেন। নবাগত পুরুষপ্রবরকে দর্শন করিবামাত্র রাজ-মালাকারের উগ্রমূর্ত্তি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তীত হইয়া গেল। প্রকাশ্য রাজপথে মাধুরীকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া, নবাগত পুরুষের মুখমণ্ডল বিস্ময় এবং ক্ষুব্ধভাবপ্রকাশে বিলম্ব করিল না। ঔৎসুক্যের সহিত তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"এ কি! মাধুরীর এ দুর্দ্দশা কেন?"

সমস্ত পথিকই সমস্বরে মালাকারের অত্যাচার বিজ্ঞাপন করিতে ক্ষান্ত হইল না। সামরিকবেশধারীর দ্বিতীয় প্রশ্নের পূর্ব্বেই স্বর কিঞ্চিৎ নত করিয়া, আঘাতকারী মালাকার বলিল, "আপনি জানেন, মাধুরী আমার কেনাদাসী। ফুল তুলবে, মালা গাঁথবে, বাজারে বেচবে, এই এর কাজ, সেই জন্যই আমি এতকাল একে ভরণপোষণ করছি। কোন্ সকালে আসিয়াছে, ফুলের বোঝা সাজীতে, কেবল গান, গান, গান। বেলা হ'লে ফুল কিনবে কে?" মালাকারের রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় ভূম্যবলুণ্ঠিতা অচৈতন্যা মাধুরীর প্রতি, সৈনিকপুরুষের ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়ন মালাকারের প্রতি এবং পথিকমণ্ডলির সোৎসুক দৃষ্টি দাতাকর্ণের প্রতি নিপতিত হইল।

যে সময়ে দাতাকর্ণ রব সমুত্থিত হয়, রাজপথবক্ষে ভুলুণ্ঠনামস্থশয়ানা মাধুরীর সেই সময়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে দাতাকর্ণের স্বর শ্রবণে নয়নযুগল উন্মীলিত হইল। দাতাকর্ণকে সম্মুখে দর্শনে ত্রস্ত-ভাবে সেই ছিন্নভিন্ন মলিনবসনখানি কোমলাঙ্গের যথাস্থানে আবৃত করিয়া, মাধুরী নীরদমুখী চাতকিনীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। অচৈ-তন্যাবস্থায় আবদ্ধ নয়নযুগল এক্ষণে বিস্ফারিত হওয়াতে সঞ্চিত জলরাশি বেগে বহির্গত হইয়া, তাহার হৃদয় ভাসাইয়া দিল। নীরবে দুইটী সজল-নয়ন সৈনিকের মুখমণ্ডলে অর্পণ করিয়া, কম্পিতকলেবরে তাঁহার পার্শ্বদেশে স্থান গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিল না।

মাধুরী মালাকারের ক্রীতদাসী, এই কথায় শ্রোতৃমণ্ডলী একেবারেই বিস্মিত হইয়াছিল। কারণ তাহাদিগের ধারণা যে, মাধুরী মোহময় যাদুমন্ত্র জানে, সে কখনই পরের ক্রীতদাসী হইতে পারে না; কিন্তু শেষ বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিল যে, হইতে পারে, মাধুরী এই মালাকারের

নিকটই যাদুমন্ত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে, মালাকার ইহার গুরুদেব, ইহার জন্য ইহারই আদেশে মাধুরী প্রত্যহ পথে পথে ফুল বেচিয়া থাকে। নতুবা ফুলবিক্রয়ের প্রয়োজন কি?

মাধুরীর ছলছল সজলনয়ন এবং মালাকারের চপেটাঘাতে স্ফীত আরক্তিম গণ্ড দর্শনে সৈনিকপুরুষ সক্রোধে বজ্রগম্ভীরনিনাদে বলিয়া উঠিলেন, "অন্যায়, অন্যায়, অসহ্য!—কোন্ সাহসে তুমি প্রকাশ্যরাজপথে স্ত্রীলোকের গাত্রে হস্তার্পণ কর?" মাধুরীর ধূলিধূসরিত কেশপাশে—শিরে ধীরে করার্পণ করিতে করিতে, সস্নেহস্বরে বলিলেন, "মাধুরী! ভয় নাই।" মাধুরীর মস্তক কে যেন সৈনিকের বক্ষের উপর ঠেলিয়া দিল। নীরবে নেত্রনীরে মাধুরী সৈনিকের হৃদয় ভিজাইতে লাগিল।

মালাকার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, "মাধুরী আমার কেনাদাসী, উহার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমি যা ইচ্ছা তাই করিতে পারি।" বলিয়া যুবকের নিকট হইতে মাধুরীকে বলে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল।

প্রজ্বলিতনয়নে অসিনিষ্কাষণপূর্ব্বক যুবক বলিলেন, "সাবধান! যদি আর একপদ অগ্রসর হও, এই অসি তোমার প্রায়শ্চিত্তবিধান করিবে।" মাধুরীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিদানে পুনরায় উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "মাধুরী!—ভয় নাই।"

নবরবিকরোদ্দীপ্ত অসিফলক সন্দর্শনে মালাকার সভয়ে বিনম্রস্বরে মাধুরীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "মাধুরী! আয়, তোরে আর কিছু বলিব না।"

মাধুরীর আত্মা যেন পরিশুষ্কপ্রায়।—"ওঃ, না,—না,—আপনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন না।" সকাতরে—ব্যগ্রভাবে মাধুরী এই কয়েকটী কথা বলিয়া, সৈনিকপুরুষের বেশ আরও বলে ধারণ করিল।

"না, মাধুরী! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই।" এই কথা বলিয়া, সৈনিকপুরুষ মাধুরীর মস্তকে করার্পণে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। মাধুরীর ধূলিধূসরিত জীর্ণবসনস্পর্শে সৈনিকের মূল্যবান বেশ মলিন হইতে লাগিল। পথিকমণ্ডলির চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত; সকলে স্থিরসিদ্ধান্ত করিল, মাধুরী যাদুমন্ত্রবলে সম্ভ্রান্ত সৈনিকপুরুষকে একেবারেই করায়ত্ত করিয়াছে। নতুবা মাধুরীর ন্যায় অনাথিনীর প্রতি দাতাকর্ণের ন্যায় মহোচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত সৈনিকের এতাদৃশ অনুগ্রহ বর্ষিত হইবে কেন?

মাধুরীর কাতর পরিবেদনা, সজলনয়ন, সদয়প্রার্থনা আর শোচনীয় অবস্থাদর্শনে সৈনিকপুরুষের হৃদয় টলিল। মাধুরীর প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহপ্রদর্শক ব্যক্তিটী কে, পাঠকগণের তাহা জানিবার নিমিত্ত অবশ্যই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। সৈনিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতিবর্ষ; বপু যৌবনের পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত, বীরোচিত। বিস্তৃত ললাট জ্ঞানবুদ্ধির ক্রীড়াভূমি, কুঞ্চিত কৃষ্ণ ভ্রূযুগ যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রতিমা, বিস্ফারিত নয়নদ্বয় যেন সরলতার আশ্রম, ওষ্ঠাধর যেন পরপরিবেদনা দূর করিতে—কাতরে আশাদানে ব্যগ্র, আজানুলম্বিত বাহুযুগল যেন দুষ্টদমন শিষ্টপালন জন্য নিয়ত প্রস্তুত, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর—উদারতার সুরমপ্রভাময়—শান্তির কান্তিময়। ইনি বৌদ্ধ গৌড়রাজের দশসহস্রানীকপদে নিযুক্ত, কিন্তু জাতিতে বৌদ্ধ নহেন, হিন্দু, গৌড়ীয় সৈন্যদলের একমাত্র হিন্দু দশসহস্রানীক। নিজ বাহুবলে অসীম বীরত্বে কয়েকটী খণ্ড সমরে রণপাণ্ডিত্য, অসমসাহসিকতা এবং দুর্দ্ধর্ষবলের পরিচয়দানে গৌড়রাজের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াই ইনি হিন্দুজাতির পক্ষে দুর্লভ এই পদে অভিষিক্ত। নাম বীরেন্দ্র, কিন্তু ইহাঁর উদারতা, সরলতা, পরোপকারিতা এবং দানশৌণ্ডতাদর্শনে গৌড়বাসী সাধারণে স্বতঃই ইহাঁকে 'দাতাকর্ণ' নামে সম্ভাষণে সন্তুষ্ট।

কিঞ্চিৎ ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিয়া, ধীরভাবে বীরেন্দ্র কহিলেন, "ভাল, মালাকার! মাধুরী গৌড়ের সর্ব্বজনপরিচিতা; কিন্ত ইহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান কোথায় তাহাও ত কেহই বলিতে সমর্থ নহে। মাধুরী তোমার ক্রীতদাসী এ কথা এই নূতন শুনিলাম। ভাল, তাহার প্রমাণ?"

"প্রমাণ?—ঐ মাধুরীই ইহার প্রমাণ দিবে। কেমন মাধুরী! আমার কথা কি সত্য নহে?" মালাকারের এই তীব্র প্রশ্নে মাধুরী নিরুত্তরা, ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিবিনিক্ষেপে অঙ্গুষ্ঠে মৃত্তিকাকুণ্ডয়ন করিতে লাগিল।

মাধুরীর তদবস্থাদর্শনে বীরেন্দ্র ভাবিলেন, মাধুরী যখন নীরব, তখন মালাকারের উক্তি সত্য হইবার সম্ভাবনা। পথিকসমিতি স্থির করিল, মালাকার যাদুমন্ত্রের গুরু, মাধুরী গুরুর বিরুদ্ধে কখনই কোন কথা কহিতে সমর্থ নহে, কেবল নিদারুণ নিগ্রহভোগসূত্রেই গুরুর অধীনতাপরিহারে এতাদৃশ যত্নবতী।

"সত্য সত্যই যদি মাধুরী তোমার ক্রীতদাসী হয়, তুমি ইহাকে আমার নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছ কি না?" বীরেন্দ্র এই

কয়টী কথা বলিবামাত্রই জানিতে পারিলেন, ক্রীতদাসী মাধুরীর শিরায় শিরায় যেন বৈদ্যুতিকবেগে অভূতপূর্ব্ব আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত, নয়নদ্বয় স্বর্গীয় জ্যোতিতে বিস্ফারিত, শুষ্ক মলিন মুখমণ্ডল যেন শারদীয় নীলিম নির্ম্মল নৈশাকাশের পূর্ণশশির ন্যায় বিকশিত হইল। পথিকমণ্ডলী বীরেন্দ্রের প্রতি প্রসন্ননয়নে দৃষ্টিদানে এবারে অখণ্ডনীয়রূপে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, মাধুরীর যাদুমন্ত্রজালে দাতাকর্ণ দৃঢ়রূপে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

বিস্ময়ভাবপ্রকাশে মালাকার প্রত্যুত্তর করিল, "আপনি কি বলিতেছেন? মাধুরীকে বেচিব?—না, তাহা কখনই পারিব না।"

মাধুরীর আশাবৃক্ষ যেন বজ্রাঘাতে সমূলে ভস্ম হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে মাধুরী বীরেন্দ্রের বেশ পুনরায় দৃঢ়রূপে ধারণ করিল।

"নির্ব্বোধ! অবশ্যই তোমাকে বিক্রয় করিতে হইবে। যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে, নিশ্চয়, জানিও তোমার ধ্বংস অতি নিকটবর্ত্তী।" বীরেন্দ্র সক্রোধে এই কয়টী কথা সমুচ্চারণে নিজ অসির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মালাকার ভাবিল, বীরেন্দ্রের ন্যায় সম্ভ্রান্ত সৈনিকের নিকট হইতে যদি যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে এ পাগলিনীকে বিক্রয় করিতে ক্ষতি কি? চিন্তান্বিত মালাকারকে নীরব দর্শনে বীরেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ইহাকে কত মূল্যে বিক্রয় করিতে সম্মত আছ?"

"দশবর্ষ পূর্ব্বে আমি ইহাকে দশ-মুদ্রায় কিনিয়াছিলাম; কে ইহাকে তখন এত অধিক মূল্যে কেনে? তাহার পর এতকাল উত্তমরূপে ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছি।"

মালাকার এইবার সত্যের অবমাননা করিল। দিনান্তে এক মুষ্টি উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং কয়েক মাসান্তে পরিত্যক্ত জীর্ণ মলিন বসন মাধুরীর জন্য তাহার ব্যয় হইয়া থাকে, ইহারই নাম উত্তমরূপে ভরণ পোষণ। কিন্তু মাধুরী এ উক্তির কোন প্রতিবাদ করিল না। সে যে প্রত্যহ মাল্যবিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই মালাকারকে প্রদান করিয়া থাকে, তাহা বলিল না। কেবল বীরেন্দ্রের বদনমণ্ডলে সকরুণ দৃষ্টি সংযত করিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বীরেন্দ্র বলিলেন, "ভাল, তুমি দশমুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলে, আমি শতমুদ্রা দিব।"

মাধুরীর আত্মা যেন অনন্ত স্বর্গে সমুত্থিত হইল। "শতমুদ্রা" শব্দ শ্রবণে দীন মালাকারের হৃদয়ও মহানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে কথনও একত্র শতমুদ্রা সন্দর্শন করিয়াছিল কি না সন্দেহ। লোভবিমুগ্ধ মালাকারকে উত্তরদান করিতে না দিয়াই বীরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "আমার সহিত দুর্গমধ্যে চল, এখনই শতমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে।" মাধুরী অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে আত্মজ্ঞান হারাইল।

মালাকার দ্বিরুক্তি করিল না। বীরেন্দ্রের এই সদয় আচরণে পথিক-মণ্ডলির বদনবিবর হইতে সাধুবাদধ্বনি বহির্গত হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু অনেকেই আবার স্থির করিয়া লইল যে, মাধুরীর যাদুমন্ত্রে দাতাকর্ণ নিতান্তই বিমুগ্ধ হইলেন। আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তে বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া; কোমল স্বরে মাধুরী কহিল, "তবে আমি আপনার সঙ্গে যাইব?—আপনার সঙ্গে?—হা!—কি আনন্দ!"

বীরেন্দ্র মৃদুহাস্যসহকারে কহিলেন, "হাঁ মাধুরী! আমারই সঙ্গে যাইবে। আর তোমাকে এ বেশে পথে পথে ফুল বেচিতে হইবে না।"

পথিকগণ আর মাধুরীর সুধার সংগীত শুনিতে পাইবে না ভাবিয়া বিষণ্ণ হইল। মাধুরী কৃতজ্ঞতাভরে রাজপথবক্ষে জানু পাতিত করিয়া, দুই থানি ক্ষুদ্রকর পরস্পর সংমিলনে বীরেন্দ্রের মুখমণ্ডলে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দৃষ্টিদানে কি যেন বলিবে এমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বীরেন্দ্র পরক্ষণেই মাধুরীর কোমলকরপল্লবধারণে উত্তোলনপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ব্যাঘাত দিয়া, কহিলেন, "মাধুরী! চল প্রকৃতিকে তোমার সুধার সংগীত শুনাইবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৯৯৮ সম্বতে যে বাসন্তী উষার স্নিগ্ধ সমীরসংস্পর্শে মহানন্দা ভাগীরথী হৃদয়ে হৃদয় মিশাইতেছিল, সেই উষায় ধবলাঙ্গিনী ধলেশ্বরী একাকিনী মৃদুমধুররবে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী রামপালের চরণচুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

রামপাল আজি সচঞ্চল, আন্দোলিত, একটী অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনায় কোলাহলময়। গত রজনীতে রামপালের অধিকাংশ নরনারীই নিদ্রার অঙ্কে অঙ্গ ঢালে নাই। সভয়ে সবিস্ময়ে সচকিতে সকলেই সকলকে একবিধ প্রশ্ন করিতে অভিনিযুক্ত। নানা জনে সেই প্রশ্নটী নানা প্রকারে মীমাংসা করিতে উদ্যত, কিন্তু কোনটীই সাধারণের মনোমত হইতেছে না। আন্দোলনের উপর আন্দোলন—জনরবের সহস্র রসনা সেই আন্দোলনকে ক্রমে ক্রমে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতেছে। উষা আপনরূপে আপনিই হাস্যমুখী, কিন্তু সে সুরম রূপামৃতপানে কেহই অগ্রসর নহে।

সেই সমান্দোলিত রামপালের বিরাটকায় প্রাসাদ কিন্তু নীরব, নিস্তব্ধ, গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান।

প্রাসাদের একটী নিভৃত নির্জ্জন কক্ষমধ্যে এক বীরপুরুষমূর্ত্তি ধীরপাদবিহারে নিযুক্ত। একটীমাত্র মুক্তবাতায়নপথ দিয়া, উষার আধ আধ হাসি আসিয়া, সেই কক্ষমধ্যে পলায়নপর অন্ধকারের অনুসরণ করিতেছে। কক্ষটী অন্ধকার-আলোকবিজড়িত। বীরপুরুষ উভয় হস্ত পশ্চাদ্দেশে সংযোজিত করিয়া, কক্ষের এক প্রান্ত হইতে ভিন্ন প্রান্ত পর্য্যন্ত নীরবে আপনমনে অবিশ্রান্ত গমনাগমন করিতেছেন। গতিদর্শনে সহসা বোধ হয়, যেন চরণযুগল আপন ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত হইতেছে। বীরপুরুষের মুখমণ্ডল এবং অঙ্গভঙ্গি বিলক্ষণরূপেই প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, তাঁহার চিত্ত একটা গভীরতম চিন্তায় সমাক্রান্ত। জ্ঞানবুদ্ধির আধার স্বরূপ উন্নত বিস্তৃত ললাট, বিজ্ঞতার রেখাস্বরূপ ভ্রূযুগল এবং সাহস শৌর্য্য বিক্রম বীরত্বের পরিচায়কস্বরূপ বিস্ফারিত নয়নদ্বয় এক একবার কুঞ্চিত,—আরক্তিমমূর্ত্তিধারণে সেই চিন্তার পূর্ণাবির্ভাব প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে।

কে এই চিন্তাধীন বীরপুরুষ?—পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুকুলরবি মহারাজ বীরসেন। সেই ঈষদালোকাঙ্ককারাবৃত কক্ষে বিশ্ববিদিত বীরতেজা চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বীরসেন প্রবল চিন্তারূপ বৈদ্যুতিকশক্তিপরিচালিত হইয়া পাদবিহারে বিনিযুক্ত। প্রবল ক্ষত্রিয়তেজ মুখমণ্ডলে স্বতঃই প্রকাশমান। মহারাজের শিরায় শিরায় যে পবিত্র আর্য্যরক্ত—ক্ষত্রিয়রক্ত প্রবাহিত, চিন্তাতাপে আজি তাহা প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কি সে চিন্তা?—সে চিন্তা ব্যক্তিগত নহে, রাজ্যশাসনসূচক নহে, অরাতিভয়মূলক নহে, সাংসারিক নহে, সে চিন্তা এ জগতে অতি অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, অতি সামান্য সংখ্যক মনুষ্যের হৃদয় সেরূপ চিন্তা অধিকার করে। সে চিন্তা ঈশ্বরপ্রেরিত—জাতিগত। সে চিন্তার ফল অমিয়ময় স্বর্গীয় সৌরভপূর্ণ—অক্ষয়। জগতের ইতিহাস বলিতেছে, জগৎ সৃষ্টি অবধি—জাতি সৃষ্টি অবধি—পৃথিবী বিভাগ অবধি সেরূপ চিন্তার অভিনয় অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গেশ্বর মহারাজ বীরসেনের মস্তিস্ক সেই অসাধারণ চিন্তায় বিলোড়িত,—চিত্ত বিভোর। চিন্তা, মহারাজের সমক্ষে পর্য্যায়ক্রমে নানাবিধ দৃশ্য আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। প্রথম দৃশ্য—বিভীষণ—হৃদয়ভেদী—চারিদিকে অন্ধকার—অন্ধকারের ভিতর হইতে অন্ধকার ছুটীতেছে; তন্মধ্যে সেই অন্ধকার অপেক্ষা ভয়ঙ্করী নিরাশা উন্মাদিনীবেশে নৃত্য করিতেছে। তৎপরেই দ্বিতীয় দৃশ্য—উত্তালতরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া, রক্তসাগর—পবিত্র আর্য্যরক্তসাগর প্রবলবেগে প্রবাহমান;—চলিয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া—বিষম সংঘাতে ভয়াল আবর্ত্তে সম্মুখস্থ প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্ব লোপ করিয়া চলিয়াছে। সেই অনন্ত তরঙ্গের হুহুঙ্কার ধ্বনি বিমানে বিমানে মেঘে মেঘে ঘাতপ্রতিঘাতে অনন্ত শূন্য প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। পরক্ষণেই অপর দৃশ্য—অনুপরূপলাবণ্যময়ী দেবদূতীপরিবৃতা মধুময়ী শান্তি স্বর্গীয় প্রভাপ্রকাশে আনন্দ-আননে অক্ষয় কীর্ত্তিহীরকবিজড়িত মুকুট হস্তে অগ্রবর্ত্তিনী। একবার নহে, দুইবার নহে, চিন্তা বারম্বার এই বিচিত্র অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য বীরসেনের চিত্তপটে সমঙ্কিত করিতে যত্নবতী।

বীরসেন ব্যতীত কক্ষটী দ্বিতীয় মানববিহীন। দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী নাই, রাজ আজ্ঞায় প্রাসাদের এ প্রান্তে মানবসমাগম একেবারে নিষিদ্ধ। বীরসেনকে সেই নীরব উষায় একাকী প্রাপ্ত হইয়া, চিন্তা স্বীয় সমস্ত শক্তিই

প্রয়োগ করিতেছে। অকস্মাৎ নিম্নলিখিত তীব্রতেজোময় উক্তি সেই চিন্তান্দোলিত বীরসেনের বদনবিবরবিনির্গত হইয়া, সেই নিভৃত নির্জ্জন-কক্ষের নিদ্রিত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিল ;—

"কে বলে দুর্লভ ?—শক্তি—মহাশক্তি—আদ্যাশক্তি কে বলে মানবের পক্ষে দুর্লভ ? যে শক্তিবলে জড়জগৎ সৃষ্ট, যে শক্তিসহযোগে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, যে শক্তি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনে নিযুক্ত, যে শক্তি পরমারাধ্যা, কে বলে সেই শক্তিসৃষ্ট মানব সেই শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ নহে ? সেই শক্তির প্রতিকৃতিস্বরূপ জীবশ্রেষ্ঠ নরনারী অনন্তকাল হইতে সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। মানবের প্রাণে—মানবের আত্মায়—মানবের শিরায় শিরায় সেই শক্তিস্রোত প্রবাহিত ; সেই শক্তিই মানবের প্রথম সহায়—প্রধান সম্বল—তবে কেন বলিব সে শক্তি দুর্লভ ? অনন্ত অচিন্ত্য অজ্ঞেয় জগৎ সেই শক্তিময়। কেবল পবিত্রতার অভাবেই মানবসাধারণে সেই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে সমর্থ নহে ; কিন্তু যে মানব নিঃস্বার্থচিত্তে পবিত্রহৃদয়ে দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা, যত্ন, চেষ্টা, আয়াস এবং উদ্দীপনার আশ্রয়ে শক্তিসঞ্চয়ে অগ্রসর হয়, সে মানবের জয় নিশ্চয়। সেই মহাশক্তি তাহার করতলগত হইবেই হইবে। যে ভাগ্যবান মানব সেই শক্তিসঞ্চয়ে ক্ষমবান, এ জগতে সে-ই সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ।"

পলায়মান নীরবতা কক্ষমধ্যে আবার ফিরিল। বীরসেন পুনরায় ধীর-ভাবে কক্ষহৃদয়ে পাদবিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ভাবে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারিলেন না। বিশ্বদগ্ধকারী জ্বলন্ত অঙ্গার-উদ্গীরক আগ্নেয় গিরির ন্যায় বীরের বদনবিবর হইতে পুনরায় উদ্দীপক উক্তি সেই-মত প্রবলবেগেই বহির্গত হইল ;—

"প্রয়োজন—প্রয়োজন—সেই শক্তিসাধন—সেই শক্তি অর্জ্জন এখন আমার প্রয়োজন। যে শক্তি সৃষ্টি করে, সেই শক্তিই পালনপ্রলয়ের কারণ। সেই শক্তি জাগতিক সকল উদ্দেশ্যই সাধন করে। আমি সেই শক্তির শুভ[illegible]ক অংশে অশুভানুষ্ঠানকে বিদূরিত করিতে চাই। পারিব না ?—[illegible] শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইব না ?—মনুষ্য কেন হৃদয়ে নিরাশাকে স্থান দেয় ?—ওঃ !—আমার ভ্রান্তি ! জগৎ যে নির্ব্বোধ কাপুরুষ মনুষ্য-পূর্ণ ! আমার শিরায় শিরায় যে জাতির রক্তস্রোত প্রবাহিত, সে জাতি কাপুরুষতা কাহাকে বলে, তাহা জানিত না, জানে না, জানিতে চাহে না,

জানিবেও না। আমি কি সেই ভারতবিজয়ী ক্ষত্রিয়বংশধর হইয়া নিরাশাকে হৃদয়ে আশ্রয় দিব?—জঘন্য কাপুরুষ উপাধি ধারণ করিব? না, কখনই না। শক্তির সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, দেখি, শক্তিসঞ্চয় করিতে পারি কি না। আমার ধুয়া—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—"

পবনসংঘাতেই শব্দের সৃষ্টি। বীরসেনের উক্তি সেই পবনহৃদয়ে বিলীন না হইতে হইতেই অকস্মাৎ সেই উষার স্নিগ্ধ সমীরণ ক্ষীণভাবে কক্ষমধ্যে নিম্নলিখিত ধ্বনি বহন করিয়া আনিল;—

"সাধে কি কাঁদেরে পরাণ! *
হৃদয় আমার অনন্ত শ্মশান,
জ্বলে চিতানল ভেদিয়ে বিমান,
ধূমে ধূমাকার,
অনন্ত আঁধার,—
কোলেতে ঘুমায়ে ছ'কোটী সন্তান!"

সঙ্গীত নিবৃত্তি হইবামাত্র চমকিত স্তম্ভিত বীরসেন সবিস্ময়ে স্বগত প্রশ্ন করিলেন, "এ কি! এ সংগীতের অর্থত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আর কোথা হইতেই বা এ হেন সময়ে এ সংগীতধ্বনি আসিতেছে? প্রাসাদের এপ্রান্তে জনসমাগম একেবারেই নিষিদ্ধ।" তত্ত্বানুসন্ধানকামনায় মুক্তবাতায়নাভিমুখে বীরসেন অগ্রসর হইবামাত্র কক্ষমধ্যে পুনরায় সেই ধ্বনি কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে প্রবিষ্ট হইল;—

"বিধর্ম্মী করেছে দেহ অধিকার!
হৃদিপিণ্ড ছিঁড়ে করে ছার খার!—
কতকাল আর,
যাতনা অপার
সবরে নীরবে?—ঝরিবে নয়ান!"

কামিনী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বিচিত্র সংগীত-লহরী বিস্মিত বালককে অতি বিস্ময়ে বিজড়িত করিয়া, পবনবাহনে মুক্তবাতায়নপথ দিয়া অনন্ত শূন্যে

* রাগিণী পাহাড়ী—তাল মধ্যমান।

বিলীন হইয়া গেল। কক্ষের প্রতি প্রান্তে তড়িৎগতিতে দৃষ্টি বিনিক্ষেপে দেখিলেন, দ্বিতীয় প্রাণী কেহই নাই। বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে সভয়ে ঊর্দ্ধে নয়নার্পণে করযোড়ে অতি ধীর—অতি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "এ কি? কাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে এই হৃদয়ভেদী আবেগ—ভীষণ উচ্ছাস সমুত্থিত হইল? মানবীর কণ্ঠনিসৃতঃ ধ্বনি কখনই নহে। 'বিধর্ম্মী করেছে দেহ অধিকার!' এ জীবনে অশ্রুতপূর্ব্ব দেবভাষায় এ কথা এই শুনিলাম। এ কি দেবলীলা?—'বিধর্ম্মী করেছে দেহ অধিকার!'—এ কথা আর কে বলিতে পারে?"—স্বগত উক্তি পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই আবার সেই সংগীত-স্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে কক্ষ ভাসাইয়া দিল। বীরসেন কক্ষতলে পাতিতজানু—করযোড়ে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে শুনিতে লাগিলেন;—

"পোড়া প্রাণ জ্বলে যায় রে!
মা বলে কেহ না চায় রে!
ছ'কোটী সন্তান,
হারায়েছে জ্ঞান,
মা বলে না ডাকে হায় রে!"

বীরসেনের বীরহৃদয় টলিল। অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। রসনা কি যেন কি বলিবার জন্য সচেষ্ট হইল, বলিতে পারিল না। আবেগে কণ্ঠ পরিপূর্ণ। আবার সুর সপ্তমে উঠিল;—

"ছয়কোটী সুত ঘরেতে যাহার!
'ক্রীতদাসী' নাম ঘোচেনা তাহার!
নয়নের বারি,
নয়নে নিবারি,
অভাগিনী আমি বিধির বিধান!"

শক্তিহীন ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বরবর্ণ যেরূপ সবল করিয়া তুলে, নিস্পন্দভাবে অবস্থিত বীরসেনকে সংগীত সেইমত উদ্দীপ্ত করিয়া দিল। বীরসেন কাতরে সংগীতকারিণীর উদ্দেশে বলিলেন, 'কে আপনি?—বঙ্গলক্ষ্মী?—

বঙ্গমাতা?—জননী জন্মভূমি?—কে আপনি?—আমি অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান—শত শত জন্মের পুণ্যফলে—বহু ভাগ্যবলে যদি আজি আপনার মর্ম্মভেদী হৃদয়ের কথা শুনিতে পাইলাম, জন্মভূমি!—বঙ্গলক্ষ্মী!—একবার চরণদর্শন পাইব না?—বঙ্গলক্ষ্মী!—জন্মভূমি! এ কৃতজ্ঞ সন্তান আপনার জন্য এ জীবন—"

বাধা পড়িল। সেই দৈবী সঙ্গীতে কক্ষটী পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল;—

"কে আছরে মম কৃতজ্ঞ তনয়?
মা'র দুঃখে ক'ার বিদরে হৃদয়?
এ শ্মশানভূমে,
মত্ত সবে ঘুমে,
কে জাগাবে তুলে?—দিবে প্রাণদান?"

অর্দ্ধোন্নতকলেবরে বীরসেন হৃদয়দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন;—"দেবি! আপনার এই কাতর পরিবেদন—পাষাণভেদী পরিবেদন শ্রবণের পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছি—প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি, মহাযোগে মহাশক্তি সংগ্রহে লিপ্ত হইব। একাকী নির্জ্জনে গহনবনে নহে, এই স্বর্গাপেক্ষা গরিয়সী জন্মভূমির ক্রোড়ে বসিয়া, ছয়কোটী জাতীয় ভ্রাতাকে লইয়াই যোগে মাতিব—এই অনন্ত শ্মশানে মহাশক্তিসাধনায় ছয়কোটী ভ্রাতায় মিলিব। প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া মহাশক্তিকে আকর্ষণ করিব। দেখাইব, জগতে সেই শক্তিসঞ্চয় করিতে পারি কি না। যে শক্তি তোমার ভাগ্যে এই গভীরতম কালরজনী আনয়ন করিয়াছে, দেবি! সেই শক্তি সহায়েই তোমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইব। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।"

অকস্মাৎ কয়েক মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী একটী বিচিত্র অশ্রুতপূর্ব্ব রব আসিয়া কক্ষকে প্রতিধ্বনিত করিয়া দিল। বীরসেন ব্যগ্রভাবে গৃহের চতুষ্পার্শে নেত্রপাতের পর দেখিলেন—অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য! তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী কক্ষগাত্র অকস্মাৎ কর্কশরবে বিদীর্ণ হইয়া, একটী ক্ষুদ্র দ্বাররূপে পরিণত হইয়া যাইল! পরমুহূর্ত্তেই পলক না ফেলিতে ফেলিতেই সেই নবপ্রকাশিত দ্বার মধ্য হইতে

জ্যোতিঃ—প্রবল জ্যোতিঃ তড়িৎবেগে বহির্গত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল! বীরসেন দেখিলেন, সেই স্বতঃসৃষ্ট দ্বার দিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্বপ্রতিমা ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে। নবীন দ্বার স্বতঃই রুদ্ধ হইয়া, কক্ষগাত্রকে পূর্ব্ব-মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া লইল। অসমসাহসী ক্ষত্রিয় বীরনেতা সেই মূর্ত্তিদর্শনে কলের পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দভাবে কক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। নয়নযুগল সেই মূর্ত্তির প্রতি অর্পিত। দেখিলেন—নারীমূর্ত্তি!—মস্তকে সুদীর্ঘ কণ্টকমুকুট, পরিধান রক্তাক্ত শ্বেত অথচ মলিন বসন, হস্তপদে লৌহশৃঙ্খল দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, বিষাদবিষণ্ণবদন, নয়নে দরদর জলধারা, অঙ্গের যে যে স্থল অনাবৃত, সেই সেই স্থলে অবিরল রুধীরবিন্দু বিনির্গত হইতেছে! বীরসেন স্তম্ভিত—নীরব।

কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি আবার গাহিল;—

"ছয়কোটী সুত বারোকোটী হাতে,
আজি যদি বঙ্গে রণরঙ্গে মাতে,
নিশ্চয় নিশ্চয়,
জয়, জয়, জয়,
দুঃখনিশি মম হয় অবসান।"

সংগীতের শেষ শব্দটী কণ্ঠবিনিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় উজ্জ্বল আলোকে কক্ষটী প্রতিফলিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নাই—আর নাই—বীরসেন দেখিলেন কক্ষমধ্যে আর সে নারীমূর্ত্তি নাই! ধীরে ধীরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কক্ষদ্বারে—কক্ষপার্শ্বে—বহির্ভাগে নয়নার্পণ করিলেন, কিন্তু দেখিলেন, কোথাও সে অদৃষ্টপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি নাই! ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, বিস্ময়বিহ্বল বীরসেন স্বগত প্রশ্ন করিলেন, "এ কি স্বপ্ন?—সমধিক চিন্তাস্রোতে মস্তিষ্ক আলোড়িত হওয়াতেই কি ভ্রান্তি উপস্থিত হইল?—বিচিত্র ব্যাপার!—ভুলিব না—ভুলিব না—এ জীবনে ঐ দৃশ্য ভুলিব না।—এই কি জননী জন্মভূমির জীবন্ত প্রতিমা? শিরে কণ্টক-মুকুট—নয়নে অবিরল জলধারা—হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ! উঃ! কি হৃদয়ভেদী দৃশ্য!—না, স্বপ্ন দেখিলাম?—স্বপ্নই বটে। এ যে দৃশ্য—অদৃষ্টপূর্ব্ব—অচিন্তনীয়—অনৈসর্গিক। উঃ! সেই কাতর পরিবেদন—'হৃদয় আমার

অনন্ত শ্মশান, জ্বলে চিতানল ভেদিয়ে বিমান, ধূমে ধূমাকার, অনন্ত আঁধার' আমার পাষাণহৃদয়ে লৌহলেখনী যেন এই কথাগুলি অক্ষয়রূপে সমঙ্কিত করিয়া দিল। 'ছয়কোটী সুত বারোকোটী হাতে, আজি যদি বঙ্গে রণরঙ্গে মাতে'—মাতিবে, মাতিবে—যে শক্তিসংগ্রহে ক্ষত্রিয়জাতি জগতে অক্ষয় যশঃ সৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয়রক্তধারী বীরসেনের প্রতিজ্ঞা, সেই শক্তি সংগ্রহে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মাতাইবে—রণরঙ্গে মাতাইবে—জন্মভূমি—স্বাধীনতা—জাতীয় গৌরবার্জ্জনের জন্য মাতাইবে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা—"

স্বগত প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত না হইতে হইতেই ক্ষীণপদসঞ্চার শব্দ আসিয়া বীরসেনের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। বীরসেন ভাবিলেন, বুঝি পুনরায় সেই মূর্ত্তি—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইবে, কিন্তু তাঁহার অনুমান পরমুহূর্ত্তেই ব্যর্থ হইয়া যাইল। একটী অল্পবয়স্ক দাস করযোড়ে ধীরপদে প্রবিষ্ট হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক নতমস্তকে নিবেদন করিল, "আচার্য্য মহাশয় অপেক্ষা করিতেছেন।"

বীরসেন কহিলেন,—"আসিতে বল।"

বালকদাস বীরসেনের মুখমণ্ডলের প্রতি সাগ্রহ তীব্রদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিতে করিতে কক্ষত্যাগ করিল।

"অবিশ্বাস্য—অবিশ্বাস্য—শুনিলে আচার্য্য উপহাস করিবেন। এ অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য এ জগতে আর কাহারও ভাগ্যে দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল, ইতিহাস তাহা বলিতে অসমর্থ। বলিলে কি আচার্য্য বিশ্বাস করিবেন ?" আচার্য্যের আগমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বীরসেনের হৃদয়ে এই প্রশ্ন সমান্দোলিত হইতে লাগিল।

আচার্য্য প্রবিষ্ট হইবামাত্রই যথোচিত অভ্যর্থিত হইলেন। আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ধীর গম্ভীরস্বরে আচার্য্য কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিলেন,—"মহারাজ! একটী বিচিত্র ঘটনা গত রজনীতে আমাকে নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই জন্যই অসময়ে আগমন।"

"সে কি গুরুদেব? প্রবলপ্রভঞ্জন অভ্রভেদী অচলকে চঞ্চল করিয়াছে! অসম্ভব কথা।" বীরসেন বিস্মিতবদনে এই কয়েকটী কথা কহিলেন।

পাঠক বা পাঠিকা প্রশ্ন করিতে পারেন, আচার্য্যটী কে?—আচার্য্যের নাম ধুরন্ধর। বয়ক্রম সপ্ততিবর্ষ অতীত হইলেও শরীর আজি পর্য্যন্ত

সবল সতেজ দীপ্তিময়। মস্তক কেশহীন, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, গলে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধান গৈরিক বসন। গভীর প্রাজ্ঞতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁহার সেই উন্নত বিস্তৃত ললাটের ত্রিপুণ্ড্রক রেখার সহিত খোদিত, উজ্জ্বল সুদীর্ঘ নয়নদ্বয়ে যেন বহুদর্শিতা, সমাজতত্ত্বদর্শিতা, ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, নিয়তই অধরপ্রান্তে সরল হাস্যরেখা যেন লোকহৃদয়ানুরঞ্জন জন্য বিরাজমান। মূর্ত্তিটী সৌম্য শান্ত অথচ তেজোময়। দেখিলে ভয়ের পরিবর্ত্তে ভক্তি এবং প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। আকৃতি পরিচয় দিতেছে যে, ধুরন্ধর আচার্য্য শৈব। বাস্তবিকই ইনি শৈব দ্বিজদলের নেতা। ধুরন্ধরাচার্য্য পূর্ব্ববঙ্গেশ্বরের উক্তিতে অলক্ষ্যে ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "ঘটনাটী অতীব বিচিত্র, অদৃষ্টপূর্ব্ব—অমানুষিক।"

অমানুষিক শব্দ শ্রবণে সোৎসুকে সাগ্রহদৃষ্টিবিনিক্ষেপে বীরসেন কহিলেন, "অদৃষ্টপূর্ব্ব!—অমানুষিক!—"

ধুরন্ধর আচার্য্যের সেই প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি আরও গম্ভীরভাব ধারণ করিল। ধীরবচনে বিজ্ঞাপন করিয়া দিলেন, "এ জীবনে—এ নয়নে সেরূপ ঘটনা কখনও দেখি নাই।"

স্বতঃ প্রজ্বলিত দাবানল প্রবল অনীল সহযোগে যেরূপ বিভীষণ মূর্ত্তিধারণ করে, আচার্য্যের উক্তি সেইমত বীরসেনের বিস্ময়কে প্রবলতর করিয়া তুলিল। অধীর-অন্তরে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, "দেব! চিত্তকে আর বিচলিত অবস্থায় রাখিবেন না—ঘটনাটী কি?"

"অদৃষ্টপূর্ব্ব—হৃদয়ভেদী দৃশ্যদর্শন!"

অকস্মাৎ বীরসেনের হৃদয়মুকুরে যেন সেই নারীমূর্ত্তি—সেই কণ্টকমুকুটশিরে রুধীরাক্তকলেবরে সজল ছলছল নয়নে রোদনবদনে সমুদিত হইল। সেই সকরুণ সংগীতধ্বনি যেন আবার তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। কক্ষের চারিপার্শ্বে যেন সেই মূর্ত্তির পুনর্দ্দর্শনলাভলালসায় নয়নার্পণে ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "দেব! অদৃষ্টপূর্ব্ব?—হৃদয়ভেদী?—"

আচার্য্য প্রশ্নপূর্ণনয়নে কহিলেন, "নরেশ্বর! বিশ্বাস করিবেন কি?"

"বিশ্বাস?—আমি যেমন আমার অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারি না, নিশ্চয় জানিবেন, আপনার বাক্য সেইমত বিশ্বাস্য।"

ধুরন্ধর ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যামিনী যায় যায়,—এমত সময় অকস্মাৎ অস্ফুট ক্ষীণ করুণধ্বনি আসিয়া আমার নিদ্রা-

ভঙ্গ করিয়া দিল। চকিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কক্ষ জনশূন্য, দীপশিখা স্তিমিত—নিবে নিবেও নিবিতেছে না। নিমিলীতনয়নে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন না করিতে করিতেই আবার সেই ধ্বনি—অনুমানে বোধ হইল কামিনীকণ্ঠবিনিঃসৃত ধ্বনি—"

আচার্য্যের উক্তি সমাপ্ত না হইতে হইতেই ব্যগ্রতা যেন জীবন্তমূর্ত্তিতে বীরসেনের মুখমণ্ডল অধিকার করিয়া লইল। বাধাদানে বীরসেন সোৎ-সুকে কহিলেন,—"কামিনীকণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি?—তাহার পর?"

বক্তা পুনরায় পূর্ব্বমত স্বরে কহিলেন, "কক্ষে জনপ্রাণী নাই, দ্বার অর্গল-দ্বারা রুদ্ধ, কিন্তু কোথা হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব সংগীত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে বিস্মিত—বিচলিত করিয়া তুলিল। মহারাজ!—বঙ্গেশ্বর! বলিতে কি, সে ধ্বনি—সেই সংগীত শ্রবণে আমার শরীর এখনও লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।"

মুখমণ্ডলের ভাব এবং স্বরভঙ্গি আচার্য্যের উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিল। বীরসেন পূর্ব্বমত বিস্ময়বিজড়িত—নীরব। ধুরন্ধর পুনরায় সেইভাবেই বলিলেন, "মহারাজ! সেই সংগীত শ্রবণে আমি নিদ্রিত কি জাগরিত কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, হৃদয় চঞ্চল, বিস্ময়ে অন্তর পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানকামনায় শয্যা পরিত্যাগ করিবামাত্র সম্মুখে দেখিলাম, অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য!—কণ্টকমুকুটশিরে রুধীরাক্ত শরীরে এক রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা! পরমুহূর্ত্তেই স্তিমিতদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কক্ষ অন্ধকারময়; বাতায়নদ্বার উদ্ঘাটন করিবামাত্র উষার অস্ফুট আলোক সবেগে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু দেখিলাম, নাই—কক্ষে আর সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি নাই!"

বীরসেন কহিলেন, "আচার্য্য! কি এ কাণ্ড?—এ কি দৃশ্য?—দেব! আপনি যে সংগীত শ্রবণ করিয়াছেন, যে নারীমূর্ত্তি আপনার নয়নদর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে, অতি অল্পক্ষণ হইল, এই কক্ষমধ্যে সেই সংগীত ধ্বনি সেই 'সাধে কি কাঁদেরে পরাণ!'—সেই হৃদয়ভেদী সকরুণ পরি-বেদন সংগীত শ্রবণ করিয়াছি। এই কক্ষপ্রাকার ভেদপূর্ব্বক সহসা সেই রমণীমূর্ত্তি সেই কণ্টকমুকুটমস্তকে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধকরে রক্তাক্তকলেবরে এই নরাধমকে দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়াছেন। দেব! এ কাহার মূর্ত্তি? এ কি ব্যাপার?"

"বিচিত্র ঘটনা! কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যেরূপ দেখিয়াছি, আপনিও সেইরূপ দেখিয়াছেন। অচিন্তনীয় অশ্রুতপূর্ব্ব কাণ্ড।"

"এ কি মানবী না দেবী মূর্ত্তি?" উৎকণ্ঠিতচিত্তে বীরসেন পুনরায় এই প্রশ্ন করিলেন।

"দেবাদিদেব শম্ভুই জানেন, এ কাহার মূর্ত্তি। কিন্তু যেরূপ দৃশ্য দেখিলাম, সংগীতের যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, এ মূর্ত্তি মানবীর নহে—জননীর—জন্মভূমির—বঙ্গমাতার এই শোচনীয়মূর্ত্তি—আর তাঁহারই সেই অন্তরের অন্তস্তলসমুত্থিত কাতর বিলাপ।"

উভয়েই নীরব, উভয়েই যেন কি একটী চিন্তার সহিত আত্মগত আলাপে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালকদাস পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র উভয়েই তাহার মুখপ্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিদান করিলেন। দাস বিনয়নম্রস্বরে বিজ্ঞাপন করিয়া দিল, "নগরাধ্যক্ষ অপেক্ষা করিতেছেন, বলিলেন, বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে।"

"আসিতে বল।" এই বাক্যে দাসকে বিদায়দানে আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া, বীরসেন প্রশ্ন কহিলেন, "দেব! এ হেন অসময়ে নগরাধ্যক্ষ আবার কি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিবেন?"

"আপনার রাজধানীতে আজি অদ্ভুতপূর্ব্ব বিস্ময়ের রাজত্ব; বলিতে পারি না, নগরাধ্যক্ষ আবার কি বিস্ময়জনক কাণ্ডের সংবাদ প্রদান করিবেন।"

পরক্ষণেই নগরাধ্যক্ষ ধীরপদে বিস্ময়বিহ্বলবদনে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়কেই অভিবাদন করিলেন। বীরসেনের প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি নগরাধ্যক্ষের মুখমণ্ডলে অর্পিত হইবামাত্র নগরাধ্যক্ষ ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "মহারাজ! গত রজনীতে রাজধানীমধ্যে একটী বিচিত্র ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঘটনাটী অদৃষ্টপূর্ব্ব—অভূতপূর্ব্ব—অশ্রুতপূর্ব্ব। সহজে বিশ্বাস্য নহে।"

পূর্ব্ববঙ্গেশ্বর আচার্য্যের নয়নে নয়নার্পন করিয়া, ব্যগ্রভাবে নগরাধ্যক্ষকে প্রশ্ন করিলেন, "কি সে ঘটনা?"

নগরাধ্যক্ষ ভয়বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বরে কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! গত যামিনীর মধ্য যামে রাজধানীর প্রধান প্রধান রাজপথে—প্রধান প্রধান নাগরিকগণের দ্বারে দ্বারে—মন্দিরে মন্দিরে কে যেন একটী রমণী কাতর রোদন স্বরে গীত গাহিয়াছে। সেই নীরব নিশীথে সেই

সংগীত নগরের অনেককেই জাগরিত করিয়া তুলে। কে গাহিতেছে, কোথা হইতে সংগীত-ধ্বনি আসিতেছে, কেহই তাহা স্থির করিতে পারে নাই। সকলেই চমকিত, বিস্মিত, সচঞ্চল।”

বীরসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “সংগীতের অর্থ কিছু বুঝা গিয়াছিল ?”

“আজ্ঞা হাঁ। প্রথমেই ‘সাধে কি কাঁদেরে পরাণ’—”

“আর বলিতে হইবে না।” ধুরন্ধর বাধাদানে কহিলেন, “আর বলিতে হইবে না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, রাজধানীতে এত প্রহরী, কেহ কি সংগীতকারিণীকে দেখে নাই ?”

নগরাধ্যক্ষ উত্তরদান করিলেন, “সকলে নহে, কেহ কেহ দেখিয়াছে। মস্তকে কণ্টকমুকুট—”

“বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আর বলিতে হইবে না। এই ঘটনার— এই দৃশ্যের আমরাও দর্শক। ভাল, নাগরিকেরা কি বলিতেছে ?”

বীরসেনের উক্ত প্রশ্নে নগরাধ্যক্ষ কহিলেন, “সকলেই বিস্মিত, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত, অনেকেই ভীত। সর্ব্বত্রই এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার ঘোরতর আন্দোলন।”

“রাজধানীর ন্যায় গতরজনীতে আমার রাজ্যের অন্য কোন স্থলে এরূপ ঘটনা হইয়াছে কি না, আমি তাহা জানিতে বাসনা করি। আপনি অবি-লম্বেই তত্ত্বানুসন্ধান জন্য অশ্বারোহী পাঠাইতে পারেন।”

বীরসেনের আজ্ঞাপালনার্থ নগরাধ্যক্ষ নতমস্তকে কক্ষত্যাগ করিলেন।

বীরসেন আচার্য্যের মুখমণ্ডলে দৃষ্টি বিনিক্ষেপে কহিলেন, “গুরু-দেব! আপনার মন্ত্রণায়—আপনার উপদেশে আমি হৃদয়মধ্যে যে কল্পনা—যে জাতীয় মহাকল্পনাকে স্থানদান করিয়াছি, বাস্তবিক তাহা যেন এতদিন জলের আল্পনার ন্যায় আমার হৃদয়ে চিত্রিত হইয়াছিল ; কিন্তু এই ঘটনা—এই অমানুষিক দৈবী ঘটনা—বঙ্গমাতার এই কাতর রোদন সেই কল্পনাকে এক্ষণে আমার হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিত করিয়া দিল। গুরুদেব! সত্য বলিতে কি, যখন আমি এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নির্জ্জনে একমনে চিন্তা করিয়াছি, তখন—কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—নানা ভাবী বিপদ, ভাবী বিঘ্ন, ভাবী বিপত্তি আমার সম্মুখে বিভীষণ মূর্ত্তিতে নৃত্য করিয়া, আমাকে একেবারে হতাশ্বাস করিয়া দিয়াছে। আপনার দ্বারা যে বীজমন্ত্রে দীক্ষিত, যে মহাব্রতে ব্রতী, যে মহাকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হই-

তেছি, সেই ব্রত—সেই কার্য্য—সেই জাতীয় মহাকার্য্য সামান্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ সকল বিষয়েই অতীব প্রবল। তাঁহার ক্ষমতা অতুল, বিক্রম বিপুল, সৈন্যবল, অর্থবল অসীম। আমি তাঁহার—সেই বৌদ্ধ গৌড়েশ্বরের অধীন করদরূপে বিদিত। আমার তাদৃশ অর্থবল নাই, সৈন্যবল নাই, অন্য কোন বলই নাই, কেবল বাহুবল আর এই প্রাণ সম্বল। সেই জন্যই এই জাতীয় মহাকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইব কি না, ইহা স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু গুরুদেব! যখন জননী জন্মভূমি কাতর রোদনে—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে নিজ পুত্রগণকে—এই শ্মশানময় বঙ্গের নির্জীব অন্তঃসারশূন্য পুত্রগণকে জাগাইয়া তুলিতেছেন, তখন—গুরুদেব! তখন—" এই কথা বলিতে বলিতে—বীরসেনের চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলন্ত অগ্নি বিকাশ করিতে লাগিল, বদনমণ্ডল মধ্যাহ্ণ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিল, আজানুলম্বিত বাহুযুগল চঞ্চল হইয়া উঠিল, বিশাল বীরবপু তেজস্ফীত হইল। বঙ্গেশ্বর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তখন, আমি জানিয়াছি, আমার কল্পনা—এই মহাব্রত—এই জাতীয় মহাকার্য্য সাধিত হইবেই হইবে। গুরুদেব! আমার প্রতিজ্ঞা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা। বৌদ্ধ গৌড়েশ্বর যতই কেন বলীয়ান হউক না, যতই কেন ক্ষমতাশালী হউক না, সেই বিধর্ম্মির করালকবল হইতে জননীকে উদ্ধার করিবই করিব। কিন্তু গুরুদেব!" বীরসেনের স্বর কিঞ্চিৎ নত হইয়া পড়িল, ধুরন্ধরের পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া, কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু গুরুদেব! আপনি আমাকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, আপনিই এই মহাব্রতে আমাকে ব্রতী করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে এই জাতীয় মহাযজ্ঞে আপনাকেই প্রধান হোতা হইতে হইবে।"

ধুরন্ধর ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সকলই শঙ্করের ইচ্ছাধীন। মহারাজ! বহুশতাব্দী যাবৎ বৌদ্ধপরিপ্লাবিত জন্মভূমির উদ্ধারসাধন—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনঃপ্রচার—সমগ্র গৌড়-বঙ্গে হিন্দুরাজপতাকা পুনরায় সমুড্ডীন করা অসহজ ব্যাপার। ইহা একজন—শতজন বা সহস্র জনের কার্য্য নহে। জাতীয় উদ্দীপনা—জাতীয় অভ্যুত্থান ব্যতীত ইহা কখনই সমাধা করিবার আশা করা যাইতে [illegible]। বাঙ্গালার নরনারী—আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অনেকেই দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে; হিন্দুসংখ্যা সামান্য,

সুতরাং জন্মভূমির উদ্ধারসাধন—সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার কখনই সহজসাধ্য নহে।”

সবিস্ময়ে বীরসেন প্রশ্ন করিলেন, “গুরুদেব! আমি জানি ইহা অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু এ অসম্ভব কি সম্ভব হইতে পারে না?”

“দেশভেদে, অবস্থাভেদে, সময়ভেদে, সম্ভব অসম্ভব এবং অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে। আর্য্যক্ষেত্র ভারতই ইহার সাক্ষ্য স্থল। এক সময়ে এই ভারত—এই সোণার ভারত সমগ্র মেদিনীমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল; ভারতের বলে, বিক্রমে প্রতাপে প্রকৃতি কম্পান্বিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ বিদ্যার খণি এই ভারত—সভ্যতার আদি লীলাস্থল এই ভারত,—এই ভারত হইতে সমগ্র জগৎ শিক্ষিত, সমগ্র জগৎ জ্ঞানী, কিন্তু সেই ভারতের এখন কি দৃশ্য উপস্থিত? মহারাজ! সেই বীর-জননী—সকল রত্নের খণি ভারতের এখন কি দশা দেখিতেছেন? কোথায় সেই রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কুলের বাহুবল? কোথায় সেই শ্রবণভৈরব জয়রব? কোথায় সেই সমগ্র ভারতবাসির একপ্রাণ—একমন? কোথায় সেই সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্য, একতা, উদ্দীপনা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভর, দেশহিতৈষিতা? সেই জাতীয় গৌরবরবি এখন কোন্ গুহায় আশ্রয় লইয়াছে? মহারাজ! ভারতের কি নাই?—সকলই আছে। কোটি কোটি বলশালী সন্তান আছে, অতুল অর্থ আছে, অধিবাসিগণের বিদ্যা আছে, জ্ঞান আছে, বোধশক্তি আছে, সময়ভেদে নাই একতা, নাই উদ্দীপনা, নাই নেতা। মহারাজ! কেবল এই কয়টীর অভাবে ভারতের এই হৃদয়ভেদী শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। কেবল এই কয়টীর অভাবেই ভারত উন্নতির উচ্চতম শিখর হইতে অবনতিজলধির অন্তস্তলে নিপতিত। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অবমাননা—আত্মনিগ্রহ—অনেকতা—স্বজাতিবিদ্বেষ ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছে। মহারাজ! অমিত-তেজা ক্ষত্রিয় রাজগণ যদি পূর্ব্বমত আপনাদিগের চিরাবলম্বনীয় বীরব্রত পালনে যত্নবান থাকিতেন, যদি পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম বৌদ্ধদিগের দ্বারা বিদলিত না হইত, তাহা হইলে—মহারাজ! তাহা হইলে কি এই আর্য্যজাতির লীলাভূমি ভারতের পবিত্র বক্ষে বিজাতীয় বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ পাপপদ অর্পণ করিতে সমর্থ হইত? কখনই না—কখনই না। মহারাজ! একমাত্র পিতৃধর্ম্মের অবমাননারূপ মহাপাপের উচিত দণ্ডস্বরূপই ভারতের বর্ত্তমান

সন্তানগণকে এই ঘোরতর দণ্ডভোগ করিতে হইতেছে। অদৃষ্টে আরও অনেক কষ্ট—অনেক নিগ্রহভোগ আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

বীরসেন একমনে এই কথাগুলি শুনিতে ছিলেন, উক্তি সমাপ্ত হইবামাত্রই সাগ্রহে কহিলেন, "গুরুদেব! আপনার উক্তি কেবল নিরাশার উদ্বোধন করিয়া দিল; আপনি যে মহাব্রতে আমাকে ব্রতী করিয়াছেন, সে ব্রত উদ্যাপনের ত তবে কোন উপায়ই নাই দেখিতেছি।"

"আছে, সম্পূর্ণ আছে। এক্ষণে কেবল পিতৃধর্ম্মের সম্মান—শৈবধর্ম্মের বাহুল্য প্রচার, জাতীয় একতা এবং জাতীয় উদ্দীপনার প্রয়োজন। মহারাজ! যদি এই তিনটী প্রয়োজনসাধন হয়, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতে পারি, কেবল জন্মভূমি বাঙ্গালা কেন?—এই বাঙ্গালীজাতি সমগ্র ভারত হইতে বিধর্ম্মীর নাম লোপ করিয়া, জাতীয় জয়পতাকা সমুড্ডীয়মান করিতে পারে। জাতীয় একতা এবং উদ্দীপনাই এক্ষণে প্রধান এবং প্রথম প্রয়োজনীয়।"

"আমি বিলক্ষণ জানি যে, জাতীয় একতা এবং উদ্দীপনা ব্যতীত জাতীয় অভ্যুত্থান হইতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি সেই একতা—সেই উদ্দীপনা—সেই জাতীয় অভ্যুত্থানের চেষ্টা না করি, তবে আর কে করিবে? সকলেই যদি শত শত শতাব্দী পর্য্যন্ত কেবল উত্তরাধিকারিগণের উপর সেই ভারার্পণ করিয়া যাই, তাহা হইলে কখনই কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে না। গুরুদেব! যখন মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছি, যখন আপনি—জননী জন্মভূমি প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন, তখন হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা যতই কেন সীমাবদ্ধ হউক না, আপনার সহায়তায়—মন্ত্রণায়—উপদেশে—আশীর্ব্বাদে—জননী জন্মভূমির করুণায়—দেবদেব শঙ্করের অনুগ্রহে এই শ্মশানময় বঙ্গে শক্তিসাধনা করিবই করিব। সনাতন শৈবধর্ম্ম প্রচারের ভার আপনার করে—আর জাতীয় একতা, উদ্দীপনা এবং অভ্যুত্থানের ভার আমার হস্তে। আপনি স্বীয় দৈবশক্তি বলে—রুদ্ররূপী শঙ্করের তেজবলে বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে শৈবধর্ম্মানল প্রজ্বলিত করিয়া দিউন, দেখুন, সেই সুযোগে আমি জাতীয় অভ্যুত্থান করিতে পারি কি না। যাহারা রাজধর্ম্ম বলিয়া—প্রলোভনে পড়িয়া—ঘোরতর অজ্ঞানতার অন্ধকারে পতিত হইয়া—পিতৃধর্ম্মের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার কোন সুবিধাসুযোগ প্রাপ্ত না হইয়া ভ্রান্তচিত্তে পাপ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, গুরুদেব! আপনি

নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পুনরায় আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নিশ্চয়ই আপনি তাহাদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শনে পিতৃধর্ম্মের গৌরবরবি বঙ্গগগনে সমুদিত করিতে সক্ষম হইবেন। জননী জন্মভূমি নিজে যখন এতকাল পরে এই জাতীয় উদ্দীপনানল প্রজ্বলিত করিতেছেন, তখন গুরুদেব! এ কার্য্য সাধিত হইবেই হইবে। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান বীর, প্রধান প্রধান ধনী, প্রধান প্রধান নীতিজ্ঞ একমন, একপ্রাণ হইলে, বাঙ্গালায় জাতীয় অভ্যুত্থানের কোন ব্যাঘাতই হইতে পারে না।"

ঈষদ্ধাস্যসহকারে ধুরন্ধর কহিলেন, "জাতি কাহাকে বলেন? জাতির নিবাস প্রাসাদে নহে, বীরের অস্ত্রাগারে নহে, ধনীর ভাণ্ডারে নহে, নীতিজ্ঞের মন্ত্রণাকক্ষে নহে, বণিকের বাণিজ্যাগারে নহে, কুটীরে—পর্ণকুটীরে জাতির নিবাস। রাজা জাতির মস্তকস্বরূপ, বীরবৃন্দ বাহুস্বরূপ, নীতিজ্ঞগণ হৃদয়স্বরূপ, ধনীগণ পদস্বরূপ আর সেই পর্ণকুটীরবাসিগণ জাতির প্রাণস্বরূপ। সেই পর্ণকুটীরবাসী প্রজাপুঞ্জের সম্মিলিত প্রার্থনা জগদীশ্বরের উক্তির প্রতিধ্বনি। রাজার প্রতাপ, বীরের বিক্রম, ধনীর ধন, নীতিজ্ঞের নীতিজ্ঞতা এক হইলেই কি জাতীয় অভ্যুত্থান হয়? কখনই নহে। মহারাজ! জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রধান উপকরণ কি?—প্রাণ। একটী রাজা, শতজন বীর সেনাপতি, সহস্রজন নীতিজ্ঞ প্রাণ দিলেও জাতীয় অভ্যুত্থান হইবার নহে। লক্ষ লক্ষ জাতীয় ভ্রাতার প্রাণ চাই। মহাশক্তিসাধনায়—মহাব্রত উদযাপনে—স্বর্গীয় অমিয়ময় ফললাভ করিতে হইলে, এই অনন্ত শ্মশানে অনন্ত প্রাণ প্রদান করিতে হইবে। সে প্রাণ কোথায় মিলিবে? সেই পর্ণকুটীরে। অগ্রে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিদান করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিবেন, সেই পর্ণকুটীরবাসিগণ স্বজাতির মহিমা—গৌরব—যশঃ বিস্তার জন্য—জাতীয় উন্নতির জন্য—পিতৃধর্ম্মের জন্য আনন্দ-আননে নগ্নঅসিহস্তে উদ্দীপনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে, তখন জানিবেন যে, জাতীয় অভ্যুত্থান সংশয়বিহীন। মহারাজ! কেবল আপনার অধিকৃত এই পূর্ব্ববঙ্গ নহে, যখন সমগ্র গৌড়বঙ্গের হিন্দু—উচ্চ শ্রেণী হইতে সেই পর্ণকুটীরবাসী প্রত্যেক হিন্দু যখন বুঝিবে যে, বিধর্ম্মী পালবংশ অন্যায়রূপে জাতীয় স্বাধীনতাহরণ করিয়াছে, আমাদিগকে ক্রীতদাসপদে পরিণত করিয়াছে, তখন তাহাদিগের চৈতন্য হইবে। তখন দেখিবেন, বহুশতাব্দী যাবৎ বিধর্ম্মীর পদাহত, পদানত,

নির্জ্জীব, অন্তঃসারশূন্য এই অনন্ত শ্মশানের ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীজাতি আবার কিরূপ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিবে।”

“ভাল, গুরুদেব! কতদিনে স্বজাতির সেই সংহারমূর্ত্তি দেখিতে পাইব?—”

“যে দিন অনন্ত চিতাভস্মসমাচ্ছন্ন বঙ্গগৌড়ে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র প্রচারারম্ভ হইবে, সেই দিন—মহারাজ! সেই শুভদিন হইতেই দেখিবেন, মৃতপ্রায় ক্রীতদাস বাঙ্গালীজাতি নবীন মূর্ত্তি ধরিয়া, স্বজাতির শত্রুবিরুদ্ধে—একজন মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে আরম্ভ করিয়াছে, একতার হার পরিয়া হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, এক প্রাণে এক উদ্দেশ্যসাধনে শ্রবণভৈরব জয় জয় রবে মেদিনী কম্পিত করিয়া, নগ্ন অসিহস্তে মহাশক্তিসাধনায় প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রপ্রচারই এক্ষণে প্রার্থনীয়।”

“সে ভার আপনার হস্তে।” সাগ্রহে বীরসেন কহিলেন, “মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রপ্রচারভার আপনার হস্তে। আপনার দ্বারা—আপনার শিষ্যমণ্ডলির দ্বারা জন্মভূমি নবজীবন পাইয়াছে, নবীন শৈবধর্ম্মে অনেকেই ইতিমধ্যে দীক্ষিত হইয়াছে। বহুশতাব্দী যাবৎ বিধর্ম্মী-শাসনে স্বজাতীয় ভ্রাতাগণ বিদ্যারসাস্বাদনে একেবারেই বঞ্চিত, লোকসংখ্যা অনুসারে শিক্ষিতসংখ্যা অতি সামান্য। ধর্ম্মের নামে অশিক্ষিতদিগকে যেরূপে উদ্দীপ্ত করিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায়েই সে কার্য্য সাধিত হইবার নহে। গুরু-দেব! এ মহাযজ্ঞের আপনিই একমাত্র দক্ষ হোতা।”

“মহারাজ! বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সমগ্রভারতে শৈব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বৌদ্ধ নাম বিলুপ্ত করিবই করিব। সেই প্রতিজ্ঞাপূরণ জন্যই আপনার রাজধানীতে আগমন; ফলাফল এক্ষণে সেই বিশ্বনাথের হস্তে। মহারাজ! কেবল ধর্ম্মের নামে নহে—স্বজাতির নামে—জন্মভূমির নামে—স্বাধীনতার নামে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক আবাসে প্রত্যেক কুটীরে—আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ প্রজ্বলিত করিতে হইবে। বঙ্গের অভাব কিছুই নাই। সহস্র সহস্র সন্তান আছে, অগণিত ধন আছে, অনুরাগ, উদ্দীপনা, সাহস, একতা, বীরত্ব, বিক্রম সকলই আছে, কেবল ব্যবহারাভাবে—চর্চ্চাভাবে—প্রয়োগাভাবে—অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। বহুশতবর্ষকাল যাবৎ বিধর্ম্মির ক্রীতদাসত্বে অধিবাসীসাধারণে জাতীয় সমস্ত স্বত্ব বিস্মৃত হইয়া, অভ্যাসগুণে এক্ষণে

কেবল আহার বিহার এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অর্থান্বেষণে প্রমত্ত ; কিন্তু যদি একবার তাহাদিগের চৈতন্যসম্পাদন করিতে পারি, যদি একবার অধিবাসীসাধারণের জাতীয় স্বত্ব কি, ইহা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারি, যদি সাধারণে একবার বুঝিতে পারে, এ জন্মভূমি আমাদিগের সম্পত্তি, বিধর্ম্মীদল আমাদিগেরই ধন—রক্তসঞ্চিত অর্থ কর-স্বরূপে নানা উপায়ে আমাদিগের নিকট হইতে লইয়া, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আমাদিগকে দিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই প্রতি বর্ষে বর্ষে আত্মসাৎ করিতেছে, যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, জগতের সমস্ত জাতি স্বাধীনতার অমিয়ময় ফল সম্ভোগ করিয়া, আপনাদিগের দেশ আপনারা শাসন করিতেছে, স্বজাতির গৌরবগরিমা বিস্তার করিতেছে, নিতান্ত বন্যবর্ব্বর জাতিও সেই স্বাধীনতার অমিয়ময় ফলাহরণে অসমর্থ নহে, যখন বুঝিবে যে, বিধর্ম্মী রাজা কূটরাজনীতিজাল বিস্তার করিয়া—সাধারণের চক্ষে ধূলা বিনিক্ষেপে সাধারণকে ভুলাইবার জন্য কেবল দুই একটী উচ্চ পদে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়া, অপর সমস্ত প্রধান প্রধান পদে স্বজাতীয়দিগকে নিযুক্ত করিতেছে, যখন বুঝিবে যে, আমাদিগের জন্মভূমির উপর অন্যধর্ম্মাবলম্বীর কোন অধিকার নাই, আমাদিগের ধনহরণে তাহাদিগের কোন ক্ষমতা নাই, আমাদিগকে অনুদিন ক্রীতদাসপদে নিযুক্ত রাখিবার কোন স্বত্ব নাই, যখন বুঝিবে যে, আমরা মনে করিলে, একতাহারে পরস্পরে আবদ্ধ হইলে, জন্মভূমিকে নিশ্চয় উদ্ধার করিতে পারি, যখন বুঝিবে জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে প্রত্যেকে দায়ী,—জন্মভূমির জন্য প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিতে বাধ্য, তখন জানিবেন, জন্মভূমিতে বিধর্ম্মী আর এক মুহূর্ত্তও স্থান পাইবে না। মহারাজ! নিশ্চয় জানিবেন যে, কেবলমাত্র বাহুবলে—রাজনীতিবলে বিধর্ম্মী গৌড়বঙ্গ শাসন করিতেছে না, একমাত্র ভগবানের ইচ্ছাতেই গৌড়দুর্গচূড়ে গত কয়েক শতবর্ষ বৌদ্ধরাজপতাকা সমুড্ডীয়মান। সেই ভগবান শঙ্কর এতদিনে সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, গৌড়বঙ্গের শুভদিন নিকটাগত, আশাপূর্ণ হইবেই হইবে।”

“গুরুদেব! আপনার অশীর্ব্বাদ সফল হউক। কিন্তু স্বজাতির চৈতন্য সম্পাদনের উপায়?”

“কাপুরুষই উপায় অন্বেষণ করে। যে ব্যক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষসিংহ, উপায় তাহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে। উপায়ের অভাব কি? জাতীয়

অভ্যুত্থানের অনন্ত উপায় রহিয়াছে। গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্রই আমার শিষ্য-মণ্ডলীকে দেবাদিদেবের ধর্ম্মঘোষণার জন্য প্রচারকরূপে পাঠাইয়াছি। নানা স্থান হইতেই সন্তোষজনক সংবাদ আসিতেছে। এতকাল যাহারা বৌদ্ধ নামে পরিচিত ছিল, তাহারাও ভ্রান্তি বুঝিয়া, পুনরায় ভগবানের পদে প্রাণমন অর্পণ করিয়া, আত্মোদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। স্বজাতির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় আপনি কিছুমাত্র ভীত হইবেন না। আপনি প্রত্যেক প্রান্তে—গৌড়-বঙ্গের প্রত্যেক নগরে—প্রত্যেক গ্রামে রাজনৈতিক দূত প্রেরণ করুন। স্বজাতীয়দিগকে এক্ষণে নির্জীব, অন্তসার-শূন্য নগণ্য জঘন্য ক্রীতদাস বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিলে, প্রার্থনীয় ফললাভ হইবে না, বরং তাহাতে বিদগ্ধহৃদয় একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। রাজনৈতিক দূতগণ এক্ষণে অধিবাসীসাধারণকে স্বজাতির পূর্ব্ব গৌরব-গরিমা স্মরণ করাইয়া, স্বজাতির—স্বধর্ম্মের—জন্মভূমির শ্রেষ্ঠতামূলক বক্তৃতায় সকলকে সেই গুপ্ত আর্য্যতেজে তেজীয়ান করিতে নিযুক্ত হউন। জাতীয় পূর্ব্ব গৌরবগরিমা যতই হৃদয়ে সমুদিত হইবে, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থার তুলনা করিতে যতই লোকে অভ্যস্ত হইবে, ততই মঙ্গল। কিন্তু এ কার্য্য প্রকাশ্যে নহে—গোপনে—অতি সংগোপনে করা কর্ত্তব্য। গৌড়েশ্বর পালরাজ এক্ষণে এ সংবাদ জানিতে পারিলে, অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু জননী জন্মভূমি যখন স্বয়ং দুর্ব্বহ অধীনতা—বিজাতীয় উৎপীড়ন—অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, আপনার সমক্ষে রাজধানী মধ্যে রোদন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমার বিশ্বাস, তিনি প্রত্যেক প্রান্তেই এইরূপ কাতর পরিবেদনায় নিজ সন্তানদিগকে উদ্দীপনানলে—বিধর্ম্মীসংহারে সমুত্তেজিত করিয়া তুলিবেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজধানী গৌড়ের পূর্ব্বপ্রান্তে মহানন্দাতীরে নির্ব্বাণকানন। গৌড়ের আদি বৌদ্ধ অধীশ্বর লোকপাল এই মনোরম রাজকানন-প্রতিষ্ঠাতা। কাননটীর পরিধি প্রায় দুইক্রোশ পরিমিত। চারিদিক উন্নত পাষাণপ্রাকারে পরিবেষ্টিত; পশ্চিমে একটীমাত্র সুবৃহৎ তোরণ। অভ্যন্তরভাগ যেরূপ চিত্তহারী সেইমত নয়নরঞ্জনদৃশ্যপূর্ণ। নানাজাতীয় পাদপরাজি চতুর্দ্দিকের প্রাকার-পার্শ্বে উন্নতশীরে যেন নির্ব্বাণলাভলালসায় বহুকাল হইতে দণ্ডায়মান। স্থানে স্থানে মঞ্জুলকুঞ্জবাটীকা, স্থানে স্থানে ললিতলতাবেষ্টনী এবং স্থানে স্থানে বিকচ কিশলয়—প্রফুল্লফুলদলশোভিত ক্ষুদ্রকায় বেল-মল্লিকা মালতী চামেলী জুঁথি যাথী প্রভৃতি তরুশ্রেণী মধুরহাস্যে যেন নির্ব্বাণাভিলাষীর সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। পূর্ব্বপ্রান্তে সমুন্নত ক্রীড়াপর্ব্বত; তাহার তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে কৃত্রিম ঝরণা অবিরল মৃদুলনিনাদে একটী পাষাণ হইতে অন্য পাষাণে লম্ফপ্রদানে চলিয়াছে; সেই ক্রীড়াপর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া নির্ম্মলসলিল সুদীর্ঘ সরোবর বিরাজিত। নানাজাতীয় মীন সেই জলাশয়-হৃদয়ে চটুলতার সহিত নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই বিধান মৎস্যবংশধ্বংশের ভয় একেবারে বিদূরিত করিয়া দিয়াছে। মৎস্যরাজি এতদূর পর্য্যন্ত নির্ভীক যে, সোপানতলে আগমনপূর্ব্বক যে কোন মনুষ্যের হস্ত হইতেই আহার্য্য ভক্ষণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বের তীরভূমি শ্বেতমর্ম্মর-গ্রথিত। মধ্যে মধ্যে সোপানশ্রেণী তীরভূমি হইতে সরোবর-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। কাননের সমমধ্যস্থলে সমুন্নত সুসজ্জিত সুরম সৌধ। কয়েকজন পরিচারক প্রত্যহ কাননবিহারী বিহঙ্গ এবং পিপীলিকা প্রভৃতিকে আহার্য্যদান জন্য নিযুক্ত। বিনান্বেষণে সহজে প্রত্যহ সেই কাননমধ্যে আহার প্রাপ্ত হওয়ায়, দিগদিগন্তর হইতে নানাজাতীয় অসংখ্য পক্ষী তথায় সমবেত হইয়া থাকে। অনেকেই শাখায় শাখায় কুলায় নির্ম্মাণে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে অবস্থান করিয়া, কাননের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক কাননটী যেন প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র—শান্তিসতী যেন প্রত্যেক প্রান্তে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই কাননে পদার্পণে উদাস—সন্তপ্তহৃদয় নরনারী অনন্ত বাসনা

যে বিস্মৃত হইয়া পড়ে, ঈশ্বরপ্রেমিকের চিত্ত যে স্বর্গীয় আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠে, কবির হৃদয়কমল প্রস্ফুটিত হয়, প্রেমিক প্রেমিকার উদ্ভ্রান্ত অন্তর বিচিত্র ভাবরসে আপ্লুত হইতে থাকে তাহা সন্দেহপরিশূন্য।

সেই সদানন্দনিকেতন নির্ব্বাণকাননের মালতীকুঞ্জ-মধ্যে শিলামর্ম্মর বেদীকার উপর বসিয়া একটী হেমাভ নারীমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি নীরব, নিশ্চল, সহসা দূর হইতে দেখিলেই বোধ হয়, বৌদ্ধরাজ যেন কাননের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সেই কামিনীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপিত, অবেণীবদ্ধ কৃষ্ণকেশরাশি ভূপৃষ্ঠ চুম্বন করিতেছে; পরিধান গৈরিক বসন, অঙ্গ অলঙ্কারবিহীন, কেবল গলে রুদ্রাক্ষমালা, আর নয়নে অশ্রুবিন্দু। যেন কত চিন্তা—কত হৃদয়ের ব্যথা—কত প্রাণের জ্বালা সেই নারীমূর্ত্তিকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতেছে। সেই চিন্তা, সেই ব্যথা, সেই জ্বলন্ত জ্বালার মুখে হৃদয় পাতিয়া দিয়া, রমণী চিত্তহারা।

কিঞ্চিদূন ষোড়শ বর্ষ অতীত হইল, রমণী ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং নবীন যৌবন সময় প্রাপ্তে রমণীর কমনীয় কলেবর সম্পূর্ণরূপেই অধিকার করিয়া লইয়াছে। সেই যৌবনতাড়নে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবিকাশ জন্য প্রতিযোগিতায় প্রমত্ত। যুবতী যদিও যোগিনী—যৌবনে যোগিনী, নয়নে অশ্রুবিন্দু বিগলিত, আকৃতিতে বিষম বিষাদরেখা সমঙ্কিত, কিন্তু সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য—অনুপরূপমাধুরির মধ্য হইতে যেন একটা কি তেজ—সতীত্বেরই হউক বা পবিত্রতারই হউক, সেই ললিত মালতীকুঞ্জ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাণে প্রাণ স্বতঃই সংযোগ হইয়া গিয়াছে। একটী প্রাণ অপরটীকে কোনমতেই ছাড়িতে পারে না; এহেন উদার সরল প্রাণযুগলের মধ্যে একটী প্রাণ দৈববশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরিত্যক্ত প্রাণটী একেবারে বিলুপ্ত হইল না, আশাবশে কেবলমাত্র মধ্যবিন্দুর অবস্থায় পরিণত হইয়া পড়িল, তাহার দৈর্ঘ্য নাই—বিস্তৃতি নাই, কিন্তু সে আছে। বহুদিনান্তে আবার সেই হারাপ্রাণটী আসিয়া সেই পরিত্যক্ত প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া দিল। সেই মিলনে—সেই প্রার্থনীয় মিলনে কি দৃশ্য দেখিতে পাই?—সুখরবিকরে হৃদয় কমল প্রস্ফুটিত, সেই কমলের সৌরভস্বরূপ হাস্য আসিয়া অধরে মৃদুলভাবে দেখা দিল, আর যে বিয়োগচিন্তা এতদিন মস্তিষ্কে আশ্রয় লইয়াছিল,

তাহা সলিলে পরিণত হইয়া দুইটী নয়নে দেখা দিল। অধরে হাস্য, নয়নে রোদন, বিচিত্র সম্মিলন। এই যৌবনে যোগিনীর মুখমণ্ডলের অবস্থা আজি ঠিক সেইমত—হাস্যরোদনমিশ্রিত। কিন্তু গৈরিকবসনার হৃদয়ের অবস্থা—প্রাণের অবস্থা কখনই তদ্রূপ নহে। সেই মধুর আরক্তিম অধর স্বভাবতই হাস্যময়, সুতরাং বিপদ—বিষাদ, চিন্তা সে অধরের সে হাস্যময় ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ। আর সেই সরল ঢলঢল আকর্ণবিস্ফারিত নয়নযুগলে?—অশ্রু। ভাল, যাহার হৃদয় অনন্ত যাতনায় প্রজ্বলিত, তাহার নয়নে অশ্রুবিন্দু কেন? সেই হৃদয়ের আবর্ত্ত—আবেগ—উচ্ছ্বাসবলে কেন সে নয়নে হেমশিখরনির্গত নির্ঝরের ন্যায় দরদর জলধারা প্রবাহিত হইতেছে না? তবে কি এ যাতনা—এ শোক—এ ব্যথা সামান্য? না, তাহা কখনই নহে। যুবতীর আকৃতি পরিচয় দিতেছে যে, তাহার হৃদয়ের ব্যথা—প্রাণের জ্বালা বিভীষণ। যাতনানল বিষম প্রবল বলিয়াই শোকসিন্ধু হৃদয়ে হৃদয়েই শুকাইয়া যাইতেছে; সে শোকসিন্ধুর উচ্ছ্বাস নয়নে আসিবার পূর্ব্বেই প্রখর যাতনানল, সে সলিলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া দিতেছে; সেই বাষ্প উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসরূপে নাসারন্ধ্র দিয়া মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইতেছে। যে দুই এক বিন্দু সেই ভয়াল যাতনানল-মুখ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই—কেবল সেই কয়েক বিন্দুই রমণীর সেই নয়নযুগলের একপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিতেছে। ইহাই অতি শোকের—হৃদয়ের অন্তস্তলের বিষম ব্যথার লক্ষণ।

আজি শুক্লচতুর্দ্দশী। গুরুপত্নীর সতীত্বনাশী কলঙ্কী শশির আর একটী দুর্নামের কথা সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রচলিত—সহযোগী ভ্রাতা রবির ন্যায় স্বকার্য্যসাধনে শশী যত্নবান নহেন। সেই দুর্নাম দূর করিবার জন্যই যেন আজি শশধর পূর্ণমূর্ত্তিতে সহাস-আস্যে দ্রুতগতি প্রাচ্যগগনে দেখা দিয়াছেন। হাস্যময়ী প্রকৃতি, সিতবসনা যামিনী আনন্দ-আননে পূর্ণেন্দুকে বরণ করিয়া লইল। নদনদীজলধির আজি আনন্দের অবধি নাই,—সকলেরই হৃদয় উদ্বেলিত, সকলেই সচঞ্চল, অনন্ত হিল্লোলে মৃদুল কল্লোলে শশাঙ্ককে সাদরে অভিনন্দন করিতে লাগিল। দুর্নাম দূর করিবার নিমিত্ত চেতনাচেতন পদার্থের মনস্তুষ্টির জন্য সুধাকর যেন উৎকোচস্বরূপ সুধাময় কিরণরাশি উদারহৃদয়ে অভেদে জগৎ-বক্ষে ঢালিয়া দিলেন। রজত কিরণ মাখিয়া, জগৎ যেন হাসিয়া উঠিল। রজতশশির সেই রজত কিরণরাজি,

নির্ব্বাণকাননে গড়াগড়ি দিতেছে, চারিদিকেই হাসির ছড়াছড়ি। কাননের বিস্তৃত সিতপাষাণপ্রাকার, সমুচ্চ সিতসৌধ, আর প্রফুল্ল সিত ফুলদল রজতকিরণ মাখিয়া পুলোকে কানন আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। বাসন্তী মলয়া মারুত মাতোয়ারা হইয়া, নির্ব্বাণকাননের চারিদিকে ছুটীতেছে। নির্ব্বাণকাননবাসী হইলেও দক্ষিণানিল নির্ব্বাণ চাহে না; সে চায় কুসুমকুলের সুকোমল আনন-চুম্বন। প্রত্যেক প্রফুল্ল প্রসূনপুঞ্জ-পরিশোভিত পাদপশাখা যেন সোহাগে অনুরাগে আদরে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া, সমীরণ মধুরতানে কাণেকাণে যেন প্রেমের গান গাহিয়া, কুসুম-কোমলমুখচুম্বনসুখ সম্ভোগ করিয়া বেড়াইতেছে।

অকস্মাৎ সেই পাষাণ বেদীকায় সমুপবিষ্টা যুবতীর নয়নদ্বয় মালতী-কুঞ্জের অদূরে একটী বিচিত্র দৃশ্যে আকৃষ্ট হইল। দেখিল, একটী রজনীগন্ধা সৌরভে আপন গৌরব বিস্তার করিতেছে। সেই মধুর গন্ধে অন্ধ হইয়া একটী ভ্রমর তাহার চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছে, আর বলিতেছে—"শোন, শোন, শোন।" মাতোয়ারা পবন দেখিল বিষম বিভ্রাট; একটা সামান্য পতঙ্গ প্রেয়সির মুখসুধা পান করিবে, ইহা অনিলের হৃদয়ে সহ্য হইল না। ভ্রমরের আশা ব্যর্থ করিবার জন্য সমীরণ সবেগে রজনীগন্ধাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। ভ্রমর যেন আপনার রূপসৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য কৃষ্ণকায় স্ফীত করিয়া, আবার বলিল, "শোন, শোন, শোন"। রজনীগন্ধা শুনিল না, পতি-আলিঙ্গনে শিরসঞ্চালনে যেন বলিতে লাগিল, "না, না, না।" মলয়ানিল-সখা চতুর কোকীল, সেই মালতীকুঞ্জ হইতে প্রিয়মিত্রের বিষম বিপদ দেখিয়া, ভ্রমরের সহায়তা প্রার্থনার জন্য যেন যাতনায় ডাকিয়া উঠিল, "উহু, উহু, উহু।" পতঙ্গ ছুটীয়া আসিয়া, তাহার সাহায্য করিবে—সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, ইহা ভাবিয়াই পিক বারবার বলিল, "উহু, উহু, উহু।" ভ্রমরের হৃদয় সে কাতররবে টলিল না। ভ্রমর আবার বলিল, "শোন, শোন, শোন।" কোকিলের চাতুরী ব্যর্থ হইল দেখিয়া, বিপন্না রজনীগন্ধার সহায়তার জন্য অদূরে মল্লিকাকুঞ্জ হইতে আর একটী চতুর বিহঙ্গ চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল, "চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল।" চক্ষুই যাউক, আর জগৎ ভস্মই হউক, মানবের ন্যায় কুপ্রেমোন্মত্ত প্রতঙ্গ জ্ঞানশূন্য, সুতরাং সে স্বার্থসাধনেই তৎপর। তমালডাল হইতে আর একটী রসিক বিহঙ্গ দেখিল, এ অবস্থায় পতঙ্গেরই সহায়তা করা কর্ত্তব্য। সে মধুর নিক্কণে

রজনীগন্ধাকে সম্বোধন করিয়া, বলিয়া উঠিল, "বৌ কথা কও"। ভ্রমর উৎসাহিতহৃদয়ে আবার বলিল, "শোন, শোন, শোন।" অগণিত ফুলপতি পবন দেখিল, দূরে একটী বিকচ গোলাপের সহিত আর একটী ভ্রমর আলাপ করিতেছে। একা নায়ক, অগণিত নায়িকা, কাহাকে রক্ষা করিবে? পবন সেই প্রিয়তমা গোলাপের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইবামাত্র সুযোগপ্রাপ্তে ভ্রমর অমনি রজনীগন্ধার হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। পার্শ্ব হইতে একটী বিহঙ্গিনী পরমুহূর্ত্তে রজনীগন্ধাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"ময়না।

ময়না শব্দটী যুবতীর বড়ই মনে লাগিল। ময়নার প্রতি দৃষ্টিদান জন্য সেই বিষাদমাখা মুখখানি ফিরাইবামাত্র যুবতী দেখিলেন, একটী পুরুষমূর্ত্তি ধীরপাদবিক্ষেপে সহাস-আননে সেই মালতীকুঞ্জাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আগন্তুককে দেখিবামাত্র যুবতীর সেই বিষণ্ণ মুখমণ্ডলের ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইল। সেই কমনীয় কান্তির স্বাভাবিক স্বর্গীয় জ্যোতি প্রখরতর হইয়া উঠিল, ঘৃণা এবং ক্রোধ আসিয়া সেই সজল নয়নযুগলকে আরক্তিম করিয়া তুলিল। যুবতী বেদীকাপরিহারে যেন সাহসগর্ব্বোন্নতহৃদয়ে একপার্শ্বে স্থানগ্রহণ করিলেন। আগন্তুকের অধরের হাস্য আরও পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করিল; তিনি ধীরে ধীরে মালতীকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া, মর্ম্মরবেদীকার উপর বামপদার্পণে যুবতীর প্রতি যেন চক্ষের সমগ্র দৃষ্টি বিনিয়োগ করিতে লাগিলেন। যুবতীর দৃষ্টি ভূপৃষ্ঠে।

আগন্তুক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মলয়া! আর আমায় কতকাল ভয় করিবে? আমি কি সর্প?"

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন, ষোড়শীর নাম মলয়া।

মলয়া সঘৃণস্বরে বলিলেন, "লোকে বলে, আপনি গৌড়ের প্রবলপ্রতাপান্বিত অধীশ্বর, আমি বলি, আপনি নরদেহবিশিষ্ট কালকূটধারী ক্রূর সর্প। সাধারণ কালসর্পে দংশন করিলে সদ্য নিপাত হয়, কিন্তু আপনার ন্যায় নরসর্প আমার ন্যায় অবলাকুমারীকে দংশন করিলে, অনন্ত জন্মেও সে দংশনজ্বালা নিবৃত্তি হয় না।"

গৌড়ের মহাবিক্রমী অধিপতি যুবতীর সেই সগর্ব্ব সাহসোক্তি শ্রবণে অন্তরে অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যোগিনীর সেই পবিত্র তীব্র জ্যোতি যেন তাঁহার সেই গর্ব্বিত হৃদয়ে বিষম সংঘাত করিল। গৌড়রাজ কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র নীরবে থাকিয়া, পুনরায় বলিলেন, "মলয়া!

সেটী তোমার বিজাতীয় ভ্রম। সত্য বটে, আমি তোমাকে বারানসী হইতে—তোমার সন্ন্যাসিনী জননীর পার্শ্ব হইতে বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু মলয়া!—” বলিতে বলিতে স্বর যেন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল, যেন স্নেহভরে কহিলেন, “কিন্তু মলয়া! এই যে ছয়মাসকাল তোমাকে এই নিভৃত নির্ম্মাণকাননে সযতনে রাখিয়াছি, কৈ? একদিনের জন্যও কি তোমাকে কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছে? ফুল্ল নলিনী পঙ্কে ছিল দেখিয়াই আমি সাদরে এই সৌধে আনিয়াছি। বারানসীতে সামান্য ভগ্নকুটীরে অনাথার ন্যায় জীবন কাটাইতেছিলে—” সহসা যুবতীর মুখমণ্ডলের সেই তীব্রতেজ প্রগাঢ়তর হইল দেখিয়া, বৌদ্ধরাজ সতর্কতাবলম্বনে মৃদুবচনে বলিলেন, “মলয়া!—সুন্দরী!—জগৎরাণি!—তোমার অনুপম সৌন্দর্য্যে আমার মন মুগ্ধ। তোমার সৌন্দর্য্যের জন্য তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি,—আর তোমার ভালবাসা প্রার্থনা করি।”

সেই ভূতলে নয়নার্পণ করিয়াই যুবতী উত্তরদান করিলেন, “সৌন্দর্য্য যে একটা পদার্থ, তাহা আমিত স্বীকার করি না। ভাল, আপনি বলিতেছেন, বিধি আমাকে সুন্দরী করিয়াছেন,—এতদূর সৌন্দর্য্যভূষণ দিয়াছেন যে, সেই সৌন্দর্য্য স্বতঃই আপনাকে আমায় ভালবাসিতে আদেশ করিতেছে। আপনার সেই ভালবাসার বিনিময়ে আমিও আপনাকে ভালবাসিতে বাধ্য, ইহাও স্থির করিয়াছেন?”

উত্তর শ্রবণে গৌড়রাজের হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; একটী মহোচ্চ আশা আসিয়া, যেন তাঁহার পরিতপ্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাগ্রহে মৃদুমধুরহাস্যে কহিলেন, “একবার নহে, মলয়া! একবার নহে, যে দিন হইতে দেখা, যে দিন হইতে তোমার রূপরাশি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই—মলয়া!” বলিতে বলিতে গৌড়েশ্বর কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যুবতীর সেই তীব্রতেজ যেন তাঁহার গতিরোধ করিয়া দিল। তিনি আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মলয়া! তোমাকে বলিতেছি—তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি, তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আমার চিত্তকে হরণ করিয়াছে;—তোমার প্রেমের জন্য আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে।”

মলয়া একটী মালতীফুল চয়ন করিয়া, তাহার রূপমাধুরী দেখিতে

দেখিতে কহিলেন, "মহারাজ! সত্য বটে, সুন্দর দৃশ্যমাত্রেই প্রেমাস্পদ। কিন্তু আমি বিবেচনা করি না যে, সৌন্দর্য্যের জন্য যেটী প্রেমাস্পদ হয়, সেটী প্রেমের জন্য প্রেমদান করিতে বাধ্য।"

"আমার মতে অবশ্যই সে প্রেমের জন্য প্রেমদান করিতে বাধ্য।" উচ্চহাস্যসহ বেগে এই কথা গুলি গৌড়পতির বদনবিবর হইতে বহির্গত হইল।

মলয়ার রক্তিম অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা আসিয়া দেখা দিল। মলয়া পূর্ব্বমত বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, "ভাল, মহারাজ! বিবেচনা করুন, একজন প্রণয়প্রার্থী, বিকৃতদেহ, কদাকার, সুতরাং কুৎসিত; সেই কুৎসিৎ পুরুষ যদি বলে যে, আমি তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভালবাসি, অতএব আমি কুৎসিত হইলেও অবশ্যই আমাকে তোমায় ভালবাসিতে হইবে, তাহাতে আপনি কি উত্তরদান করিতে বলেন?"

বাক্যগুলি যেন বিষাক্ত বাণের ন্যায় বৌদ্ধ নরপতির হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। ভাবিলেন, মলয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া, এই বাণ প্রয়োগ করিল। যে সকল ইন্দ্রিয়দাস স্বাভাবিক কুৎসিত বা বয়সগুণে যাহাদিগের সৌন্দর্য্য পরিশুষ্ক হইয়া যায়, বেশভূষার প্রতি তাহাদিগেরই সমধিক দৃষ্টি। প্রায় চত্বারিংশবর্ষ অতীত হইতে চলিল, গৌড়রাজ এই সংসার-নাট্যশালায় অভিনয় করিতে আসিয়াছেন। তিনি ক্ষমতাশালী নরপতি হইলেও রূপ, কান্তি, সৌন্দর্য্য তাঁহার সেই যত্নচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সন্তাপিতহৃদয়ে গৌড়াধিপ শুষ্কহাস্যে কহিলেন, "সুন্দরি! তুমি না কি আমার প্রতি নিতান্তই নিদয়, সেই জন্যই আমাকে কদাকার বলিয়া শ্লেষ করিতেছ।"

মলয়া অতি কষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া পূর্ব্বমত বিনতবদনেই বলিলেন, "আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলি নাই। ভাল, আমি স্বীকার করিলাম, উভয়েরই সৌন্দর্য্য সমান; কিন্তু সমান রূপ হইলেও উভয়ের হৃদয়ের ভাবত সমান হইতে পারে না। সমগ্র সুন্দর পদার্থও প্রেমাস্পদ নহে। কতকগুলি কেবল নয়নের তৃপ্তিসাধন করে, হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। যদি সকল সুন্দর পদার্থই প্রেমাস্পদ এবং চিত্তাকর্ষক হইত, তাহা

[illegible]

হইলে পুরুষ জাতির হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া জগৎকে অস্থির করিয়া তুলিত। জগতে সুন্দর পদার্থ যেমন অনন্ত, তাহাদিগের গুণও সেইমত অনন্ত এবং বিভিন্ন।"

ষোড়শীর কথার অর্থ গৌড়রাজের হৃদয়ঙ্গম হইল না। অধীরচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "মলয়া! আমি জানি, তুমি রমণী—যুবতী হইলেও তর্ক-শাস্ত্রে তোমার বিলক্ষণ অধিকার আছে। আমি জানি তুমি বারানসীর প্রধান প্রধান অধ্যাপকের নিকট হিন্দুশাস্ত্রের অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছ, আমি জানি এই অনুপমরূপভূষণের ন্যায় বিদ্যাধনেও তুমি ধন-বতী। তোমার ন্যায় রূপবতী—গুণবতীলাভ পরম প্রার্থনীয়। এ জগতে জীবন্তে স্বর্গসুখসম্ভোগের উপায়স্বরূপ জানিয়াই আমি তোমাকে সাদরে আনিয়াছি। এক্ষণে আমার প্রার্থনীয় তোমার প্রেম—তোমার ভালবাসা।"

হঠাৎ মালতি ফুলটী মলয়ার কোমলকরপল্লবচ্যুত হইয়া ভূমে পড়িয়া গেল। গৌড়রাজ হাসিতে হাসিতে সেই ফুলটী তুলিয়া, মলয়ার করে সমর্পণ জন্য অগ্রসর হইলেন। মলয়া কয়েক পদ দূরে গিয়া, আর একটী মালতি সাদরে তুলিয়া লইলেন। গৌড়াধিপ ব্যর্থমনোরথ হইয়া, মলয়ার মুখপ্রতি পূর্ব্বমত সতৃষ্ণ দৃষ্টিদান করিতে লাগিলেন। মলয়া কিন্নরীকণ্ঠে কহিল, "আপনার অন্তঃপুরবাসিনী শত শত রমণী আপনার প্রেমের জন্য পাগলিনী। কিন্তু আমি বলি, প্রকৃত প্রেম—হৃদয়ের ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা আপনিও জানেন না, আর সেই শত শত সুন্দরী নারীমূর্ত্তিও জানে না। বলে, ছলে, কৌশলে কি হৃদয়ের ভালবাসা পাওয়া যায়? আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, কখনই নহে। যদি স্বীকার করেন, তবে আপনি আমাকে ভালবাসেন বলিয়া, আমিও যাহাতে আপ-নাকে ভালবাসি, সে জন্য কেন ছলবলকৌশল অবলম্বন করিতেছেন?" কিয়ৎক্ষণ পরে মলয়া আবার কহিল, "ভাল বলুন দেখি, আমার যদি এ সৌন্দর্য্য না থাকিত, তাহা হইলে, আপনি গৌড়েশ্বর—অসংখ্য প্রজার অধিপতি—আপনি আমাকে ভালবাসেন না বলিয়া, আমি যদি অনুযোগ করিতাম, তাহা হইলে আপনি কি বলিতেন?"

ঈষদ্ধাস্যসহকারে গৌড়াধিপ কহিলেন, "তোমার এই অমিয়ময় লাবণ্য-রাশি না থাকিলে, প্রশ্নের উত্তর দিতাম। দেখ, মলয়া! এ জীবনে আমি অসংখ্য সুন্দরী রমণী দেখিয়াছি, কিন্তু বুদ্ধদেবের দিব্য দিয়া বলিতেছি যে,

এ জগতে যে এমত সুন্দরী আর আছে, সে বিষয়েও আমার বিষম সংশয়। মলয়া! বারবার বলিতেছি, তোমার সৌন্দর্য্যে আমার হৃদয় উত্তাক্ত, আমাকে জীবন্তে দগ্ধ করা কি তোমার ন্যায় রমণীর কর্ত্তব্য?"

"স্বার্থসাধন জন্য আপনার ন্যায় পুরুষ এইরূপ চাটুকারিতাই অবলম্বন করে। মহারাজ! বিধির নিকট আমি এ সৌন্দর্য্য প্রার্থনা করিয়া লই নাই; এ সৌন্দর্য্য বিধি অযাচিত হইয়াই আমাকে দিয়াছেন। যেমন মশক দংশন করে বলিয়াই সে দোষী হইতে পারে না, কারণ বিধি স্বয়ং অযাচিত হইয়া, তাহাকে সেই দংশনশক্তি দিয়াছেন, সেইমত আমাকে সুন্দরী দেখিয়া, যদি কেহ বিদগ্ধহৃদয় হয়, তজ্জন্য আমি দোষী হইতে পারি না। লজ্জাশীলা রমণীর—সতী রমণীর সৌন্দর্য্য দূরস্থ জলন্ত অনলের মত—শানিত অসির ন্যায়, দূর হইতে দেখিতেই সুন্দর। অনল দূরস্থ ব্যক্তিকে দগ্ধ করে না, অসিও অঙ্গে আঘাত করে না, কিন্তু সেই অনল—সেই অসিকে আলিঙ্গন করিলেই নিশ্চিত মরণ। সতীত্ব এবং লজ্জাই নারীর আত্মার অলঙ্কার; রমণী সহস্রাংশে সুন্দরী হইলেও সেই দুইটীর অভাবে তাহার সে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নহে। মহারাজ! সেই সতীত্ব—সেই লজ্জা—সেই পবিত্রতা আমার রক্ষণীয়—প্রার্থনীয় ধন; আপনার স্বার্থসাধন জন্য আপনার কুপ্রবৃত্তির নিকট কেন আমার সেই অমূল্যধনকে বলি দিতে বলিতেছেন?"

শেষ কয়েকটী কথা মালতীকুঞ্জকে যেন করুণরসে পরিপ্লাবিত করিয়া দিল, কিন্তু গৌড়াধিপের হৃদয় টলিল না। সোৎসুকে বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন, "মলয়া!—আমি কুপ্রবৃত্তির দাসরূপে তোমার প্রেমাভিলাষী হই নাই। আমি বৌদ্ধ, তুমি হিন্দুকুমারী; আমার কথা রাখ, বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন কর, আমি প্রকাশ্যে তোমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, আজীবন তোমাকে হৃদয়ের রাণী করিয়া রাখিব, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা।"

বিশ্বমোহিনী হাসি হাসিয়া, মলয়া কহিলেন, "ভাল, স্বীকার করি, আপনার হৃদয়ের বাসনা ঐ রূপ, কিন্তু মহারাজ! প্রেম কি কখন বিভক্ত হয়?—ভালবাসা কি কখনও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়? সে খণ্ড খণ্ড ভালবাসার কি মাধুরী থাকে?—না সে ভালবাসায় সুখ আছে?"

পরক্ষণে গৌড়েশ্বর অনামিকা হইতে মহামূল্যবান হীরকাঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া, সেই সমুজ্জল চন্দ্রালোকে ধরিলেন। অঙ্গুরী যেন সেই

আলোকের আলিঙ্গনে পুলকে পূর্ণপ্রভা প্রকাশ করিতে লাগিল। গৌড়-রাজ কোমলবচনে মলয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মলয়া! দেখ, দেখ, এই অঙ্গুরীর প্রতি চাহিয়া দেখ। তোমার প্রশ্নের উত্তর এই অঙ্গু-রীতে।" মলয়ার সেই অমিয়মাখা মুখমণ্ডল অবনত হইয়াই রহিয়াছে; গৌড়রাজের নয়নযুগল সে মুখের সে স্বর্গীয় পূর্ণ সুষমা এ পর্য্যন্ত একবারও দেখিতে পায় নাই; আশা ছিল, মলয়া এইবার অঙ্গুরীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, রাজনয়নের সেই আন্তরিক কামনা পূর্ণ হইবে, কিন্তু মলয়া সে বাসনা পূর্ণ করিলেন না। গৌড়াধিপ তথাপি বলিলেন, "মলয়া! এই দেখ দেখি, মূল্যবান উজ্জ্বল হীরক, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, এই অঙ্গুরীর কেমন শোভাসম্পাদন করিতেছে! হীরক সে হীরকই আছে, অথচ শোভা অসীম। একখণ্ড হীরকে কি এরূপ শোভা হইত?" গৌড়েশ্বর ভাবিলেন, এইবার মলয়াকে পরাস্ত করিয়াছি।

এইবার অবনতমুখী মলয়ার আনন উন্নত হইল। নীল নৈশাকাশ-সাগরে প্রভাসিত পূর্ণশশির প্রতি সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডল অর্পণ এবং অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দেখুন দেখি, নির্ম্মলগগণে পূর্ণশশধর কেমন হাসিতেছে, কেমন প্রভা—কেমন শোভা—কেমন সৌন্দর্য্য—জগৎশুদ্ধ হাস্যময়। কিন্তু মহারাজ! বলুন দেখি, ঐ পূর্ণচন্দ্রকে যদি খণ্ডে খণ্ডে—সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গগণপ্রাঙ্গণে বিধি ছড়াইয়া দেন, তাহা হইলে কি এমন সুষমা—এমন প্রভা দেখিতে পাইব?"

মলয়ার সকল কথা গৌড়রাজের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। গগণের পূর্ণচন্দ্রের সিত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ মলয়ার নির্ম্মল মুখচন্দ্রে প্রতিভাত হইয়া, যে অলৌকিক সৌন্দর্য্য—অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রভার সৃষ্টি করিয়া দিল, সেই সৌন্দর্য্য—সেই প্রভা বিষম আবেগে তাঁহার চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। মলয়ার মূলপ্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, আবেগপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "মলয়া!—মলয়া! তুমি বনের ফুল, বনে ফুটিয়াছিলে, আমি তোমারে যতনে চয়ন করিয়া আনিয়াছি, কেন তুমি অনুপ সৌরভে আমার প্রাণ জুড়াইবে না?"

নতমুখী মলয়া নীরব। সেই অনাঘ্রাতা ফুল্লনলিনীকে আলিঙ্গন করি-বার নিমিত্ত বাহুপ্রসারণে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গৌড়াধিপ ধীরপদে অগ্রসর হইলেন। পরমুহূর্ত্তেই যেন বিদ্যুদ্বেগে মলয়ার আকৃতি পরিবর্ত্তিত

হইয়া গেল। কুমারীর পবিত্র প্রখরতেজ পূর্ণমূর্ত্তিতে দেখা দিল। নয়নে ক্রোধ এবং ঘৃণা যেন জলন্ত অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ভয় এবং নিরাশা আসিয়া, সেই নির্জ্জনকাননে একাকিনী অসহায়া যুবতীর হৃদয় অধিকার করিতে ক্ষান্ত হইল না। সেই রজতকিরণরাজিবিধৌত কানন-মধ্যে মলয়া দেখিলেন, চারিদিকে অন্ধকার—অন্ধকারের ভিতর হইতে যেন অন্ধকার ছুটিতেছে। গৌড়পতিকে আগ্রহের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, মলয়া একটী বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বিপন্না যুবতীর অন্তরের অন্তস্তলসমুত্থিত সেই চীৎকারধ্বনি সেই নীরব নির্জ্জনকাননের পাদপে প্রাসাদে প্রাকারে ঘাতপ্রতিঘাতে প্রবল প্রতি-ধ্বনিতে পরিণত হইয়া চারিদিকে ছুটিল।

পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয় সহজেই—সামান্য সূত্রেই ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। হিমাদ্রির তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নির্ঝর মহাদর্পে বিষম সংঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণস্তূপ কম্পিত করিয়া ছুটিতেছে, কিন্তু হঠাৎ একটী প্রবল সমুচ্চ পাষাণ সম্মুখে পড়িলে, সেই নির্ঝরের গতি যেরূপ রোধ হইয়া যায়, যুবতীর অন্তিম চীৎকার পাপহৃদয় গৌড়েশ্বরকে সেইমত স্তম্ভিত এবং তাঁহার গতিরোধ করিয়া দিল। স্তম্ভিত গৌড়েশ্বর পাতিতজানু হইয়া, মলয়ার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণে বিনয়নম্রবচনে ধীরে ধীরে কহিলেন, “মলয়া! তোমার প্রতি বলপ্রয়োগ আমার প্রার্থনীয় নহে; সে অভিলাষ থাকিলে, গত ছয়মাসে কি তাহা পূর্ণ করিতে পারিতাম না?—মলয়া! তোমার সৌন্দর্য্য—তোমার অনন্ত গুণ আমার হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছে ইহা নিশ্চয় জানিও; ইহা আমার মুখের কথা নহে—হৃদয়ের কথা। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী—গৌড়েশ্বরী—দেখ”—বলিতে বলিতে গৌড়পতি নিজ শিরস্থ হীরকখচিত রাজমুকুট লইয়া, মলয়ার চরণকমল-সম্মুখে অর্পণপূর্ব্বক আবার কহিলেন, “মলয়া!—দেখ, এই রাজমুকুট তোমার চরণে উপহার দিলাম,—গৌড়সিংহাসন তোমার—তুমি গৌড়েশ্বরী।”

সকোপে তীব্রস্বরে মলয়া কহিলেন, “মহারাজ! এ জগতে আমি কোন পুরুষকে ভালবাসি নাই, ভালবাসিব বলিয়া আশ্বাসও দিই না। আমি কুমারী, চিরকৌমার্য্যব্রত আমার অবলম্বন। আপনি সামান্য কি গৌড়ের সিংহাসন—গৌড়ের রাজমুকুট আমার পদতলে অর্পণ করিতেছেন তাহা

ন্তের সম্রাট যদি নিজ মুকুট আমার পদে সমর্পণ করেন, তাহা হইলেও এইরূপে—"মলয়া বামপদাঘাতে সেই হীরকখচিত গৌড়রাজ-মুকুট বিচূর্ণ করিয়া বলিলেন, "এইরূপে অগ্রাহ্য করি।" সেই সতী-পদাঘাতে গৌড়রাজের মুকুট চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। হীরকখণ্ডগুলি চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

"যাউক, সহস্রমুকুট চূর্ণ হইয়া যাউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষোভ নাই। দেখি, তোমার পদেত কোন আঘাত লাগে নাই?" এই কথা বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৌড়-নৃপতি পুনরায় মলয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মলয়া দ্রুতপদে আসিয়া, পাষাণ বেদীকার একপার্শ্বে আশ্রয় লইলেন। প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গৌড়রাজ আবার আলিঙ্গনাভিলাষে ধাবমান হইলেন। আবার সেই দৃশ্য—মলয়া আবার সেই বিকট কাতর চীৎকারে নির্ব্বাণকানন প্রকম্পিত করিয়া দিলেন। সে চীৎকাররব এবার কানন-প্রাকারভেদ করিয়া, পবনবাহনে যেন নগর মধ্যে ছুটিল। সে চীৎকারে গৌড়াধিপের ভ্রূক্ষেপও নাই!

চঞ্চলচরণে ধাবমানা মলয়া কাতরবচনে বলিলেন, "মহারাজ!—রমণী—অবলা রমণীর—কুমারীর অবমাননা করিবেন না—করিবেন না। অনন্ত নরকযাতনা—"

মলয়ার করুণ নিবেদন সমাপ্ত না হইতে হইতেই গৌড়রাজ দ্রুতপদে আসিয়া, তাঁহার গৈরিক বসনাঞ্চল ধরিলেন। মলয়া যেমন পাষাণবেদীকা-পার্শ্বত্যাগ করিবেন, অমনি কম্পিতচরণ সোপানসংঘাতে তাঁহাকে ভূতল-শায়িনী করিয়া দিল। বিভীষণ আর্ত্তনাদে জলদহৃদয়চ্যুত সৌদামিনীর ন্যায় মলয়া সেই ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবামাত্র কাননের একপ্রান্ত হইতে রব আসিল—"ভয় নাই—ভয় নাই।" মলয়া সংজ্ঞাশূন্যা; সে অভয় শব্দ তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল না। কিন্তু প্রমত্ত বৌদ্ধরাজ সেই অভয় শব্দে সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রালোকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, নগ্ন অসিহস্তে একটী পুরুষমূর্ত্তি বেগে আগমন করিতেছে। পরমুহূর্ত্তেই বৌদ্ধ নরবর ক্রুদ্ধনয়নে চকিতের ন্যায় সে স্থান হইতে অপসৃত হইয়া যাইলেন।

অনতিবিলম্বে আগন্তুক ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া, মালতীকুঞ্জ মধ্যে দেখা দিলেন। চঞ্চলনয়নে চারিদিকে দৃষ্টিবিনিক্ষেপে বিস্ময়বিহ্বলস্বরে কহি-লেন, "এইদিক হইতেই না সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ—অন্তিম চীৎকাররব

আসিতেছিল ? কোথাও ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না!" নগ্ন অসিহস্তে উৎকণ্ঠিতচিত্তে কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র শ্যামলনবদূর্ব্বাদলে শয়ানা ললনাললাম মলয়ার সেই চন্দ্রালোক-প্রতিভাত মধুরিম মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইল। ত্রস্তভাবে নিকটস্থ হইয়া, মলয়ার সেই সংজ্ঞা-শূন্য অবস্থা দর্শনে নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নাই?—জীবন নাই?—তবে আমার আগমনই বৃথা!" অত্যাচারীকে দেখিতে পাইবেন ভাবিয়াই যেন চারিদিকে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চালন করিলেন, আশা পূর্ণ হইল না।

ধীরে ধীরে আনত-আননে মলয়ার নাসারন্ধ্রে করার্পণ করিলেন। শ্বাস বহিতেছে কি না, জানিতে পারিলেন না। হতাশনয়নে সেই কুসুম-কোমল অনুপ সৌন্দর্য্যরাশির প্রতি দৃষ্টিদান করিয়া, পুনরায় সেইভাবে কিয়ৎক্ষণ হস্তার্পণ করিয়া রহিলেন। প্রভাতী সমীরসংস্পর্শে নিদ্রিত কুসুমকলি যেরূপ সহাস-অধরে জাগরিত হয়, আগন্তুকের হতাশজনিত ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস-স্নিগ্ধ মলয়ার নয়নযুগল সেইমত উন্মীলিত হইল।

কাতরবচনে করুণস্বরে মলয়া বলিয়া উঠিলেন—"রমণী—অবলা-কুমারী—অত্যাচার করিবেন না—করিবেন না—"

"ভয় নাই, ভয় নাই।" বাধাদানে আগন্তুক বলিলেন, "ভয় নাই, আমি আপনার রক্ষার জন্যই এখানে উপস্থিত।"

মলয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, আগন্তুকের প্রতি পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একটা অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিয়া আগন্তুকের হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। সেটা যে কি ভাব, আগন্তুক তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মুক্ত অসি কোষবদ্ধ করিতে করিতে কোমলস্বরে কহিলেন, "আমি আপনার নিকট অপরিচিত পরপুরুষ; কাননে আসিবার আমার অধিকার ছিল না, কেবল আপনার হৃদয়ভেদী রবেই আমি এখানে সমাগত।"

"অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; আমার উদ্ধারকর্ত্তার নামটী কি জানিতে বাসনা করি।" মলয়া মধুরস্বরে এই কয়েকটী কথা কহিয়া, আগন্তুকের মুখমণ্ডলের প্রতি পূর্ব্বমত নয়নার্পণ করিয়া রহিলেন।

উত্তর প্রদত্ত হইল—"বীরেন্দ্র।"

যেন আনন্দান্দোলিতহৃদয়ে মলয়া কহিলেন, "আপনি?—আপনি?—

আপনি দাতাকর্ণ?—ক্ষমা করিবেন। আপনি আজ আমার প্রাণদাতা। আজ আমার সতীত্ব—লজ্জা—ধর্ম্মরক্ষা করিলেন। আপনার এ ঋণ এ জগতে পরিশোধ্য নহে।"

বিস্ময়ব্যঞ্জকস্বরে বীরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "আপনার সহিত কোনকালে কোন স্থানে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, আপনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে?"

মৃদুমধুর হাস্যসহকারে মলয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সুধাকর সকলেরই পরিচিত, নক্ষত্রমণ্ডলীকে কেহই চিনে না। শুনিয়াছি, জগতের হিতসাধন, নিরাশ্বাসকে অভয়দান আপনার জীবনের কার্য্য। ভাল, আপনার নিকট একটী প্রার্থনা করিতে পারি কি?"

"প্রার্থনা—অনুরোধ আমার নিকট স্থান পায় না। হৃদয়ের ন্যায়সঙ্গত কামনা অকপটে প্রকাশ করিলে, এ প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাই।"

"ভাল, আমার হৃদয়ের ভাব কি আপনার নিকট অকপটে প্রকাশ করিতে পারি?" মলয়া সোৎসুকে এই প্রশ্ন করিয়া, উত্তর প্রতীক্ষায় একপদ অগ্রসর হইলেন।

"সত্য অপ্রিয় হইলেও শুনিতে বাধা নাই। কিন্তু আপনি রমণী, আমি অপরিচিত পুরুষ, আপনার হৃদয়ের কথা শুনিবার আমার অধিকার কি?"

"পুরুষেরা যে এমত কথা বলিতে জানে, তাহা ভাবি নাই। কেহ কেহ কপটতার বশম্বদ হইয়া, প্রকাশ্যে প্রথমে এইরূপ বলিয়া থাকে।"

"হইতে পারে। যদি আমাকে সেইমত কপটী ভাবেন, আপনার হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখুন।"

"কোন নিরপরাধিনী বন্দিনী আপনার নিকট উদ্ধারের আশা করিতে পারে কি?" দীনবচনে সজলনয়নে মলয়া এই প্রশ্ন করিয়া, আর একটী পদ অগ্রসর হইলেন।

যে মুহূর্ত্তে মলয়া উক্ত প্রশ্ন উপস্থিত করেন, সেই মুহূর্ত্তে দশসহস্রানীক বীরেন্দ্র দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, চারিজন সৈনিক শাণিত অসিহস্তে বেগে আগমন করিতেছে। প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলিলেন,—"অসম্ভব।"

অসম্ভব শব্দ যেন তীরের ন্যায় মলয়ার বিদগ্ধহৃদয়কে বিদ্ধ করিয়া দিল। মলয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মর্ম্মর-বেদীকায় বসিয়া পড়িলেন।

সশস্ত্র সৈনিকচতুষ্টয় বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া, মালতীকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইল। বীরেন্দ্র ধীরভাবে অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান। সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী প্রহরী ভীষণ হুঙ্কারে কানন কাঁপাইয়া, বীরেন্দ্রকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পশ্চাদ্‌পদে কিয়দ্দূরে আসিয়া, নতবদনে সামরিক অভিবাদন করিয়া, অপর প্রহরীত্রয়কে সতর্ক করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর অগ্রবর্ত্তী সৈনিক কহিল "রাজরাজেশ্বর গৌড়পতির আজ্ঞা—নির্ব্বাণকাননে একটী মক্ষিকাকেও প্রবশ করিতে দিবে না।"

"তাহা আমার জানা আছে। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই রাজ-আজ্ঞার অবমাননা—সেই রাজাদেশ ভঙ্গ করি নাই।" বীরেন্দ্র এই কথা বলিয়া, কুঞ্জদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দ্বিতীয় প্রহরী সোৎসুকে অথচ সভীতচিত্তে নিবেদন করিল, "কেহ নির্ব্বাণকাননে প্রবেশ করিলে, আমাদিগের নিশ্চিত প্রাণদণ্ড হইবে, এমত আদেশও প্রচার হইয়াছে। আমরা তোরণদ্বারেই ছিলাম, আপনি কিরূপে—"

"ভয় নাই।" বাধাদানে বীরেন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই। আমি কিরূপে—কি কারণে আসিলাম, গৌড়েশ্বর জ্ঞাত হইলে, তোমাদিগের কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। আমি এখনই রাজদর্শনে যাইব।" বীরেন্দ্র এই কয়েটী কথায় প্রহরীদিগকে অভয়দানে মলয়ার প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যেন কি একটা আঘাত লাগিল। কি যেন ভাবিতে ভাবিতে মালতীকুঞ্জ পরিহার করিলেন। প্রহরীচতুষ্টয় তাঁহার অনুগামী হইল।

আর মলয়া?—মলয়া বলিলেন, "মনুষ্য 'অসম্ভব' কথার সৃষ্টি করিল কেন? সম্ভব হইতে অসম্ভব কথার সৃষ্টি। যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার আবার অসম্ভাবনা কোথায়? যাহা সম্ভব, তাহাই সময় এবং অবস্থাভেদে অসম্ভব হইতে পারে। আমার উদ্ধার আমার নিকট অসম্ভব, দাতাকর্ণের ন্যায় পুরুষের নিকটেও কি অসম্ভব? বলিতে পারি না, বিধি আমার জীবন অভিধানে অসম্ভব কথার কিরূপ অর্থ করিয়াছেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাধুরীর আর সে দিন নাই। বিকচ পঙ্কজিনী পূজকের হস্তে পতিত হইলে যেরূপ সুবাসিত চন্দনালিঙ্গনে নিজ অনুপ সৌরভ দ্বিগুণতররূপে বিস্তৃত করে, অনাথিনী ক্রীতদাসী মাধুরী বীরেন্দ্রের আশ্রয়ে এক্ষণে সেই মত সৌরভে গৌরবময়ী। কিন্তু তাহার সেই কোমল সরল হৃদয়ের অবস্থা সেইমত—কিছুমাত্রই পরিবর্ত্তীত হয় নাই। কেবল শতগ্রন্থী জীর্ণবসনের স্থলে একখানি সুন্দর নবীনবসন মাধুরীর কোমল অঙ্গ যথাভাবে আবৃত করিয়াছে। প্রাবীটকালীন ঘনজলদজালের ন্যায় ভুপৃষ্ঠচুম্বিত সেই কেশপাশ সেই অবেণীবদ্ধভাবেই অবস্থিত। কিরূপে বেণীবন্ধন করিতে হয়, মাধুরী আজন্মকাল তাহা জানিত কি না সন্দেহ। মুক্তিদাতা বীরেন্দ্র সদয়হৃদয়ে দুইগাছী স্বর্ণ বলয় মাধুরীর করে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলয়ধারণে অনভ্যস্ত বলিয়া, মাধুরী তাহা প্রথমে সাজিমধ্যেই সংগোপনে রক্ষা করিয়াছিল, শেষ বীরেন্দ্র, বলয় ব্যবহার জন্য কয়েক বার অনুরোধ করায়, মাধুরী বিরক্তচিত্তে গৌড়ের এক দীনদুহিতাকে উপহার দিইয়া আইসে। সময়ে বীরেন্দ্র সে সংবাদ প্রাপ্তে রুষ্ট না হইয়া, বরং আনন্দই প্রকাশ করেন। মাধুরী এক্ষণে বীরেন্দ্রের গৃহবাসিনী।

বীরেন্দ্র গৌড়ের দশসহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক। গৌড়দুর্গমধ্যে তাঁহার নির্দ্ধারিত আবাস থাকিলেও তিনি সামরিককার্য্য নির্ব্বাহ ব্যতীত অন্য সময়ে তথায় বাস করিতেন না। গৌড়ের উত্তরাংশে উপনগরমধ্যে একটী ক্ষুদ্রায়তন উদ্যানবাটীকায় বীরেন্দ্র বাস করিয়া থাকেন। উদ্যানের তিনপার্শ্বে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র—সম্মুখে সাধারণ প্রকাশ্য রাজপথ। রাজপথের বিপরীত পার্শ্বেও শ্যামল তৃণদলশোভিত পতিত ভূমি। পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, উদ্যানটী ক্ষুদ্রকায়। সুদীর্ঘ পাদপ এবং লতাসংখ্যাও অতি অল্প, কেবল কতিপয় ফুল্লফুলশোভিত বৃক্ষ স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে যত্নবান। মধ্যস্থলে একটী দ্বিতলবিশিষ্ট ক্ষুদ্র অট্টালিকা। উপরিতলে দুইটীমাত্র কক্ষ। একটী শিক্ষাগার, অপরটী শয়নগৃহ। শিক্ষাগারের ভিত্তিগাত্রে কোন প্রকার বিলাসিতাব্যঞ্জক চিত্রপট, সজ্জা বা উপকরণ কিছুই

নাই। একপার্শ্বের ভিত্তিগাত্রে ভারতের নানাদেশীয় স্বর্ণরৌপ্যচর্ম্মমণ্ডিত হীরকখচিত কোষবদ্ধ কয়েক খানি অসি, ঢাল, ভল্ল, বরসা, তীর, ধনু, বাণপূর্ণ তূণ, খাণ্ডা, খড়্গ শোভা পাইতেছে। শাস্ত্র এবং পুরাণোক্ত নানা-বিধ সামরিক অস্ত্রাবলী—সময়বশে যে সমস্তের অস্তিত্ব ভারত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বীরেন্দ্র শাস্ত্রপুরাণাদিতে তৎসমস্তের আকৃতি পাঠে স্বহস্তে সেই সকলের চিত্রাঙ্কন করিয়া, সযত্নে অন্যপার্শ্বের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বিবিধপ্রকার ব্যূহরচনার প্রতি-কৃতিও বীরব্রতাবলম্বী বীরেন্দ্রের বীরকরপ্রসূত হইয়া, অপরপার্শ্বের ভিত্তি-গাত্রে শোভমান। অন্যপার্শ্বের ভিত্তিগাত্রে কয়েকটী কনক, রজত, এবং লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম দণ্ডাবলম্বনে অবস্থিত। কক্ষতলের চারিদিকেই হস্ত-লিখিত বেদ, পুরাণ, ন্যায়, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি একত্র সজ্জিত। মধ্যস্থলে একখানি অমহামূল্যবান গালিচা পাতিত।

যুবজনস্বভাবসুলভ সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ সৈনিকের উপযুক্ত কোন প্রকার সৌখীন সজ্জাও পার্শ্বস্থ শয়নকক্ষে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। অবিবাহিত পুরু-ষের উপযোগী একখানি ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক একপার্শ্বে সংরক্ষিত এবং তদুপরি একটী সামান্য শয্যা পাতিত। যে সমস্ত কৃত্রিম আদর্শ অসি, ধনুর্ব্বাণ বীরেন্দ্রের শৈশব-সহচর ছিল, বাল্যে বীরেন্দ্র যে ক্ষুদ্র কৃপাণ এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া ক্রীড়া করিতেন, দীক্ষাগুরু সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে যে শাণিত তরবারি, ধনু, ভল্ল, ঢাল মন্ত্রপূত করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল সেই সকল আদরের ধন, যত্নের ধন, স্মৃতির ধনস্বরূপ অস্ত্রগুলি শয়নকক্ষের ভিত্তিগাত্রে শোভা পাই-তেছে। এ কক্ষে অন্য সজ্জার সম্পূর্ণ অভাব।

তিন দিন হইল, মাধুরীর ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রীতদাসী মাধুরী, যে গৌড়ের উচ্চ শ্রেণীর নিকট উন্মাদিনী—সাধারণের নিকট যাদু-মন্ত্রেমুগ্ধকারিণী বলিয়া পরিচিতা ছিল, সেই মাধুরী তিন দিন হইল, বীরেন্দ্রের গৃহবাসিনী। তাহার আনন্দ—তাহার সুখ—তাহার মনের ভাব জগতের মধ্যে এক্ষণে কেবল সে-ই জানে। সকলের ব্যথা, সকলের সুখ সকলে জানে না, অনুভব করিতেও পারে না। এ জগতে মাধুরীর আনন্দ মাধুরীই একাকিনী জানে। চিকিৎসক শারীরবিধানবিদ্যায় পরম পণ্ডিত হইলেও তিনি গুর্ব্বিণীর প্রসববেদনার সহস্রাংশের একাংশও কি অনুভব করিতে পারেন? মাধুরী বীরেন্দ্রের আবাসে আসিয়া, আপন ইচ্ছায় নিজ

জীবনের প্রধান বাহ্যিককার্য্য পাদপসেবায় নিযুক্ত হয়, ভাবুক পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ। রবিকরস্পর্শমাত্রেই যেমন দীপ্তিহীন কদাকার গ্রহরাজি কমনীয় মূর্ত্তিধারণ করে,—স্নিগ্ধপ্রভায় ভুবনমোহনে ব্যগ্র হইয়া উঠে, বীরেন্দ্রের অযত্নরক্ষিত কানন, মাধুরীর আবির্ভাবে সেইমত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভূষণে বিভূষিত হইয়াছে।

বীরেন্দ্রের আবাসে আর অন্য কোন কামিনী নাই, মাধুরী একাকিনী। প্রফুল্লফলদলশোভিত তরুলতাই তাহার একমাত্র সঙ্গিনী। সেই সঙ্গিনীসেবাতেই মাধুরী তিনটী যামিনী যাপন করিয়াছে। আজি সে একটা কি কাণ্ড করিবে, পূর্ব্বেই ইহা স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিল। বীরেন্দ্রের আবাসে আসিয়া অবধি মাধুরী একবারও উপরিতলে গমন করে নাই; বীরেন্দ্র রাজসভায় গমন করিয়াছেন, আবাসে একমাত্র বৃদ্ধ বিশ্বস্ত ভৃত্য নিজ কার্য্যে নিযুক্ত, অবসর প্রাপ্তে মাধুরী অতি সংগোপনে সভয়ে ধীরে ধীরে দ্বিতলে আরোহণ করিল। দেখিল জনপ্রাণী নাই। সভীতচিত্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল মানবশূন্য। মাধুরী ভাবিয়া ছিল, বীরেন্দ্রের উপবেশনকক্ষে—শয়নাগারে রাজপ্রাসাদের ন্যায় মূল্যবান রমণীয় সজ্জা দেখিতে পাইব, কিন্তু তাহার সে অনুমান ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু মাধুরী বিস্মিত হইল না, কেবল একটী কারণে ক্ষুব্ধ হইল। মাধুরী কক্ষদ্বয়ের প্রত্যেক প্রান্ত সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া দেখিয়া, পূর্ব্বমত ধীরপদে ফিরিল।

মাধুরী প্রভাত হইতে সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নানাজাতীয় রাশি রাশি বিকচ ফুল, প্রফুল্ল মুকুল ললিত লতা, শ্যামল পত্র সংগ্রহ করিয়া, নিজ শিক্ষামত অপূর্ব্ব কৌশলে নানা আকৃতির হার, গুচ্ছ, স্তবক, ধনু, বাণ, তূণ প্রভৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক কাননের একপ্রান্তে রাখিয়াছিল। মাধুরী একে একে তৎসমস্ত বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষে আনিল।

আজি মাধুরীর অনাথিনীজীবনের—যৌবনজীবনের যেন একটা প্রধানতম অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। সেই আকর্ণবিস্ফারিত সরলোজ্জ্বল নয়ন দুটী যেন আজি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, লজ্জা এবং আনন্দে অধীর;—প্রতি পলকে দৃষ্টি চারিদিকে যেন প্রতীক্ষার সহিত পতিত হইতেছে। স্বাভাবিক হাস্যময় মুখমণ্ডল যেন আবেগময়—সরল উদার হৃদয় চঞ্চল—ধমনী বেগে বহিতেছে; আকস্মিক বৈদ্যুতিকতেজে যেন হস্তপদযুগল অস্থির। অনাথিনীহৃদয়ের নবীন সুরম কল্পনা—প্রাণের আশা পূর্ণ হইবে কি না, এই চিন্তার

আবেগেই মাধুরী আজি অনভ্যস্ত অলৌকিক উদ্ভ্রান্ততার পরিচয়দান করিতেছে।

সচঞ্চলকরে মাধুরী সেই রাশি রাশি ফুলদাম, ফুলস্তবক, ফুলগুচ্ছ লইয়া, বীরেন্দ্রের সেই ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক—শয্যা রমণীয়রূপে সুশোভিত করিতে আরম্ভ করিল। যে স্থলে যে ফুলহার, যে স্তবক, যে গুচ্ছ, ফুলরাশি অর্পণ করিলে, দৃশ্যটী দেখিতে হৃদয়হারী হয়, অনাথিনী আপন মনে—আপন রুচিমত একাগ্রচিত্তে তাহাই করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে ফুলসেবায়, ফুলচয়নে, মালাদিগ্রন্থনেই মাধুরীর যৌবনজীবন উপনীত, সুতরাং মাধুরী যে প্রাণের আশামত বীরেন্দ্রের শয্যাতল সুসজ্জিত করিয়া দিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সিত, পীত, নীল, লোহিতবর্ণের পুষ্পসজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিয়া, পর্য্যঙ্ক—শয্যা পরমরমণীয় মূর্ত্তিধারণে মাধুরীর শিক্ষা, রুচি এবং কল্পনার জীবন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিতে লাগিল। মাধুরী একবার পৃষ্ঠপদে দূরে আসিয়া, সেই সুরম শোভা—উজ্জ্বল প্রভার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিদান করিল। অধর প্রান্তে যেন একটু অস্ফুট হাস্যরেখা আসিয়া নৃত্য করিয়া গেল।

মাধুরী শেষ কক্ষগাত্রসজ্জায় নিযুক্ত হইল। প্রথমতঃ কক্ষগাত্রে নানাবিধ অস্ত্রদর্শনে মনে মনে বড়ই বিরক্তি অনুভব করিল। বলিল, "দাতাকর্ণের এমন দয়ার শরীর, তাঁহার গৃহে এত মানুষমারা অস্ত্র কেন?—বোধ হয়, সুরতানই এ গুলা এখানে রাখিয়া থাকিবে।"

সুরতান বীরেন্দ্রের একমাত্র প্রাচীন বিশ্বস্ত ভৃত্য। মাধুরী তাহাকে মনে মনে বিলক্ষণ ভৎর্সনা করিয়া, সেই সমস্ত অস্ত্র ধীরে ধীরে একে একে কক্ষতলে নামাইয়া রাখিল। শেষ কক্ষগাত্রস্থ লৌহকীলকসংযোগে বেল, মল্লিকা, মালতী, মাধবী প্রভৃতির ফুলদাম তরঙ্গাকারে ঝুলাইয়া দিল। মধ্যে মধ্যে এক একটী স্তবক এবং গুচ্ছ যথাযোগ্য স্থানে সংবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইল না। পুষ্পসজ্জা করিতে করিতে মাধুরীর হৃদয় টলিল। আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইল। সে যে সকলের অজ্ঞাতে নিজ প্রাণের একটী আশা আজি পূর্ণ করিতে যত্নবতী, তাহা ভুলিয়া গেল। অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত, স্বর্গীয় সৌরভে যেন অনাথিনীর প্রাণ প্রফুল্ল। বংশরন্ধ্র যেরূপ পবনপীড়নে অকস্মাৎ বাজিয়া উঠে, চিত্তহারা মাধুরীর কণ্ঠ হইতে আনন্দসঞ্চালিত সংগীতধ্বনি সেইমত সেই কুসুমকোমলসৌরভময় নীরব কক্ষে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল;—

(রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।)

"ফুলের হাসি বড় ভাল বাসি আমি দেখে প্রাণ জুড়ায়!
প্রাণ খুলে ফুল আপনি হাসে সুবাসে তোষে সবায়।"

অকস্মাৎ মাধুরীর মনমধ্যে যেন একটা কি কল্পনার উদয় হইল, সংগীত-ধ্বনি শূন্যে মিশাইয়া গেল। পরক্ষণেই মাধুরী ফুলরাশিসুশোভিত সাজিটী বামকরে লইয়া, শূন্যপথে চারিদিকে ফুলরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে আবার সুর সপ্তমে তুলিল;—

"ফুলের আশা, ফুলের ভাষা,
ফুলের প্রাণের ভালবাসা,
জান্‌তো যদি পুরুষ পাষাণ, সুখের তুফাণ্ উঠ্‌ত ধরায়।"

নাই। মাধুরী সাজিমধ্যে নয়নার্পণ করিয়া দেখিল, ফুল নাই, সমস্তই ফুরাইয়াছে; তাহার কোমলকরপল্লবচ্যুত ফুলরাজি কক্ষতলের চারিদিকে গড়াগড়ি দিয়া, যেন নৈশাকাশের তারাবলীর ন্যায় হাসিতেছে। কক্ষগাত্র সজ্জাকালে মাধুরী যে সমস্ত অস্ত্র কক্ষতলে নামাইয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র মাধুরী ভাবিল, "এ মানুষমারা অস্ত্রগুলা এখান হইতে সরাইয়া রাখাই ভাল।" মাধুরী যেমন একত্রে অনভ্যস্তহস্তে কতিপয় কোষবদ্ধ অসি উত্তোলন করিবে, অমনি তাহা কক্ষতলে পতিত হইয়া বিচিত্র ধ্বনি করিল। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি নিম্নতলে উপবিষ্ট সুরতানের কর্ণকুহরে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। মাধুরী সহাস-আননে সেই অস্ত্রনিচয় পুনরায় উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিবামাত্র দূর হইতে পদশব্দ শ্রবণে দ্রুতগতি সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কপার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইল। পরক্ষণেই সুরতান উর্দ্ধশ্বাসে ত্বরিতপদে কক্ষমধ্যে আসিয়া দেখা দিল।

কক্ষের রূপান্তর দর্শনে সুরতান বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। চারিদিকে ঘনঘন দৃষ্টিদানে বলিয়া উঠিল, " এ কি কাণ্ড! কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। কে এমন সাজাইল? এ কি ঠাকুরের লীলা?—মানুষে ত এমন সাজাইতে পারে না। আর কেই বা ইহার মধ্যে কখন আসিল, তাহাও ত জানিতে পারিলাম না। চারিদিকেই ফুল!—ফুলের মালা—ফুলের তোড়া—চারিদিকেই ফুলের ছড়াছড়ি! আবার প্রভুর অস্ত্রগুলি

দেখছি এখানে। এ কি ব্যাপার?" স্বগত চিন্তা করিতে করিতে আন্দোলিতহৃদয়ে সুরতান শেষ বলিল, "বোধ হয়, সেই মাধুরী যাদুমন্ত্রবলে এই সব করিয়াছে। সে ইহার মধ্যে আসিলই বা কিরূপে?—সেই বা কোথায়? বুঝেছি, যাদুমন্ত্রের বলে সকলের অজ্ঞাতে এসে, অজ্ঞাতেই পালিয়েছে। এখন প্রভুকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ না করিলেই বাঁচি।"

পর্য্যঙ্কপার্শ্বে লুক্কাইতা মাধুরী সুরতানের সেই বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাব দর্শনে উচ্চ হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া, মেঘমুক্ত চন্দ্রিকার ন্যায় দেখা দিল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় এবং ভয় আসিয়া, যেন সুরতানকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত করিয়া ফেলিল। সুরতান ইহজগতে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতিবাহিত করিলেও তাহার দেহ বীরপুরুষের ন্যায় বিরাট সবল। কৃষ্ণশিখরে যেরূপ কাশকুসুম শোভা পায়, সেইমত শুভ্র ভ্রূ, কেশ, গুম্ফ এবং লোমরাজি সুরতানের কৃষ্ণ কলেবরকে বিচিত্র দৃশ্যে পরিণত করিয়াছে। যদিও সুরতান বৃদ্ধপদবাচ্য, কিন্তু তাহার দৈহিক বল কিছুমাত্রই ক্ষয় পায় নাই।

মাধুরী, সুরতানের নিকট ধীরপদে আসিয়া, আবার বিশ্বমোহিনী হাসি হাসিল। কিন্তু সে হাসি সুরতানের হৃদয়কে গলাইতে পারিল না। পাষাণ পঙ্কজিনীর মান কি জানিবে? সুরতান যদিও বিস্ময় এবং ভয়ে বিজড়িত, কিন্তু স্বভাবসুলভ বীরোচিত সাহসে কহিল, "এ কি কাণ্ড?—প্রভু আসিয়া বলিবেন কি?—আমার কি আর মাথা থাকিবে?"

মাধুরী কোন উত্তর না দিয়া, একছড়া মালা লইয়া, হাসিতে হাসিতে সুরতানের মস্তকে জড়াইয়া দিল।

যেন একটা কি ভয়ে সুরতান কয়েক পদ পশ্চাতে গিয়া, নম্রস্বরে কহিল, "এ অস্ত্রগুলি নামাইলে কেন?—এ গুলি যে প্রভুর প্রাণ।"

মাধুরী পূর্ব্বমত হাসিতে হাসিতে, সুরতানের দুইটী করে দুইটী ফুলগুচ্ছ অর্পণ করিল।

সুরতান আরও কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া গিয়া, নম্রস্বরে কহিল, "ভাল, এ অস্ত্রগুলি কোন্ সরাইয়া রাখিলে?"

দুইটী প্রফুল্ল গোলাব লইয়া, মাধুরী আবার হাসিতে হাসিতে সুরতানের দুইটী কর্ণে সাজাইয়া দিয়া, "তোমার মুখখানি কেমন দেখি?" বলিয়া, সেই কুসুমকোমলকরে সুরতানের শুষ্ক চিবুক স্পর্শ করিল। সুরতান মহাবিপদে পড়িল। সে ভাবিল, মস্তকে ফুল, হস্তে ফুল, কর্ণে ফুল,

এইবার বুঝি যাদুমন্ত্রেই বা মুগ্ধ করিবে। বৃদ্ধাবস্থায় না জানি কি ঘটিবে, ইহা ভাবিয়াই ভয়বিহ্বলচিত্তে সুরতান দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিল। মাধুরী আবার মধুর হাস্যে কক্ষপূর্ণ করিয়া, একে একে সেই অস্ত্রগুলি পর্য্যঙ্কের নিম্নে রাখিয়া দিল। শেষ নিজ নির্ম্মিত কমনীয় ফুলধনু করে লইয়া, ফুলবাণ সংযোগের উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে সম্মুখে দেখিল—বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র মাধুরীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মাধুরী যেন কনকপ্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মানা, ফুলধনু ফুলবাণ করে আদরিণী রতি যেন জগৎ বিজয়ে উদ্যত।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ফুল্লফুলদলের অনন্ত সৌরভ বীরেন্দ্রের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, যেন তাঁহার শরীরের প্রত্যেক শিরায় অমৃত লহরী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সৌরভবিভোর বীরেন্দ্র কক্ষমধ্যে পদার্পণ করিয়াই সেই বিচিত্র কুসুমশোভা দর্শনে যেন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চেতনা—জ্ঞান যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে আত্মগত প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, "আমি কোথায়? এ কি আমার সেই শাণিত অস্ত্রশোভিত শয়নকক্ষ নহে?—কৈ?—সে অস্ত্রগুলি ত দেখিতেছি না! একি দৈবী মায়া, না ইন্দ্রজাল?" বীরেন্দ্রের বিস্মিত নয়নযুগল দ্রুতগতি পুষ্পসজ্জার প্রতি মুহুর্ম্মুহু দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

মাধুরী পর্য্যঙ্কপার্শ্বে অঙ্গ হেলাইয়া দণ্ডায়মান ছিল, বীরেন্দ্র এতক্ষণ তাহার প্রতি নয়নার্পণের অবসরপ্রাপ্ত হয়েন নাই, অথবা সেই বিচিত্র সজ্জা দর্শনেই চিত্ত হারাইয়াছিলেন। বীরেন্দ্র ধীরপদে কক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। কনক যেরূপ সোহাগার আলিঙ্গন প্রার্থনা করে মাধুরীর মধুরিম মাধুরী সেইমত অলক্ষ্যে বীরেন্দ্রের নয়নের আলিঙ্গন প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। কিন্তু বিস্ময়বিহ্বল বীরেন্দ্র মাধুরীকে সহসা চিনিতে পারিলেন না। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি?"

তপনকিরণে যেরূপ চন্দ্রিকার সৃষ্টি, এ জগতে সেইমত রমণীর কমনীয় মাধুর্য্য হইতে পুরুষজাতির নয়নের দীপ্তির সৃষ্টি। যে পুরুষের নয়ন রমণীর মধুময়ী সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয় না, সে পুরুষের নয়নে দীপ্তি নাই। সে নয়ন অমানিশার শশির ন্যায়, শশি আছে, জ্যোতি নাই, সেইমত নয়ন আছে, কিন্তু দীপ্তি নাই।

বীরেন্দ্র স্বগত প্রশ্ন করিলেন, "এ কুসুমলাবণ্যময়ী কামিনী কে?"

কে উত্তর দিবে? মাধুরী হৃদয় হারাইয়াছে। বীরেন্দ্র অবশেষে ধীরপদে অগ্রসর হইবামাত্র জলধিগর্জ্জন শ্রবণে তরঙ্গিণী যেমন সেই দিকে ধাবমানা হয়, মাধুরীও সেইমত বীরেন্দ্রের চরণশব্দে হাসিতে হাসিতে ধীরপদে অগ্রসর হইল। মাধুরীর পূর্ণ জ্যোতিঃ বীরেন্দ্রের নয়নে পূর্ণ দীপ্তির আবির্ভাব করিয়া দিল। বীরেন্দ্র আনন্দ-আননে কহিলেন, "কেও?—মাধুরী?" মাধুরী আবার মধুর হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া, পুষ্পসজ্জাগুলির প্রতি নেত্রার্পণ করিল।

সাদরে কোমলস্বরে বীরেন্দ্র কহিলেন, "মাধুরী! এ চমৎকার ফুলসজ্জা কে করিল?"

মাধুরী নীরব। উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া, বীরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "মাধুরী! আমি জানিতাম না যে, বনদেবী ব্যতীত মানবী এমত ফুলখেলা খেলিতে পারে। মাধুরী! কে বলে তুমি উন্মাদিনী?"

"জগৎ।"

"জগৎ তোমায় চিনে না।"

"আমার কপাল।"

"জগতের দুর্ভাগ্য।" বীরেন্দ্র এই কথা বলিয়া, কুসুমদামপরিশোভিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। মাধুরীর হৃদয় যেন অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে উদ্বেলিত হইল।

সস্নেহবচনে বীরেন্দ্র মাধুরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাধুরী! তুমি ছিলে মালাকার-নন্দিনী বন্দিনী, কেমন এখন ত সুখিনী?"

"ও! আমার সুখ সময়ের মত।"

"মাধুরী! তুমি কুমারী, পরিণয়ের পর যে দিন তুমি নিজ ফুলবাসর এই রূপে সজ্জিত করিবে, সেই দিন আমি প্রকৃত সুখী হইব।"

যেন সে কথায় কর্ণপাৎ না করিয়া, "দাতাকর্ণ মহাশয়! আপনার জন্য এই ফুলধনু আর ফুলবাণ প্রস্তুত করিয়াছি।" মাধুরী এই কথা বলিয়া, হাসিতে হাসিতে বীরেন্দ্রের করে তাহা অর্পণ করিল। বীরেন্দ্র সেই বিচিত্র কুসুমময় কারুকার্য্যশোভিত কার্ম্মুক করে লইয়া, কহিলেন, "মাধুরী! ইহা অতি উৎকৃষ্টই হইয়াছে, কিন্তু এ ধনুর্ব্বাণ ত আমার কোন উপকারেই আসিবে না।"

মাধুরীর উচ্চ হাস্যে কক্ষটী পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইল। বীরেন্দ্রের হৃদয়ে উদয় হইল—মাধুরী উন্মাদিনী। মাধুরী বলিল, "যাঁহার নাম দাতা-কর্ণ, যাঁহার হৃদয় ফুলের মত উদার, তাঁহার কক্ষে মানুষমারা অস্ত্র থাকিবে কেন? আপনার মত পুরুষেরা এই ফুলবাণ ফুলধনু লইলে, জগৎ কত সুখের হইত।"

উন্মাদিনীর নিকট কে এ উত্তর প্রত্যাশা করে? উত্তর শ্রবণে বীরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "মাধুরী! ক্ষত্রিয়দিগের জাতীয়ধর্ম্ম বীরব্রতাবলম্বন। সেই বিধানমতই আমি সেই জাতীয় ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। অসিকে অকা-রণে নররক্তে স্নান করাইতে আমার অভিলাষ নাই। যে জগতের—মানবসমাজের শত্রু, সে-ই আমার অসির শত্রু। মাধুরী! তোমার নিকট যে এ কথাগুলি বলিতে হইবে, তুমি যে ইহা বুঝিবে, তাহা আমি ভাবি নাই। এখন আমি জানিলাম তুমি কে?"

মাধুরীর অধরপ্রান্তে মৃদুহাসি আসিয়া মুহূর্ত্তমাত্র নৃত্য করিয়া গেল। সে হাস্যের অর্থ বীরেন্দ্র বুঝিলেন না।

বীরেন্দ্র সাগ্রহে বিনম্রবচনে কহিলেন, "মাধুরী! আমি তোমার নিকট একটী উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি কি?"

"উপকার?—উপকার? উপকার কাহাকে বলে, তাহাত আমি জানি না। বলুন, আমি কি করিব?" ব্যগ্রভাবে এই কয়টী কথা বলিয়া, মাধুরী দুইটী কোমল কর একত্র করিয়া, বীরেন্দ্রের মুখপ্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিদান করিয়া রহিল।

"তুমি মলয়ার নাম শুনিয়াছ?"

একটী ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ যেন সহসা মাধুরীর নয়নের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার শরীর যেন টলিল। শূন্যনয়নে বলিল, "হাঁ, তাঁহাকে চিনি।"

"কিরূপে চিনিলে?"

"এক দিন শুনিতে পাই, মহারাজ কোথা হইতে একটী সুন্দরী রমণী আনিয়াছেন। তাহার রূপ দেখিতে বড়ই সাধ হয়। এক দিন মনে করিলাম, সেই সুন্দরীর নিকট মালা বেচিতে যাইব। পরদিন মালাকার রাজ-আজ্ঞায় আমাকে সেই নির্ব্বাণকাননে সুন্দরীর নিকট প্রত্যহ মালা-দিয়া আসিতে বলে। আমি সেই দিন হইতে প্রায় প্রত্যহই মালা দিয়া

আসিতাম। কিন্তু তিনি মালা পরেন না, মালা ছিঁড়িয়া, ফুলগুলি লইয়া, যে গাছে ফুল ফুটে না, সেই গাছে সেই ফুলগুলি সাজাইয়া দেন।"

"তবে মলয়া তোমায় বিলক্ষণ চিনেন?"

"ও! তিনি কত ভাল বাসেন। তাঁহার রূপ দিনকেও লজ্জা দেয়।"

"আমি ইচ্ছা করি, তুমি সেই মলয়ার নিকটে গিয়া থাক।"

মাধুরীর শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। যেন সহস্র বৃশ্চিক একত্রে তাহার সেই কোমল হৃদয়ে দারুণ দংশন করিল। মাধুরী চৈতন্য হারাইল। মুহূর্ত্তের জন্য মাধুরী দেখিল, সেই কুসুমশোভিতকক্ষ যেন অন্ধকারময়। বহুকষ্টে পর্য্যঙ্কদণ্ডধারণে মাধুরী সেই বিষম সংঘাত সহ্য করিয়া, পরমুহূর্ত্তেই বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "কি?—কি?—আপনি আমাকে সে থানে পাঠাইতে চাহেন?"

সেই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মাধুরীর মূর্ত্তি যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, বীরেন্দ্র তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি সহাস-আননে কহিলেন, "হাঁ, মাধুরী! তাহাই আমার বাসনা।"

শরতের প্রভাকর-করোদ্দীপ্ত আকাশে যেরূপ হঠাৎ বর্ষণ হয়, সেইমত মাধুরীর নয়নে অশ্রু আসিয়া দেখা দিল। বীরেন্দ্র তদ্দর্শনে তড়িৎগতিতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সস্নেহভাবে মাধুরীর মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন, "মাধুরী! আমি তোমাকে কি সুখে সুখিনী করিতে চাহিতেছি, তুমি তাহা বুঝিতেছ না। শুনিয়াছি, মলয়া বাসন্তীনিশ্বাসের মত। আমার বিশ্বাস, তোমার মত গুণবতীকে তিনি ভগ্নির ন্যায় স্নেহ করিবেন।—মাধুরী! তুমি এখনও কাঁদিতেছ? আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক সেখানে পাঠাইতে চাহি না।"

নীরব মাধুরীর সেই সরল নয়নযুগল হইতে দর দর জলধারা প্রবাহিত হইয়া, তাহার হৃদয় সিক্ত করিয়া দিল।

বীরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "তুমি আমার আশাপূর্ণ করিবে না?"

বীরেন্দ্রের প্রশ্নে মাধুরীর মনে যেন কি ভাবের উদয় হইল। কাতরে বলিল, "আজ্ঞা করুন, কি করিব। আমি আর কাঁদিব না।" মাধুরী বসনাঞ্চলে নয়নজল মুছিল।

"যাও, তুমি সেই নির্ব্বাণকাননে মলয়ার নিকটে যাও। তিনি যতদিন বন্দিনী থাকিবেন, তুমি তোমার মধুময় সংগীতে তাঁহার চিত্তরঞ্জন কর

গিয়া। যদিও সে কাননে কোন প্রাণীরই গমনাধিকার নাই, কিন্তু তোমার প্রতি গৌড়েশ্বরের যেরূপ বিশেষ অনুগ্রহ, তাহাতে তিনি তোমার গমনে বা তথায় অবস্থানে কথনই কোন আপত্তি করিবেন না। আর যদিই তিনি আপত্তি করেন, বা মলয়া তোমাকে ভগ্নির ন্যায় স্নেহ না করেন, আমার দ্বার অবারিত, যথন ইচ্ছা আসিতে পারিবে। আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য সে থানে পাঠাইতেছি না। আমার আবাস চিরদিনের নিমিত্ত তোমার আশ্রয়স্থল জানিবে। মাধুরী! আমার হৃদয় বলিতেছে যে, শীঘ্রই আমি তোমাকে এথানে প্রত্যাগত হইতে দেখিব।"

বীরেন্দ্রের কথা শ্রবণে মাধুরীর কেশাগ্র হইতে পদনথ পর্য্যন্ত যেন কি একটা অননুভূতপূর্ব্ব বেগে কম্পিত হইয়া গেল। মাধুরী আর কাঁদিল না। মাধুরীকে নীরব দর্শনে বীরেন্দ্র সস্নেহস্বরে কহিলেন, "মাধুরী! একটী বিশেষ কারণে আমি মলয়ার নিকট এক থানি পত্র পাঠাইতে বাসনা করিয়াছি। অতি সাবধানে সংগোপনে লইয়া যাইতে হইবে। কেহ যেন কোনমতে জানিতে না পারে।" উক্তি সমাপ্তির পর বীরেন্দ্র এক থানি পত্র মাধুরীর করে প্রদান করিলেন। মাধুরী তাহা সযত্নে অঞ্চলে বন্ধন করিয়া লইল। বীরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "তোমাকে আর কিছু বুঝাইয়া দিতে হইবে কি?"

"না।"

"তবে তুমি আমার উপকার করিবে?"

"হাঁ।"

"এক কর্ম্ম কর, তুমি যে আজি এত যত্নে—এত শ্রমে এই পুষ্পসজ্জা করিয়াছ, ইহার মধ্যে ভাল ভাল ফুলদাম, ফুলগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া লও। মলয়া তোমার শিল্পকৌশল দেখিয়া কতই প্রীত হইবেন।"

মাধুরী একটী সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বীরেন্দ্র কহিলেন, "মাধুরী! তুমি কি দুঃখিত হইয়াছ?"

"আমি ক্রীতদাসী, সুখ দুঃখের সহিত আমার সংশ্রব কি?" এই কথা বলিয়া, মাধুরী মস্তক নত করিয়া রহিল। আবার নয়ন কোণে অশ্রু আসিয়া দেখা দিল।

বীরেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে কহিলেন, "সে কি কথা? না, মাধুরী! তুমি ক্রীতদাসী নও, স্বাধীনা, আমি তোমাকে স্বাধীনতাদান করিলাম। তুমি

আপন ইচ্ছামত সেই স্বাধীনতা ভোগ কর। আর আমি তোমাকে আমার কার্য্যের সহায়তা করিতে বলিতেছি বলিয়া, আমায় ক্ষমা কর।"

"ও! আপনি বিরক্ত হইয়াছেন! আপনাকে বিরক্ত করিয়া আমি স্বাধীনতা চাহি না। দাতাকর্ণ মহাশয়!—প্রাণদাতা অনাথশরণ!—" বলিতে বলিতে মাধুরী পাতিতজানু হইয়া, সকরুণ বচনে পুনরায় কহিল, "এ দুঃখিনীকে ক্ষমা করুন। আপনার এই সুখময়—শান্তিময় আবাস পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমাকে সেই নির্ব্বাণকাননে দুঃখানুভব করিতে হয়, আপনার সন্তোষের জন্য আমি সেই দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিতে ভালবাসি।"

বীরেন্দ্র মাধুরীর সুকোমল করদ্বয়ধারণে উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাধুরী! তুমি সুখিনী হও।"

"আপনি তবে আমাকে ক্ষমা করিলেন? বলুন, আপনি আর আমার স্বাধীনতার কথা মুখে আনিবেন না? আমার সুখ আপনার দাস। আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমাকে অপরের হস্তে অর্পণ করিবেন না—" এই কথা বলিয়া, মাধুরী বীরেন্দ্রের মুখ প্রতি সপ্রতীক্ষ দৃষ্টিদান করিল।

বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "তাহাই আমার প্রতিজ্ঞা।"

মাধুরী আর কোন কথা কহিল না। বহুশ্রমে বহুযত্নে সে যে সুখময় ফুলবাসর সাজাইয়াছিল, বীরেন্দ্রের কামনামত সেই সজ্জিত দাম, গুচ্ছ, স্তবক কয়েকটী ছিন্ন করিয়া, সাজিমধ্যে রাখিল। অবশেষে বীরেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া আবাস ত্যাগ করিল। রাজপথে আসিয়া, একবার নয়ন ভরিয়া, আবাসের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিদানে মনে মনে বলিল, "এ জগতে তিনটী সুখের দিন, অনির্ব্বচনীয় আনন্দের দিন, আলয়! তোমার আশ্রয়ে ভোগ করিলাম। এখন আমি চলিলাম; আমি যতদিন না ফিরিয়া আসি, ততদিন যেন শান্তি তোমার বক্ষে বিহার করেন। আর আমার হৃদয় তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিল, সেই হৃদয় ধমনীর দ্বিগুণবেগে আমাকে যেন আদেশ করিতেছে—মরণ!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাসন্তী পূর্ণিমা। আজি শাক্য সিংহ বুদ্ধদেবের জন্মাহ। বৌদ্ধরাজধানী গৌড় আজি জাতীয় মহোৎসবে মাতিয়াছে। প্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আনন্দের উৎসব উদ্বেলিত। মন্দির, মঠ, বিহার, স্তূপ আজি ফুল্ল ফুলদাম, ফুলগুচ্ছ, ফুলস্তবক এবং নবপত্রাবলীতে সুশোভিত। উপাসনা, আরাধনা এবং নৃত্য গীত অবিশ্রান্ত চলিতেছে। জাতীয় আনন্দ আজি পূর্ণমূর্ত্তিতে গৌড়ে উপনীত। গৌড় আজি সজীব, চঞ্চল, আনন্দে কোলাহলময়। বৌদ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতা অনন্ত আনন্দে মাতোয়ারা। কয়েক শতবর্ষ শান্তি-ক্রোড়শায়ী—অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রভুত্বমদমত্ত জেতাজাতি আলস্যবিলাসিতার ক্রীতদাস হইয়া, যেরূপ কেবল আনন্দ এবং সুখভোগেচ্ছায় প্রমত্ত হইয়া উঠে, গৌড়ের বৌদ্ধগণের এক্ষণে সেইমত অবস্থা। আলস্যবিলাসিতাই যে, জাতিগত পতনের মূল, স্বাধীনতার অমিয়ময় ফলভোগী—উন্নতির উচ্চতম শিখরারোহী জাতি যে, একমাত্র আলস্যবিলাসিতার বিষম সংঘাতে অবনতিজলধির অন্তস্তলে নিপতিত হয়, জেতা বৌদ্ধজাতি অনেক দিন হইল, তাহা বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জন করিয়াছে।

নির্ব্বাণকাননে আজি নৈশমহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। রাজধানীর প্রধান অপ্রধান বৌদ্ধাচার্য্য, যাজক, ছাত্র, শ্রমণ এবং সমগ্র মঠের কৌমার্য্যব্রতাবলম্বিনী রমণী এবং কৌমার্য্যব্রতাবলম্বনাভিলাষিণী অদীক্ষিতা যুবতীগণ, রাজ্যের কয়েকটী প্রধান প্রধান উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এবং স্বয়ং গৌড়েশ্বর সেই নির্ব্বাণকাননে নৈশমহোৎসবে প্রমোদপূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিয়াছেন।

প্রকৃতির লীলাভূমিস্বরূপ নির্ব্বাণকানন আজি অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। যে শশি লুম্বিনীবনে প্লক্ষতরুমূলে সর্ব্বার্থসিদ্ধের জন্মগ্রহণ দর্শন করিয়াছিলেন, যে শশাঙ্ক সেই শাক্য সিংহের শৈশবখেলা, কৈশোরলীলা, যৌবনে যোগিবেশ, যোগসাধন, নববিধানপ্রচার এবং অবশেষে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয় নির্ব্বাণপ্রাপ্তি দেখিয়াছিলেন, সেই শশিই আজি সেই নৈশাকাশে

বসিয়া, সেইমত হাসিয়া, হাসিয়া, অমৃতময় কিরণে জগৎ ভাসাইলেও বৌদ্ধনরপতির বাসনামত আজি নির্ব্বাণকানন অগণিত আলোকে সমুজ্জ্বল। প্রাকারে প্রাকারে, প্রত্যেক পাদপথের উভয় পার্শ্বে দীপশ্রেণী যেন সহস্রনর হীরকহারে কাননের বক্ষস্থল আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ দীপ প্রজ্বলিত হইয়া, প্রফুল্ল ফুলদলের সহিত যেন হাস্যের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনে প্রমত্ত। আলোকিত ক্রীড়াপর্ব্বত যেন উদয়াচলের ন্যায় কনক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কাননমধ্যস্থ সুদীর্ঘ সরোবরের তীর-ভূমিতে দীপরাজি জ্বলিতেছে ; সেই দীপালোক নির্ম্মল ঢলঢল স্বচ্ছজলে প্রতিফলিত হইয়া, অনন্ত শিখার সৃষ্টি করিতেছে। নির্ব্বাণকাননের পাদপে পাদপে আলোক, কুঞ্জে কুঞ্জে আলোক, ক্রীড়াপর্ব্বতে আলোক, বিরাট সৌধে আলোক, সরোবরে আলোক, কানন যেন সেই অগণিত আলোকে দ্যুলোকে ভূলোক ভুলাইবার জন্য হৃদয় খুলিয়া হাসিতেছে। সুষমা অনুপম।

সেই কাননবিহারী নরনারী আজি জাতীয় মহাপর্ব্বে—রাজমহোৎসবে মাতিয়াছেন। সেই বিস্তৃত কাননের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য—বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচিত হইয়াছে। আনন্দ যেন পূর্ণমূর্ত্তিতে প্রত্যেকের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছে। নির্ব্বাণকানন আজি আনন্দকাননে পরিণত।

আলোকপ্রতিফলিত সরোবর-সোপানে বসিয়া, এক গৌরাঙ্গী যুবতী কুমারী নিজ ক্ষুদ্র পদদ্বয় বাসন্তী অনিলান্দোলিত জলমধ্যে মগ্ন করিয়া, আপন মনে জলসঞ্চালন করিতেছে। সেই রমণী-চরণসঞ্চালিত জলরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে দূরে গিয়া মিশাইয়া যাইতেছে। কুমারী সেই অসংখ্য দীপালোকপ্রতিফলিত তরঙ্গায়িত জলমধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন আলোকলহরী স্থিরনয়নে দেখিতেছে ; তরঙ্গ নিবৃত্তি হইলে, আবার সরোর-বক্ষে কোমল পাদপ্রহার করিতেছে। আবার সেই দৃশ্য আসিয়া, তাহার নয়নের তৃপ্তিসাধন করিয়া দিতেছে। জলবিহারিণী কামিনীর অজ্ঞাতসারে ধীরপদে একটী কৃষ্ণকায় আচার্য্য আসিয়া, সর্ব্বোচ্চ সোপানে নীরবে উপ-বিষ্ট হইলেন। রমণীর চরণযুগল পূর্ব্বমত জলক্রীড়া করিতে লাগিল। আচার্য্য স্থিরনয়নে উজ্জ্বলআলোকপ্রদীপ্ত সলিলমধ্যে সেই কোমল ক্ষুদ্র চরণসঞ্চালন দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া, বলিলেন, "এতদিনে জানিলাম।"

ক্রীড়াশীলা যুবতী পুরুষ-স্বর শ্রবণে পার্শ্বে দৃষ্টিদান করিয়া কহিলেন, "কেও!—চিরানন্দ?—কি বলিতেছ?"

চিরানন্দাচার্য্য মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, "এতকাল নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ করিয়া মরিলাম, নির্ব্বাণ কোথায় তাহা জানিতে পারি নাই। এতদিনে জানিলাম।"

যুবতী পূর্ব্বমত জলক্রীড়া করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন, "নির্ব্বাণ কোথায়?"

চিরানন্দ আগ্রহের সহিত কহিলেন, "ঐ রাঙা চরণকমলে।" চিরানন্দের মুখভরা হাসি।

"তোমার মুখে আগুণ!—ভাল চিরানন্দ! বল দেখি, জল কেন কাল? গঙ্গার জল সাদা, যমুনার জল নীল, আর এ জল কেন কাল?"

চিরানন্দ কি উত্তর দিবেন, যেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিয়া ভাবিয়া, শেষ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বর্ণশুক্লো রসস্পর্শো জলে মধুরশীতলৌ। স্নেহস্তত্র দ্রবত্বন্ত সাংসিদ্ধিকমুদাহৃতং।"

উত্তর শ্রবণে উচ্চ হাস্যে সেই নীরব সোপানতল প্রতিধ্বনিত করিয়া, যুবতী কহিলেন, "ও কি মাথামুণ্ড বকিলে? কও কথা! কোথায় তোমায় জলের কথা বলিলাম, তুমি কি না তোমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িতে বসিলে।"

চিরানন্দ অপ্রতিভ হইলেন না। সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "আরে ও ন্যায়ের কথা। সকল জলেরই বর্ণ শ্বেত, সকল জলই শীতল, সকল জলেরই রস সমান, কেবল আধারভেদে শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, উষ্ণ, মিষ্ট হয়। আরে আমি তাহাই বলিতেছিলাম।" কেশরবিহীন কদম্বগোলকের ন্যায় শূন্যকেশ মস্তক সঞ্চালন করিয়া, চিরানন্দ কয়েকটী সোপান দ্রুতগতি অবতরণ করিলেন। তর্কসংগ্রামে তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই যেন তিনি আনন্দে বিহ্বল।

চিরানন্দের সেই অভিনয় দর্শনে কুমারী পরক্ষণেই দুইটী কোমলকরে অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া, চিরানন্দের গাত্রে নিক্ষেপ করিল। জল চিরানন্দের মুখমণ্ডলে, বক্ষে, বসনে পড়িল। চিরানন্দ আর একটী সোপান অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই রমণী পুনরায় সেইমত জলক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এস তোমার ন্যায়শাস্ত্র ধুইয়া দিই।"

সর্ব্বাঙ্গসিক্ত চিরানন্দ গতিক মন্দ দেখিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে সোপান উত্তীর্ণ হইয়া ছুটীলেন। পরমুহূর্ত্তেই আর একজন যুবক আচার্য্য আসিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বলিব ?—বলিব ? বলিব, এ সরোবরের জল কেন কাল ?

যুবতী পার্শ্ব ফিরিয়া মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কেও ?—চিদানন্দ ?—বল দেখি, জল কেন কাল ?" যুবতী জলক্রীড়া ত্যাগ করিয়া, ধীরপদে কতিপয় সোপান আরোহণ করিলেন।

নবাগত আচার্য্য পূর্ব্বমত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জলের বাসনা, দিবানিশি ঐ রাঙা চরন দুখানি হৃদয়ে ধারণ করে, সে বাসনা পূর্ণ হয় না বলিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়াই কাল।"

যুবতীর অধরপ্রান্তে হাস্য আসিয়া দেখা দিল। যুবতী আরও কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া, আচার্য্যের দিকে অগ্রসর হইল। আচার্য্য চিদানন্দও কয়েক সোপান অতিক্রম করিয়া, রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, "দেখ দেখি কেমন ফুলদাম !" বলিয়া, যুবতীর করকমলে এক ছড়া মল্লিকামালা অর্পণ করিলেন।

সেই সুবাসিত প্রসূনদাম সাদরে করে লইয়া, যুবতী যেমন আঘ্রাণের আয়োজন করিবেন, চিদানন্দ অমনি যুবতীর গোলাবগঞ্জিত গণ্ডে একটী চুম্বন করিয়াই দ্রুতপদে ফিরিলেন। কুমারী সকোপে সেই করস্থ ফুলহার চিদানন্দের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। ফুলদল ছিন্নভিন্ন হইয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

"এতেও সুখ !" ধাবমান চিদানন্দ "এতেও সুখ !" বলিয়া বদন ফিরাইয়া পুনরায় কহিলেন, "মারিলে কেন ?"

"চুম্বন ফিরাইয়া দাও" বলিয়া, যুবতী তীব্র কটাক্ষবাণ ত্যাগ করিলেন। চিদানন্দের বাসনা যে, যুবতীর আদেশ পালন করেন, কিন্তু নিকটে মানবপদশব্দ শুনিয়া, মনের বাসনা মনে রাখিয়াই পূর্ব্বমত ধাবমান হইলেন। মত্তহস্তী পদ্মবনদলন করিয়া চলিল।

যুবতী সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিবামাত্র দেখিলেন, সম্মুখে চিরানন্দ। চিরানন্দ নিজ কৃষ্ণবদনের রদনপাতি বিস্তার করিয়া, বলিলেন, "আমি দিব।"

"কি দিবে ?"

হাসিতে হাসিতে চিরানন্দ বলিলেন, "চুম্বন ফিরাইয়া।"

"ভাল, তোমার ন্যায়শাস্ত্রকার চুম্বনের কি লক্ষণ বলিয়াছেন, বল দেখি?" বলিয়া, কামিনী ধীরপদে চলিলেন।

চিরানন্দ সহসা উত্তরদান করিতে পারিলেন না। নানা শ্লোক ভাবিতে ভাবিতে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে যুবতীর অনুসরণ করিলেন। আশা পূর্ণ হইল না।

কাননের এক নির্জ্জনপ্রান্তে একটী নিভৃত কুঞ্জ-পার্শ্বে একটী কদম্বশাখা-বলম্বিত দোলায় একটী অদীক্ষিতা যুবতী কুমারী দুলিতেছে, আর একটী কুমারী ধীরে ধীরে দোল দিতেছে। মৃদুল সমীরসঞ্চালনে দোদুল্যমানা কামিনীর বসনাঞ্চল, অলকদাম সঞ্চালিত হইতেছে। ঘন ঘন আন্দোলনে অঞ্চল চঞ্চল হইয়া, ক্রমে রমণীর অঙ্গালিঙ্গন ত্যাগের আয়োজন করিল। ষোড়শীর দুইটী কর দোলা-রজ্জুধারণ করিয়া আছে, সুতরাং বসন সুবিধা প্রাপ্তেই সমীরণের সহিত প্রাণের খেলা খেলিতে উদ্যত হইল। দোদুল্য-মানা যুবতী কহিল, "কিরণ!"

যে কামিনী দোল দিতেছিল, তাহার নাম কিরণ। কিরণ পূর্ব্বমত দোল দিইতে দিইতে কহিল, "কি?"

"ইচ্ছা হয়, এইরূপ দুলিতে দুলিতে উড়িয়া যাই।"

কিরণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কোথায়?—নিহার! কোথায় যাইবে?"

যে দুলিতেছিল, তাহার নাম নিহার। নিহার আধ আধ হাসিমুখে কহিল, "মেঘের কোলে।"

"কেন?"

"দেখিয়া আসি, সৌদামিনী পতির বুকে মুখ লুকাইয়া কি করিতেছে।"

পার্শ্বস্থ কুঞ্জকুটীর হইতে যেন পদশব্দ আসিয়া, কিরণের কর্ণে প্রবেশ করিল। কিরণ সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তাহাতে তোমার কি সুখ হইবে?"

"আমাদিগের মত চিরকুমারীদিগের পক্ষে অপর যুবকযুবতীর মিলন দর্শনেই সুখ।"

"দর্শনে কি ভোজনের সাধ মিটে?—তোমার মুখে আগুণ।" বলিয়া কিরণ ফিরিল।

নীহার বলিল, "কিরণ! কোথায় যাও?—দোল দিবে না?"

কিরণ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই কুঞ্জকুটীর হইতে এক স্থূলকায় আচার্য্য আসিয়া, আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমি দিব।"

যুবতী হাসিতে হাসিতে কহিল, "কে'ও?—গজানন্দ!—পারিবে?"

উত্তর হইল "কতকটা।" গজানন্দ কিরণের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গজানন্দের বিশাল বাহুবলে দোলা প্রবলবেগে দুলিল। নীহার ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "গজানন্দ! ধীরে—ধীরে—"

গজানন্দ হাস্য করিয়া সদম্ভে বলিলেন, "ধীরে, ধীরে। তবে না আমি পারিব না?" গজানন্দ দুলাইতে দুলাইতে দেখিলেন, পবনসঞ্চালনে যুবতীর অঞ্চল উড়িতেছে, বক্ষের অর্দ্ধ বসন স্খলিত হইয়া গিয়াছে। গজানন্দ পৃষ্ঠদেশ ত্যাগ করিয়া, পার্শ্বদেশে আসিয়া, দোল দিতে লাগিলেন। অসংখ্য দীপালোকে এবং পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধালোকে নীহারের কনককান্তি কমনীয় মূর্ত্তিধারণ করিয়া, গজানন্দাচার্য্যকে যেন চৈতন্যশূন্য করিয়া দিল। উড্ডীয়মান অঞ্চল এক একবার গজানন্দাচার্য্যের কেশহীন মস্তক স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিল। গজানন্দাচার্য্যের নয়নযুগল এতক্ষণ সেই যুবতীর বদনে—অর্দ্ধনগ্ন বক্ষে—রাঙা চরণে নিপতিত হইতেছিল; অঞ্চলস্পর্শে অনিমেষ-লোচনে সেই অঞ্চলের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

দোদুল্যমানা যুবতী কহিল, "কি বুঝিলে গজানন্দ?"

"যত সুখ ঐ অঞ্চলেই বাঁধা।"

"আর নির্ব্বাণ?"

"নির্ব্বাণ ঐ চরণকমলে।" উচ্চহাস্যে উত্তর দিয়া, অঞ্চলস্পর্শলোভে গজানন্দ আচার্য্য বেগে দোল দিইতে লাগিলেন। অতি বেগ দর্শনে নীহার কহিল, "আর না, আর না, গজানন্দ! আর না—"

গজানন্দ আচার্য্য হাসিতে হাসিতে "তবে না আমি পারিব না?" বলিয়া, আরও দোল দিলেন।

নীহার ভীতা হইয়া, গজানন্দকে ধরিবার জন্য দুলিতে দুলিতে হস্ত বাড়াইল। প্রথমবার হস্ত গজানন্দাচার্য্যের কেশহীন মস্তক স্পর্শ করিয়া গেল। গজানন্দ সেই কোমল করস্পর্শে যেন চরিতার্থ হইয়া, আরও বেগ দিলেন। রমণী দ্বিতীয়বার গজানন্দকে ধরিয়া, বেগ হ্রাসের চেষ্টা করিল, সফল হইল না। তৃতীয়বার যুবতী হস্তবিস্তারে দৃঢ়রূপে গজানন্দের কর্ণ

ধরিল। ধৃতকর্ণ গজানন্দ আচার্য্য দোলার প্রবলবেগের সহিত স্থানচ্যুত হইয়া, ভূমিতলে চিৎ হইয়া পড়িলেন! দোলা থামিল। নীহার একলম্ফে নিম্নে অবতরণ করিয়া, সহাস-আননে বলিল, "গজানন্দ! সুখ পাইলে?"

ভূমিতলে বিনিক্ষিপ্ত গজানন্দাচার্য্য আঘাতপ্রাপ্তে কাতরস্বরে কহিলেন, "কতকটা।"

"আর নির্ব্বাণ?"

ধূলিধূষরিতাঙ্গ আচার্য্য বিকৃতবদনে গাত্রোত্থান করিতে করিতে বলিলেন, "পাইয়াছিলাম আর কি!"

সেই আনন্দময় নির্ব্বাণকাননে সাজিহস্তে বীরেন্দ্রপ্রেরিতা মাধুরী আসিয়া দেখা দিল। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রবেশনিষেধ হইলেও রক্ষীগণ রাজ-আদেশ স্মরণে মাধুরীর প্রবেশের কোন ব্যাঘাত দেয় নাই। মাধুরী কাননের সেই আলোক-শোভা এবং জনতা দেখিয়া বিস্মিত হইল; শেষ অনন্যমনে মলয়ার অন্বেষণে কাননের চারিপ্রান্তে ভ্রমণারম্ভ করিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। মাধুরীর পরিচিতা কুমারীগণের মধ্যে অনেকেই তাহাকে ধরিয়া, গান গাহিবার অনুরোধ জানাইল, কিন্তু মাধুরী সে অনুরোধ রাখিতে অসম্মত হইল। একে একে সকলকেই সোৎসুকে প্রশ্ন করিল, "মলয়া কোথায়?" মলয়াকে কেহই চিনে না, কখনও দেখে নাই, তাহার নামও শুনে নাই, সুতরাং কেহই কোন উত্তর দিতে পারিল না। অনেকে ভাবিল, পাগলিনী মাধুরী প্রলাপে মলয়ানিলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। কোন কোন রসিকা বলিল, "মলয়ানিল দক্ষিণে—যাও, সেই খানে যাও।" সরলা মাধুরী সে কথার অর্থ বুঝিল না। কাননের কোন স্থানে মলয়াকে দেখিতে না পাইয়া, মাধুরী শেষ স্থির করিল, মলয়া অবশ্যই সৌধে আছেন। সেই দিকেই চরণ চালাইল।

মলয়ার মনোরঞ্জন জন্যই গৌড়রাজ আজি কাননমধ্যে এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা যে, আজি মলয়াকে প্রকাশ্যরূপে আচার্য্যগণ-সমক্ষে উপস্থিত করিয়া, মলয়া যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হয়েন, সেই চেষ্টা করিবেন। প্রধান রাজ-আচার্য্য মলয়ার নিকট আসিয়া, নানা কথাবার্ত্তার পর হিন্দুধর্ম্ম যে অসার, প্রতিমাপূজা যে নিতান্ত জঘন্য, একমাত্র নির্ব্বাণই যে জীবের প্রার্থনীয়, একমাত্র শাক্য সিংহই যে এ জগতের একমাত্র গুরু, ঈশ্বর শব্দোচ্চারণই যে পাপ, তাহা তিনি

বিলক্ষণরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মলয়া রমণী হইলেও আচার্য্য কোনমতে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই। বরং মলয়া বেদপুরাণ ভাগবৎ প্রভৃতি হইতে অগণিত উদাহরণ এবং প্রমাণ প্রদর্শনে—মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি অবলম্বনে বৌদ্ধ আচার্য্যকেই স্তম্ভিত এবং পরাস্ত করিয়া দেন। আচার্য্য ভাবিয়াছিলেন, একটা সামান্যা অল্পবয়স্কা হিন্দুললনাকে হস্তগত করিতে কতক্ষণ লাগিবে? কিন্তু মলয়ার দ্বারা তাঁহার সে দর্প একেবারেই চূর্ণ হইয়া যায়। তর্কবিতর্কের পর আচার্য্য গৌড়রাজকে জ্ঞাত করেন যে, "স্ত্রীলোকটা কিছু বাচাল; লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু একদিনে উহাকে উদ্ধার করিয়া, ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাগত করা সহজ নহে। আরও কিছুদিন লাগিবে।" আচার্য্যের এই উক্তি শ্রবণে বৌদ্ধরাজ অনেক পরিমাণেই আশ্বস্ত হয়েন। দিবসের এই ঘটনার পর গৌড়পতি, মলয়াকে কাননমধ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণ জন্য—বৌদ্ধদেবের লীলাব্যঞ্জক সংগীতাদি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু মলয়া নির্জ্জনে বসিয়া জলন্ত দুঃখানলে হৃদয় জ্বালাইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন বলিয়াই সে অনুরোধও পালন করেন না। মলয়া সেই নির্ব্বাণকাননমধ্যস্থ সৌধের একটী নিভৃত কক্ষে একাকিনী বসিয়া আত্ম-অবস্থা—ভাবী ঘটনার চিন্তায় বিভোরা।

চিন্তাবিধূরা মলয়া চিত্ত হারাইয়াছেন। আবর্ত্তের উপর আবর্ত্ত, বিভীষণ চিন্তাবর্ত্ত মলয়ার চৈতন্য লোপ করিয়া দিয়াছে। মলয়া জাগ্রত বটে, নয়ন উন্মীলিত বটে, কিন্তু চেতনা নাই, নয়ন দীপ্তিহীন। মলয়া সেই অবস্থায় দেখিলেন, জ্বলিয়াছে, অনল—প্রবলদাবানল গৌড়ের প্রতিপ্রান্তে জ্বলিয়াছে, ভয়াল শিখা গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে হাহাকার, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, প্রভঞ্জনের ভীষণ নিস্বন। নাই, আকাশে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, নক্ষত্র নাই, ঘনগভীর জলদজালে সমাচ্ছন্ন। জলদের হৃদয়স্তম্ভন প্রচণ্ডগর্জ্জনে চারিদিক কম্পমান। খসিতেছে, পলকে পলকে দামিনী খসিতেছে, হুহুঙ্কার রবে বজ্র পড়িতেছে। মহানন্দা, ভাগিরথী, কালিন্দী তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া, গৌড় গ্রাস করিতেছে। দেখিলেন, সেই প্রজ্বলিত গৌড়মধ্যে ত্রিশূলহস্তে দেবদেব ধূর্জ্জটী যেন মহাপ্রলয়ের নৃত্য করিতেছেন। চারিদিকে হর হর শঙ্কর ধ্বনি—বিমানে বিমানে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই প্রলয়-কোলাহলমধ্য হইতে যেন "জয়

নাই, ভয় নাই” রব আসিয়া, মলয়ার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। চিত্তহারা মলয়া, সেই অভয়রবে আশ্বস্তহৃদয়ে সবলে দণ্ডায়মান হইলেন। করজোড়ে অন্তরের অন্তস্তল হইতে বলিলেন, “দেবদেব! সতীর মান আর কে জানে?—আর কে রাখিবে?—ও চরণে দাসী আর কিছু চাহে না—দেব! এ নরককুণ্ডে রমণীর সারধন সতীত্ব যেন রক্ষা হয়।” উক্তি সমাপ্ত হইবামাত্রই সহসা মলয়ার চেতনা হইল। মলয়া আর সে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন না; সম্মুখে দেখিলেন, একটী দীপ জ্বলিতেছে। মলয়া বসিয়া পড়িলেন।

মলয়া এই নির্ব্বাণকাননে অর্দ্ধবর্ষ হইতে চলিল বন্দিনী। এই অর্দ্ধবর্ষকাল তাঁহার হৃদয় অবিশ্রান্ত জ্বলিয়াছে। শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতাবস্থায় মলয়া কেবল চারিদিকে নিরাশার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। তাঁহার যৌবনজীবনতরণী এই ছয়মাসকাল নানা তরঙ্গে—ভয়াল আবর্ত্তে—প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে বিলোড়িত হইয়াছে। কিন্তু আজি সেই মলয়ার হৃদয় অকস্মাৎ যেন স্বর্গীয় আশায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রিকার ন্যায় সেই মলিন মুখখানি যেন সহসা স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত হইল। সেই মরুভূমিপ্রায় বিদগ্ধহৃদয়ে কে যেন শান্তিসলিল সিঞ্চন করিয়া দিল। মলয়া ভুলিলেন যে, তিনি বন্দিনী। অকস্মাৎ সেই নিভৃতকক্ষে সংগীতধ্বনি আসিয়া মলয়ার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল;—

(রাগিণী কামদ—তাল রূপক।)

“মনের মানুষ পাইনে রে ফুল! বলবো কারে মনের কথা?
ছার হয়ে যাক পোড়া হৃদয় মনে থাকুক মনের ব্যথা।”

মলয়ার হৃদয় টলিল। মনে মনে বলিয়া উঠিলেন, “এ নরককুণ্ডে কে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়রে?”

সংগীত-লহরী নৈশসমীরণের সহিত মিশিয়া উচ্চে উঠিল;—

“বনের আগুণ জ্বলে বনে আপনি নিবে যায় সে যথা।”

মলয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “আমার মত কাহার হৃদয় জ্বলেরে?”
সংগীত ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইল;—

“আমার প্রাণের দারুণ আগুণ চিতার সনে নিববে তথা।”

স্বরটী মলয়ার পরিচিত বোধ হইল। "কেরে আমার মনের মানুষ?" বলিতে বলিতে, মলয়া কক্ষদ্বারে ধাবমান হইয়া, সম্মুখে দেখিলেন— মাধুরী। মলয়া হাসিতে হাসিতে দুইটী ক্ষুদ্র বাহু বিস্তার করিয়া, মাধুরীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। গঙ্গাযমুনার মিলন হইল। মাধুরী আপনমনে আবার সেই গীতটী গাহিল। সংগীত নিবৃত্তি হইবামাত্র মলয়া কহিলেন, "মাধুরী!—আদরিণী! এ কয়দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন?"

স্বীয় অঙ্গের শুভ্রবসনখানির প্রতি দৃষ্টিদানে মাধুরী কহিল, "এখন আর সে দিন নাই।"

"তাইত! এ বসন কোথায় পাইলে?—কে মাটীমাখা খনির মণি মুছাইয়া দিল?—কোন্ সমীরণ চাঁদের হাসিকে মেঘের কোল হইতে বাহির করিল?"

মাধুরী নীরবে নিজ সাজি হইতে কি বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া, মলয়া বলিলেন, "অভাগিনী! এতদিনে হৃদয় বেচিলে? দুটা মিষ্ট কথা, মধুর হাসি, মুখের ভালবাসা, আর সোহাগে বুঝি গলিয়াছ? এখন তোমার প্রাণের জ্বালা নিবিল?"

"ফুলই বেচিতে হয়, তাহাই জানি। হৃদয় বেচিতে গেলাম কেন?"

মলয়া আবার মাধুরীর হৃদয়ে হৃদয় মিশাইল। উভয়েই জানিল যে, উভয়েরই ধমনী বেগে বহিতেছে; উভয়েরই অন্তরে যেন কি জ্বলিতেছে। মলয়া, মাধুরীকে আবার চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মাধুরী!—প্রাণের মাধুরী!—তোমায় আমি বড় ভালবাসি। মাধুরী! তুমি কয়দিন আস নাই কেন?"

মাধুরী শেষ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। মলয়ার চিবুক ধরিয়া, ধীরে ধীরে সংগীত আরম্ভ করিল;—

(রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাশ্মিরীখেমটা।)

"দেখা হলে আদর করে ভালবাসি সবাই বলে।
হাসি হাসি কাছে আসি প্রেমের ফাঁসী পরায় গলে।
মনের মতন মধুর বচন,
কতই সোহাগ কতই যতন!

ভালবাসার দোহাই দিয়ে,
প্রাণ দেবেনা প্রাণটী নিয়ে!
এ কেমন রে ভালবাসা আশা দিয়ে ভাসায় জলে!"

সংগীত সমাপ্তির পর মলয়া হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন; "মাধুরী! কে তোমায় জলে ভাসাইল?"

"আমায়?—ও হরি! আমায় আবার ভাসাইবে কে? আমিত ভাসিয়াই আছি?"

"তবে এ বসন খানি কে দিল?"

"দাতাকর্ণ!"

"দাতাকর্ণ? তোমার প্রতি যে তাঁহার এত অনুগ্রহ?"

"দাতাকর্ণের অনুগ্রহ সকলের প্রতি সকল সময়েই সমান।"

"কখনই না। আমি জানি, তিনি বড়ই পক্ষপাতী। তোমার মুখে তাঁহার অনেক গুণের কথা শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরীক্ষায় জানিয়াছি, যত বল, তত নয়। তিনি নাকি তোমায় মুগ্ধ করিয়াছেন, সেই জন্যই তুমি তাঁহার এত পক্ষপাতিনী।"

মাধুরী উচ্চ হাস্যে কক্ষ ভাসাইয়া দিল। মলয়া ভাবিলেন, মাধুরী এইবার প্রলাপের হাসি হাসিল। মাধুরী পরক্ষণে সাগ্রহে কহিল, "মুগ্ধ?—কিসে?—সৌন্দর্য্যে?"

"সৌন্দর্য্য আবার কি?—সৌন্দর্য্যটা কিছুই নয়, কোন একটা পদার্থও নয়। মানুষে কেবল কল্পনা দ্বারা সৌন্দর্য্য শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে।"

মাধুরী কিছুই বুঝিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি বলিতেছ?"

"স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই নয়নে বিধাতা একপ্রকার পদার্থ দিয়াছেন। সেই পদার্থের গুণবলে মানুষে যে কোন পদার্থের বর্ণ, লাবণ্য বা সৌন্দর্য্য কল্পনা করে। কিন্তু সে বর্ণ, লাবণ্য বা সৌন্দর্য্য কোন একটা প্রকৃত পদার্থ নয়। বিধিদত্ত সেই পদার্থের গুণই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া লয়। এ জগতে যে এত হৃদয়, প্রাণ, প্রেম, ভালবাসার কেনাবেচা হয়, বল দেখি, সেই ক্রেতাবিক্রেতা প্রথমে পরস্পরে মুগ্ধ হয় কি না?"

কথাটা মাধুরী আদৌ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু কেনাবেচা কথাটা শুনিয়া অনুমানে বলিল, "হয়।"

মলয়া কহিলেন, "তুমি জান, এ জগতে কত সুন্দর পুরুষ কত কদাকারা নারীর নিকটে হৃদয় বেচিতেছে, আবার কত সুন্দরী রমণী কত কুৎসিত পুরুষের নিকট হৃদয় বেচিতেছে?"

এবার মাধুরী যেন কিছু কিছু বুঝিল। বলিল, "জানি।"

"হৃদয়, প্রেম, আর ভালবাসা কেনাবেচার মূল যদি সৌন্দর্য্য হয়, তবে বল দেখি, কেন সুন্দর পুরুষ কদাকারা নারীকে আর সুন্দরী কামিনী কুৎসিত পুরুষকে হৃদয় বেচে? সেই কুৎসিত পুরুষ বা কদাকারা নারীর সৌন্দর্য্য কি কেহ স্বীকার করে?"

কে যেন মাধুরীকে বলিতে বলিল, "না।"

"কিন্তু সেই কদাকারা কামিনী ও কুৎসিত পুরুষ অবশ্যই কেনাবেচা-কালে নিজ নিজ সৌন্দর্য্যে পরস্পরের নয়নকে মুগ্ধ করে।"

"কাজেই।" মাধুরী বলিল, "কাজেই।"

"তুমি আমি অপর সকলে যখন তাহাদিগের সৌন্দর্য্য স্বীকার করি না, তখন তাহারা কেন করে? সেই নয়নের সেই বিধিদত্ত পদার্থের সেই গুণ-বলে করে। মাধুরী! এ জগতে সৌন্দর্য্য নামে একটা পদার্থ নাই। এই পোড়া নয়নই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া দেয়।"

"তুমি আজ আমাকে কি একটা নূতন কথা শিখাইলে, আমিও আজি তোমাকে এক নূতন দেখাইব।" বলিয়া, মাধুরী সাজিমধ্য হইতে একছড়া ফুলদাম লইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন!"

"তোমার গাঁথনিত চিরদিনই মনোরম। ইহাতে আর নূতন কি?"

"যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি নূতন লোক।" বলিয়া, মাধুরী সেই ফুল হার মলয়ার গলায় দুলাইয়া দিল।

"লোকটা কে?"

"দাতাকর্ণ।"

"তুমি বহিয়া আনিলে কেন?"

"তিনি সুখী হইবেন বলিয়া।"

"আমার মালার প্রয়োজন কি?"

মাধুরী উত্তর না দিয়া, বীরেন্দ্র-প্রদত্ত পত্রখানি মলয়ার করে অর্পণ করিল। মলয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "কে দিল?"

"পড়িয়া দেখ।" বলিয়া, মাধুরী দীপ আনিয়া নিকটে ধরিল।

মলয়া সোৎসুকে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রখানি নিম্নলিখিত-রূপে বর্ণবদ্ধ ছিল;—

"ঐশ্বরিক রাজ্যে নরনারী মাত্রেই ভ্রাতাভগ্নিসম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ। সেই সম্বন্ধ-সূত্রাবলম্বনে এই কয় পংক্তির দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি। উভয়েই উভয়ের নিকট অপরিচিত। আপনি সে দিন উদ্ধার প্রার্থনা করেন, আমি তদুত্তরে 'অসম্ভব' শব্দ প্রয়োগ করি। আপনাকে উদ্ধার করিতে পারি নাই বলিয়া, নিতান্তই পরিতাপিত আছি, ইহা লিখিলে কি আপনি বিশ্বাস করিবেন?

বিশেষ অনুসন্ধানে আপনার সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইলাম। কিন্তু বিষম সমস্যা উপস্থিত। আপনি উদ্ধার প্রার্থনা করেন, কিন্তু গোপনে প্রচার যে, অদ্যই আপনি নিজ ইচ্ছানুসারে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিবেন এবং আপনি নিজ ইচ্ছাতেই বারানসী হইতে মহারাজের সহিত আসিয়াছেন। কোনটী সত্য বিশ্বাস করিব?

আপনার পূজনীয় জনকজননী কি জীবিত?—তাঁহারা কোথায়?

পত্রবাহিকা উন্মাদিনীরূপে গৌড়ে বিদিতা; কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যবিধ। ইহার সংগীতশক্তি এবং মাল্যরচনাশক্তি বিচিত্র। শুনিলাম, আপনি একাকিনী থাকেন, আবশ্যক হইলে এবং মহারাজের আপত্তি খণ্ডন করিবার যদি আপনার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে, ইহাঁকে নিকটে রাখিবেন। উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি না, তবে আপনার ইচ্ছা।

বীরেন্দ্র।"

পত্রপাঠ সমাপ্তির পর মলয়া চিন্তায় বসিলেন। মাধুরী দীপ আধারে রাখিয়া, সাজি হইতে একটী ফুলগুচ্ছ লইয়া, গাহিতে আরম্ভ করিল;—

(রাগিনী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ভরতলা।)

"মনের কথা সুধাই তোমায়, কও দেখি ফুল! কাণে কাণে।
কার তরে তোর কাঁদেরে প্রাণ?—কে বেঁধেছে প্রাণে প্রাণে?
প্রভাতী কিরণ,
ধীর সমীরণ,
ভালবাসার আশায় দোঁহে করেরে যতন,—
কার প্রেমে ফুল!
তুমি আকুল?
তুষবে কারে হৃদয় দানে?"

গাহিতে গাহিতে মাধুরী দেখিল, মলয়ার নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু। নিকটে আসিয়া সাগ্রহে কহিল, "কাঁদিতেছ?—তুমি কাঁদিতেছ? পত্রখানায় কি কাঁদিবার কথা লেখা আছে?"

মলয়া উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "না, মাধুরী! কাঁদিবার কথা কিছুই নাই। আমি আপনার দুঃখেই কাঁদিতেছি।"

মাধুরী উচ্চ হাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। বলিল, "হা! এ জগতে আবার দুঃখ আছে!"

মলয়া ভাবিলেন, মাধুরী প্রলাপের হাসি হাসিল। মলয়াকে নীরব দর্শনে মাধুরী আবার বলিল, "কাঁদিও না। কি করিতে হইবে বল?"

"আমার একটী উপকার করিবে?—দাতাকর্ণের নিকট উত্তর লইয়া যাইতে পারিবে?"

"উত্তর!—উত্তর দিবে?"

"হাঁ।"

"তোমায় কতবার বলিয়াছি, একটী নিদয় কথায় দাতাকর্ণের হৃদয় কাতর হয়, আর একটী সদয় বাক্যে তিনি কতই সুখী হয়েন। তোমার উত্তরে যদি তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগে, তাহা হইলে, আমি লইয়া যাইতে পারিব না। যদি তিনি তুষ্ট হয়েন, সাদরে লইয়া যাইব। তাঁহার সন্তোষের জন্যই পত্র লইয়া আসিয়াছি। তাঁহার সন্তোষেই আমার সুখ।"

সজলনয়না মলয়া করুণস্বরে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মাধুরী!—এই নরককুণ্ডে—এই কারাগারে একমাত্র তোমাকে আমি প্রাণের ভগ্নির তুল্য পাইয়াছি। মাধুরী!—কতদিন তোমায় বলিয়াছি, আমি অনাথিনী—কতদিন হৃদয়ের জ্বালায় তোমাকে আমার উদ্ধারের কথা বলিয়াছি। ভগিনি!—তুমি আমার উদ্ধারের সহায়তা করিবে না? মাধুরী! দাতাকর্ণ আমার উদ্ধারের কথাই লিখিয়াছেন। আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই বলিয়া, তিনি দুঃখিত। আমাকে উদ্ধার করিতে পারিলে, তিনি যখন তুষ্ট হইবেন, তখন তুমি আমার সহায়তা করিবে না?"

মলয়ার রোদনবদনের সেই বিষাদমাখা কথাগুলি শুনিয়া, মাধুরীর হৃদয় টলিল। মাধুরী সাগ্রহে সরলভাবে বলিল, "তুষ্ট হইবেন?—আপনার উদ্ধারে দাতাকর্ণ তুষ্ট হইবেন?"

"আশা হইতেছে, অবশ্যই হইবেন।"

"তুষ্ট হইবেন ?—তুষ্ট হইবেন ?—" বারম্বার এই প্রশ্ন করিয়া, মাধুরী শেষ কহিল, "ভাল, আজি নির্ব্বাণকাননে এত গোলযোগ, গোলেমালে পলাইতে পারিবে না ?"

পাগলিনীর কথা ভাবিয়া, মলয়া কোন উত্তর দিলেন না। মাধুরী আবার সেই প্রশ্ন করায়, মলয়া কহিলেন, "কিরূপে পলাইব ? এই বাটীর দ্বারে যে দাসী—তোরণদ্বারে প্রহরী, তাহারা ছাড়িবে কেন ?"

মাধুরী হতাশ্বাস হইল। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া, আবার বলিল, "ভাল, এক কর্ম্ম করিলে হয় না ?"

"কি ?"

"তুমি কেন আমার এই বসন খানি পরিয়া, এই সাজি হাতে লইয়া, ঘোমটা দিয়া চলিয়া যাও না ? সকলেই ভাবিবে, পাগলিনী মাধুরীই যাই-তেছে। কেহ কোন কথাই কহিবে না।"

"ভাল বলিয়াছ !" মলয়া বলিলেন, "ভাল বলিয়াছ ! কিন্তু আমি একাকিনী যাইলে কি প্রহরীরা তোরণদ্বার খুলিয়া দিবে ?"

"নাই বা দিল ? যে সময়ে কাননের সকলে চলিয়া যাইবে, সেই সময়ে ত তুমি তাহাদিগের সহিত মিশিয়া যাইতে পার ? কেহই তখন চিনিতেও পারিবে না, কোন কথাই বলিবে না।"

মলয়ার হৃদয় হইতে যেন এক খণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণ অপসারিত হইল। মলয়া যেন দেখিলেন, সহসা স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত। মলয়া, সাদরে মাধুরীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আদরিণি ! আমি যেন তোমার বসন পরিয়া, অব-গুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া যাইব, তোমার দশা কি হইবে ?"

মাধুরী উচ্চ হাস্যে বলিল, "আমার দশা ? ও হরি ! আমার আবার দশা কি ? আমি এই গৃহেই থাকিব। প্রভাতে ফুল তুলিয়া চলিয়া যাইব।"

"ভাল, আমি এ নরককুণ্ড হইতে বাহির হইয়া যাইব কোথায় ?—আমি অনাথিনী, গৌড়ে যে আমার কেহই নাই !"

"কেন দাতাকর্ণের আবাসে ? উত্তরদিকে সমানপথে গৌড় পার হইয়া, কিছুদূর যাইলেই পথে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই দাতাকর্ণের বাটী দেখাইয়া দিবে। তুমি সে খানে না যাইলে, দাতাকর্ণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কিরূপে ?"

অকস্মাৎ নির্ব্বাণকানন মধ্যে উৎসবভঙ্গ সূচক একেবারে কয়েকটী ভেরী

ধ্বনি হইল। মাধুরী বাতায়নপথ হইতে দেখিল, কাননবিহারী নরনারী সকলেই দলবদ্ধ হইতেছে। তোরণদ্বার মুক্ত। বিনাবিলম্বে মলয়ামাধুরী পরস্পরের বসন পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। যেন মন্দাকিনী ভাগিরথীর মূর্ত্তিধারণ করিলেন। সাজিটী মলয়ার করে দিয়া, মাধুরী বলিল, "সাবধান! ভয় পাইও না, সাহসে চলিয়া যাইবে। সাজিটী মাথার উপর বসাইয়া লইয়া যাও, সকলে সাজি দেখিতে পাইলে, আর কোন কথা বলিবে না। কিন্তু মলয়া!—মাথার দিব্য—দাতাকর্ণের আবাসে যাইও, অন্য কোথাও যাইও না। বিপদে পড়িতে পার।"

মলয়া গমনকালে আবার মাধুরীকে আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিলেন। উভয়ের হৃদয়ে আবার হৃদয় মিশিল। মলয়া সাহসে নির্ভর করিয়া, দেবদেব মহাদেবের চরণ স্মরণ করিয়া চলিলেন। মাধুরী বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া, মলয়ার গমন দর্শন জন্য আলোকিত তোরণদ্বারে সপ্রতীক্ষ দৃষ্টি সংযত করিয়া রহিল।

মাধুরীবেশধারিণী মলয়া, সৌধদ্বারে আসিয়া অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে দেখিলেন, দুইটী দাসী যথাস্থলে বসিয়া আছে। মলয়ার চরণ কাঁপিল। ভাবিলেন, দাসীদ্বয় চিনিয়া ফেলিবে। আশুতোষের চরণস্মরণে সাহসে নির্ভর করিয়া, মলয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। দাসীদ্বয় ভাবিল, যাদুমন্ত্রমুগ্ধকারিণী মাধুরী মহারাজের আদেশে মলয়াকে বশীকরণমন্ত্রে বুঝি ভুলাইয়া ফিরিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মলয়া নিরাপদে সে স্থান অতিক্রম করিয়া কাননবক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। অগণিত আলোকমালাভূষিত কাননমধ্যে আসিয়া, মলয়া দেখিলেন, সমবেত নরনারী সকলে দুইটী পৃথক দলবদ্ধ হইয়া তোরণের অদূরে দণ্ডায়মান হইয়াছে। মলয়া সভীতহৃদয়ে কম্পিতচরণে সেই দণ্ডায়মানা নারীমণ্ডলির পশ্চাতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। নিকটবর্ত্তিনী রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া, ভাবিল পাগলিনী মাধুরী সাধ করিয়া অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়াছে। পরস্পরে ইঙ্গিত দ্বারা মাধুরীবেশধারিণী মলয়ার প্রতি নয়নার্পণে ঈষদ্ধাস্য করিতে লাগিল।

পুরুষমণ্ডলী সর্ব্বাগ্রে তোরণদ্বার অতিক্রমে রাজপথে উপনীত হইলেন। তৎপরেই রমণীবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হইল। সকলেই নীরবে মৃদুগমনে তোরণ অতিক্রম করিল। মলয়া সর্ব্বশেষে আসিয়া তোরণদ্বারে উপনীত হইলেন। দূর হইতে দেখিলেন, স্বয়ং গৌড়েশ্বর সেই তোরণদ্বারে

দণ্ডায়মান হইয়া, হাসিতে হাসিতে যুবতী কুমারীগণকে বিদায় দিতেছেন। মলয়ার বক্ষে যেন বজ্রাঘাত হইল। সেই আলোকিত কাননের মধ্যে থাকিয়াও মলয়া দেখিলেন, চারিদিক অন্ধকার। ভাবিলেন, আশাপূর্ণ হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন চরণ ঠেলিয়া দিল। অবগুণ্ঠনবতী মলয়া কলচালিত পুত্তলিকার ন্যায় কম্পিতচরণে—সভয়হৃদয়ে গৌড়েশ্বরের সম্মুখীন হইলেন।

অবগুণ্ঠনবতীকে দেখিয়া, গৌড়েশ্বর সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে ও সুন্দরী?"

পার্শ্বস্থ প্রহরী উত্তর করিল, "মাধুরী।"

"আজি আবার অবগুণ্ঠন কেন?"

নিকটস্থ পারিষদ বলিলেন, "পাগলিনী কতরূপ ধরে।" সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মাধুরীবেশধারিণী মলয়া পরমুহূর্ত্তেই রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিঞ্জরের বিহঙ্গিণী পলাইল! নির্ব্বাণকাননের তোরণ-দ্বার স্বাভাবিক সমুচ্চ তীব্রস্বরে মলয়াকে যেন অভয়বচনে বিদায়দানে পরক্ষণেই রুদ্ধ হইয়া যাইল।

সেই উচ্চ হর্ম্ম্যতলের বাতায়নপথ হইতে মলয়াকে নিরাপদে পলায়ন করিতে দেখিয়া, মাধুরী শয্যার উপর গিয়া বসিল। মলয়ার উদ্ধারে বীরেন্দ্র সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা স্মরণ করিয়া, তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। শেষ শয্যায় শয়ন করিয়া, একে একে সে দিনকার সমস্ত কাণ্ড—সেই পুষ্প চয়ন, মাল্যগ্রন্থন, পুষ্পশয্যা, সেই বীরেন্দ্রের সেই উক্তি একে একে ভাবিতে থাকিল। সেই সরলহৃদয়ে একে একে কত কি কল্পনার উদয় হইতে লাগিল।

মাধুরী সেই নির্জ্জনকক্ষে একমনে একাকিনী ভাবিতেছে, এমত সময়ে পদশব্দ আসিয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। মাধুরী ভাবিল, দাসীরাই বুঝি আসিতেছে; মলয়ার বসন পরিধান করিয়াছি, বদনে বসনাচ্ছাদন করিয়া নিদ্রা যাই, চিনিতে পারিবে না। মাধুরী তাহাই করিল।

মাধুরী ভ্রান্ত অনুমান করিয়াছিল; অন্য কেহই নহে, স্বয়ং গৌড়েশ্বর কক্ষমধ্যে পরক্ষণেই প্রবিষ্ট হইলেন। মলয়াবেশধারিণী মাধুরীকে নিদ্রিতা-জ্ঞানে, গৌড়াধিপের হৃদয় যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। মলয়া কোন দিনই দ্বাররুদ্ধ না করিয়া, নিদ্রা যাইতেন না, আজি দ্বার অনবরুদ্ধ দর্শনেই তাঁহার এতাধিক আনন্দ! মাধুরী নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিল, কক্ষমধ্যে

পুরুষ কি স্ত্রী প্রবেশ করিল, তাহা জানিতে পারে নাই। গৌড়রাজ সহাস-আননে আনন্দোদ্বেলিতহৃদয়ে ধীরপদে শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষার পর নিঃশব্দে পর্য্যঙ্ক্যোপরি বসিলেন। মাধুরী নীরব। গৌড়পতি শেষ কম্পিতহস্তে মাধুরীর গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র দাসীজ্ঞানে মাধুরী উচ্চ হাস্যে কক্ষ ভাসাইয়া উঠিয়া বসিল। মুখের বসন সরিয়া গেল। গৌড়রাজ স্তিমিতালোকে অন্য রমণী দেখিয়া সরিয়া গেলেন। মাধুরী তখন ভালরূপে জানিতে পারে নাই যে, নিকটে গৌড়াধীশ্বর। মাধুরী একলম্ফে শয্যা হইতে অবতরণপূর্ব্বক আবার উচ্চ হাসি হাসিল। গৌড়রাজ বিস্মিত—স্তম্ভিতচিত্তে কহিলেন, "কে তুমি ?"

মাধুরী দীপালোকে তখন দেখিতে পাইল যে, দাসী নহে, স্বয়ং মহারাজ দণ্ডায়মান। ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল,—"আমি—আমি।"

"কে ?—মাধুরী ?—তুই এখানে ?—এই যে দেখিলাম, তুই সাজি লইয়া তোরণদ্বার দিয়া চলিয়া যাইলি ?"

জলদগর্জ্জনের ন্যায় গৌড়াধিপের সেই তীব্রস্বর এবং আরক্তিম মুখ-মণ্ডল দর্শনে মাধুরী নীরবে কক্ষতলে নয়নার্পণ করিয়া রহিল।

গৌড়রাজ পুনরায় কহিলেন, "কি বিচিত্র ব্যাপার! দাসীরা বলিল, মাধুরী চলিয়া গিয়াছে, মলয়া কক্ষে। আমিও তোকে চলিয়া যাইতে দেখিলাম; কিন্তু এ খানে দেখিতেছি, তুই বসিয়া, মলয়া নাই!" মাধুরীর গৈরিক বসনের প্রতি গৌড়েশ্বরের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "তুই মলয়ার বসন পরিয়াছিস কেন ?"

মাধুরী নীরব।

"ওঃ! চাতুরী, চাতুরী, ছলনা, ছলনা। মলয়া এই পাগলিনীকে ভুলাইয়া পলাইয়াছে।" ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে গৌড়াধিপ কক্ষত্যাগ করিয়া, বহির্দ্দেশে আসিলেন। দাসীদ্বয় অচিরেই বন্দিনী হইল। মলয়াকে ধৃত করিবার জন্য পরমুহূর্ত্তেই গৌড়ের চারিদিকে অশ্বারোহী ছুটিল। সেই আলোকিত নির্ব্বাণকানন আঁধারময় দেখিতে দেখিতে উদ্ভ্রান্তহৃদয়ে গৌড়েশ্বর প্রাসাদে ফিরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জ্বলিয়াছে—বাঙ্গালায় অদৃষ্টপূর্ব্ব অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ অনল দাবানল—বাড়বানল—চিতানল নহে—ঈশ্বরপ্রেরিত এ অনল বাঙ্গালার গৃহে গৃহে—নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে বিভীষণ মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে যেরূপ মেদিনীগর্ভসঞ্চালিত গলিত ধাতুদ্রব—অনল ভূধরহৃদয়ে গোপনে গোপনে ভীষণ সংঘাত করে, আজি বাঙ্গালার নরনারীর অন্তরে অন্তরে ঐশীশক্তি-প্রেরিত সেই অনল—জাতীয় উদ্দীপনানল প্রবলবেগের সহিত আঘাত করিতেছে। প্রায় চারিশতাব্দী-কাল বৌদ্ধধর্ম্মপরিপ্লাবিত বঙ্গে—বৌদ্ধপালপালসমাচ্ছন্ন বঙ্গে আজি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দৃশ্য চারিদিকে নেত্রপথে নিপতিত হইতেছে।

যে দিন সেই রামপালের প্রাসাদে বঙ্গাধিপ বীরসেন শৈবাচার্য্য ধুরন্ধরের সহিত মহাশক্তি-সাধনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন, সেই দিন হইতে চারিটীমাস অতীত উপাধিধারণে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চারিমাসের মধ্যে সেই অনন্তচিতাধূমে ভয়ালঅন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বাঙ্গালায়—অন্তঃসারশূন্য ক্ষীণপ্রাণ বঙ্গবাসীর বিদগ্ধহৃদয়ে কে এ অনল জ্বালিয়া দিল?—কে এ গভীর তমোময় নরককুণ্ডে পরিণত বাঙ্গালায় অনন্ত নক্ষত্র ফুটাইল?—কে এ পাতালপুরীতে পারিজাতসৌরভ প্রবাহিত করিল?—কে এ অনন্ত শ্মশান-ভূমে মৃতসঞ্জীবনী-তরঙ্গিণী আনিল?—নিগৃহীত বিদলিত পদানত ক্রীতদাস হিন্দু বাঙ্গালীজাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র কে প্রচার করিল?—অনন্ত শ্মশানে মহাশক্তিসাধনায় নিদ্রিত জড় জাতিকে কে উত্তেজিত করিয়া তুলিল?—একদিকে শৈবাচার্য্য ধুরন্ধরের অগণিত পবিত্রচেতা তীব্রতেজা শিষ্যমণ্ডলী "জয় জয় হর হর শঙ্কর" রবে বাঙ্গালার প্রতি নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে—প্রত্যেক আবাসে—প্রত্যেক পর্ণকুটীরে জাতীয় ধর্ম্মরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দিতেছেন; বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা, অনীশ্বর-বাদিতার ভ্রান্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শনসহ সনাতন আর্য্যধর্ম্মানুযায়ী নবীন শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়া, হিন্দু অধিবাসীবৃন্দের হৃদয়ে জাতীয় ধর্ম্মভাব প্রবল এবং বৌদ্ধদিগকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, আর্য্যধর্ম্মের বিজয়ভেরীর শ্রবণ-ভৈরবরবে প্রকৃতি প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছেন; "হর হর শঙ্কর" ধ্বনি বাঙ্গালার প্রতি প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই নবধর্ম্মদীক্ষিত অধি-

বাসীবর্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গাধিপ বীরসেনের রাজনৈতিক দূতগণ মহাব্রত উদ্যাপনকামনায় চারিদিকে দলে দলে বহির্গত হইয়াছেন। জাতীয় স্বত্ব, জাতীয় অধিকার, জাতীয় দায়ীত্ব, জাতীয় কর্ত্তব্যতা যেন অমৃতময় উক্তিতে প্রত্যেকের সমক্ষে বিবৃত করিয়া, প্রত্যেকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা—চক্ষু-দান করিতেছেন। নিদ্রিত সাহস—নিদ্রিত একতা—নিদ্রিত আর্য্যবীর্য্য—নিদ্রিত আর্য্যরক্ত যেন উষার তপনের ন্যায় ঈষদালোকে অধিবাসিগণের হৃদয় অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভাময় করিয়া তুলিতেছে।

সেই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীর দক্ষিণ প্রান্তে একটী নবনির্ম্মিত বিশাল মন্দিরে একটী গুপ্ত সমিতির অনুষ্ঠান হইয়াছে। মহাকালভৈরবের কৃষ্ণ পাষাণ লিঙ্গ সেই মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরভাগ যেরূপ বিস্তৃত সেইমত প্রসস্ত। শিবলিঙ্গের সম্মুখে কুশাসনে বসিয়া, ধ্রুবঙ্করাচার্য্য। তাঁহার সেই প্রশান্ত গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি যেন অপূর্ব্ব [illegible]শ করিতেছে। দক্ষিণপার্শ্বে এক খানি ক্ষুদ্র কনকাসনে মহারাজ বীরসেন [illegible]বিষ্ট। পূর্ব্ব-বঙ্গের ছয়জন প্রতাপশালী বীর সামন্ত বামপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যস্থলে কনককোষবদ্ধ ছয়খানি অসি, ছয়টী ভল্ল এবং ছয়টী ধনুর্ব্বাণ সজ্জিত রহিয়াছে। মন্দিরমধ্যে অন্য জন প্রাণী কেহই নাই, রাজ-আজ্ঞায় প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের বহির্ভাগে সশস্ত্র সৈনিকগণ প্রহরিতায় নিযুক্ত।

"সাধিলেই সিদ্ধি। সেই সাধনার জন্যই আজি আপনাদিগকে রাজ-ধানীতে আহ্বান করিয়াছি; আপনারা এ সাধনায়—মহাশক্তিসাধনায় যোগ দিবেন কি না বলিতে পারি না।" বীরসেন উপবিষ্ট পুরুষষষ্ঠের মুখপ্রতি দৃষ্টিদানপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, "যোগ দিবেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু যোগদান করা মাতৃভূমির কৃতজ্ঞ সন্তানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বলিতে পারি।"

"কর্ত্তব্যবোধেই এখানে সমুপস্থিত।" সুরেশ্বর এই কথাগুলি বলিলেন। বক্তা নিম্ন বাঙ্গালার একজন প্রবল ক্ষমতাবান সামন্ত। বঙ্গেশ্বরের অধীন হইলেও তিনি নিজ অধিকৃত প্রদেশে পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সুরেশ্বরের বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চত্রিংশবর্ষ। ক্ষত্রিয় তেজ এবং প্রতিভা যেন তাঁহার সুরমমূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান।

"মহারাজের প্রস্তাবটী অবশ্যই সাধু, অবশ্যই মহান, অবশ্যই আমা-দিগের ইহাতে যোগদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু—" বলিতে বলিতে তৃতীয়

বক্তা রতনচাঁদ যেন কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু দেশের—সমাজের—জাতির অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করাই নীতিজ্ঞের কর্ত্তব্য। ক্ষীণপ্রাণ, নির্জীব, সাহস-হীন, অনৈক্য, অন্তঃসারশূন্য বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতির পক্ষে এ কার্য্যটী সহজসাধ্য নহে—জাতীয় অভ্যুত্থান বর্ত্তমান অবস্থায় একপ্রকার অসাধ্য।" রতনচাঁদ সপ্ততিবর্ষ ইহজগতে অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি একজন প্রবল রক্ষণশীল মতাবলম্বী। উদ্দীপনা, প্রতিভা, সাহস তাঁহার হৃদয়ে কোনকালেই স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ে প্রবল অভিমান চিরদিন বিরাজমান।

উক্তি সমাপ্ত হইবামাত্র বজ্রগম্ভীর নিনাদে ধুরন্ধর আচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "অসাধ্য শব্দটী বাঙ্গালার অভিধান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। যে হিন্দুজাতি ভগবানের কৃপায় এক সময়ে বিদ্যা, বুদ্ধিজ্ঞানবলে—বাহুবলে—রাজনীতিবলে—বিজ্ঞানবলে ভারতে অসাধ্যসাধন করিয়াছে, সেই হিন্দুবংশধরগণের পক্ষে আবার অসাধ্য কি হইতে পারে? সহজসাধ্য না হউক, কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুজাতির পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। একজাতির পক্ষে—এক দেশের পক্ষে যাহা আপাততঃ অসাধ্যবোধ হইতে পারে, সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে হয়ত তাহা অন্যদেশে অন্যজাতির দ্বারা সাধিত হইয়া গিয়াছে। অধুনা মানবসমাজের পক্ষে যাহা অসাধ্য বিবেচিত হইতেছে, সময়ে তাহাই আবার সাধ্য হইবে, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দিতেছে। যে জাতির রক্ত হিন্দু-দিগের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, সেই আর্য্যজাতি সকল বিষয়েই অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন। সামরিক বিভাগে বলুন, যতদূর উৎকর্ষসাধন করিতে হয়, যতদূর অস্ত্রাদির আবিষ্কার করিতে পারা যায়, যতদূর নিয়ম, কৌশল, উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, তাহা করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য-জাতি অষ্টাদশবিদ্যার চূড়ান্ত উন্নতিই দেখাইয়া গিয়াছেন। জগতের আদিশিক্ষাগুরু আর্য্যজাতি। কেবল আমাদিগের ভাগ্যদোষেই অবনতি-রজনী উপস্থিত। বিলাসিতা, অনৈক্যতা এবং পিতৃধর্ম্মাবমাননাই ইহার মূল।" তৃতীয় বক্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শেষ বলিলেন, "দেশের—জাতির—সমাজের অবস্থার কথা যাহা আপনি বলিলেন, তাহা অবশ্যই শোচনীয় ইহা স্বীকার করি, কিন্তু শোচনীয় হইলেও আমাদিগের অবলম্বিত ব্রত উদ্যাপন অসাধ্য বলিতে পারি না।"

"আমরা যে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাহা কখনই অসাধ্য নহে, জগতের ইতিহাসই তাহা নেত্রে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। সমগ্র পৃথিবী ভস্ম করা অসাধ্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু সামান্য অগ্নিশিখার সহায়তায় সমগ্র মেদিনীকে যে ভস্মে পরিণত করিতে পারা যায়, কে ইহা অস্বীকার করিবেন? যে খানে সেই বিন্দুমাত্র অগ্নিকণা, সেই খানেই ভস্মসম্ভাবনা। বাঙ্গালা—বাঙ্গালার হিন্দুজাতি একেবারে নির্জীব হয় নাই। পবিত্র আর্য্যরক্ত সকলেরই শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। উদ্দীপনা, একতা, সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্য সমস্তই ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। সেই ভস্ম বিতাড়িত করিতে পারিলেই দেখিবেন, অন্তঃসারশূন্য বাঙ্গালীজাতি সংহারমূর্ত্তিতে মাতিয়া উঠিবে। মাতিবার লক্ষণও অনেকটা দেখা দিয়াছে। এক্ষণে গুরুদেবের মন্ত্রণামত কার্য্য করাই আমাদিগের আশু কর্ত্তব্য।" ধনঞ্জয় এই কথাগুলি বলিলেন। বীরত্ব বিক্রম সাহস উদ্দীপনা যেন ধনঞ্জয়ের বীরমূর্ত্তিতে পূর্ণরূপে অঙ্কিত।

"কেবল মন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিবেন না। কেবলমাত্র বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ বা মন্ত্রণার দ্বারা জাতীয় অভ্যুত্থান হইতে পারে না। জগতে এমত অনেক জাতি আছে, যাহাদিগের মধ্যে অনেক রাজনীতিজ্ঞ, অনেক দেশহিতৈষী বক্তা, অনেক প্রগাঢ় পণ্ডিত, অনেক ধনী আছেন, কিন্তু তাহারা একতা, সাহস এবং উদ্দীপনাকে বিলাসিতা-আবরণে হৃদয়ের অন্তস্তলের একপ্রান্তে অনাদরে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া, পশুর ন্যায় পরাধীনতাশৃঙ্খলধারণে ক্রীতদাসরূপে বিজাতীয় বিধর্ম্মির সেবা করিতেছে। তাহারা জাতিবিশেষ হইলেও—জগতের সকল জাতির ইতিহাসপাঠক হইলেও—জগতের সকল জাতিকেই স্বাধীনতার অমিয়ময় ফলভোগ করিতে দেখিয়াও কেবল পশুর ন্যায় আহার বিহারে এবং আত্মপরিবারপালনেই মহাব্যস্ত! তাহারা যেন জন্মভূমির সন্তান নহে; স্বজাতি—স্বধর্ম্মের নিকট তাহাদিগের যেন কোন দায়ীত্ব নাই। তাহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি মন্ত্রণা অর্থ সমস্তই নিষ্ফলপ্রসূ। সেই কারণেই বলিতেছি, আপনারা কেবল আমার মন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিবেন না। আমি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মরক্ত আমার দেহে বিরাজমান, বাঙ্গালার বৌদ্ধদিগের অন্যায় প্রভুত্ব এবং ব্রাহ্মণকুলের সর্ব্বনাশ আমার চক্ষে অসহ্য বোধেই আমি আপনাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছি এবং মহারাজ বীরসেনের সহিত আপনাদিগকে যোগদান জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

"অনুরোধ ?—সে কি গুরুদেব! জাতীয় অভ্যুত্থানে আবার অনুরোধ? যে আর্য্যসন্তান হইবে, যে পিতৃপুরুষের—মাতৃভূমির—স্বধর্ম্মের—স্বজাতির গৌরবে আত্মগৌরব অনুভব করে, সে এই জাতীয় অভ্যুত্থানে—মহাশক্তি-সাধনায় যোগদান না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। যে নরাধম কাপুরুষ জাতীয় দায়ীত্ব স্বীকার করে না, আমরা তাহাকে স্বজাতীয় বলিতে কখনই প্রস্তুত নহি। মহারাজ! যাঁহারা আজন্মকাল কেবল নিরাশার চিত্র দেখিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা মানববিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব অবগত নহেন, যাঁহারা জাগতিক ইতিহাসের মনোযোগী পাঠক নহেন, কেবল তাঁহারাই ভাবেন যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতির একতা, সাহস, উদ্দীপনা, প্রতিভা, শৌর্য্য, বীর্য্য, বীরত্ব, বিক্রম কিছুমাত্র নাই। কেবল তাঁহারাই চারিদিকে নিরাশার নৃত্য দেখিয়া ভাবেন যে, বাঙ্গালায় জাতীয় অভ্যুত্থান, জাতীয় উন্নতি, জাতীয় স্বাধীনতাসংগ্রহ এবং বিধর্ম্মীবিজয় এক্ষণে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু আমি বলি তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একতা, সাহস, উদ্দীপনা, প্রতিভা, আত্মপ্রত্যয়, জাতীয় অনুরাগ, বীরত্ববিক্রমাভিলাষ ভগবান প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক মনুষ্যের জন্মসময় হইতেই প্রদান করিয়া আসিতেছেন। কেবল শিক্ষাবলে—জ্ঞানবলে কোন জাতি ঐক্য, সাহসী, উদ্দীপক, প্রতিভা-শালী, বীর বা বিক্রমী হইতে পারে না। শিক্ষাদ্বারা সে সমস্ত ধন সঞ্চয় করিবার নহে। যে মানবসমাজ বা যে জাতীয় ব্যক্তিগণ বিধিদত্ত সেই একতা, সাহস, উদ্দীপনা, প্রতিভা, জাতীয় অনুরাগকে বাল্যাবধি কার্য্যে প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত, যে জাতি সেই সমস্তকে যথাযথ প্রয়োগ করিতে যত্নবান, কেবল সেই জাতিই—সে জাতি বন্যই হউক—পার্ব্বত্য হউক—অসভ্যই হউক—মূর্খই হউক জগতে ঐক্য, সাহসী, বীর এবং স্বদেশানুরাগী বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। আর যে জাতি সেই সাহস, একতা, উদ্দীপনা, প্রতিভার পূজা করিতে বিস্মৃত হইয়া যায়, যথাযথ প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হয়, সেই জাতি শিক্ষিত জ্ঞানী হইলেও জগতে ভীরু, অলস, কাপুরুষ, অনৈক্য এবং ক্রীতদাস উপাধিধারণ করে। কিন্তু বিধিদত্ত সে সাহস, একতা, উদ্দীপনা, অনুরাগ কখনই সেই ক্রীত-দাস জাতির হৃদয় হইতেও একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তৎসমস্ত তাহাদিগের অন্তরে অন্তরে অনাদরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে থাকে; সময় পাইলে, সেই ক্রীতদাসজাতি আবার তৎসমস্তের প্রতি সযত্ন দৃষ্টিদান করিলে, আবার

সেই একতা, উদ্দীপনা, প্রতিভা, সাহস পূর্ণমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। আমাদিগের স্বজাতির অবস্থা এক্ষণে অবিকল সেইমত। বিধর্ম্মী-শাসনে—উৎপীড়নে—অত্যাচারে যে হিন্দু বাঙ্গালীজাতি এক্ষণে ভীরু, কাপুরুষ, অনৈক্য, ক্রীত-দাসজাতিরূপে গণ্য, মহারাজ! নিশ্চয় জানিবেন, সেই জাতির হৃদয়ে অযত্নে—অনাদরে রক্ষিত সেই সাহস, একতা, উদ্দীপনা, অনুরাগ একটুমাত্র যত্ন পাইলেই আবার প্রবলভাবে দেখা দিবে। বাঙ্গালীর সাহস, একতা, উদ্দীপনা, অনুরাগ একেবারে বিদূরিত হয় নাই, হইবার নহে। গত কয়মাসের মধ্যেই বাঙ্গালার প্রতিপ্রান্তে যে জাতীয় জীবন্তভাব দেখা দিতেছে, ইহাতে কে বলিবে যে, আমরা এই মহাশক্তিসাধনায় সফল হইব না?" নীতিজ্ঞ বীরের ন্যায় অজয়মল্লের বদনবিবর হইতে এই উক্তি নির্গত হইল। অজয়মল্ল উত্তরবঙ্গের একজন মহাবলী সামন্ত।

পার্শ্বোপবিষ্ট সামন্ত রণমল্ল কহিলেন, "গুরুদেব! একজাতি চিরদিন স্বাধীনতার সুধাময় ফলভোগ করিবে এবং একজাতি চিরদিন ভিন্নজাতির দাসত্ব-ভার বহিবে, বিধির কথনই এরূপ বিধান নহে। জগতের জাতিগত উত্থান-পতন সকলদেশে সকল সময়েই ঘটিতেছে। যে বাঙ্গালী হিন্দুজাতি আজি নির্জীব, ক্ষীণপ্রাণ, অন্তঃসারশূন্য বলিয়া গণ্য, গুরুদেব! সেই বাঙ্গালী-জাতিই আবার জগতে অনন্ত বীরাভিনয় করিয়া, অনন্ত গৌরবগরিমার্জ্জন করিবেই করিবে। চারিদিকেই অনল জ্বলিয়াছে, আপনার অগণিত শিষ্য বঙ্গের প্রতিপ্রান্তেই ধর্ম্মানল জ্বালিয়া দিয়াছেন, মহারাজের রাজনৈতিক দূতবৃন্দ অধিবাসীসাধারণের চৈতন্যসম্পাদন—চক্ষুদান—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে-ছেন, অন্যপক্ষে স্বয়ং জননী জন্মভূমি অলক্ষ্যে কাতররোদনে নিদ্রিত সন্তানদিগকে জাগরিত করিয়া তুলিতেছেন, অতএব কেনই বা আমাদিগের এ ব্রত উদ্যাপন হইবে না?"

"মহারাজ! যে পরাধীন জাতি—যে বিধর্ম্মীর দ্বারা নিগৃহীত উৎপীড়িত জাতি, ভবিষ্য বংশধরগণের উপর জাতীয় স্বাধীনতাসঞ্চয় এবং জন্মভূমির উদ্ধারভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সে জাতি কথনই কোনকালে স্বাধীন উপাধি গ্রহণ করিতে পারে না; ইহা বেদবাক্যের ন্যায় নিশ্চিত জানিবেন। জাতীয় স্বাধীনতাসংগ্রহের—জাতীয় অভ্যুত্থানের আবার সময় অসময় কি? হউক জেতা বিধর্ম্মী প্রবলপরাক্রান্ত, হউক তাহাদিগের সৈন্যবল প্রবল, হউক তাহাদিগের বীরত্ববিক্রম প্রচণ্ড, যথন জাতীয় স্বাধী-

নতা—জাতীয় সারধন লইয়া কথা, তখন আবার সময় অসময় কি? যখন অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, উৎপীড়ন নিগ্রহে জাতির হৃদয় দলিতেছে, জাতীয় সমস্ত স্বত্ব হরণ করিয়া লইয়াছে, ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করিতেছে, যখন জন্মভূমির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, তখন আবার সময় প্রতীক্ষায় কালহরণ সহ্য হয়? বিধর্ম্মীবিলয় করিতে পারি আর নাই পারি, স্বাধীনতা সঞ্চয়ে সমর্থ হই আর নাই হই, অবশ্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিব,—অবশ্যই একজন মনুষ্যের ন্যায় সমগ্র জাতি দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিব,—সফল না হই, অপমান নাই,—দুঃখ নাই। আমরা সফল না হই, পরে আমাদিগের বংশধরগণ আবার আমাদিগের দৃষ্টান্তে—আদর্শে সেইমত স্বাধীনতাসঞ্চয়ে সাগ্রহে যত্নবান হইবেই হইবে। আর যদি আমরা অকৃতজ্ঞ সন্তানের ন্যায় কেবল ভবিষ্য বংশধরগণের উপর এই জাতীয় স্বাধীনতা সঞ্চয়ের ভারার্পণ করিয়া যাই, কে বলিবে যে, আমাদিগের সেই ভবিষ্য বংশধরগণ তাহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের উপর আবার সেইমত ভার দিবে না? মহারাজ! সেই জন্যই বলিতেছি যে, যখন সকল সময়ে সকল ব্যক্তির উপরই ভগবান জাতীয় দায়ীত্বভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন কেন আমরা সে দায়ীত্বপালনে যত্নপর হইব না? কেন আমরা পরের উপর সে ভার দিয়া ঈশ্বরের নিকট—জন্মভূমির নিকট—স্বজাতির নিকট অপরাধী হইব? বিধর্ম্মী বৌদ্ধরাজা শত শত বর্ষ হইতে জননী জন্মভূমির হৃদয় পাপপদে দলন করিতেছে, হৃদপিণ্ড ছিন্নভিন্ন করিতেছে, সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিতেছে, আর আমরা জন্মভূমির সন্তান—তাহা নীরবে সহ্য করিব? ধিক তাহাদিগের জীবনে—ধিক তাহাদিগের মনুষ্য নামে—ধিক তাহাদিগের বংশগৌরবে যাহারা জন্মভূমির এই শোচনীয় দুর্দ্দশাদর্শনে কাতর হয় না। বিধর্ম্মী বৌদ্ধদিগের অবর্ণনীয় অত্যাচার, বিভীষণ নিগ্রহ, বিজাতীয় উৎপাড়নেও যাহারা ক্রীতদাসের ন্যায়—জঘন্য পশুর ন্যায় জীবনধারণ করিতে অভিলাষী, কে বলে তাহারা মনুষ্য? মহারাজ! বক্ষের উপর বিধর্ম্মী স্বেচ্ছাচারের শ্রাদ্ধ করিতেছে, হিন্দুধর্ম্মের—হিন্দুজাতির অবমাননা—দুর্গতির এক শেষ করিতেছে, আমাদিগের ধন—আমাদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিতেছে, ইহা দেখিয়াও যাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হয় না, তাহারা কে?—তাহারা সেই বিধর্ম্মী অপেক্ষা স্বজাতির শত্রু—জন্মভূমির বিশ্বাসহন্তা নারকী। সেই 'জাতীয় শত্রু' 'জন্মভূমির বিশ্বাসহন্তা' উপাধি কে লইতে চায়? যে

মনুষ্য হইবে, যাহার তৃণমাত্র জ্ঞান থাকিবে, সে কখনই সেই ঈশ্বরদত্ত দায়ীত্ব জন্মভূমিরক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদানে কাতর হইবে না। মহারাজ!—গুরুদেব!—অসহ্য!—অসহ্য! বিধর্ম্মীর উৎপীড়ন অসহ্য! সমগ্র জগত সমস্বরে বাঙ্গালীজাতিকে ধিক্কার দিতেছে, জাতি নামে পরিচয় দিইবারও আমাদিগের অধিকার নাই, ইহাপেক্ষা পশুজন্ম যে সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ। গুরুদেব! স্বয়ং জন্মভূমি অনল জ্বালিয়া দিয়াছেন,—আর না, এমন সুযোগ আর হইবে না, জন্মভূমির জন্যই আমরা প্রাণ দিইতে আসিয়াছি, এখন আপনাদিগের যেরূপ অনুমতি।" বক্তার নাম বিজয়বিলাস। জাতিতে ক্ষত্রিয়, বয়ক্রম অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিদধিক। আকৃতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরের ন্যায় তেজোময়। নিম্ন বঙ্গের ইনি একজন প্রবলবলশালী সামন্ত। কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে ইহাঁর একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়ায়, ইনি বীরব্রতপরিহারে নিয়ত নির্জ্জনেই বাস করেন, কিন্তু বীরসেনের সহিত সবিশেষ হৃদ্যতা থাকায়, জাতীয় অভ্যুত্থানে যোগদান জন্য সমাগত।

আনন্দ-আননে উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে বীরসেন প্রশ্ন করিলেন, "বৌদ্ধরাজবংশের শাসনলোপ, গৌড়বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জননী জন্মভূমির উদ্ধারসাধন, আমাদিগের একমাত্র কামনা। আপনারা সকলেই কি সে কামনা সফল জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত?"

উপবিষ্ট বীরষষ্ঠ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "প্রস্তুত।"

বীরসেন রত্নাসন পরিহার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, উপবিষ্ট সামন্তষষ্ঠও তদনুকরণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। বীরসেনের বদনমণ্ডলে তীব্র ক্ষত্রিয়তেজ পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল। তিনি প্রফুল্লহৃদয়ে সম্মুখস্থ ছয়খণ্ড কোষবদ্ধ অসি, ভল্ল এবং ধনুর্ব্বাণ একে একে লইয়া, "জন্মভূমির নামে—স্বজাতির নামে—হিন্দুধর্ম্মের নামে আমি এই ভগবান মহাকালভৈরব এবং গুরুদেবের সমক্ষে আপনাদিগকে বীরপদে বরণ করিলাম। যতক্ষণ আপনাদিগের দেহে প্রাণ থাকিবে, আপনারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করেন, ইহাই আমার অনুরোধ।" এই কথা বলিয়া, একে একে সামন্তষষ্ঠকে প্রদান করিলেন। বীরষষ্ঠ সেই নবীন অস্ত্রে সুশোভিত হইয়া, একে একে ভগবান মহাকালভৈরব, এবং ধুরন্ধর আচার্য্যকে প্রণাম এবং মহারাজ বীরসেনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থলে দণ্ডায়মান

হইলেন। সকলেরই ললাটে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার রেখা যেন তীব্ররূপে সমঙ্কিত হইল।

মহারাজ বীরসেন, নিজ হীরকমণ্ডিত কোষ হইতে অসি নিষ্কাষণ করিলেন। উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আসুন, আমরা সকলে আজি পরস্পরের অসি স্পর্শ করিয়া, এই জাতীয় মহাব্রত উদ্যাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।"

পরমুহূর্ত্তে ছয়খণ্ড শানিত অসি কোষমুক্ত হইল। সকলেই সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জন্মভূমির উদ্ধারসাধন এবং বিধর্ম্মীবিলোপ জন্য আমরা আজি ভগবান মহাকালভৈরবের সমক্ষে জীবন উৎসর্গ করিলাম।" সপ্তখণ্ড অসি একত্রিত হইয়া, ঘাতপ্রতিঘাতে মধুরশব্দে মন্দিরাভ্যন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া দিল।

উল্লাসে রুদ্ধকণ্ঠে ধুরন্ধর আচার্য্য বিল্বদল এবং রক্তজবা বিজড়িত ফুলহার লইয়া, মহারাজ বীরসেন এবং সামন্তষট্কের গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "আজিকার এই বীরবরণ বাঙ্গালার—বাঙ্গালীজাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হউক। যে বাঙ্গালার বিজয়বৈজয়ন্তী এক সময়ে সিন্ধুপারে সিংহলে সমুড্ডীন হইয়াছিল—যে বাঙ্গালার বিজয়পতাকা এক সময়ে দিল্লীর দুর্গচূড়ে উড্ডীয়মান হইয়াছিল, ভগবান করুন, মহারাজ বীরসেনের বিজয়পতাকা সেইমত সমগ্র ভারতে সমুড্ডীন হউক। দেবদেব মহাকালভৈরব আপনাদিগের সহিত রুদ্ররূপে সংহারমূর্ত্তিতে জাতীয় সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হউন।"

বীরসেন, আচার্য্যকে পুনরায় অভিবাদনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিবামাত্র সামন্তমণ্ডলী তদনুকরণে নিজ নিজ আসনে সমুপবিষ্ট হইলেন।

বিশ্বস্তচিত্তে বীরসেন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "জাতীয় যজ্ঞে দীক্ষিত বীরগণ! এক্ষণে আমাদিগের প্রধান এবং মূল প্রশ্নটী বিবেচ্য। গৌড়রাজ প্রবল ক্ষমতাবান, ধনবান এবং তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও সমধিক। তাঁহার সহিত তুলনায় আমার অধীনস্থ শিক্ষিত সৈন্যসংখ্যা সামান্যমাত্র। সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে স্বদেশানুরাগে উদ্দীপ্ত করাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান এবং প্রথমকার্য্য। আমি সন্তোষের সহিত আপনাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি যে, আমার প্রেরিত রাজনৈতিক দূতগণ আমার অধিকৃত প্রদেশের বহির্দ্দেশেও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সফলতালাভ করিতেছেন। গুরুদেবের শিষ্য-

মণ্ডলী অনেক বৌদ্ধকেও স্বদলভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং জাতীয় সৈন্যসংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আপনাদিগের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে এইরূপে জাতীয় সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই আমার প্রথম অনুরোধ।"

"মহারাজ! আপনার রাজধানীমধ্যে যে তরঙ্গ উপস্থিত, আমাদিগের অধিকৃত প্রদেশ সমূহেও সে তরঙ্গ প্রবলবেগে পতিত হইতেছে। জাতিসাধারণেরই এক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। একটু যত্ন করিলেই অনায়াসে সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকেই নগ্ন অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব, তাহার সন্দেহ নাই।" রণঞ্জয় এই কথাগুলি বলিয়া, সকলের প্রতি নয়নার্পণ করিলেন।

বিজয়বিলাস কহিলেন, "মহারাজ! আপনার দ্বারা জাতীয় অভ্যুত্থানের পূর্ব্বলক্ষণ বিলক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে। আপনি স্বয়ং যখন নেতাপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনার অধিকৃত প্রদেশের বহির্দ্দেশস্থ হিন্দু বাঙ্গালীরাও যে আনন্দ-আননে জন্মভূমির উদ্ধার জন্য বৌদ্ধবিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?"

"আমাকে আপনারা নেতা বলিতেছেন বটে, কিন্তু আপনাদিগের—স্বজাতির—অধিবাসীসাধারণের সহায়তা ব্যতীত আমার সাধ্য কি যে, গৌড়বঙ্গ হইতে বিধর্ম্মী বৌদ্ধদিগকে বিদূরিত করিয়া দিই? আপনারাই আমার সহায়—ভরসা। এক্ষণে আমার অনুরোধ যে, আপনারা প্রত্যেকে যেরূপে হউক, যাহাতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিতে পারেন, সে বিষয়ে সচেষ্ট হউন।"

বীরসেনের অনুরোধমত সকলেই সৈন্য প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, ধুরন্ধর আচার্য্য ধীরভাবে বলিলেন, "এই জাতীয় মহাকার্য্যসাধনের আর একটী প্রধান উপকরণ অর্থ। যদিও আমি বিলক্ষণ জানি যে, বঙ্গভূমির কৃতজ্ঞ সন্তানগণ যখন জননীর উদ্ধারসাধন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত, তখন তাহারা কখনই বেতনের কথা উল্লেখই করিবে না, তথাপি আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং অস্ত্রাদি ও সামরিক খাদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ জন্য বহুল অর্থের আবশ্যক। আপনারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, এক্ষণে একটী জাতীয় ধনভাণ্ডার সৃষ্টির সবিশেষ প্রয়োজন।"

সকলেই নতমস্তকে আচার্য্যের উক্তি স্বীকার করিয়া লইলেন। ধুরন্ধর পুনরায় বলিলেন, "মহারাজ বীরসেন নিজ ভাণ্ডার-দ্বার এই জাতীয় কার্য্য-সাধন জন্য উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, অন্যপক্ষে ভগবান মহাকালভৈরবের সেবার জন্য প্রতিপ্রান্ত হইতে আমার শিষ্যমণ্ডলীও বহুল অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন। ভগবানের পূজার উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া, তৎসমস্তও আমি ভগবানের মহিমাবিস্তার জন্য এ কার্য্যে ন্যস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, এক্ষণে আপনারা সকলে সাধ্যমত ধনসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই আমার অনুরোধ। আমার প্রস্তাব এই যে, ভগবানের নামে অর্থসংগ্রহ প্রস্তাব করিলে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই যথাসাধ্য দান করিবেই করিবে। পথের ভিখারী যদি এ কার্য্যে একটীমাত্র কপর্দ্দক দান করে, তাহাও সাদরে আপনারা গ্রহণ করিবেন। জাতীয় ভিক্ষার ঝুলি আমি স্বয়ং স্কন্ধে লইয়া, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে লোকের দ্বারে দ্বারে পর্ণকুটীরে ভ্রমণ করিব। ইহাতে যে ব্যক্তি মান অপমান জ্ঞান করে, সে কখনই জন্মভূমির কৃতজ্ঞ সন্তান নহে, এবং যে সকল হিন্দুনামে পরিচয় দানকারী সঙ্গতিসত্বেও একার্য্যে সাহায্য করিবে না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহারা সেই বিধর্ম্মীদিগের অপেক্ষা স্বজাতির প্রধান শত্রু এবং জন্মভূমির বিশ্বাসহন্তা পাতকী।"

"গুরুদেব! আপনার আজ্ঞাপালনে আমরা অদ্য হইতে প্রতিশ্রুত হইলাম।" রণঞ্জয়ের এই উক্তি অপর সামন্ত পক্ষ সমর্থন করিতে কালবিলম্ব করিলেন না।

অকস্মাৎ সেই মন্ত্রণাসভামধ্যে সামরিক পরিচ্ছদধারী একটী পুরুষ ধীর-পদে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। সকলের নয়ন আগন্তুকের প্রতি অর্পিত হইল। সাগ্রহে বীরসেন বলিয়া উঠিলেন, "বিজয়চন্দ্র?—কখন আসিলে?—সংবাদ কিরূপ?"

"সমস্তই শুভ।" নতমস্তকে আগন্তুক কহিলেন, "সমস্তই শুভ।"

উপবিষ্ট বীরপুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিদানে বীরসেন কহিলেন, "বৌদ্ধ গৌড়-পতির অবস্থা, গৌড়ীয় সৈন্যদলের অবস্থা, গৌড় দুর্গের অবস্থা, এবং গৌড়-বাসী হিন্দু প্রজাসাধারণের মনোভাব সংগোপনে জ্ঞাত হইবার জন্যই আমি এই সাহসী বীরকে প্রেরণ করিয়া ছিলাম।" পরক্ষণে বিজয়চন্দ্রকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখিলে?—গৌড়রাজের অবস্থা কিরূপ?"

"তিনি এক্ষণে আলস্যবিলাসিতার ক্রীতদাস। শাসনবিভাগে দৃষ্টি নাই; মন্ত্রিসমাজের উপর ভারদানে কেবল ইন্দ্রিয়সেবা এবং ভোগবিলাসেই প্রমত্ত। রাজ্যের—প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল—উন্নতিসাধনে একেবারে উদাসীন।"

আনন্দোদ্বেলিতহৃদয়ে উপবিষ্ট সকলেই বলিলেন, "শুভ, শুভ, শুভ।"

ধুরন্ধর প্রশ্ন করিলেন, "রাজ্যশাসনের কিরূপ প্রণালী দেখিলেন?"

"হিন্দু প্রজাপুঞ্জের প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন-উপদ্রবস্রোত সেই পালবংশের অভ্যুদয় সময় হইতেই অবিশ্রান্তগতিতে সমভাবে চলিতেছে। গৌড়ের চারিদিকেই ঘোরতর যথেচ্ছাচারশাসনের জীবন্ত অভিনয় অহরহ ঘটিতেছে। জীতজেতাভাব, জাতিবিদ্বেষ বৌদ্ধ রাজপুরুষ—বৌদ্ধ প্রজাসাধারণের হৃদয়ে পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজমান। যে খানে বৌদ্ধে বৌদ্ধে হিন্দুহিন্দুতে সংঘর্ষণ, সেই স্থলেই ন্যায়বিচার, কিন্তু সে বিচার বহু অর্থে বহু শ্রমে বহু কষ্টে লভ্য। যে স্থলে বৌদ্ধ বাদী, হিন্দু প্রতিবাদী, সে স্থলে হিন্দু নিরপরাধী সপ্রমাণিত হইলেও বৌদ্ধবিচারপতি সে হিন্দুর গুরুতর কারাদণ্ডাজ্ঞাদানে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না! অন্যপক্ষে হিন্দুবাদী এবং বৌদ্ধ প্রতিবাদী হইলে,—এমন কি কোন বৌদ্ধ কোন হিন্দুর প্রাণনাশ করিলেও সেই নরহন্তা বৌদ্ধ সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করে! ফলকথা গৌড়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় জাতির পক্ষে স্বতন্ত্র দণ্ডবিধিব্যবস্থা প্রচলিত। গৌড়ের চিরাধীন ক্রীতদাস হিন্দুজাতি সেই অন্যায়বিচারে কেবল অন্তরে অন্তরে রোদন এবং নিতান্ত অসহ্য হইলে, চীৎকার করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু তাহাদিগের সাধ্য কি যে, বৌদ্ধবিচারপতির অন্যায়বিচারের উল্লেখ করে? যদি কোন হিন্দু, কোন বৌদ্ধের দ্বারা নিতান্ত অত্যাচারিত, উৎপীড়িত এবং রাজদ্বারে ন্যায়বিচার অপ্রাপ্তে অসন্তোষ ঘোষণা করে,—যদি কোন হিন্দু সত্যের—ন্যায়ের সম্মান রক্ষার জন্য কোন বিচারপতির অন্যায়বিচারের উল্লেখ করে, তাহা হইলে, পরমুহূর্ত্তে তাহাকে নিশ্চয়ই বিনাবিচারে কারাগারে গমন করিতে হয়। ইহাইত গৌড়ের শাসনবিভাগের অবস্থা দেখিলাম।"

"বিচারের নামে যথেচ্ছাচারের তবে বিলক্ষণ শ্রাদ্ধই হইতেছে? ভাল, হিন্দু প্রজাবর্গ কি নীরবে এই অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং অবিচার সহ্য করিতেছে? তাহারা কি একেবারেই অন্তঃসারশূন্য?" বিজয়বিলাস এই প্রশ্ন করিয়া, বিজয়চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি সংযত করিয়া রহিলেন।

"কি বলিব ?—যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা বলিবার নহে। গৌড়ের হিন্দু প্রজাপুঞ্জের মধ্যে জ্ঞানী আছে, অতুল ধনে ধনী আছে, প্রগাঢ় পণ্ডিত আছে, বাগ্মী আছে, কবি আছে, অসংখ্য বিদ্বান আছে, ব্যবহারাজীব আছে, কিন্তু সকলেই ক্রীতদাস। বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে দাসত্ব করিবার জন্য যাহারা সৃষ্ট, তাহারা আবার কি বলিবে ? 'পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিধর্ম্মীর দাসত্ব করিয়া গিয়াছেন, যেরূপ দেশ কাল পাত্র তাহাতে আমরাও দাসত্ব করিব, না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইব' ইহাই অনেক হিন্দুর—উচ্চ শ্রেণীর ধনীমানীসমাজের নেতা হিন্দুর মত।"

"কি! কি! কি বলিলেন, গৌড়ের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ইহাই মত ?—কে বলে তাহারা হিন্দু ?—তাহারা নরকের কীট।" ধনঞ্জয়ের বদনবিবর হইতে এই উক্তিগুলি ঘৃণার সহিত নিঃসৃত হইল।

বিজয়চন্দ্র বলিলেন, "যাহারা সময়সেবক কৃষ্ণক্রীতদাস, কেবল তাঁহারাই বৌদ্ধশাসনে পরিতুষ্ট। কূট রাজনীতিজালবিস্তারে বৌদ্ধরাজ তাহাদিগকে পদতলে অবনত রাখিয়াছেন। রাজপ্রসাদ—রাজ-অনুগ্রহপ্রাপ্তে সেই সমাজের নেতানামধারী কৃষ্ণক্রীতদাসগণ স্বহস্তে জননী জন্মভূমির গলে অধীনতাশৃঙ্খল দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিয়া দিতেছেন। হিন্দুজাতির নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সেই নরাকার পশুদিগের গৃহেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।"

"তাহার আর সন্দেহ কি ? সমগ্র জগৎ সমস্বরে এই কথাই বলিতেছে, অনন্ত কাল বলিবে। ভাল, গৌড়ের মধ্যশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মনের ভাব কিরূপ দেখিলে ?" বীরসেন সাগ্রহে এই প্রশ্ন করিলেন।

"যাঁহারা সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ, সেই মধ্যশ্রেণীর অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ও বৌদ্ধরাজের কূটরাজনীতিজালে সম্পূর্ণরূপেই বিজড়িত। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে দুই এক জনকে রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়া, চতুর নীতিজ্ঞ বৌদ্ধপতি সেই অর্দ্ধশিক্ষিত হিন্দুদিগকে একেবারে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। তাহারা ভাবে না যে, তাহাদিগের দেশ, তাহাদিগের ধন ; সমস্ত তাহাদিগেরই লভ্য—প্রাপ্য, বিধর্ম্মী কেবল রাজনীতিবলে তাহাদিগকে ক্রীতদাসপদে বরণ করিয়া, অলক্ষ্যে দেশের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে। সমগ্র উচ্চ উচ্চ পদে বৌদ্ধ, কেবল দুই একটী পদে হিন্দু নিযুক্ত। তাহারা ভাবে না যে, তাহারা চেষ্টা করিলে, বিধর্ম্মীদিগকে বিতাড়িত করিয়া, দেশের

সমস্ত উচ্চপদেই তাহারা উপবিষ্ট হইতে পারে। তাহারা এতদূর পর্য্যন্ত নির্ব্বোধ—অন্তঃসারশূন্য যে, বৌদ্ধরাজ, তাহাদিগের প্রতি কোনপ্রকার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শনের—কিঞ্চিন্মাত্র রাজনৈতিক স্বত্বপ্রদানের আশাদান করিলে, সেই স্বত্বপ্রাপ্তির পুর্ব্বেই তাহারা একেবারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে। ভাবে না যে, তাহারা মনে করিলে, সেই স্বত্ব বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারে।"

বীরসেন বলিলেন, "তাহাদিগের যদি সে জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে কি বিধর্ম্মী একমুহূর্ত্তের জন্য আমাদিগের মাতৃভূমির বক্ষে অবস্থান করিতে পারে? তাহারা নির্ব্বোধ ক্রীতদাস। ভাল, প্রকৃত শিক্ষিতশ্রেণীর মনোগত ভাব কিরূপ?"

"জননী জন্মভূমির হৃদয় যেরূপ অনন্ত শ্মশানে সমাচ্ছন্ন, সেই প্রকৃত-শিক্ষিত হিন্দুগণের হৃদয় সেইমত স্বজাতির—জন্মভূমির দুর্গতি দর্শনে বিভীষণ অনলে অবিশ্রান্ত জ্বলিতেছে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনল, নয়নে দর দর জলধারা, শোকে কণ্ঠ অবরুদ্ধ; মাতৃভূমির হৃদয়ভেদী অবস্থা দর্শনে তাঁহারা নিতান্তই কাতর। স্বজাতির জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া, কেবল স্বজাতির মুক্তিসাধনেই সাধ্যমত চেষ্টিত। কেবল সময়সেবক হিন্দু-কৃষ্ণক্রীতদাস-সংখ্যা প্রবল বলিয়াই তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। মহারাজ! আমরা সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদিগের—সেই জন্মভূমির কৃতজ্ঞ সন্তানগণের পূর্ণ সহায়তা পাইবার আশা করি।"

প্রফুল্লহৃদয়ে বীরসেন বলিলেন, "সাধু! সাধু! ধন্য তাহাদিগের জীবন! ক্রীতদাসত্বের ঘোর নরককুণ্ডের মধ্য হইতে সেই যে স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলী জননী জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সার্থক তাঁহাদিগের জন্ম। তাহারাই দেবতা। তাঁহারাই সুরেন্দ্রের ন্যায় আমাদিগের পূজ্য। ভাল, গৌড় দুর্গের অবস্থা এবং সৈন্যবল কিরূপ দেখিলে?"

"সৈন্যবল প্রবল। গৌড় দুর্গ অভেদ্য।"

"হউক প্রবল" ধুরন্ধর আচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "হউক প্রবল। ভগবান শম্ভুর কৃপায় শিবসৈন্যদল একটী দুর্গ কেন?—কোটী কোটী বৌদ্ধদুর্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিবে।"

অকস্মাৎ অদূরে পদশব্দ শ্রবণে সেই গুপ্ত মন্ত্রণাসমিতিমধ্যে উপবিষ্ট সকলে নীরবে চকিতনয়নে দ্বারদেশে দৃষ্টিদান করিলেন। ব্রহ্মচারীবেশধারী

একবৃদ্ধ ধীরপদে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! দ্বারে একটী রমণী উপস্থিত। আপনার সহিত সাক্ষাৎ জন্য নিতান্ত লালায়িত।"

"রমণী!—এত রজনীতে রমণী! আমার সহিত সাক্ষাৎ!" সবিস্ময়ে এই কথা বলিয়া, ধুরন্ধরের মুখপ্রতি বীরসেন দৃষ্টিদান করিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আমি তাঁহাকে বলিলাম, এক্ষণে কোনমতেই সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু রমণী বলিল, 'রাজদর্শন জন্য আমি পদব্রজে ৺কাশীধাম হইতে আসিয়াছি, একবার মুহূর্ত্তের জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থনা।' মহারাজ! রমণীর সেই কাতর প্রার্থনা, সকরুণ স্বর এবং বারম্বার অনুরোধে বশীভূত হইয়াই আপনাদিগের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া, এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।"

"কাশীধাম হইতে পদব্রজে আসিয়াছেন?—ভাল, আপনি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিউন গিয়া।"

বীরসেনের আজ্ঞাপ্রাপ্তে ব্রহ্মচারী সভাস্থল পরিহার করিলেন। সকলে নীরবে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিবামাত্র মলিনবসনা অবগুণ্ঠনবতী একটী রমণী সভার একপ্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেরই দৃষ্টি সেই রমণীর প্রতি অর্পিত, কিন্তু কেহ কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই রমণী কাতরবচনে কহিলেন, "মহারাজ!—ধর্ম্মাবতার!—হিন্দুকুলচূড়ামণি!—" বলিতে বলিতে রমণীর কণ্ঠ যেন বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ! রমণী—রমণী—অবলা রমণী ন্যায়বিচার—" আর বলিতে পারিলেন না।

রমণীর তদবস্থা দর্শনে সভাস্থ সকলেরই হৃদয় টলিল। বীরসেন প্রশ্ন করিলেম, "আপনার প্রার্থনা কি?"

"প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা" এই কয়টী কথা সেই বাষ্পরুদ্ধ কামিনী-কণ্ঠ হইতে তীব্রবেগে বহির্গত হইল। সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত; রমণীর মুখে বীরের ন্যায় প্রতিহিংসার কথা শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

"কাহার প্রতি?—কে আপনার শত্রু?" বীরসেন এই কথা বলিয়া, সেই অবগুণ্ঠনবতীর প্রতি দৃষ্টি সংযত করিয়া রহিলেন।

"আর কে?—নরকের কীট—দুরাচার পাষণ্ড কাপুরুষ গৌড়েশ্বর আমার এ জীবনের প্রধান শত্রু। সেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

উপবিষ্ট সকলেই বিস্মিত হইলেন। বীরসেন সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন, “বৌদ্ধ গৌড়পতি আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন?”

“বলিবার নয়, বলিবার নয়, ওঃ! সে কথা হৃদয়ভেদী। মহারাজ! আমি ভাগ্যদোষে অনাথিনী—পথের ভিখারিণী—নারীজাতির শেষ দুঃখিনী—বৌদ্ধ পাষণ্ড সেই দুঃখিনী হিন্দুরমণীর হৃদয়ে অনল জ্বালিয়া দিয়াছে। আমার ঘোর তমোময় জীবনের একটীমাত্র দীপ—ভয়াল বিপদতরঙ্গসমাকুল জীবনজলধির একটীমাত্র ভেলা—কাঙালিনীর অঞ্চলের ধন—হৃদয়নিধিকে সেই পাষণ্ড দস্যু হরণ করিয়াছে!” সেই অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে দর দর জলধারা বহির্গত হইতে লাগিল, কেহই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু রমণীর স্বরে বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, কামিনীর স্মৃতিপবনসঞ্চালনে তদীয় শোকসিন্ধু উদ্বেলিত।

বীরসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৌড়েশ্বর কি আপনার পুত্রকে—”

“না, মহারাজ!” প্রশ্ন পরিসমাপ্ত না হইতে হইতেই বাধাদানে রমণী কহিলেন, “না, মহারাজ! বিধি এ পাপিনীর ভাগ্যে পুত্রনিধি লিখেন নাই। কন্যা—একটীমাত্র কন্যা—” রমণীর কণ্ঠ পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। বহুকষ্টে হৃদয়বেগসম্বরণে ধীরে ধীরে করুণস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মহারাজ! আমি পাষাণপুরুষভরা ধরার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কাশীবাসিনী। কেন কাশীবাসিনী, প্রার্থনা—অনুরোধ সে প্রশ্ন করিবেন না। আমি সেই একমাত্র হৃদয়ের ধনকে নয়নে নয়নে রাখিয়া, বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার পূজা আর জাহ্নবীতে স্নান করিয়া, জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইতে ছিলাম—মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু পাষণ্ড বৌদ্ধরাজ আমার সে সুখেও হন্তা হইল! একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে অতি প্রত্যুষে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম, কন্যাটী কিঞ্চিদ্দূরে গঙ্গাবক্ষস্থ ফুলদল লইয়া খেলিতে ছিল; আমি ধ্যানভঙ্গের পর দেখিলাম, কন্যা নাই! সভয়ে চারিদিকে দৃষ্টিদান করিবামাত্র দেখি, অদূরে গঙ্গাবক্ষস্থ একখানি বৃহৎ তরীতে মা আমার উচ্চ চীৎকার করিতেছে। দুইজন পাষণ্ড পুরুষ মাকে ধরিয়া সেই তরীর মধ্যে লইয়া গেল, তরী নক্ষত্রবেগে ছুটিল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আর দেখিতে পাইলাম না। আমার হৃদয়শশি চিরদিনের জন্য রাহুগ্রস্ত হইল। মহারাজ! আমি সেই অবধি নয়নের তারাহারা। আঁধার—আঁধার—মহারাজ! সেই অবধি আমার চক্ষে জগত আঁধারময়।” রোদনবদনে উদ্বেলিত-

হৃদয়ে রমণী আবার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! সেই সময়ে—সেই মুহূর্ত্তেই আমি জাহ্নবীজঠরে জীবন ঢালিয়া, সকল যাতনারই অবসান করিতাম, কিন্তু একমাত্র গুরুদেবের আজ্ঞাস্মরণে আমি আত্মঘাতিনী হইতে পারি নাই, নতুবা—মহারাজ!—নতুবা এ বিভীষণ জলন্ত যাতনা কোন্ জননীর প্রাণে সহ্য হয়?—কোন্ জননী একমাত্র নন্দিনীর সেই দশা দেখিয়া, জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে?"

কামিনীর উক্তিতে উপবিষ্ট সকলেই নিতান্ত করুণরসার্দ্র হইয়া পড়িলেন। বীরসেন কাতরভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন যে, গৌড়েশ্বরই আপনার কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন?"

"মহারাজ! যে সময়ে ঘাটের যে স্থলে আমি ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, সে সময়ে তথায় কেবল দুই চারিজন ব্রহ্মচারী এবং দণ্ডী ধ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন, যিনি দূরে বসিয়া ছিলেন, তিনি গৌড়েশ্বরকে তরীমধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন।"

বীরসেন গৌড়েশ্বরের আচরণে মনে মনে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যখন গৌড়েশ্বর বা তাঁহার লোকেরা আপনার কন্যাকে তীর হইতে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন কি আপনার কন্যা চীৎকার করে নাই?—আপনি কি কিছুই জানিতে পারেন নাই?"

"নরেশ্বর! এ জগৎ যাহার পক্ষে কেবল হলাহলময়, প্রতিমুহূর্ত্তে যে হৃদয়ের সহিত মৃত্যুকামনা করে, সে যখন ধ্যানে বসিয়া দেবাদিদেব বিশ্বনাথের চরণে অন্তরের অন্তস্তল হইতে সেই মৃত্যু কামনা করিতে নিযুক্ত হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বস্ত হইলেও কি সে তখন কিছু জানিতে পারে? মহারাজ! আমার হৃদয়ের জ্বালা অনন্ত জলন্ত যাতনার সহস্রাংশের একাংশ যদি আপনি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ প্রশ্ন করিতেন না।"

"আপনার কন্যার আর কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?" বীরসেন পুনরায় এই প্রশ্ন করিলেন।

"মণিহারা ফণির ন্যায়—মাধ্যাকর্ষণীশক্তিভ্রষ্ট তারকার ন্যায়—পাগলিনীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সেই পাপক্ষেত্র গৌড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে কোন সংবাদই পাই নাই। শেষ বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারি যে, পাপাত্মা বৌদ্ধরাজ আমার সেই হৃদয়ের ধনকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। আমি পথের ভিখারিণী, অবলা রমণী, ইচ্ছা ছিল, রাজসভায়

গিয়া, রাজার চরণতলে পড়িয়া, সেই হৃদয়ের নিধিকে চাহিয়া লইব, কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় নাই। সেই দারুণ জ্বালা হৃদয়ে লইয়া এক্ষণে আপনার শরণাগত হইলাম।” পাঠকগণ এক্ষণে সহজেই অনুমান করিতে পারেন, এই রমণী মলয়ার জননী।

“মহারাজ! এ রমণীর উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আমি গৌড়ে অবস্থানকালে গোপনে শুনিতে পাই যে, গৌড়েশ্বর সারনাথ হইতে আগমনকালে একটী হিন্দু যুবতীকে হরণ করিয়া——” বিজয়চন্দ্রের উক্তি সমাপ্ত হইতে না হইতেই রমণী সাগ্রহে উৎকণ্ঠিতভাবে বাধাদানে কহিলেন, “আপনি গৌড়ে গিয়াছিলেন? বলিতে পারেন, আমার হারানিধি—হৃদয়ের ধন মলয়া কেমন আছে?”

“শুনিয়াছি, গৌড়রাজ তাঁহাকে অতি যত্নে নির্ব্বাণকাননে রাখিয়াছেন। গোপনে শুনিয়াছি, তাঁহার বাসনা যে, সেই কুমারীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, নিজ মহিষীপদে বরণ করিবেন।”

“কি! সামান্য শৃগালে সিংহ-নন্দিনীর পাণীপীড়ন করিবে?—ওঃ!—কখনই না, কখনই না। মলয়ার হৃদয়, ধনে, মানে, অলঙ্কারে, তোষামোদে, মধুরবচনে কখনই গলিবে না। তাহার কর্ণে যে বীজমন্ত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এ জীবনে কখনই সে ভণ্ড পাষণ্ড নাস্তিক বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে না।”

“হাঁ, আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, প্রধান প্রধান বৌদ্ধ আচার্য্যগণ সেই কুমারীকে হিন্দুধর্ম্মের অসারতা দেখাইয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে গিয়া, শেষ পরাস্ত হইয়াছেন। আপনার কন্যা কি বিদ্যাবতী?”

“কিরূপে বলিব? গুরুদেব তাহাকে বালিকাবস্থা হইতেই নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন। মা আমার রূপে লক্ষ্মী—বিদ্যায় সরস্বতী।—হা! মায়ের সেই রূপই তাহার সর্ব্বনাশ করিল।”

সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হিন্দু-কুমারীর দ্বারা বৌদ্ধ আচার্য্যগণের পরাজয়-সংবাদ শ্রবণে মহাহৃষ্ট হইলেন।

বিজয়চন্দ্র বলিলেন, “নরেশ্বর! বৌদ্ধরাজ ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস—ইন্দ্রিয়সেবার জন্য—পাশবিক কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি নিজ রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তের যখন যে কোন বৌদ্ধ বা হিন্দুকুমারী, অনুপ সুন্দরী বলিয়া জানিতে পারেন, যে কোন উপায়েই হউক, তখনই তাহাকে হরণ

করিয়া আনিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়া, তাঁহার পাণীপীড়ন করেন। সুতরাং গৌড়পতির অন্তঃপুরে যে, অগণিত সুন্দরী রমণী অবস্থান করিতেছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু আমি গোপনে শুনিয়া আসিয়াছি যে, সেই হিন্দুকুমারীর তুল্য সুন্দরী গৌড়রাজ এ জীবনে আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। অনুপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াই তিনি তাঁহাকে হরণ করিয়াছেন।”

“মহারাজ নিশ্চয় জানিবেন, অত্যুচ্চ হইলেই পতন—পাপপূর্ণ হইলেই পতন। যদি আমি স্বাধ্বী রমণী হই—যদি আমার অন্তরের ধন মলয়ার শরীরে কুমারী তেজ কিছুমাত্র থাকে, নিশ্চয় জানিবেন, বৌদ্ধনরপতির পতন অতি নিকটবর্ত্তী। আপনার দ্বারাই সেই পাষণ্ডের পতন হইবেই হইবে। নরেশ্বর!—হিন্দুকুলভরসা!—এ অনাথিনী—পথের কাঙালিনী—কেন দূরদূরান্তর হইতে—সেই বহুদিনের পথ বারানসী হইতে আপনার রাজধানীতে আসিয়া শরণ লইতেছে, তাহাও বলি। নরপাল! সেই হারানিধির শোকে অধীরহৃদয়ে পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া, একদিন এক বিল্ববৃক্ষমূলে শয়ন করি। কি বলিব মহারাজ?—কি বলিব? যাহা দেখিলাম—স্বপ্নে যাহা দেখিলাম—কি বলিব?—দেখিলাম, স্বয়ং দেবদেব মহাদেব রুদ্রতেজে ত্রিশূলহস্তে প্রমথসৈন্যসহ আপনার এই রাজধানী হইতে শ্রবণভৈরবরবে প্রকৃতি কম্পিত করিয়া চলিয়াছেন, পশ্চাতে অগণিত সৈন্য—হিন্দুসৈন্য চলিয়াছে, আর আপনি—মহারাজ!—স্বপ্নে যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম—এক্ষণে সাক্ষাতে সেই মূর্ত্তি দেখিতেছি—আপনি সেই সৈন্যদল চালনা করিয়া গৌড় অভিমুখে বীরদর্পে চলিয়াছেন। আর কি বলিব?—দেখিলাম—তাহার পর ভীষণ সমর। গৌড়ের চারিদিকে ভয়ঙ্কর অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গৌড়-আকাশ অন্ধকার—বিনামেঘে বজ্রের হুহুকার—চারিদিকে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, গেল, গেল, দেখিলাম গৌড় জ্বলিয়া গেল। সেই প্রলয়ের মধ্যে—ভীষণ দৃশ্যের মধ্যে দেখিলাম, দেবদেব মহাদেব ত্রিশূলকরে দণ্ডায়মান—রুদ্রতেজে গৌড় জ্বলিতেছে—লক্ষ লক্ষ ভণ্ড বৌদ্ধ ভস্ম হইয়া যাইতেছে। দেখিলাম, সেই অনন্ত জ্বলন্ত অনলে মহাপাতকী বৌদ্ধপতি পুড়িল—তাহার বিকট চীৎকারে—দারুণ আর্ত্তনাদে—মহারাজ! আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মহারাজ! সেই জন্যই বলিতেছি, গৌড়পতির পতন—পতন—পতন নিশ্চয়। আপনারই দ্বারা পতন হইবে। সেই আশায় এ কাঙালিনী আজি আপ-

নার শরণাগত। মহারাজ!—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—হিন্দুকুলভরসা! কবে কাঙালিনীর প্রতিহিংসা পূর্ণ হইবে?"

রমণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইলেন। বীরসেনের হৃদয়ে বিচিত্রভাবের উদয় হইল। উৎসাহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ভগবান মহেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনিই আপনার প্রতিহিংসা পূর্ণ করিবেন।

"মহারাজ! আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হউক। শুনিলাম, আপনি সেই বিধর্ম্মীর পাপ নাম গৌড়বঙ্গ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কোথায় শুনিলাম, কে বলিল, সে প্রশ্ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা—উত্তর দিব না। তবে এইমাত্র বলিয়া যাই, আপনার অধীনস্থ যে হিন্দু বীর, জন্মভূমি—পিতৃধর্ম্ম এবং স্বজাতির গৌরবরক্ষার জন্য—বৌদ্ধ-বংশধ্বংস করিবার নিমিত্ত মহাসমরে লিপ্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে স্বহস্তে সেই পাপ বৌদ্ধ নরপতির মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিতে পারিবেন, আমার প্রতিজ্ঞা—এই দেবদেব মহাকালভৈরবের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা—আমার হৃদয়ের নিধি মলয়া যদি জীবিতা থাকে, যদি দেবদেবের অনুগ্রহে সে নিজ কুমারীজীবন পাপ বৌদ্ধ অধিরাজের করালকবল হইতে পবিত্রভাবে রক্ষা করিতে সমর্থা হয়, তাহা হইলে, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই মহাবীরের করে আমার সেই অনুপরূপবতী বিদ্যাবতী কন্যাকে প্রদান করিব। আপনার সামন্ত-গণের মধ্যে—বীরবৃন্দের মধ্যে এই সংবাদটী ঘোষণা করিয়া দিবেন, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ। মহারাজ! এক্ষণে আমি চলিলাম—দেখা হইবে, আবার দেখা হইবে। যেদিন গৌড়দুর্গচূড়ে হিন্দুরাজপতাকা উড্ডীয়মান হইবে—নিশ্চয়ই হইবে—মহারাজ সে দিন অতি নিকটবর্ত্তী—সেই দিন আবার আপনার সমক্ষে এই পথের ভিখারিণী—কাঙালিনী আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, সেই পাপ বৌদ্ধরাজের প্রাণদণ্ডদাতা মহাবীরের করে মলয়াকে অর্পণ করিবে। কাঙালিনীর কন্যাকে যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, মলয়া তাঁহাকে সেই ভাবে—ভ্রাতাভাবে বা পতিভাবে মহা-বীরকে বরণ করিবে। মহারাজ! স্মরণ রাখিবেন, সেই বীরবরণ—আপনার সহযোগী বীরবৃন্দকে স্মরণ করিয়া দিবেন, সেই বীরবরণ।"

সেই মহাকালভৈরবের বিরাটমন্দিরের প্রতিপ্রান্ত হইতে যেন প্রতি-ধ্বনি হইল, বীরবরণ। পরমুহূর্ত্তেই রমণী অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যে বনের ফুল বনে ফুটিয়া বন আলোকিত করিয়াছিল, যে ফুল বৌদ্ধ নরবর যতনে চয়ন করিয়া নির্ব্বাণকাননে রাখিয়াছিলেন, যাহার অমিয়ময় সৌরভে তাঁহার পাপময় জীবন জুড়াইতে সবিশেষ অভিলাষ, আয়াস, যত্ন, চেষ্টা নিযুক্ত ছিল, যাহার সহবাসে তিনি জীবন্তে নির্ব্বাণসুখলাভে একান্ত প্রার্থী ছিলেন, পাঠক! আসুন, এক্ষণে আমরা সেই অনাথিনী মলয়ার অনুসরণ করি।

মলয়া কম্পিতচরণে সভীতহৃদয়ে সেই নৈশমহোৎসব রজনীতে নির্ব্বাণ-কাননের তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া, ভাবিলেন, জ্বলন্ত নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইলাম। বাসন্তী নৈশসমীর যেন তাঁহার রুদ্ধ নাসায় শান্তিবর্ষণ করিয়া দিল; শরীরে—যুবতী-শরীরে যেন সতীত্বের পূর্ণ বল আসিয়া উপস্থিত হইল। মলয়া পরমুহূর্ত্তেই সেই দীক্ষিতাদীক্ষিতা বৌদ্ধকুমারীগণের পৃষ্ঠ-দেশ ত্যাগ করিয়া, রাজপথস্থ অন্যান্য পথিকগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইলেন। বুদ্ধদেবের জন্মাহে—জাতীয় উৎসবে রাজপথ যেন জনসমুদ্রে পরিপ্লাবিত, সুতরাং মলয়ার প্রতি সহসা কেহই দৃষ্টিদান করিল না। মলয়া, সভয়ে দ্রুতপদে নির্ব্বাণকানন-সম্মুখস্থ পথপরিহারে গৌড়বক্ষস্থ প্রধান রাজমার্গে উপনীত হইয়া, শেষ মাধুরীর উপদেশমত উত্তরাভিমুখে চরণচালনা করিয়া দিলেন।

যৌবনজীবন পর্য্যন্ত মলয়া জননীর অঙ্কে অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং দ্রুতগতি গমন বা ধাবন কাহাকে বলে, তাহা তিনি আদৌ পরি-জ্ঞাত নহেন। বাসনা, চক্ষের নিমেষে—দ্রুতপদে নগরপরিহারে দাতাকর্ণের আবাসে আশ্রয়গ্রহণ করেন, কিন্তু অনভ্যস্ত থাকায়, যতদূর ইচ্ছা, ততদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে ফুল্লফুলদল নিক্ষিপ্ত হইলে, তরঙ্গ যেরূপ তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া, দূরে দ্রুতগতি লইয়া যায়, মলয়া পাছে পুনরায় বৌদ্ধনরপতির হস্তে পতিত হয়েন, এই ভয়রূপ প্রবল জলধিতরঙ্গ তাঁহাকে সেইমত বেগে লইয়া চলিল। মলয়ার সরলহৃদয়ের কোমল ধমনী দ্বিগুণতরবেগে বহিতেছে; নাসায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, সেই আকর্ণবিস্ফারিত নয়নযুগল চঞ্চল, আরক্তিম, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে প্রতিমুহূর্ত্তেই চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদানে নিযুক্ত।

অভেদ্য পাষাণহৃদয় ভেদ করিয়া, নির্ঝরিণী যেরূপ আপনমনে ছুটে, পাষাণহৃদয় বৌদ্ধরাজের পাষাণপ্রাকারবেষ্টিত নির্ব্বাণকাননবহির্গত মলয়ার চরণ সেইমত সচঞ্চলভাবে চলিয়াছে। ভুলিয়াছেন, মলয়া সকলই ভুলিয়াছেন, অনাথিনী জননীকে ভুলিয়াছেন, শৈশবস্মৃতি ভুলিয়াছেন, জগৎ ভুলিয়াছেন, আপনাকে ভুলিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় উত্তাক্ত। কেবল এক একবার শূন্যপথে দৃষ্টিনিক্ষেপে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতেছেন। ভয়ে মলয়া চিত্তহারা। কেবল একমাত্র মুক্তির আশাদীপ স্তিমিতভাবে সেই উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ের একপার্শ্বে জ্বলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে মলয়া প্রধান রাজপথ উত্তীর্ণ হইয়া, নগরের উত্তরাংশে বিরাট বহির্দুর্গপ্রাকারতলে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রাকার পার্শ্বদিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম অভিমুখে আর একটী বিস্তৃত রাজপথ গিয়াছে। মলয়া সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়া, তোরণাভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র দেখিলেন, কয়েকজন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তোরণের একটী দ্বার রুদ্ধ করিয়া, পথিকদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদান করিতেছে। সমবেত অগণিত পথিকের মধ্যে সকলে একে একে তোরণের অনবরুদ্ধ দ্বিতীয় দ্বার দিয়া পার হইয়া যাইতেছে। মলয়ার প্রাণ চমকিল। বাস্তবিক মলয়াকে ধৃত করিবার নিমিত্তই রাজ-আদেশে শান্তিরক্ষকগণ অশ্বারোহণে নক্ষত্র-গতিতে আসিয়া, তোরণে উপস্থিত হইয়াছে। মলয়া যদি এই তোরণ-দ্বার দিয়া পলাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সহজেই ধৃত হইবেন, শান্তিরক্ষকগণের এমত আশা। জনসমিতি বুঝিল না যে, শান্তিরক্ষকগণ কেনই বা তোরণদ্বার এরূপে রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। ভয়বিহ্বলা মলয়া পরমুহূর্ত্তেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখীন পথে জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

চলিয়াছে, মলয়ার চরণযুগল সচঞ্চলভাবে দ্রুতগতি চলিয়াছে। মাধুরীর উপদেশমত তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া, দাতাকর্ণের আবাসে আশ্রয় লইবেন, এই একমাত্র আশা এতক্ষণ মলয়ার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অসহায়া যুবতী সেই আশাচ্যুত হইয়া, চারিদিকে কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চরণ থামিল না, অবিশ্রান্ত গতিতেই চলিয়াছে। কিয়দ্দূর গমনের পর হতাশহৃদয়া মলয়া, আর একটী তোরণ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু হায়! দ্বারে সেইমত অস্ত্রধারী অশ্বারোহী সেইভাবেই নিযুক্ত!

মলয়ার হৃদয়ে যেন সহস্র বজ্র একেবারে পতিত হইল! প্রথম তোরণ অপেক্ষা এইস্থলে সমধিক জনতা; সেই প্রবলজনতামধ্যবর্ত্তিনী মলয়া সহসা পশ্চাদ্গমন বা পার্শ্বে গমনের কোন সুবিধা দেখিলেন না। অগণিত নরনারী—যাহারা জাতীয় পর্ব্বে নাগরিক মহোৎসব দর্শনের পর আলয়াভিমুখে গমন জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত, তাহারা অশ্বারোহীদ্বয়ের হঠাৎ তোরণাবরোধ জন্য মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অস্ত্রধারী অশ্বারোহীদ্বয় একে একে সকলকে বহির্গত করিতে অভিলাষী, কিন্তু জনসমিতি তাহাতে নিতান্ত অধীর এবং বিরক্ত হইয়া, অশ্বারোহীদিগের আশাব্যর্থ করিয়া যাইতে উদ্যত। সেই জনতামধ্যবর্ত্তিনী মলয়া অনন্যোপায়ে চারিদিক হইতে পিষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক, হৃদয় ভয়ে যাতনায় অস্থির, প্রাণ আকুল, শরীর অবশ, কম্পিত, নয়নে দর দর জলধারা। পলায়নের উপায় নাই; অগ্রসর হইয়া, তোরণদ্বারে যাইলেই অশ্বারোহীদ্বয় ধরিয়া ফেলিবে; অন্যপক্ষে সেই প্রবল জনতা ভেদ করিয়া, কোমলাঙ্গিনী মলয়ার পশ্চাদ্গমনও সম্পূর্ণ অসম্ভব। মলয়ার মুক্তির আশা একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল। বর্ষাসঙ্গমে পূর্ণতোয়া তরঙ্গিণী যেরূপ উত্তাল লহরী বিস্তারে ভীষণ হুঙ্কারে সম্মুখস্থ প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্ব লোপ করিয়া চলে, অকস্মাৎ সেই উত্যক্ত অধীর জনসমুদ্র সেইমত ঘোর কোলাহলে প্রবলবেগের সহিত তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া চলিল। অশ্বারোহীদ্বয় সেই প্রবল তরঙ্গ কোনমতেই রোধ করিতে পারিল না। জনতার প্রবল তরঙ্গমধ্যেই মলয়া এতক্ষণ পিষ্ট হইতেছিলেন, এক্ষণে সেই তরঙ্গসংঘাতে সকলের সহিত তোরণ অতিক্রম করিয়া উপনগরের পথে আসিয়া পড়িলেন। শরীরের কয়েক স্থান পিষ্ট, চরণ ক্ষত এবং বসন ছিন্নবিচ্ছিন্ন, কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া পড়িল। অশ্বারোহীদ্বয় পাছে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, এই ভয়ে সকলেই বেগে ছুটিতে লাগিল, সুতরাং মলয়াও সেইভাবে—চরণে বল না থাকিলেও প্রাণভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্রোহিতার জলন্ত কুণ্ড হইতে শান্তিসতী নিপীড়িতা হইয়া, যেমন উন্মাদিনীবেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, মলয়ার অবস্থা এক্ষণে সেইমত।

না, আর পারিলেন না; কিয়দ্দূর গমনের পর মলয়ার চরণ একেবারেই অবশ হইয়া পড়িল, সুতরাং আর দ্রুতগমনে সক্ষম হইলেন না। ক্ষতবিক্ষত ব্যথিতচরণে কম্পিতকলেবরে রাজপথপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

মলয়া এই সময়ে উপনগর ছাড়িয়া, অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কোথায় যাইতেছেন, কোন্ পথ দিয়া গমন করিতেছেন, পথের উভয়পার্শ্বে কি বিরাজমান, তাঁহার সহযাত্রী কেহ আছে কি না, তিনি আদৌ তাহা জানিতে পারেন নাই। উপবিষ্ট হইয়া, ঘন ঘন শ্বাসপরিহারে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, উপরে শশি হাসিতেছে এবং পথের উভয়পার্শ্বে যে দিকে নয়নার্পণ করেন, সেই দিকেই বিস্তৃত প্রান্তর, চন্দ্রিকা মাখিয়া শ্বেতমূর্ত্তি ধরিয়াছে, পথে জনপ্রাণী নাই। মলয়ার হৃদয়ে এই সময়ে আর এক বিষম ভাবের আবির্ভাব হইল। গৌড়েশ্বরের অনুচরগণ আর তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিবে না, তাঁহার মুক্তি অনেক পরিমাণেই নিশ্চিত, এই সময়ে ইহা তাঁহার ধারণা হইল বটে, কিন্তু সেই ভয়াল প্রান্তরে পতিত হইয়াছেন, কোথায় আশ্রয় পাইবেন, অদৃষ্টে কি ঘটিবে, এই চিন্তাই এক্ষণে প্রবল হইয়া উঠিল। দাতাকর্ণের আবাসে গমন করিতে হইলে, পুনরায় নগর মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং ধৃত হইবার পূর্ণসম্ভাবনাবোধে সে আশামূলও একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। পিপাশায় কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক, জলপানে দারুণ ইচ্ছা, কিন্তু কে জল দিবে?—কোথায় পাইবেন? নিবৃত্তির অঙ্কচ্যুতা করুণার মুখপানে কে চাহিবে? পরিশুষ্ককণ্ঠে সজলনয়নে শূন্যপথে দৃষ্টি-দানে মলয়া ভাবিলেন—জননীর সেই অমিয়ময় আনন, ভাবিলেন—সেই দীক্ষাগুরুর মুক্তিমাখা রাঙাচরণ, ভাবিলেন—সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরের মঙ্গলময় মূর্ত্তি।

অকস্মাৎ দূর হইতে ধাবমান অশ্বক্ষুরোত্থিত শব্দ আসিয়া, সমস্ত আশা-ভরসাবিহীনা মলয়ার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। চকিতনয়নে জ্যোৎস্না-লোকে চাহিয়া দেখিলেন, দূর হইতে একজন অশ্বারোহী বেগে আগমন করিতেছে। মলয়ার ভগ্নহৃদয় আরও ভগ্ন হইয়া গেল। এইবার নিশ্চয় গৌড়াধিপের অনুচর-হস্তে পতিত হইবেন, আর মুক্তির কিছুমাত্র আশা নাই, ভাবিয়া, মলয়া অন্তিম বলের সহিত মাধুরীর সেই সাজিটী করে লইয়া, অবগুণ্ঠনে বদনা ঈষৎবৃত করিয়া, পুনরায় দৌড়াইতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু শেষ ভাবিলেন, আগন্তুক অশ্বারোহী, দৌড়াইয়া কোথায় পলাইব?—অগত্যাই ধীরপদে চলিলেন। পরমুহূর্ত্তেই অশ্বারোহী পার্শ্বে উপনীত হইল। দুর্দ্দান্ত রাহু আসিয়া যেন পূর্ণশশিকে গ্রাস করিতে উদ্যত! মলয়ার প্রাণ উড়িল।

"কে তুমি?" ধ্বজ্রগম্ভীরনিনাদে অশ্বারোহী প্রশ্ন করিল, "কে তুমি?"

কেশাগ্রভাগ হইতে পদনখ পর্য্যন্ত মলয়ার সর্ব্বশরীর কাঁপিল, পরমুহূর্ত্তেই পতন সম্ভাবনা, সহসা পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষধারণে মলয়া আত্মসম্বরণ করিলেন।

পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কে তুমি?—নীরব কেন?" অশ্বারোহী আরও নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু সহসা তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, পদের ইঙ্গিতে অশ্ব একলম্ফে পঞ্চহস্ত দূরে পশ্চাদ্গমন করিল। প্রহরী ধীরভাবে কহিল, "কে?—মাধুরী?"

মলয়া সাজিটী মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

বাস্তবিক সাজি দর্শনে এবং চন্দ্রালোকে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন মধ্য হইতে রূপ-জ্যোতিঃ দেখিয়াই আগন্তুক সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল, যে রমণী মাধুরী। একাকিনী গভীর রজনীতে প্রান্তরমধ্যে মাধুরীকে দেখিয়া, অশ্বারোহী কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। সে জানিত যে, মাধুরী এই ভাবেই ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পরক্ষণেই আগন্তুক কশাঘাতে অশ্বকে নক্ষত্রগতিতে চালাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অশ্বারোহী মলয়ার অনুসন্ধানেই বহির্গত হইয়াছিল; কিন্তু মলয়া যে মাধুরীর বেশে—মাধুরীর সহায়তায় নির্ব্বাণ-কানন হইতে পলাইয়াছেন, অনুচরবর্গের অনেকেই তাহা জানিত না। প্রধান শান্তিরক্ষক, অনুচরগণকে অনুসন্ধানার্থ প্রেরণকালে সকলকে কেবল মলয়াকে ধরিবার কথাই বলিয়া দেন। মলয়া যোগিনীবেশে থাকিতেন, অতএব সেই বেশধারিণী সুন্দরী যুবতীকে ধৃত করিতেই আদেশ করেন। সৌভাগ্যবশে মলয়া সেই সূত্রেই আগন্তুকের করালকবলে পতিত হইলেন না।

মলয়ার বিপত্তরঙ্গবিধ্বস্তহৃদয়ে আবার কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু জনতাপেষণে দ্রুতধাবনে বিপদ্‌সংঘর্ষণে মলয়ার পিপাসা পূর্ব্বেই প্রবল হইয়াছিল, এক্ষণে প্রবলতর হইয়া উঠিল। অধীরচিত্তে জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটে গ্রাম নাই, কোন কুটীর নাই, চারিদিকেই প্রান্তর, সুতরাং অবলম্বিত পথানুসরণে শীঘ্র জলপ্রাপ্তির আশা নাই, বরং পুনরায় কোন রাজানুচরের হস্তে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ভাবিয়া, মলয়া শেষ স্থির করিলেন যে, প্রান্তরমধ্যে কোন না কোন স্থানে অবশ্যই জলাশয় থাকিতে পারে। কল্পিত আশায় হৃদয়বন্ধনপূর্ব্বক মলয়া অসীম মরুভূমিমধ্যে পতিত সরলা হরিণীর ন্যায় পূর্ব্বপার্শ্বস্থ প্রান্তরে গমনারম্ভ করিলেন।

প্রান্তর অসমতল; কোথাও স্তূপাকার পাষাণখণ্ড, কোথায় খণ্ডবিখণ্ড ইষ্টকরাশি, কোথাও উচ্চ মৃত্তিকা সারি, কোথাও বা গভীর গহ্বর, কোথাও বা শুষ্ক কণ্টকযুক্ত তৃণ, এবং কোথাও বা বন্য পাদপপূর্ণ স্বাভাবিক কুঞ্জ। একে মলয়ার পদদ্বয় দ্রুতধাবনসূত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, দর দর রুধীরধারা বহিতেছিল, এক্ষণে অসমতল প্রান্তরে আগমনসূত্রে সেই ক্ষতস্থান কণ্টকইষ্টকপাষাণখণ্ডসংঘাতে আরও ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু পিপাসায় মলয়ার প্রাণ ওষ্ঠাগত, সুতরাং সে দারুণ বেদনা তথন কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। চলিলেন—জলপানাশয়ে মলয়া একমনে উদ্ভ্রান্তহৃদয়ে সেই গভীর রজনীতে সেই জনশূন্য বিশাল প্রান্তর-বক্ষ দিয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথাও সরোবর পাইলেন না। মলয়ার শরীর যদিও অবসন্ন হইয়া আসিল, কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য মলয়া উন্মাদিনী। সেই উন্মত্ততা তাঁহাকে যেন পূর্ণ বলদানে আরও লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে চন্দ্রালোকে দুর হইতে উন্নত একটা পদার্থ আসিয়া তাঁহার জ্যোতিহীন নয়নফলকে প্রতিফলিত হইল। মলয়া অন্তিম আশায় নির্ভর করিয়া, সাধ্যমত বলে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। যতই নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই আশাবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, যাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি আসিতেছেন, তাহা কেবল উন্নত মৃত্তিকাপ্রাকার-মাত্র, তন্মধ্য হইতে এবং তদুপরি নানাজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে। ভাবিলেন ইহা কানন, অবশ্যই এতন্মধ্যে জলাশয় আছে। নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, প্রাকারটী পাষাণনির্ম্মিত নহে, দুর্গপ্রাকারের ন্যায় উন্নত এবং ঢালু, তদুপরি আরোহণ অসাধ্য। প্রবেশপথানুসন্ধানে সেই বিস্তৃত অসরল প্রাকার বা স্তূপ প্রদক্ষিণারম্ভ করিলেন, কিন্তু আশাব্যর্থ হইয়া গেল, কোথাও সোপান বা প্রবেশপথ পাইলেন না। সেই সমুচ্চ প্রাকারাকার স্তূপগাত্র এরূপ ঢালু যে, তদুপরি আরোহণ চেষ্টা করিলে নিম্নে অবশ্যই পতন নিশ্চয়। অন্তিম আশা ফুরাইল! যে মরিচীকা সরলা অসহায়া হরিণীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল, সেই মরিচীকা ভয়ঙ্করী বেশে যেন মলয়ার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। মলয়ার জ্ঞানবলবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল, বৃন্তচ্যুত কমলকোরকের ন্যায় প্রান্তর-হৃদয়ে নিপতিত হইলেন। চন্দ্রিকাশোভিত প্রান্তর যেন

মলয়ার চক্ষে ভীষণতম অন্ধকারপুরী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মলয়া ভাবিলেন, তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত। বিধ্বস্তহৃদয়ে সেই অন্তিমে স্মরণ করিতে লাগিলেন—স্নেহময়ী জননীর শ্রীচরণ।

অকস্মাৎ অদূরে কি একটা পতন শব্দ আসিয়া, সেই আসন্নমৃত্যুমুখপতিতা মলয়ার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই নির্জ্জন প্রান্তরে গভীর রজনীতে একাকিনী শয়ানা মলয়ার হৃদয়ে সেই শব্দ অমানুষিক ভয়োৎপাদন করিয়া দিল। অতিকষ্টে মস্তকোত্তন করিয়া দেখিলেন, দূর হইতে তাঁহারই অভিমুখে একটা কি অনুন্নত জীব ধীরে ধীরে আগমন করিতেছে। মনুষ্য কি হিংস্র জন্তু, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু আগন্তুকের অনুন্নত দেহ দর্শনে শেষ তাঁহার ধারণা হইল যে, মনুষ্য নহে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখিলেন, আগন্তুকের যেন তিনটী পদ, একটী সূক্ষ্ম অপর দুইটী তদপেক্ষা স্থূল! ত্রিপদ জন্তু এ জগতে মলয়া কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই, সুতরাং তাঁহার হতাশ্বাসহৃদয়ে আবার এক অমানুষিক ভয় দেখা দিল। অন্তঃকালে হিংস্র জন্তুর জঠরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, এই ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিল। নয়নে দর দর জলধারা পূর্ব্ব হইতেই বহিতেছিল, উচ্চ চীৎকারের চেষ্টা করিলেন, পিপাসায় কণ্ঠতালু সম্পূর্ণ পরিশুষ্ক, স্বর বাহির হইল না।

দেখিতে দেখিতে সেই দৃশ্য মলয়ার নিকটবর্ত্তী হইল। মলয়া চন্দ্রালোকে সভয়নয়নে দেখিলেন, জন্তু নহে, রমণী—একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী কুব্জারমণী অবনতদেহে যষ্টিহস্তে উপস্থিত। মলয়ার উদ্ভ্রান্তহৃদয়ে যে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত বহিতেছিল, তাহা থামিল। বৃদ্ধা, মলয়ার প্রতি তীব্র দৃষ্টিদানে উচ্চ হাস্য করিল। সেই বিকট হাস্যধ্বনি যেন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অনন্ত শূন্যে মিশিয়া গেল। মলয়া স্তম্ভিতা।

"মানুষ!—মানুষ!—হাঃ—সুন্দরী—পরমাসুন্দরী—যুবতী—মানুষ—হাঃ।" বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া, করস্থিত যষ্টি বিঘূর্ণিত করিয়া, অনুচ্চস্বরে আবার কি বলিতে লাগিল। মলয়া তাহার অর্থ বুঝিলেন না। মলয়া ভাবিলেন না যে, এই গভীর রজনীতে এই নির্জ্জন প্রান্তরে এ হেন বৃদ্ধা কোথা হইতে কিরূপে আসিল? প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে আদৌ উপস্থিত হয় নাই; তাঁহার একমাত্র আশা—প্রার্থনীয় জল। সুতরাং বৃদ্ধার মুখাকৃতি কিরূপ তৎপ্রতিও দৃষ্টিদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। বৃদ্ধার উচ্চ হাস্য এবং উক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া মলয়া, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "জল—জল—"

কুব্জা বৃদ্ধা আবার উচ্চ হাস্যে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "জল?—জ... ল খাইবি?—আয়, আমার সঙ্গে আয়।"

"কোথায়?"

"আমার বাড়ীতে।"

"আমি যে উঠিতে পারি না, শরীরে বল নাই।"

"তবে এই খানেই মরিয়া থাক।" বৃদ্ধা আবার কি সমুচ্চস্বরে বলিতে বলিতে, যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মলয়াকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

অতিকষ্টে করুণবচনে মলয়া কহিলেন, "তুমি যে-ই হও, আমায় একটু জল দাও, প্রাণ বাঁচাও।"

"আয়, আয়, আয়, হুস—আয়, আয়, আয়, হুস। চল, উঠিয়া চল, জল দিব এখন।"

বৃদ্ধার বাক্যে এবং অভিনয়ে মলয়া বিস্মিতা হইলেন। স্থির করিতে পারিলেন না যে, বৃদ্ধা মানবী, কি পিশাচিনী, কি মায়াবিনী প্রেতিনী, কি উন্মাদিনী।

"ভয় কি?—পরপুরুষের সঙ্গে এতদূরে আসিতে পারিলি, আর জল খাইতে যাইতে পারিবি না?"

"না, না, আমি একাকিনী আসিয়াছি।"

"একাকিনী?—যুবতী—সুন্দরী যুবতী—একাকিনী?—ভাল, আয়, আয়, উঠিয়া আয়, ভয় নাই, ভয় নাই।" বৃদ্ধার এই আশ্বাসবাক্যে মলয়া অন্তিম বলের সহিত অতিকষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধা কর্কশস্বরে বলিল, "না, ওরূপে হইবে না। বাঁধ, বাঁধ, অাঁচলে তোর চোখ বাঁধ। দে, আমি বাঁধিয়া দিতেছি।" মলয়া কিছু না বলিতে বলিতেই বৃদ্ধা মলয়ার বসনাঞ্চলে তাঁহার চক্ষু দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিল। মলয়া কলের পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। বাক্য রোধ হইয়া গেল। যেন একটা কি শক্তি আসিয়া, মলয়াকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল।

"আয়, আয়, আয়, পুস, আয়, আয়, আয়, পুস, দে, হাত দে।" মলয়া হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধা হস্ত ধরিবামাত্র মলয়ার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ভাবিলেন, মাংসহীন একটী অস্থিময় হস্ত যেন তাঁহাকে ধরিল।

"আয়, আয়, পুস, ভয় নাই, ভয় নাই।" বলিতে বলিতে, বৃদ্ধা চলিতে আরম্ভ করিল। মলয়া কম্পিতহৃদয়ে মহাভয়ে বিজড়িত হইয়া, অবরুদ্ধ

নয়নে ধীরে ধীরে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা সেই বিস্তৃত প্রাকার প্রদক্ষিণের পর একদিকের প্রাকার-তলস্থ পাষাণখণ্ডে যষ্টির [illegible] করিতে করিতে বলিল, "যা, যা, যা, চলে যা, চলে যা।" ভীতা মলয়া ইহার অর্থ বুঝিলেন না।

অকস্মাৎ একখণ্ড বৃহৎ পাষাণ যেন সরিয়া পড়িল। মলয়াকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা বলিল, "মাথা নীচু করিয়া আয়।" মলয়া তাহাই করিল। মলয়া কোথায় যাইতেছেন, কিছুই জানিলেন না। ভাবিলেন, প্রাকার অনেক দূরে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বৃদ্ধা, মলয়াকে একটী ঘোর অন্ধকারময় অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গমধ্য দিয়া লইয়া চলিল। রুদ্ধনয়না মলয়া বৃদ্ধার আদেশমত নতশিরে গমন করিতে লাগিলেন, জানিতেও পারিলেন না যে, সুড়ঙ্গমধ্য দিয়া যাইতেছেন। সুড়ঙ্গ পার হইয়া, বৃদ্ধা সেই প্রাকারবেষ্টিত স্থলের মধ্যদেশে আসিয়া উপনীত হইল।

সেই প্রাকারপরিবেষ্টিত বিস্তৃতস্থলের মধ্যস্থ দৃশ্য বিচিত্র। একদিকে স্তূপাকার মৃত্তিকা, ইষ্টক, পাষাণখণ্ড একত্র পতিত, একদিকে ভগ্নকুটীর, একদিকে প্রাচীন আবাসের ভিত্তিস্থল, একদিকে স্বভাবজাত পাদপাবলী, একদিকে একটা কূপ, একদিকে বহুশতবর্ষের প্রাচীন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সেই নীরব নির্জ্জন স্থান হইতে বৃদ্ধা মলয়াকে লইয়া, পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইল। গমনকালে কণ্টকাকীর্ণ লতা—পাদপশাখায় মলয়ার অঙ্গ ক্ষত হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমনের পর বৃদ্ধা একটী ঘোরতর অন্ধকারময়—অতীব প্রাচীন ভগ্নপ্রায় কক্ষমধ্যে মলয়াকে আনিয়া, চক্ষের বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল। মলয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন অন্ধকার!—কেবল বিভীষণ অন্ধকার!

কিয়ৎক্ষণপরে পূর্ব্বমত কর্কশরবে বৃদ্ধা "নে, জল নে, খা।" বলিয়া, সেই ঘোর তমময় কক্ষে মলয়ার হস্ত ধরিয়া, জলপূর্ণ একটী মৃত্তিকাভাণ্ড প্রদান করিল। মলয়া আগ্রহের সহিত সমস্ত জল নিমেষমধ্যে পান করিলেন। কিন্তু পান করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন অন্তরে অন্তরে কম্পিত হইয়া উঠিল। পিপাসা নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে আরও বৃদ্ধি হইল। অবসন্নদেহে মলয়া বসিয়া পড়িলেন। দৃষ্টি স্থির—শূন্যময়।

পরক্ষণেই গৃহ আলোকিত হইল। ভয়ঙ্কর দৃশ্য!—মলয়া দেখিলেন, কক্ষটী বিস্তৃত, কিন্তু অতিপ্রাচীন—পতনোন্মুখ। কক্ষের সমমধ্যস্থলে একটী

অগ্নিকুণ্ড ; সেই কুণ্ডটী হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। কুণ্ডের সম্মুখে একটী শিশুর-ম[illegible] কঙ্কালময় দেহ দণ্ডায়মান! সেই দেহের চারিটী মস্তক!—সম্মুখে বৃহৎ নরশির, পশ্চাতে গোমুখ, একপার্শ্বে ছাগমুণ্ড, অপর পার্শ্বে শূকর-মুথ!—দেখিতে বিভৎস দৃশ্য! কক্ষের এক প্রান্তে সারি সারি কতিপয় মৃত্তিকা-ভাণ্ড, অন্য পার্শ্বে কতিপয় ছিন্ন লতা, বৃক্ষপত্র—মূল। কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে—নৃমুণ্ডরাশির উপর রক্তকম্বলোপরি বসিয়া সেই বৃদ্ধা। সেই বৃদ্ধার প্রকৃতমূর্ত্তি মলয়া এতক্ষণ আদৌ দেখিতে পান নাই। বৃদ্ধার শরীর কৃশ—অতীব কৃশ—যেন একখণ্ড অতিসূক্ষ্ম ঘোরতর কৃষ্ণচর্ম্মে কঙ্কালময় কলেবর আচ্ছাদিত। প্রত্যেক অস্থিগ্রন্থি যেন সেই চর্ম্ম ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মস্তক, ভ্রূ, কেশবিহীন; অতি ক্ষুদ্র দুইটী চক্ষু কোটর মধ্যে সংপ্রবিষ্ট, চক্ষু-চ্ছদ আরক্তিম, তারকাদ্বয় লোহিতোজ্বল। বদনে রদন নাই; ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডদ্বয় যেন মুখবিবরে প্রবেশ করিয়াছে। চিবুকাস্থি যেন নাসাভিমুখে সমুত্থিত।

"আয়, আয়, উস, আয়, আয়" সেই ভীষণদর্শনা নারীমূর্ত্তি সহসা যেন মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া বলিল, "আয়, আয়, উস, আয়, আয়।"

আহ্বানশ্রবণে ভগ্নকক্ষগাত্রমধ্য হইতে একটী পক্ষী দ্রুতগতি বিকট রব করিতে করিতে আসিয়া বৃদ্ধার মস্তকে বসিল। পক্ষীটী কালপেচক; মলয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, পক্ষ বিস্তারে পুনরায় বিকট চীৎকার করিল।

"আয়, আয়, পুস, আয়, আয়।"

কক্ষের এক প্রান্ত হইতে একটী হৃষ্টপুষ্ট গম্ভীর কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহ মার্জ্জার লাঙ্গুলোন্নত করিয়া, কর্কশরবে এক লম্ফে আসিয়া, সেই নরকপালাসনার অঙ্কে বসিল। দুইটী জ্বলন্তচক্ষে মলয়ার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিদানে পুনরায় কঠোর স্বরে বলিল, "মেও।" যেন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেও?"

"আয়, আয়, হুস, আয়, আয়।"

পরমুহূর্ত্তেই কক্ষের অপর প্রান্ত হইতে একটী কৃষ্ণসারমেয় বিকট মুখ-ভঙ্গির সহিত দন্তপাতিবিস্তারে ক্রোধব্যঞ্জক ভয়াল চীৎকারে একলম্ফে আসিয়া বৃদ্ধার চরণতলে আশ্রয় লইল। তাহার অনিমেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মলয়ার প্রতি পতিত।

"আয়, আয়, ফুস, আয়, আয়।"

সহসা সেই জীর্ণ কক্ষের উপরিতল হইতে একটী দীর্ঘকলেবর গোক্ষুর সর্প নিম্নে পতিত হইয়া, সেই ভয়ঙ্করী নারীর দেহ জড়াইয়া, ফণা [illegible] মলয়ার প্রতি দৃষ্টিদান করিতে লাগিল।

জলপানমাত্রই মলয়ার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, শূন্যদৃষ্টিতে অবরুদ্ধকণ্ঠে জড়ের ন্যায় বসিয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে বীভৎস দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, ঘূর্ণিতমস্তকে কক্ষতলশায়িনী হইলেন। দেহ যেন নির্জীব, হস্তপদ অসাড়, নয়ন জ্যোতিঃহীন অর্দ্ধনিমীলিত। উষার গোলাপ যেন প্রদোষ-পবনপীড়নে বৃন্তচ্যুত হইয়া, ধরণীবক্ষে আশ্রয় লইল। পরক্ষণেই একটী হৃদয়স্তম্ভন হুঙ্কারে নরশিরাসনা নারীমূর্ত্তি নিকটস্থ মৃৎপাত্র হইতে তরল পদার্থ লইয়া, সেই কুণ্ডমধ্যে অর্পণ করিল। কুণ্ড প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। অনুচ্চস্বরে দ্রুতগতি বারবার কি বলিতে বলিতে, বৃদ্ধা সেইমত কুণ্ডমধ্যে সেই জলীয় পদার্থ অর্পণ করিতে লাগিল। পেচক, মার্জ্জার, কুকুর এবং সর্প একতানে নিজ নিজ স্বাভাবিক রবে কক্ষটী প্রতিধ্বনিত করিতে উন্মত্ত হইল। ভীষণদর্শনা রমণী কোটরবদ্ধ ক্ষুদ্রচক্ষে বারবার মলয়ার প্রতি দৃষ্টিদান করিতে করিতে সহসা গাত্রোত্থান করিল। কক্ষের একপ্রান্ত হইতে একপ্রকার লতামূল লইয়া, সংজ্ঞাশূন্যা প্রাণহীনার ন্যায় পতিতা মলয়ার নাসারন্ধ্রে বারম্বার অর্পণপূর্ব্বক শেষ চারিগাছী রজ্জু লইয়া মলয়ার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দিল। মার্জ্জার এবং কুকুর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, পেচক পক্ষবিস্তারে সেই নৃত্যে যোগদানে ক্ষান্ত হইল না। কালকূটধারী ভুজঙ্গ নৃত্যশীল মার্জ্জার-শরীর জড়াইয়া ধরিল। মার্জ্জার কিছুই বলিল না। পরমুহূর্ত্তে সেই ভীমদর্শনা নারী, মলয়ার হস্তপদবদ্ধরজ্জুচতুষ্টয় গৃহের চারিপ্রান্তে প্রোথিত কাষ্টকীলকে দৃঢ়রূপে এরূপভাবে বন্ধন করিল যে, সে হস্তপদ সঞ্চালনের আর কোন উপায় রহিল না। পরক্ষণে ত্বরিতহস্তে আর একটী লতামূল লইয়া পূর্ব্বমত মলয়ার নাসারন্ধ্রে ধরিবামাত্র উষার সমীরসংস্পর্শে নিদ্রিত কুসুম যেরূপ হঠাৎ জাগরিত হয়, মলয়ার সেইমত জ্ঞানের সঞ্চার হইল। মলয়া দেখিলেন, হস্তপদ আবদ্ধ, সম্মুখে ভয়ঙ্কর দৃশ্য!—হৃদয়ভেদী স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি!—এ কি! কেন আমায় বন্ধন করিলে?—ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, আমি অনাথিনী—অনাথিনী জননীর অনাথিনী কুমারী। মা!—মা!—মা!—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়। ওঃ! ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া

দাও। আমায় হত্যা কোর না—কোর না।" মলয়ার সেই হৃদয়ভেদী রোদনরোল কক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অনন্ত শূন্যে ছুটিল, কিন্তু সেই ভয়ঙ্করী নারীর হৃদয় টলিল না।

বৃদ্ধা পুনরায় ভীষণ হুঙ্কারে বলিল, "ভুল, ভুল, ভুল। একটা দিতে আর একটা দিয়াছি।"

"পিশাচিনী!—পিশাচিনী!—রাক্ষসী!—রাক্ষসী!—আমি অনাথিনী, আমারে হত্যা করিয়া তোর কি হইবে?—ওঃ!—মা!—মা!—শেষ পিশাচিনীর হস্তে মরণ!—হা গুরুদেব! আমার অদৃষ্টে—"

জীবন্ত পিশাচিনীস্বরূপিণী বৃদ্ধা পরমুহূর্ত্তে আর একটী লতামূল আনিয়া, সেই প্রাণভয়ে ভীতা মলয়ার নাসারন্ধ্রে ধৃত করিবামাত্র মলয়া আবার জ্ঞান হারাইলেন।

"আয়, আয়, আয়।"

বৃদ্ধার আহ্বানে সর্প মলয়ার গলদেশ দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিল, সারমেয় মলয়ার বামহস্তোপরি এবং মার্জ্জার দক্ষিণহস্তোপরি বসিল, পেচক পক্ষ-বিস্তারে মলয়ার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। বৃদ্ধা হুঙ্কাররবে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া, কুণ্ডমধ্যে পুনরায় সেই জলীয় পদার্থ দান করিবামাত্র অনল যেন কক্ষ দাহন করিবার জন্য ভীমমূর্ত্তি ধরিল। পরক্ষণে বৃদ্ধা একটী মৃৎকলস মধ্য হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা লইয়া, মলয়ার নিকট বসিয়া, অনুচ্চ স্বরে কি উচ্চারণ করিতে করিতে, একবার মলয়ার অনাবৃত হৃদয়ে এবং একবার ছুরিকাগাত্রে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিল। শেষ মলয়ার উদরোপরি একটী জানু রাখিয়া, সেই শাণিত ছুরিকা মলয়ার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবার উপক্রমপূর্ব্বক ভীষণ হুঙ্কারে "চাই, চাই, চাই, রক্ত চাই, কুমারীর রক্ত চাই, হৃদপিণ্ড চাই। পূর্ণ হবে, এতদিনে বাঞ্ছাপূর্ণ হবে।" বলিয়া, যেমন সেই শাণিত ছুরিকা মলয়ায় হৃদয়ে বিদ্ধ করিবে, অমনি অকস্মাৎ বজ্রনিনাদে রব আসিল, "মা!"

"হতভাগা!—এমন সময়ে বাধা।" বলিয়া, বিরক্তভাবে বৃদ্ধা দ্বারদেশে দৃষ্টিদান করিল। পরমুহূর্ত্তেই বেত্রপেটীকামস্তকে একটী বিরাটকায় ভয়ঙ্কর পুরুষমূর্ত্তি কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

"হতভাগা! এমন সময়ে বাধা। মুখে আগুণ তোর।"

"হতভাগি! কেবল ঘরে বসে বসে থাবি, আর আমি প্রাণ দিতে যাব।

পোড়াকপালী! আবার গালাগালি।" আগন্তুক মুখভঙ্গির সহিত এই কথা-বলিয়া শিরস্থিত পেটীকা নামাইয়া রাখিল।

আগন্তুক পুরুষের দেহ যেরূপ সুদীর্ঘ সেইমত বলি", ... ঘোর কৃষ্ণ, সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন দীর্ঘ দীর্ঘ লোমাবৃত, মস্তক কেশহীন, চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলন্ত লোহিত লৌহগোলকের ন্যায়। নিকটবর্ত্তী হইয়া সক্রোধে বলিল, "ব্যাপার খানা কি?" পরক্ষণে সংজ্ঞাহীনা শয়ানা মলয়ার প্রতি দৃষ্টিদানে কহিল, "এ কি?—একে কোথায় পাইলি?" ক্রোধের স্থলে বিস্ময় আসিয়া আগন্তুকের হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

বৃদ্ধা ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

নম্রবচনে সোৎসুকে আগন্তুক কহিল, "মা!—মা!—একে তুই কোথায় পাইলি?"

"তোর সে কথায় কাজ কি?"

"রাগ করিস কেন মা?—আজ কত কি এনেছি। এই দেখ" বলিয়া পেটীকার প্রতি অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিল।

"আরে ক্ষেপা, আজ এই কুমারীর বুকের রক্ত দিয়ে হোম করব; বুঝেছিস, মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।" বলিয়া বৃদ্ধা গর্জ্জন করিল।

মলয়ার রূপ দেখিয়াই আগন্তুকের হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। এরূপ সুন্দরী সে ইহজন্মে কখনও দেখে নাই। নরকের কীট পরিজাত দেখিবে কোথায়? নয়নভরিয়া মলয়ার রূপ দেখিয়া দেখিয়া, বলিল, "না, মা!—তা হবে না। তুই একে কাটিতে পারিবি না—আমি কাটিতে দিব না।"

হুঙ্কার করিয়া বৃদ্ধা বলিল, "কেন?"

"আমি একে বিয়ে করব, এ তোর রাঙা টুকটুকে বৌ হবে। মা! তুই একে কাটিস না।"

আগন্তুক বৃদ্ধার পুত্র, সম্বোধনে তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। বৃদ্ধা উত্তরে বলিল, "আরে ক্ষেপা! তাকি হয়? এ এমন সুন্দরী—পরমাসুন্দরী—রাজার রাণীর মত সুন্দরী, তোকে নিয়ে এ ঘর করবে কেন?"

"কেন করবে না?" দম্ভের সহিত তীব্রতেজে বৃদ্ধানন্দন কহিল, "কেন করিবে না? তুই তবে কিসের মন্ত্র শিখিলি?—তুই আমার বাপকে বশ

করে রাখতে পেরেছিলি, আর একে বশ করে দিতে পারিবি না? আমি একে বিয়ে করবই করব। দাঁড়কাকে কি পাকা আম খায় না?"

"চণ্ডা! তোর মুখে আগুন! তেলে কি জল মিশে?"

আগন্তুকের নাম উগ্রচণ্ড, মাতা আদরে চণ্ডা বলিয়া ডাকে। কথাটা চণ্ডের কর্ণে গেল না। চণ্ড দ্রুতগতি পেটীকা মধ্য হইতে কনকরঞ্জিত মহামূল্যবান বসন, হীরকহেমালঙ্কাররাশি এবং বহুল স্বর্ণরৌপ্যমুদ্রা বাহির করিতে করিতে সগর্ব্বে বলিতে আরম্ভ করিল, "একটা নয়, দুটা নয়, আজ তিন তিনটা খুন করেছি। এই দেখ কত কি এনেছি।"

বৃদ্ধার নয়ন জুড়াইল। মলয়ার উদর হইতে জানু অপসৃত করিয়া, সেই রদনহীন বদনে হাস্য করিতে করিতে বলিল, "ভ্যালারে মোর বাপ! নে, তোর বৌকে তুই নে।"

বৃদ্ধা ছুরিকা ফেলিয়া, চণ্ড কর্তৃক আনীত দ্রব্যাদি সযত্নে লইয়া, কুণ্ডের আলোকে দেখিতে লাগিল। পেচক, সর্প, মার্জ্জার এবং সারমেয় মলয়াকে ত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধার নিকট আসিয়া বসিল। চণ্ড অসীম আনন্দে মলয়ার বন্ধনগ্রন্থী খুলিতে খুলিতে বলিল, "মা! এ যে মড়ার মত পড়ে, একেবারে মারিস নাই ত?"

"না বাপ! মারিলে মন্ত্রসিদ্ধ হবে কেন? জেয়ান্ত কুমারীর গরম রক্ত চাই, তা নইলে কি সিদ্ধ হয়? ভাল বাপ চণ্ডা! আজ কোথায় এ খেলা খেলে এলি যাদু?"

"একটা নয়, দুটা নয়, তিনটা, তিন তিনটা মানুষকে আজ যমালয়ে পাঠিয়ে তবে ও গুলো এনেছি। আজ নগরে বড় ঘটা, কে কারে দেখে তার ঠিক নেই। সকলেই তামাসা দেখতে বেরিয়েছে, সুযোগপেয়ে একটা বাড়ীতে ঢুকলেম। বাড়ীতে কেউ ছিল না, কেবল দুটা মাগী আর একটা বুড়ো চাকর। তিনটের কাজ শেষ করেই এ গুলা নিয়ে দৌড়।"

"আর বুদো?"

"বুদোর দফা আজ রফা হয়ে গেছে।"

"সে কিরে?—রফা কি?"

"আর তারে দেখতে পাবিনি।"

"অ্যাঁ!—অ্যাঁ—সে কিরে চণ্ডা? বুদো কি নেই?"

"বুদো আমারই সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল, কিন্তু ব্যাটা যেমন হাবা—যেমন পেটুক, তেমনি ফল পেয়েছে।"

"খুলেই বল না?—হয়েছিল কি?"

"দুজনে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি যে, নানান রকম খাবার সাজান রয়েছে। বুদো আসল কাজ ছেড়ে দিয়ে খেতেবসে গেল! আমি যতই বারণ করি, যতই উঠে আসতে বলি, ততই ব্যাটা দুহাতে খাবার নিয়ে নাকেমুখে গুঁজে কেবল হুঁ হুঁ করতে থাকে। শেষ আমি যখন আর একটা ঘরে গিয়ে কাজ শেষ করে চলে আসি, তখন দেখি যে, বুদো খাবারের ঝুড়ি মাথায় করে আসচে। দুজনেই একসঙ্গে তাড়াতাড়ি নামলেম; দরজার কাছে এসে দেখি যে, দুটো লোক খোলা তলোয়ার হাতে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। আমিত নিজের তলোয়ারে একজনের মাথা সাঁ করে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেম, কিন্তু ফিরে দেখি যে, আর একজনের তলোয়ারের চোপ বুদের কাঁদে পড়ল। খাবারের ঝুড়িসুদ্ধ বুদো অমনি পড়ে গেল। মনে করলেম, বুদোর মাথাটা কেটে নিয়ে আসি, কিন্তু চখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দেখি যে, আর একজন লোক বর্শাহাতে নিয়ে মার মার করতে করতে দৌড়ে আসছে; আপনার প্রাণ যায় দেখে, ভোঁ দৌড়দিয়ে পাড়া পার হয়ে ডুব মারলেম।" চণ্ড দন্তের সহিত নিজ সহযোগী দস্যু বুদোর ভাগ্যবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, অচৈতন্যা মলয়ার প্রতি আবার সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"যাঃ, এতদিনের পর বুদো গেল! ভাল বুদো যদি না মরে থাকে?"

"ভালই ত! আরাম হয়ে ফিরে আসবে, আবার তুই তোর বনপোকে দেখতে পাবি। নইলে যে দেখা দেখেছিস, সে-ই শেষ দেখা।"

চণ্ডের সহযোগী বুদো বৃদ্ধার ভগ্নিপুত্র।

"ভাল বাপ চণ্ডা! বুদো বোনপোই হক, আর যাই হউক, সে যদি না মরে থাকে, তবেত ঘোর বিপদ?"

"কিসে?"

"সেত একটা আস্ত গাধা। হাবার শেষ, খেতে পেলে আর কিছুই চায় না। রাজার লোকেরা যদি তাকে ধরে পেটের কথা সব বার করে নেয়, তবেই ত আমাদের সর্ব্বনাশ। তবেই ত আমাদের এখানকার

এতকালের বাস উঠল! তবেই ত আমাদের প্রাণনিয়ে টানাটানি হবে,—তবেই ত আমাদের ছলচাতুরী লুকোচুরি বেরিয়ে পড়বে?

"আমি কি করব? তুই হতভাগীই ত সকল নষ্টের গোড়া। তু-ই ত তাকে আমার সঙ্গে আজ পাঠিয়ে দিছলি।"

"ভাল, যখন দেখলি তার বাঁচবার আশা নেই, তখন তুই কোন্ তার মাথাটা কেটে আনলি?"

সক্রোধে সিংহগর্জ্জনে চণ্ড বলিয়া উঠিল, "তার মাথাটার জন্যে আমার মাথাটা দিয়ে আসলেই ভাল হত, না?—তোর আর অত ভয়ে কাজ নেই। এখানে ছ্পুরুষ সুখে কাটালেম, কেউ ঢুকলো না, আর আজ বুদোর কথায় রাজার লোক এখানে আসবে। এ পিশাচগড়ের নামে ছেলে বুড়ো বীর দস্যুর প্রাণ কাঁপে, এখানে আবার মানুষে সাধ করে মরতে ঢুকবে!"

জীবন্তপিশাচিনীস্বরূপিণী বৃদ্ধা—জীবন্ত রাক্ষসাকৃতি চণ্ডের সম্মুখে মলয়া আজি যে স্থলে পতিত, ইহার নাম পিশাচগড়। গৌড়ে বৌদ্ধশাসনারম্ভের বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থলে একটী হিন্দু-দেবমন্দির বিরাজিত ছিল। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রথম প্রধান শত্রু বৌদ্ধগণ গৌড়ে প্রবিষ্ট হইয়াই হিন্দুদিগের এই প্রাচীন দেবালয়টী বিগ্রহের সহিত একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় হিন্দুপুরোহিত এবং অনুচরও অনন্ত যাতনাভোগের পর বিজেতা বৌদ্ধদিগের দ্বারা শোচনীয়রূপে এই মন্দিরমধ্যে নিহত হয়। পবিত্র মন্দিরমধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের অপঘাত মৃত্যুতে গৌড়ের হিন্দু অধিবাসিগণ মহাভীত হইয়া উঠেন। অচিরেই নগরমধ্যে জনরব উঠে যে, নিহত দ্বিজদল পিশাচমূর্ত্তিতে এইস্থলে অবস্থান করিতেছে। সেই সময় হইতেই ইহা পিশাচগড় নামে অভিহিত হইতে থাকে। প্রাণভয়ে রজনীতে বা দিবসে হিন্দু বা বৌদ্ধ কেহই ইহার সীমানা দিয়াও গমন করে না।

অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল, কালজঙ্ঘা নামক এক দুর্দ্দান্ত দস্যু একদা সদলে দূরাঞ্চল হইতে গৌড়মধ্যে দস্যুতা করিতে আইসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কালজঙ্ঘা সেই দস্যুতাকালে অনুচরবর্গের সহিত ধৃত এবং কারাবদ্ধ হয়। কালজঙ্ঘা একদা সুযোগপ্রাপ্তে কারাগার হইতে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণভয়ে এই পিশাচগড়ে আসিয়া রজনীতে আশ্রয় লয়। কালজঙ্ঘা তখন জানিত না যে, এই পিশাচগড়ে মরণভয়ে কেহই প্রবেশ করে না এবং জনরব যে, ইহার

মধ্যে জীবন্ত পিশাচদল বিহার করিয়া থাকে। কালজঙ্ঘা দুইদিবসকাল পিশাচ-গড়ে গোপনে অবস্থানপূর্ব্বক এই স্থানটী নিতান্ত নিভৃত দেখিয়া এবং তৎ-পরে এই স্থানে কেহই প্রাণভয়ে প্রবেশ করে না শুনিয়া, কিছুদিন পরে সপরিবারে আসিয়া এইস্থলে বাস করে। সর্ব্বসাধারণের ভীতিপ্রদ এই নিভৃত স্থলে সচ্ছন্দে বাস এবং রজনীতে নগরমধ্যে দস্যুবৃত্তি দ্বারা কাল-জঙ্ঘা জীবিকাযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতীত হইল, কালজঙ্ঘা কালকবলে নিপতিত হইয়াছে।

যে ভয়ঙ্করী বৃদ্ধাকে পাঠকমণ্ডলী নিরীক্ষণ করিতেছেন, এই বৃদ্ধা সেই কালজঙ্ঘার প্রেয়সী; আর ভীমকায় পুরুষ উগ্রচণ্ড কালজঙ্ঘের প্রিয়তম পুত্র। সর্ব্বসাধারণকে ভয় প্রদর্শন জন্য চণ্ড নিজ পিতার ন্যায় প্রতি অমাবশ্যা রজনীতে ভগ্নমন্দির-স্তূপের উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, এবং বিকটরবে চিৎকার, আর্ত্তনাদ করিয়া, পিশাচগড়ে যে আজি পর্য্যন্ত সত্য সত্যই পিশাচ রহিয়াছে, সাধারণের এই সংস্কার প্রবল করিয়া দিতে ক্ষান্ত নহে। গৌড় এবং উপনগরের সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশ্বাস যে, পিশাচ-গড়মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিলেই মরণ নিশ্চয়। যদি কখন কোন অসম-সাহসী বীর এতন্মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহা হইলে, চারিদিকের প্রাকার যেরূপ ঢালু এবং সমুচ্চ তাহাতে তদুপরি দিয়া গমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। একটীমাত্র প্রাচীন দ্বার এক্ষণে সুড়ঙ্গাকারে পরিণত; তাহাও প্রস্তর দ্বারা এরূপ ভাবে আবৃত যে, সে স্থলে যে দ্বার আছে, সহসা কাহারই এমত বিশ্বাস হয় না। যদিও কেহ পাষাণখণ্ড অপসৃত করিয়া, প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভীষণদর্শন বিষধরগণ সেই সুড়ঙ্গমুখে অগ্রসর হইয়া, প্রবেশার্থির জীবনাশা একেবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, বৃদ্ধা যৎকালে মলয়াকে লইয়া, এই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে, তৎকালে "যা, যা, যা, চলে যা, চলে যা" বলিয়াছিল, যে কথার অর্থ মলয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আর কিছুই নহে, বৃদ্ধা সুড়ঙ্গমুখস্থ বিষধর সর্পদিগকে সরিয়া যাইতেই বলিয়াছিল। বৃদ্ধা সর্পবশীকরণ মন্ত্র বিলক্ষণ জানিত।

উগ্রচণ্ড এই পিশাচগড়মধ্যে নিরাপদে অবস্থানপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবনাতিবাহিত করিতেছে। গভীর রজনীতে বহির্গত হইয়া, রজনীতেই প্রত্যাগত হয়। বৃদ্ধা, উগ্রচণ্ড এবং পাঠকগণ যে বুদোর নাম শ্রবণ করিলেন,

ইহারা কেহই দিবসে এই গড় হইতে বহির্গত হয় না। চল নিজ জননীর নিকট হইতে যাদুকরণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, বিষহরণ, প্রভৃতি অনেক মন্ত্র এবং বহুল লতা, মূল প্রভৃতির দ্রব্যগুণতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিল। সেই মন্ত্রবলে এবং দ্রব্যগুণবলেই বৃদ্ধা আজি মলয়াকে লইয়া এই লোমহর্ষণ অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে।

অচৈতন্যা মলয়ার হস্তপদবন্ধন উন্মোচন করিয়া, প্রজ্বলিত রক্তিম-নয়নে বিবৃত মুখভঙ্গির সহিত উগ্রচণ্ড নিজ জননীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিদানে বলিল, "হতভাগী!—এমন বেঁধেছিস যে, গায়ের রক্ত ফুটে বেরুচ্চে।—মুখে আগুন তোর।"

বিস্ময়ব্যঞ্জকভাবপ্রকাশে বৃদ্ধা কহিল, "সে কিরে বাপ?—বিয়ে না হতে. হতেই এই, বিয়ে হলে, না জানি তোর বুড়ো মার কি দশাই করবি।"

"করবই ত, তোকে জেয়ান্তে স্বর্গে পাঠাব। দেখ দেখি, যে থানে যে থানে বেঁধেছিস, রক্ত ছুটে পড়ছে!"

"বাবা! বৌ এমনি জিনিসই বটে।" বৃদ্ধা মনে মনে বলিল, "সর্ব্বনাশ! এরই মধ্যে এই, রাক্ষসীটার সঙ্গে বিয়ে হলে, দেখছি তবে আমাকে কোন্ দিন সত্যি সত্যিই গলাটিপে মেরে ফেলবে। এটাকে আর আস্ত রাখা হবে না, আজই কাজ শেষ করতে হবে।"

বৃদ্ধা যে সমস্ত লতা, মূল এবং পত্র সংগ্রহ করিয়া, নিজ অভিষ্টকার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে, যে যে লতা, মূল এবং পত্রের যে যে গুণ, উগ্রচণ্ড তৎসমস্তই নিজ মাতার নিকট দীর্ঘ সহবাসে শিক্ষা করিয়াছিল। সে সহসা কক্ষের একপার্শ্ব হইতে একপ্রকার মূল লইয়া, দ্রুতগতি মলয়ার নাসারন্ধ্রে ধরিল। বৃদ্ধা পরক্ষণেই হুঙ্কাররবে অন্যবিধ তরল পদার্থ কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিল, কক্ষটী পুনরায় ঘনঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কেহই কাহাকে দেখিতে পাইল না।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার মলয়ার চৈতন্য সঞ্চার হইল। "মা!—মা!—মা!" বলিয়া, নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক মলয়া দেখিলেন, চারিদিকে বিভীষণ অন্ধকার। সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায়?—আমি কোথায়?—এই না পিশাচিনী আমার হস্তপদ দারুণবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল?—এই না পিশাচিনী আমাকে জীবন্তে আহার করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিল?—কোথায়?—আমি এখন কোথায়?—এ কি ঘোর

অন্ধকারময় নরককুণ্ড ?—না সেই পিশাচিনীর পাপপুরী ?—আমি কোথায় ?—মা !—মা !—তোমার আদরিণী মলয়ার ভাগ্যে এই ছিল ? এই নরককুণ্ডে—পিশাচপুরীতে অবশেষে আমার মরিতে হইল ?—হা দেবাদিদেব !—হা আশুতোষ !—হা অনাথনাথ !—দুঃখিনী—চির-দুঃখিনী—জন্মদুঃখিনীর প্রতি কেন দেব ! এত নিদয় ? হা প্রভো ! তোমার সেবায় জীবনার্পণ করিয়াছি—একমাত্র তোমার চরণই আমার সম্বল, নাথ ! দেখা দাও—এ বিপদে—রুদ্রমূর্ত্তিতে দুঃখিনীরে একবার দেখা দাও। হা !—নিরাশা—নিরাশা—উঃ !—কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার !—ও আবার কি ?—কাহার শ্বাসশব্দ শুনিতে পাই ?—কেরে ?—কে তোরা ?—তোরা কি নরকের কীট ?—কে ?—হা !—তোরা কি আমার মত জীবন্তে নরককুণ্ডে পতিত ?—হা ভগবান !—হা পশুপতি !—প্রাণ যায়—"

"ভয় নাই। হতভাগী তোমায় কাটবে বলে বেঁধেছিল, আমি এসে—"

"কে তুমি ?—কে তুমি প্রাণদাতা ?—দাতাকর্ণ ?—বীরেন্দ্র ?—না—না—কে তুমি ?" প্রগাঢ় অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, মলয়া সাগ্রহে আবার বলিলেন, "কে তুমি ?"

মলয়ার কাতর প্রশ্নে কোন উত্তরদান না করিয়া, উগ্রচণ্ড নিজ জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হতভাগী !—জ্বাল, তোর কুণ্ড জ্বাল, নইলে এখনই তোর মুণ্ডপাত কোরব।" পরমুহূর্ত্তেই নিকটস্থ হইয়া, দ্বিগুণ বলের সহিত উগ্রচণ্ড, বৃদ্ধার হস্ত ধরিল। বিষম বেদনা পাইয়া, বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "ছাড়, ছাড়, ছাড় বাপ !—বুড়ো মা—বুড়ো মা—বউয়ের জন্যে এর মধ্যেই এই—ছাড়, ছাড়, জ্বালি—জ্বালি—"

পরমুহূর্ত্তেই অগ্নিকুণ্ড আবার প্রজ্বলিত হইল। মলয়া দেখিলেন, সেই হৃদয়স্তম্ভন বিভীষণ দৃশ্য ! মলয়ার প্রাণ কাঁপিল। সভয়ে বলিয়া উঠি-লেন, "হা !—এ যে সেই পুরী, সেই পিশাচিনী—সেই নরককুণ্ড—কে তুমি অভয় দিলে ?—এ নরককুণ্ডে কে তুমি ? নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত মন্দিরে কে তুমি দয়ার দূত ?"

"এ বুড়ী হতভাগী আমার মা।"

"অ্যাঁ !—পাষাণীর উদরে নির্ঝরের জন্ম ! প্রাণদাতা !" বলিতে বলিতে মলয়া করজোড়ে রোদনবদনে করুণবচনে কহিলেন, "আমি অনাথিনী, আমার জননী অনাথিনী—এ জগতে আমাদের কেহই নাই—"

"ভয় কি? কাঁদ কেন?" বাধাদানে উগ্রচণ্ড কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভয় কি? কাঁদ কেন? তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি, যতদিন বাঁচব, আমার প্রাণদিয়ে তোমার প্রাণ বাঁচাব। কিন্তু আমার একটী কথা রাখতে হবে?"

"কি কথা?—কি অনুরোধ? তুমি আমার প্রাণ দিয়াছ, ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

"কথাটা কি, তোমায় আমায় বিয়ে। সুখে ঘরকন্না করব। নইলে ঐ বুড়ীই তোমার বুকে বিষের ছোরা বসিয়ে, তোমায় জেয়ান্তে জ্বালিয়ে মারবে।"

হিমাদ্রির উচ্চতম শিখর হইতে মলয়া যেন সহসা জলধির অন্তস্তলে নিপতিত হইলেন। "ওঃ! যমদূত! তুমি সাক্ষাৎ যমদূত!—এই নরককুণ্ডের বিষধর কীট। হা ভগবান!—হা সতীগতপ্রাণ শঙ্কর! এ কি! আমায় কোথায় আনিলে?—কোন্ নরককুণ্ডে ফেলিলে? ওঃ! আমার অদৃষ্টে জীবন্তে নরকযাতনা লিখিয়াছিলে? হা দেব! এই কি তোমার সেই অভয়দান?—নাই, আর আশা নাই। জননী!—জননী!—অনাথিনী জননী! দেখিলে না মলয়ার অদৃষ্টে ভগবান কি লিপি লিখিয়াছিলেন?—শঙ্করী!—দাক্ষায়ণী!—এই কি তোমার দয়া?—অনাথিনী কুমারীর প্রতি এই কি তোমার দয়া?—দেবী!—তুমিই না শিখাইয়াছ কিরূপে প্রাণ ত্যজিতে হয়? দেবী!—এ ঘোর বিপদে—এই নরককুণ্ডে—পিশাচিনীর পুরীতে এ অনাথিনী কুমারী চায় কেবল তোমার শ্রীচরণ। মা সতী-প্রধানা! নাই, আশা নাই, সতীত্বরক্ষার আর আশা নাই—" মলয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে বলিতে, ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা যে শাণিত ছুরিকা মলয়ার হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে উদ্যত হইয়াছিল—উগ্রচণ্ড যে ছুরিকার দ্বারা রজ্জু-বন্ধন কর্ত্তন করিয়া কক্ষতলে রাখিয়াছিল, নিমেষের মধ্যে মলয়া তাহা লইয়া কম্পিতহস্তে নিজ কোমলহৃদয়ে আঘাত করিলেন! রক্তস্রোত তীব্র-বেগে সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে—ভীষণদর্শনা বৃদ্ধার বদনে—সাক্ষাৎ কালান্তক স্বরূপ উগ্রচণ্ডের অঙ্গে—পেচক-সর্প-সারমেয়-মার্জ্জারের গাত্রে পড়িল এবং সেই মুহূর্ত্তেই জলদক্রোড়ভ্রষ্ট সৌদামিনীর ন্যায় মলয়ার ললিততনু কক্ষ-তলে পতিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যে বাসন্তী পূর্ণিমার পূর্ণশশী গগণপ্রাঙ্গণে তারকাঙ্গনাপরিবৃত হইয়া, নিশির-সঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গে সুধার তরঙ্গ ঢালিতে ঢালিতে দেখিয়াছিলেন, বনবিহঙ্গিনী মলয়া নির্ব্বাণকানন হইতে শৃঙ্খলমোচনে পুনরায় বনের দিকে ছুটিল, সেই বাসন্তী পূর্ণেন্দু নিশিশেষে দেখিতেছেন, বীরেন্দ্রের ক্ষুদ্র উদ্যানবাটীকার নিভৃত কুঞ্জমধ্যে পাষাণবেদীকায় শয়ন করিয়া একটী রমণী। রমণীর আকর্ণবিস্ফারিত নয়নযুগল অস্তগমনোন্মুখ চাঁদের পানে, শশীর পূর্ণ-দৃষ্টি রমণীর সেই কমনীয় মুখের প্রতি। শান্তি চাহিতেছে সুধা, সুধা চাহিতেছে শান্তি। মুহুমুহু হাসিয়া হাসিয়া, বিধুর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া রমণী বলিল, "শশী! আমি তোমায় বড় ভাল বাসি—তোমার সুধামাখা রূপরাশি আর জগৎভরা মধুর হাসি বড় ভালবাসি। চাঁদ! কেন তুমি রজনীতে দেখা দাও? ফুলের মত তোমার প্রাণ সরল উদার; রাজার প্রাসাদে—অনাথের পর্ণকুটীরে—নির্জ্জনকাননে—গভীর গহনে—অপার সাগরে—গ্রামে কি নগরে, যে খানেই যাই, দেখিতে পাই তোমার ঐ মুখভরা হাসি। চাঁদ! যে তোমায় চায় না, যে তোমায় দেখেও দেখে না, তাহার প্রতিও তুমি হাসিয়া হাসিয়া, সুধার তরঙ্গে তাহাকে ভাসাইয়া দাও। এমন সরল-প্রাণ এই ফুল ব্যতীত আর কার আছে চাঁদ?—আবার বলি শশী! তুমি কেন দিনে দেখা দাও না? মানুষগুলা জাগ্রতাবস্থায় তোমার এই সরল উদারপ্রাণের সুধার খেলা দেখিয়া, শিক্ষা করুক, এ জগতে সকলের প্রতি কেমন সমানচক্ষে দেখিতে হয়।"

বাসন্তী মলয়ামারুত আসিয়া, কুঞ্জস্থ লতাপল্লব নাচাইয়া যেন রমণীর উক্তি সমর্থন করিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শশী যেন পশ্চিমপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। সম্মুখস্থ নবমুকুলিত আম্রবৃক্ষ শশীকে শয়ানা রমণীর নয়নান্তর করিয়া দিল। রমণী উঠিয়া বসিলেন। আবার শশীর হাসিমুখ খানি রমণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সেই নীরব নিশীথে নিভৃতকুঞ্জের চারি-দিকে—বীরেন্দ্র উপরিতলের যে কক্ষে শয়ন করেন, সেই কক্ষের বাতায়না-ভিমুখে—শেষ হাস্যময় শশীর প্রতি অনিমেষ নয়নার্পণে রমণী গাহিল,—

(রাগিণী বাহার—তাল একতালা।)

"চারুরূপরাশি, মধুমাখা হাসি,
বড় ভালবাসি, শশী!
নিশীথে নির্জ্জনে, নিরখি নয়নে,
ফুল্লফুলবনে, বসি।
হেনিশীবিলাসী! জানত উদাসী,
অমিয়পিয়াসী, দাসী—
গগণে গগণে, কিফল ভ্রমণে?
বস হৃদাসনে, আসি।"

নিশীশেষে সুধাংশুর শেষ সুধাকরতরঙ্গায়িত কুঞ্জে রমণীর সংগীতসুধা-লহরী বিহঙ্গকুলকে জাগরিত করিয়া তুলিল। কোকিলের কুহুস্বরে পাপিয়ার পিউ রব মিশ্রিত হইয়া, যেন মৃদুহাসিনী উষাকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। রমণী দেখিল, ডুবিল—ডুবিল—পশ্চিম জলধিজলে সুধার শশী ডুবিল!

মধুময়ী উষার সঙ্গে সঙ্গেই স্নিগ্ধ সমীরণ আসিয়া, সেই ক্ষুদ্র কুঞ্জের পুষ্পিত পাদপপুঞ্জের কাণে কাণে যেন কি প্রাণের কথা কহিতে আরম্ভ করিল। মাতোয়ারা অনিল চঞ্চলচরণে কুসুমকোমলমুখচুম্বনে চারিদিকে ছুটিল। রমণী দেখিল, একটী মল্লিকাকলিকা নবোঢ়া বালিকার ন্যায় পতিসমক্ষে অবনতশিরে রহিয়াছে, মলয়ানিল যেন সাদরে সোহাগে বৃন্ত ধরিয়া কলিকাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। রমণী সেই কুসুম-সমীর খেলা দেখিয়া দেখিয়া, বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষের মুক্তবাতায়নের প্রতি আবার দৃষ্টিদানে গাহিল;—

(রাগিণী ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—তাল একতালা।)

"কও, কও, কও,
ও ফুল! প্রাণের কথা কও।
ভালবাস যারে, পেয়েছ তাহারে,
আনত-আননে ও ফুল! কেন মানে রও?
বিজনে গোপনে, যতনে চুম্বনে,
সমীরণে হৃদাসনে,
লও, তুলে লও।"

সংগীত সমাপ্তির পর অদূরে পদ শব্দ আসিয়া, রমণীর কর্ণপটহে সংঘাত করিল। রমণী চকিতনয়নে চারিদিকে দৃষ্টিদানে কুঞ্জদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে দেখিল—বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রকে দেখিবামাত্রই উষার ঘুমন্ত ফুলের ন্যায় রমণীর আননপুষ্প যেন প্রস্ফুটিত হইল। সহাস-অধরে রমণী অগ্রবর্ত্তিনী হইতে না হইতেই বীরেন্দ্র যেন বিস্ময়বিজড়িত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কে?—মাধুরী?—মাধুরী! তুমি যে এ সময়ে এ খানে?"

নীরদমুখী চাতকিনী যেরূপ নীরদগর্জ্জনে স্তম্ভিত হয়, বীরেন্দ্রের প্রশ্ন যেন সেইমত মাধুরীর হৃদয়ে বিষম আঘাত করিল। মাধুরী শূন্যনয়নে বীরেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া পড়িল। হাস্যময়ী উষার নয়নে যেরূপ শিশিরবিন্দু নিপতিত হয়, মাধুরীর নয়নকোণে সেইমত অশ্রু-বিন্দু আসিয়া দেখা দিল।

"মাধুরী! আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছ না কেন?"

"এ অনাথিনীর কি এ শান্তিনিকেতনে জনমের মত প্রবেশ নিষেধ?" বলিতে বলিতে, মাধুরীর দুইটী সরল উজ্জ্বল নয়ন দিয়া, দর দর ধারে জল বহিতে লাগিল।

বীরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া, মাধুরীর করধারণে উত্তোলনপূর্ব্বক কোমলবচনে বলিলেন, "আদরিণি! কে বলিল এ খানে তোমার প্রবেশ নিষেধ?" মাধুরীর বসনাঞ্চলে মাধুরীর নয়নসলিল মুছাইতে মুছাইতে, বীরেন্দ্র আবার কহিলেন, "মাধুরী! তুমি আমার কথায় কাঁদিলে?—আমিত কাঁদিবার কথা কিছুই বলি নাই। তোমাকে গত রজনীতে পাঠাইয়াছিলাম, মলয়ার নিকট থাকিতে, সেই জন্যই এই প্রত্যূষে তোমাকে এ খানে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি এখানে কখন আসিলে?"

মাধুরী নীরবে নতবদনে সেই গৈরিক বসনাঞ্চল-সূত্র ছিন্ন করিতে লাগিল।

এতক্ষণের পর মাধুরীর সেই গৈরিক বসনের প্রতি বীরেন্দ্রের দৃষ্টি পতিত হইল। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "মাধুরী!—এ কি!—এ বসন তোমায় কে দিল?—কোথায় পাইলে?"

মাধুরী পুনরায় শূন্যনয়নে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিদানে বলিল, "আপনি কি রহস্য করিতেছেন?"

"রহস্য!—তোমার সহিত আমি রহস্য করিব? বল, তুমি এ বসন কোথায় পাইলে?"

"আপনি কি জানেন না, আমি মলয়ার বসন পরিয়াছি?"

"কত কথা!" বিস্ময়পূর্ণলোচনে বীরেন্দ্র কহিলেন, "কত কথা! কাল সেই সন্ধ্যার সময় তুমি গিয়াছিলে, আর আজ এই দেখা; আমি কিরূপে জানিব?—ভাল, মলয়ার সংবাদ কি?"

নির্ব্বাণকানন হইতে বহির্গত হইলে, মলয়ার ভাগ্যে কি শোচনীয় কাণ্ড ঘটে, গৌড়ের তাহা কেহই জানে নাই, সুতরাং মাধুরী তাহা কিরূপে জানিবে? মাধুরী ভাবিয়াছিল যে, মলয়া তাহার উপদেশমত নির্ব্বাণকানন হইতে বহির্গত হইয়া বীরেন্দ্রের আবাসে আশ্রয় লইয়াছেন। সেই বিশ্বাসে প্রত্যূষে আসিয়া কুঞ্জ মধ্যে বসিয়া, দিবাগমের অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে বীরেন্দ্রের উক্ত প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিল, "মলয়া ত নির্ব্বাণ-কাননে নাই।"

"নাই!" ব্যগ্রভাবে সোৎসুকে বীরেন্দ্র মাধুরীর হস্তধারণে বলিলেন, "নাই!—মলয়া নির্ব্বাণকাননে নাই? তবে তিনি কোথায়?"

"কেন? এই খানে,—আপনার এই শান্তি-নিকেতনে।"

"সে কি কথা?—তিনি বন্দিনী, আমার এখানে তিনি কিরূপে আসিবেন?"

"তাঁহাকে যে আমি উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। আপনার সন্তোষের—"

"উদ্ধার!" বাধাদানে বীরেন্দ্র কহিলেন, "উদ্ধার! তুমি উদ্ধার করিয়া দিয়াছ?—সেই ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তুমি কিরূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিলে?"

মাধুরী ধীরে ধীরে মলয়ার উদ্ধারবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক পরিবর্ণন করিতে বিলম্ব করিল না।

বীরেন্দ্র উৎফুল্লহৃদয়ে শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হা! মাধুরী! কে বলে তুমি উন্মাদিনী?"

"জগৎ।"

"জগৎ তোমায় চিনে না।"

"আমার অদৃষ্ট।"

"জগতের দুর্ভাগ্য। ভাল মাধুরী! তুমি মলয়াকে উদ্ধার করিয়া, কোথায় রাখিয়াছ?"

"আমি!" বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে মাধুরী বলিল, "আমি! আমি রাখিয়াছি! আবার আপনি এই প্রশ্ন করিতেছেন? মলয়া কি গত রজনীতে সত্য সত্যই এখানে আসেন নাই?"

"না।"

"সে কি?—আমি যে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, রাজপথের উত্তরদিক দিয়া, বরাবর তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া, আপনারই এই আবাসে আসিতে।"

"তিনি ত আসেন নাই। তবে কোথায় গেলেন?" এ কথা বলিয়া, বীরেন্দ্র মাধুরীর কোমলকরপল্লব পরিহারে উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে ধীরে ধীরে একমনে পাদবিহার করিতে লাগিলেন।

বীরেন্দ্রের সেই বিষাদবিষণ্ণভাবদর্শনে মাধুরীর হৃদয়ে যেন বেগে ঝটিকাবর্ত্ত বহিল। মাধুরী কাতরস্বরে কহিল, "দাতাকর্ণ! আপনি কি আমার উপর রাগ করিলেন?"

দাতাকর্ণ নীরব। আপনমনেই পূর্ব্বমত কি চিন্তার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

সোৎসুকে মাধুরী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আবার বলিল, "অনাথশরণ! আমি কি কোন অপরাধের কার্য্য করিয়াছি?"

এ কথাও চিন্তান্বিত বীরেন্দ্রের কর্ণে গেল না।

নবদুর্ব্বাদলে পাতিতজানু হইয়া, করযোড়ে মাধুরী আবার বলিল, "অনাথশরণ! আপনার সন্তোষেই আমার সুখ। আপনি সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়াই মলয়ার কথায় আমি সেই পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলাম। আপনি যে—"

মাধুরীর সেই কাতর আবেদন সমাপ্ত না হইতে হইতেই বীরেন্দ্র যেন চিন্তাবিতাড়িত হইয়া কুঞ্জ পরিত্যাগ করিলেন। মাধুরীর হৃদয়ে যেন একেবারে সহস্র বজ্র নিপতিত হইল। সেই প্রভাতীতপনরঞ্জিত কুঞ্জে বসিয়া মাধুরী দেখিল, যেন কালরজনী আসিয়া তাহাকে ঘিরিল। সেই গভীর আঁধারে সজলনয়নে মাধুরী দেখিল, বীরেন্দ্র তুরঙ্গারোহণে নক্ষত্রগতিতে ছুটিলেন। ছিন্নমূল লতার ন্যায় মাধুরী সেই নবদূর্ব্বাদলে শয়ন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

"মার্ত্তণ্ড! প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিবার অভিলাষেই কি তুমি মধ্যগগণে উঠিয়াছ? প্রত্যহই তুমি এইরূপে উর্দ্ধে উঠ, কিন্তু আবার যে তোমার পতন হয়, তাহা কি ভুলিয়া যাও? তোমার সৃষ্টি হইল কেন?—উদয়, উত্থান, পতন এই তিনটী প্রাকৃতিক মূলনীতি শিক্ষাদান জন্যই কি তুমি সৃষ্ট নও?" দিবা দ্বিপ্রহরে গৌড়নগরের পঞ্চক্রোশ উত্তরে এক বিশাল প্রান্তরে জনৈক সামরিক বেশধারী, দীপ্তদিনমণিকে লক্ষ্য করিয়া, মনে মনে এই প্রশ্ন করিতে করিতে অশ্বারোহণে চলিয়াছেন।

অশ্বের সর্ব্বশরীর স্বেদসিক্ত, খলীনের দুইপার্শ্ব দিয়া ফেণপুঞ্জ বহির্গত হইতেছে। ধীরগতি দর্শনে বোধ হইতেছে, তুরঙ্গ, প্রভুকে যেন বহুদূর হইতে বহন করিয়া আনিতেছে। অশ্বটী ক্লান্ত। আরোহীর মুখমণ্ডলেও সেইমত ক্লান্তির প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেদীপ্যমান। অদূরে জলাশয় দর্শনে সামরিক বেশধারী, সেই দিকেই বেগে অশ্বকে চালনা করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই অশ্ব সরোবর-তীরে আসিয়া উপনীত হইল। আরোহী অবতরণপূর্ব্বক অশ্বকে জলপানার্থ পরিত্যাগ করিলেন। সরোবরের অদূরে একটী বিশালদেহ অশ্বত্থবৃক্ষ বহুদূর বিস্তৃত স্থান অগণিত শাখাপ্রশাখায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, আগন্তুক শ্রান্তিদূর অভিলাষে সেই পাদপতলাভিমুখে চরণচালনা করিলেন।

বিশ্রামার্থী সৈনিক অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, অদূরে নীরবে মুদিতনয়নে যেন ধ্যানে বসিয়া এক পুরুষ। ধ্যানস্থ পুরুষের মূর্ত্তি সৌম্য, ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক, গলে রুদ্রাক্ষমালা। সৈনিকপুরুষ অকস্মাৎ সেই ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি দর্শনে কৌতূহলচিত্তে ধীরপদে নিকটে আসিয়া, উপবিষ্ট হইলেন। একমনে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ পুরুষের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; ধ্যানভঙ্গ হইল না। আগন্তুক অধীরচিত্তে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর ধ্যানস্থ পুরুষ নয়নোন্মীলন করিলেন। সৈনিক নতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণনয়নে পুনরায় প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টি সংগত করিয়া রহিলেন। উপবিষ্ট পুরুষ সৈনিককে দর্শন করিয়া যেন বিস্মিত হইয়া, তাঁহার

মুখপ্রতি তীব্রদৃষ্টিদানপূর্ব্বক কোমলস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার নিকট কি সরল সত্য উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি ?"

বিশ্রামার্থী বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন, "অন্যবিধ উত্তর আমি জানি না।'

"উত্তম। আপনি ভারতের এই ধর্ম্মবিপ্লবসময়ে কোন্ ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন ?"

"যে জাতিতে জন্ম—সেই জাতীয় সেই ধর্ম্ম—পৈত্রিক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আমার আশ্রয়।"

"বৌদ্ধপরিপ্লাবিত ভারতে কেহ কেহ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আর্য্যধর্ম্ম কাহাকে বলে, আর্য্যধর্ম্মের বিধান কি, তাহা জানেন না। ধর্ম্ম শব্দটা তাঁহাদিগের মৌখিক কথামাত্র। কেবল বিধর্ম্মীর দাসত্ব আর সংসার-পালনেই তাঁহাদিগের জীবন অতীত হইতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না নাস্তিক, অদ্ভুত জীব। আপনি ত সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন ?"

"আমার বংশের যেন কেহ কখন সেই শ্রেণীর অন্তর্গত না হয়।"

"সন্তুষ্ট হইলাম। ভাল, আপনার নামটী কি জানিতে পারি ?"

"বীরেন্দ্র।"

"বীরেন্দ্র!" বিস্ময়ভাবপ্রকাশে উপবিষ্ট ব্যক্তি কহিলেন, "বীরেন্দ্র! আপনিই কি গৌড়ে দাতাকর্ণ নামে বিদিত ?—আপনিই কি দশ সহস্রানীক ?"

বীরেন্দ্র নতমস্তকে তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, আপনি—?"

"শৈব ব্রাহ্মণ। ভাল, আপনি গৌড়ের একজন মহোচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত সৈনিক, কিন্তু আমি আপনাকে 'বিধর্ম্মীর ক্রীতদাস' উপাধিদান করিতে বাসনা করি। আপনি কি তাহাতে বিরক্ত হইবেন ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বীরেন্দ্র কহিলেন, "না।"

"কেন আপনি বিধর্ম্মীর ক্রীতদাস ?"

"ক্ষমা করিবেন, এ প্রশ্নের উত্তর দান করিতে একক্ষণে অসমর্থ।"

"ভাল, আমি আর এ প্রশ্ন করিব না। আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি ?"

"আপনার ইচ্ছা। উভয়ে অপরিচিত, সুতরাং আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন কি না, তাহা আপনার বিবেচ্য।"

"যদি আর্য্যরক্ত নিষ্কলঙ্কভাবে আপনার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়, যদি সরল সত্যভাবে আপনি পিতৃধর্ম্মের সেবা করেন, তাহা হইলে উভয়ে অপরিচিত হইলেও বিশ্বাস করিতে পারি। একটী জাতীয় গুপ্ত বিষয়ে কি আপনি প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত?"

"বিষয়টী কি?"

"পরে বলিতেছি। আমাকে আপনি শত্রুজ্ঞান করিবেন না।"

"শত্রু!—আমি সে ভয় করি না। এ জগতে আমার শত্রু আমি, অন্য কেহই নহে। মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য নহে, মনুষ্য নিজেই নিজের শত্রু।"

"আপনার নিকট এ উত্তর প্রত্যাশা করি নাই। ভাল, আপনি নাস্তিক বৌদ্ধরাজের ক্রীতদাস না হইয়া, কেন সমধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন কোন হিন্দুরাজের অধীনে নিযুক্ত হয়েন নাই?"

"কি! স্বাধীন!—স্বাধীন!—জগতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য! কি চমৎকার কথা!"

উত্তর শ্রবণে সবিস্ময়ে শৈব কহিলেন, "বলেন কি? স্বাধীন হিন্দুরাজ্য অশ্রুতপূর্ব্ব কথা! ভারত চিরদিন স্বাধীনতার অমিয়ময় ফলসম্ভোগ করিয়া আসিল—অনন্ত বীরাভিনয়ে—বীরদর্পে—বীরগর্ব্বে—স্বাধীনতার শ্রবণ-ভৈরব বিজয়রবে প্রকৃতি কম্পিত করিয়া, আর্য্যজাতি ভারত শাসন করিয়া আসিল, আর আজি আপনি বলিতেছেন, জগতে স্বাধীনরাজ্য অশ্রুতপূর্ব্ব কথা! চন্দ্রসূর্য্যবংশের স্বাধীনতার লীলা কি বিশ্ববিদিত নহে? আর্য্য-ভারতের স্বাধীনতার জয়গাথা কি সমগ্র জগতে প্রতিধ্বনিত হয় নাই? সত্য বটে, চন্দ্রসূর্য্যবংশের সে প্রবল প্রতাপ এখন নাই, সত্য বটে এই গৌড়ের ন্যায় ভারতের এক এক প্রান্তে বিধর্ম্মী নাস্তিক বৌদ্ধ রাজগণ প্রবল-প্রতাপে শাসন করিতেছেন, কিন্তু হিমালয় হইতে কন্যাকুমারীকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যে আজিও যে হিন্দুরাজপতাকা স্বাধীনভাবে গর্ব্বভরে মৃদুলানিলে উড্ডীয়মান হইতেছে, ইহা কি আপনি জ্ঞাত নহেন? আপনি কিজন্য ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, বলিতে পারি না। ভারতে স্বাধীনতার জন্ম, ভারত স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র—সেই প্রাচীন স্বাধীন ভারত, আজিও স্বাধীন।"

বীরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, আমার বিশ্বাস যে, কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আজিও মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। প্রকৃত স্বাধীনতার চিত্র আজিও দেখে নাই, স্বাধীনতা শব্দের অর্থও জানে না, এবং সে অর্থের গুরুত্বও বুঝে না।"

"আশ্চর্য্য কথা!—আপনার কথাই অশ্রুতপূর্ব্ব। আপনি স্বাধীন ভারতকে স্বাধীন বলেন না!"

"ভারতে—সমগ্র জগতে আজিও মানবজাতির প্রার্থনীয় প্রকৃত স্বাধীনতা জন্মগ্রহণ করে নাই। সকল জাতির ইতিহাসবক্ষে অলদক্ষরে যে শাসনক্ষমতার সহিত স্বাধীনতার বিষম সমরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে।"

"মগধ—গৌড়ের রাজছত্রতলে বিধর্ম্মীর মুণ্ড শোভা পাইতেছে বটে, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যে যে শত শত আর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি প্রবলপ্রতাপের সহিত রাজ্যশাসন করিতেছেন, সে সকল রাজ্যও কি স্বাধীন নহে?"

"না, সেই সকল রাজ্যই পরাধীন। হিন্দুরাজ্যে হিন্দু রাজা হইলেই সে রাজ্য স্বাধীন বলা যাইতে পারে না, সে রাজ্য পরাধীন; আর যে রাজসিংহাসনে বিজাতীয় বিধর্ম্মী যথেচ্ছাচারী নরপতি উপবিষ্ট, সে রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ নরদেহধারী পশুসমষ্টি। গৌড়ের হিন্দুজাতি সেই নরদেহধারী পশুসমষ্টি। স্বাধীনতা কাহাকে বলে, কেবল ভারতবাসী আর্য্যজাতি নহে, জগতের কোনজাতিই তাহা জানিত না, এখনও জানে না, জানিতে পারিবে কি না, তাহা ভবিষ্যকালই বলিতে সমর্থ।"

প্রশ্নপূর্ণ স্বরে শৈব কহিলেন, "বলেন কি? যে ভারত সমগ্র জগতের—সমগ্র জাতির শিক্ষাগুরু—যে ভারত বেদবিদ্যানীতিধর্ম্মসভ্যতার জন্মভূমি, সে ভারত স্বাধীনতা জানিত না, জানে না!"

ধীরভাবে বীরেন্দ্র বলিলেন, "ভারতের একবর্ণ কেবলমাত্র স্বাধীনতার কতক অস্ফুট আভাষ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা কে?—তাঁহারা সেই বেদবিদ্যানীতিধর্ম্মসভ্যতার সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মণবর্ণ। কেবল ব্রাহ্মণ মুনিঋষিবর্গ এই ভারতে—কেবল ভারতে কেন?—সমগ্র জগতের মধ্যে সেই পুরাকালে একমাত্র আপনাদিগের অসীম ক্ষমতাবলে—শাসনক্ষমতাকে দমন করিয়া, স্বাধীনতার অমিয়ময় ফলভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ভারতের চিরবীরব্রতাবলম্বী ক্ষত্রিয়জাতি, সেই সত্যযুগ হইতে 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, রবে ভারত প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছেন বটে, স্বাধীনতার জন্য কোটি কোটি ক্ষত্রিয় জীবনাহুতি দিয়াছেন এবং দিইতে প্রস্তুত বটে, কিন্তু কেহই প্রকৃত স্বাধীনতার দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই। যে ক্ষত্রিয় রাজগণের বীরত্ববিক্রমে শৌর্য্যবীর্য্যে প্রবলপ্রতাপে অসমসাহসে ভারত কম্পিত হইয়া আসিতেছে, সেই ক্ষত্রিয় রাজগণ কেবল যথেচ্ছাচারিতার ভয়ঙ্কর অভিনয় করিয়া, মানববিজ্ঞানের আদেশের বক্ষে—জগদীশ্বরের বিধানের মস্তকে সগর্ব্বে পদাঘাত করিয়া আসিতেছেন, আর আর্য্যজাতি সাধারণে—লোকমণ্ডলী—যাহারা প্রজা নামে—স্বাধীন প্রজা নামে অভিহিত, তাহারা, সেই হিন্দুরাজগণের যথেচ্ছাচার—শাসনক্ষমতার নিকট হৃদয় পাতিয়া দিয়া, অমূল্য মানবজীবন এবং সেই জীবনের বিধিদত্ত স্বত্ব হেলায় হারাইয়াছে এবং আজিও হারাইতেছে।"

"ব্রাহ্মণবর্ণও কি বৈশ্য শূদ্রের ন্যায় সেই যথেচ্ছাচারশাসনের ক্রীতদাস ছিলেন ?"

"না, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একমাত্র ব্রাহ্মণবর্ণ জগতের প্রকৃত স্বাধীনতার আভাষ পাইয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত স্বেচ্ছাচারী ক্ষত্রিয় রাজগণের প্রবলশাসনশক্তি সেই ব্রাহ্মণমণ্ডলির উপর বিন্দুমাত্র বলপ্রকাশ করিতে পারে নাই।"

"কারণ ?"

"শিক্ষা। শিক্ষাবলে মনুষ্য যতদূর উন্নত আসনে আরোহণ করিতে পারে, ব্রাহ্মণবর্ণ তাহা করিয়াছিলেন। সেই শিক্ষাবলে তাঁহাদিগের মন, বুদ্ধি, হৃদয়, জ্ঞান, প্রতিভা, কল্পনা চূড়ান্ত উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারই বলে তাঁহারা অশিক্ষিত অন্যান্য বর্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া, আপনারা স্বাধীনতার অস্ফুট চিত্র দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই শিক্ষাজ্যোতিঃ যদি সেই ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে, এতদিনে জগতে প্রকৃত মানব-স্বাধীনতার জন্ম হইত। এ বিশ্বে বিধির আজ্ঞা—মানব বিজ্ঞানের আদেশ যে, প্রত্যেক মনুষ্য যেমন স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, সেইমত প্রত্যেক মনুষ্য স্বাধীনভাবে চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতবাদপ্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অধিকারী। সেই চিন্তা, সেই মতবাদ, সেই কার্য্য যতক্ষণ না অপর মান-

বের কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন করে, ততক্ষণ কোন মনুষ্য, কোন সমাজ, কোন শাসনক্ষমতাধারী তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, ইহাকেই বলে প্রকৃত স্বাধীনতা। ব্রাহ্মণবর্ণের প্রত্যেক মহোচ্চ শিক্ষিত মুনিঋষি, সেই স্বাধীনভাবে চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতবাদপ্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই গভীর চিন্তা-প্রসূত, শত শত বিভিন্ন শাস্ত্র, ধর্ম্মবিধান, সমাজনীতি, শাসনব্যবস্থা জগতের হিতসাধন জন্য সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; এই জন্যই নানামুনির নানামত বলে। ব্রাহ্মণবর্ণ—মুনিঋষিবর্গ এইরূপে আর কিছুকাল স্বাধীনভাবে চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতবাদপ্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিলে, তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ যে কিছু অনুদারতা—অন্যান্য বর্ণের প্রতি প্রভুত্বপ্রকাশেচ্ছা ছিল, তাহা স্বতঃই বিদূরিত হইয়া যাইত। সময়ে সেই স্বাধীনচিন্তাশীল শিক্ষিত ব্রাহ্মণবর্ণের দ্বারা সহজেই ভারতের অন্যান্য বর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্তে এই ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতার আবাহন করিতে পারিত। সময়ে ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে শিক্ষাজ্যোতিঃ হ্রাস এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণের হৃদয়ে অনুদারতা প্রবল হওয়াতেই তাঁহারা অন্যান্য বর্ণকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরূঢ় না করিয়া, বরং তাঁহাদিগকে মূর্খ দর্শনে তাহাদিগের প্রতি প্রবল প্রভুত্ব করিতে থাকেন। ক্ষমা করিবেন, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণবর্ণ আবার আত্মদোষে অবনতিজলধির অন্তঃস্তলে নিপতিত।"

শেষ কথাটী যেন শৈবের কর্ণে গেল না। তিনি বীরেন্দ্রের প্রথমোক্ত উক্তি শ্রবণে যেন কি ভাবিতেছিলেন। শেষ বলিলেন, "ভাল, তবে আপনার মতে এ জগতের প্রত্যেক মানব, স্বাধীনভাবে চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতবাদপ্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে?—আমি আপনার অনিষ্ট চিন্তা করিলাম, আপনার বিরুদ্ধে অন্যায় মতবাদপ্রকাশ করিলাম, ইহা হইলে জগতে শান্তি থাকিবে কিরূপে?"

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেই স্বাধীনচিন্তা, মতবাদ এবং কার্য্য যতক্ষণ না অপর মানবের বা সমাজের বা রাজ্যের কোন অনিষ্ট করে, ততক্ষণ কোন মানব, কোন সমাজ বা শাসনক্ষমতাধারী কোন ব্যক্তি তাহার গতিরোধ করিতে অধিকারী নহে।"

"তবে আপনি একটা শাসনক্ষমতার প্রয়োগ স্বীকার করেন?"

"করি।"

"ক্ষত্রিয় রাজগণ কি সেই শাসনশক্তিচালনার উপযুক্ত পাত্র নহেন?"

"কথনই নহেন। এ জগতে রাজা উপাধিধারী যত মনুষ্য আছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ স্বেচ্ছাচারাবতারস্বরূপ। রাজগণ কি যথেচ্ছাচার নীত্যবলম্বনে রাজ্যশাসন করেন নাই—না করেন না? একজন ক্ষত্রিয় নরপতি, সয়ম্বরসভায় গমন পূর্ব্বক সয়ম্বরার রূপে মুগ্ধ হইয়া, নিজ পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বীরত্বপ্রদর্শনের ভাণ করিয়া, সেই সয়ম্বরাকে হরণের উদ্যোগ করিলেন, সমর উপস্থিত হইল, উভয় পক্ষের সহস্র সহস্র সৈন্য প্রাণবলি দিল। কেন একজন রাজার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সেই সহস্র সহস্র মানব অমূল্য জীবন দিবে? কেন একজন নরপতির ভোগবিলাসের জন্য দেশের অর্থরাশি ভস্মে নিক্ষিপ্ত হইবে? ক্ষত্রিয় রাজা, প্রতিবাসী রাজাকে দুর্ব্বল জানিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা পূর্ব্বক সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, সমরপ্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইল, সেই সমরের জন্য দেশের অর্থরাশি ব্যয়িত হইল, আক্রমণকারী রাজা, দুর্ব্বল নরপতির রাজ্য-ধন-প্রাণ-বিনষ্ট করিয়া, বীর উপাধি লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিলেন। ইহাতে কি জাতীয় স্বাধীনতা বৃদ্ধি হইল? ইহাতে কি ঘোরতর যথেচ্ছাচার এবং অন্যায় উৎপীড়ন ঘটিল না? ইহাতে লাভবান হইল কে? কেহই নহে, কেবল সেই স্বেচ্ছাচারী আক্রমণকারী রাজার যথেচ্ছাচার পূর্ণ হইল মাত্র। ইহাকেই কি বলে ন্যায়যুক্ত শাসনক্ষমতা চালনা? কে বলিবে রাজগণ ন্যায়যুক্ত শাসনশক্তি প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত পাত্র?"

"তবে আপনি সমস্ত রাজসিংহাসন জলধিজলে নিক্ষেপ করিতে চাহেন?"

"অবশ্য। মানববিজ্ঞান কি বলিতেছে?—এ জগতে রাজা প্রজা নামে দুইটী বিভিন্ন মানব থাকিবে না। রাজা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কোটি কোটি প্রজাও সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। গর্ভধারিণী জননীর প্রতি যেমন সকল পুত্রের সমান অধিকার, জন্মভূমির প্রতি সেইমত প্রত্যেক মানবের সমান অধিকার, কিছুমাত্র তারতম্য নাই। যে কোন জাতির প্রত্যেক মানব—অনাথ হইতে যাঁহাকে রাজা বলা যায়, তিনি পর্য্যন্ত সকলেই সেই দেশ এবং জাতির প্রতি সমান ক্ষমতা চালনা করিতে স্বত্ব রাখেন। বিধি একটীকে স্বত্ববান করিয়া, অপর কোটি কোটি মানবকে সেই রাজোপাধিধারী ব্যক্তির যথেচ্ছাচারের মুখে অমূল্য জীবন ক্ষয় করিবার বিধি দেন নাই। আমাদিগের জন্মভূমি—এই ভারতে আপনার

যেমন স্বত্ব এবং অধিকার, আমারও সেইমত স্বত্ব এবং অধিকার, অপর কোটি কোটি মানবেরও সেইমত স্বত্ব এবং অধিকার আছে। যদি সকলের স্বত্বাধিকার ন্যায়যুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কেনই বা একজন সিংহাসনে বসিয়া, আত্মস্বার্থসাধন জন্য যথেচ্ছাচার করিবেন এবং আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীনে উৎপীড়িত হইতে থাকিব? জন্মভূমি এবং স্বজাতির উপর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির সমান স্বত্ব, সেইমত সেই জন্মভূমি এবং স্বজাতির মঙ্গল ও উন্নতিসাধনভার কেবলমাত্র একজন রাজার হস্তে নহে, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে ঈশ্বর দান করিয়াছেন। প্রত্যেকেই তজ্জন্য দায়ী এবং প্রত্যেক্যেই নিজ জন্মভূমি এবং স্বজাতির অভ্যুদয় জন্য স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতবাদপ্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অধিকারী। জন্মভূমি যখন সাধারণের, তখন সাধারণে কেন না সমান ফলভোগ এবং সমান ক্ষমতাচালনা করিবে? জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই রাজনৈতিক প্রত্যেক স্বত্ব—প্রত্যেকবিধ শাসনক্ষমতাপ্রাপ্তির অধিকারী। কেনই বা প্রজাসাধারণে সেই বিধিদত্ত স্বত্ব একজন স্বেচ্ছাচারী রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া, তাঁহার যথেচ্ছাচারশাসনাধীনে শাসিত হইবে? রাজগণ কি প্রজাসাধারণের সেই স্বত্ব স্বীকার করিতেন? কোনপ্রকার রাজনৈতিক স্বত্ব কি তাঁহারা প্রজাসাধারণের হস্তে দিয়াছিলেন, না দিইতে প্রস্তুত? এখন আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সত্যযুগ হইতে কেবল যথেচ্ছাচারশাসনই চলিয়া আসিতেছে। যখন একজন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে কোটি কোটি মানব ঈশ্বরদত্ত অমূল্য স্বত্বে বঞ্চিত, তখন কে বলিবে যে, জন্মভূমির সিংহাসনে স্বজাতীয় রাজা উপবিষ্ট থাকিলেই সেই জাতি স্বাধীন?—কে বলিবে না যে সেই দেশ পরাধীন নহে?"

"প্রত্যেক অধিবাসীই শাসনক্ষমতাচালনা করিতে চাহিলে, কি ভারতে প্রলয় উপস্থিত হইবে না? প্রত্যেকেই কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিলে মঙ্গল কোথায়? আপনি তবে কাহার হস্তে শাসনক্ষমতা দিতে চাহেন?"

"জাতি জাতিকে শাসন করিবে। এ পর্য্যন্ত ভারতে—জগতে তাহা ঘটে নাই। সাম্যের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়া, প্রত্যেক অধিবাসীকে প্রার্থনীয় রাজনৈতিক স্বত্বদান সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের হস্তে শাসনক্ষমতাদান অসম্ভব। কোন দেশের কোন জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই একেবারে উচ্চশিক্ষিত, উন্নতমনা এবং শাসনক্ষমতাচালনক্ষম হইতে

পারে না। সেরূপ শাসনশক্তিচালনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা অবশ্যই সীমা-বদ্ধ হয়। সেই সংখ্যাবদ্ধ দৃঢ় ঈশ্বরভীত ব্যক্তিগণ, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব এবং প্রকৃত উদারতায় হৃদয় ভূষিত করিয়া, জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি-নিধিস্বরূপ জাতীয় মতানুসারে অবস্থা এবং সময়মত গঠিত বিধানানুসারে শাসনক্ষমতাচালনা করিবেন, প্রকৃত রাজনীতির ইহাই বিধান।"

শৈব কহিলেন, "ভাল, সেই শিক্ষিত প্রতিনিধিগণ যদি যথেচ্ছার শাসনে উদ্যোগী হয়েন ?"

"জাতির সম্মিলিত প্রবলমত কখনই তাঁহাদিগকে যথেচ্ছাচারাভিনয় করিতে দিবে না। ভারতে—সমগ্র জগতে যতদিন না এই প্রণালী অব-লম্বিত হইতেছে, ততদিন প্রকৃত মানব-স্বাধীনতার জন্ম হইবে না।"

"ভারতের—জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার ব্যাখ্যামত মানব—স্বাধীনতার সূচনা হইতে পারে কি ?"

"অসম্ভব। ভারতবাসীগণ স্মরণাতীতকাল হইতে বংশানুক্রমে যথে-চ্ছাচারশাসনের সহিত এতদূর পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদিগের হৃদয়ে যথেচ্ছাচারশাসন এতদূর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা—রাজনৈতিক প্রত্যেক স্বত্বসংগ্রহ করিতে কোটি কোটি ভারত-সন্তানকে দেহপরিবর্ত্তন করিতে হইবে। রাজভক্তি নামে যথেচ্ছাচার-শাসনের যে প্রধানা ক্রীতদাসী, প্রত্যেক ভারতবাসির হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বিলোপসাধন বর্ত্তমান ভারতীয়গণের পক্ষে সাধ্যাতীত। অগ্রে বাহুল্যরূপে উদার উচ্চ অঙ্গের সাধারণ লোক শিক্ষা-বিস্তার আবশ্যক। উচ্চ উদার শিক্ষাই ব্যক্তিগত—জাতিগত—দেশ-গত—জগৎগত সর্ব্বজনীন উন্নতির মূল। সেই সাধারণ লোকশিক্ষা এবং বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ সহায়তাপ্রাপ্তির আশা এক্ষণে নাই। যে দিন ভারতীয়গণ সেই উদার উচ্চ শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ সহায়তা প্রাপ্ত হইবে, সেই দিন জানিবেন, ভারতে প্রকৃত মানব-স্বাধীনতার আবির্ভাব হইবে।"

সহাস্য-আননে শৈব কহিলেন, "তর্কসূত্রে অনেকদূর অগ্রসর হইলাম। শেষ দুইটী কথাসম্বন্ধে দুইটী প্রশ্ন করিতে এক্ষণে অভিলাষী। শিক্ষাই যদি বিশ্ব-জনীন উন্নতির মূল হয়, তাহা হইলে ভারতীয়গণ কি অষ্টাদশ বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শীতালাভ করেন নাই ? ভারত কি জগতের জ্ঞানশিক্ষাগুরু নহে ?"

"পুরাকালে ভারতে অষ্টাদশ বিদ্যার সাময়িক সীমাবদ্ধ উন্নতি হইয়াছিলমাত্র। জ্ঞান এবং বিদ্যা অসীম—অনন্ত। কত যুগে যে সেই মানবজ্ঞান এবং শিক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তাহা অনুমানাতীত। মানবসমাজের জানিবার—শিক্ষা করিবার—আবিষ্কার করিবার এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। ভারতে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল আসুরিক সভ্যতা এবং আসুরিক স্বেচ্ছাচারাভিনয় হইয়া গিয়াছে। সে শিক্ষা কেবল জাতির মধ্যাবস্থারই উপযুক্ত।"

"বিচিত্র কথা! সমগ্র জগৎ স্বীকার করিতেছে যে, ভারত সমগ্র জগতের শিক্ষাগুরু এবং ভারতে এক সময়ে অষ্টাদশবিদ্যার চূড়ান্ত উন্নতি হইয়া গিয়াছে, আর আপনি বলিতেছেন, সে শিক্ষা কেবল জাতির মধ্যাবস্থার উপযোগী!"

"ক্ষমা করিবেন, আমার যেমত বিশ্বাস সেইমতই বলিলাম। মনুষ্যজীবনের ন্যায় জাতির জীবনও তিনটী অবস্থাবিশিষ্ট। তিনটী অবস্থার মধ্যে আদিম অবস্থা এবং শেষ অবস্থাই শ্রেষ্ঠ। শৈশবজীবনের ন্যায় জাতি, আদিম অবস্থায় কেবল সরলতার লীলা করিয়া থাকে। প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাকথা, অধর্ম্ম, পরানিষ্ট, হিংসা প্রভৃতি জাতির আদিম অবস্থায় দেখা যায় না। ভারতের পার্ব্বত্য কোল, ভীল, নাগাদিগের মধ্যে আজিও সম্পূর্ণ সরলতা, উদারতা এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব বিরাজ করিতেছে। তাহারা প্রকৃতির প্রিয়পুত্ররূপে কেবল অতি সামান্য সরলভাবে অবস্থানে প্রকৃতির প্রসাদে অবস্থার উপযুক্ত সকল অভাবই বিদূরিত করিয়া, শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের বিনাসাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে সরলতা, বিশ্বপ্রেমিতা, নৈতিকনির্ম্মলতা যতদূর প্রবল, সুসভ্য শিক্ষিত নামধারী সমাজে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না। শিশু-জীবনের ন্যায় সেই জাতির আদিমজীবনে পাপ, অধর্ম্ম এবং অশান্তি আদৌ দৃষ্ট হয় না। আর ভারতে যে সময়ে অষ্টাদশবিদ্যার চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছিল বলিতেছেন, সে সময়টী জাতির যৌবনজীবনস্বরূপ। কেবল যথেচ্ছাচার, প্রতিহিংসা, পাপ, প্রলোভন, প্রবৃত্তির প্রত্যেক সন্ততির আরাধনা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ধূর্ত্ততা, শক্রতা, বিলাসিতা এবং স্বার্থসাধনেচ্ছা প্রভৃতির বিভীষণ অভিনয় হইয়া গিয়াছে, এখনও হইতেছে। কেবল ভারতে নহে, সমগ্র জগতের মধ্যাবস্থাতেই এইমত ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই বলি যে,

ইহা কেবল আসুরিক সভ্যতা, আসুরিক শিক্ষা এবং আসুরিক উন্নতির লক্ষণ। আর যে শেষ অবস্থার কথা কহিলাম, এ জগতে কোন জাতিই সেই শেষ প্রার্থনীয় শুভময়—শান্তিময়—সুখময় অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। মানব যৌবনে দুর্দ্দমনীয় অত্যাচার—যথেচ্ছাচার এবং উষ্ণরক্তগুণে বিলাসিতার দাস হইলে, যেরূপ জরা আসিয়া উপনীত হয়, বিলাসী জাতিকেও সেইমত অকালে জরা আসিয়া আক্রমণ করে। তখন সে জাতি পতিত নামধারণে জগতে অনন্ত নিগ্রহসম্ভোগ করিতে থাকে। ভারতের এক্ষণে সেই অবস্থা।"

"ভাল, যে প্রণালীতে এক্ষণে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে, আপনি কি তাহারও প্রতিবাদী?"

"সম্পূর্ণ প্রতিবাদী। সুকুমারমতি ছাত্রদিগের ধারণা এবং অনুমান—শক্তি অতি সামান্য। কেবল মৌখিক উপদেশ এবং গ্রন্থগত শিক্ষাদ্বারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত করা যায় না। বর্ত্তমান বৌদ্ধদিগের বিহার এবং হিন্দুগণের চতুষ্পাঠীর ন্যায় কেবলমাত্র বিদ্যামন্দিরে ছাত্রদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহাদিগকে গ্রন্থের কীট করিয়া দিতে আমি অভিলাষী নহি। গ্রন্থগত বিদ্যা কেবল কণ্ঠগত হয় মাত্র, হৃদয়স্থ বা মস্তিষ্কস্থ হয় না। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, ছাত্রমণ্ডলীকে দেশবিদেশে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ কার্য্যকরী শিক্ষাদান করেন। কেবল শাস্ত্রশিক্ষা দিইলেই চলিবে না, মানসিক শিক্ষার সহিত দৈহিক এবং নৈতিকশিক্ষা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়। পুরাকালে মুনিঋষিগণ এই জন্যই ছাত্রমণ্ডলীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, দেশবিদেশে পর্য্যটনপূর্ব্বক সকল বিষয়েই এরূপ শিক্ষাদান করিতেন যে, ছাত্রগণ শিক্ষাসমাপ্তির পর সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রত্যেক কার্য্যেই দক্ষতাপ্রদর্শনে সমর্থ হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল গ্রন্থগত বিদ্যাদ্বারা ছাত্রবৃন্দ সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া, সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞতা এবং অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

"আপনি কি ছাত্রমণ্ডলীকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবার অধিকার দিতে বলেন?"

"অন্তরের সহিত বলি। ছাত্রমণ্ডলীই দেশের ভবিষ্য আশা ভরসার স্থল। জাতির উন্নতি অবনতির ভার তাহাদিগেরই হস্তে অর্পিত। তাহা-

দিগের চরিত্র যে ভাবে গঠিত হইবে, জাতির জীবনও সেইভাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে। রাজনীতি, শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু এক্ষণে রাজনীতি শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, আমি সেরূপ রাজনীতি-বিদ্যায় ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করিতে বলি না।"

"রাজনীতির কি আবার দ্বিবিধ ব্যাখ্যা আছে ?"

"আধুনিক রাজনীতিজ্ঞগণ এক্ষণে রাজনীতির বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছেন। ইহাঁরা রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির কিছুমাত্র সংযোগ রক্ষা করেন না। ইহাঁরা অপরের স্বার্থনাশ—দস্যুতা শব্দের সভ্যতামূলক অর্থ করিয়াছেন—রাজনীতি। উদারশিক্ষা, ঈশ্বরভীতি এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অভাবে ইহাঁরা যে কোন জঘন্য উপায়ে স্বার্থসাধন এবং যথেচ্ছারশাসনাভিনয়কেই রাজনীতি বলেন !"

"আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিলেন যে, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেন, আপনি কি বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সহায়তা গ্রহণপূর্ব্বক জগতের উন্নতিসাধন করিতে পরামর্শ দেন না ? বিজ্ঞানের সহায়তাবলে কি আর্য্যগণ ভারতে নানাবিধ কলকৌশল-যন্ত্র এবং অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন না ?"

"যেখানে ঈশ্বরভীতি, উদারশিক্ষা এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অভাব, সেস্থলে বিজ্ঞানের প্রবলপ্রভুত্ব কেবল জগতের সর্ব্বনাশ করিবে। সে বিজ্ঞান কেবল জগৎধ্বংসকারী। পুরাকালে বিজ্ঞানসাহায্যে অগণিত বিভীষণ বাণ এবং সামরিক অস্ত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই এক একটী বাণ একত্রে সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণনাশ করিত। সময়ে ভারতে আবার বিজ্ঞানের প্রবলপ্রাদুর্ভাব হইলে, উত্তরোত্তর তদপেক্ষা বিভীষণ অস্ত্রাদি সৃষ্টি হইতে থাকিবে, সুতরাং সেই সূত্রে সেইমত অগণিত মানবের জীবনবিনাশ করিতে ক্ষান্ত হইবে না, এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানের এ সহায়তা কি প্রার্থনীয় ? ইহা কি জগৎধ্বংসকারী নহে ?"

"স্বীকার করিলাম, সমরবিভাগে বিজ্ঞানের সহায়তা সবিশেষ অনিষ্টকারী. কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিনির্ম্মাণসম্বন্ধে বিজ্ঞানের পূর্ণ সহায়তা কি প্রার্থনীয় নহে ?"

"মনুষ্যের শ্রমসাধ্য প্রত্যেক বিষয়েই যদি বিজ্ঞানকে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গল কোথায় ? মনুষ্যমণ্ডলী তখন কি করিবে ? তখন

তাহাদিগের জীবিকাযাত্রানির্ব্বাহ জন্য অর্থোপার্জ্জনদ্বার যে একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে? তখন যে চারিদিকে ভয়ানক অশান্তি—অমঙ্গল—অসন্তোষ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে? প্রত্যেক বিষয়েই বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করিলে, মনুষ্যের নিত্য শ্রমসাধ্য কর্ম্ম এ জগতে কি রহিল? বিজ্ঞানের উন্নত অবস্থায়—আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে অচিন্তনীয় উন্নতাবস্থায় যদি বিজ্ঞান, লেখকের কার্য্য, বাহকের কার্য্য, প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পীর কার্য্য, প্রত্যেক শ্রমজীবির কার্য্য, প্রত্যেক কৃষকের কার্য্য প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিতে থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যমণ্ডলী এ জগতে কি লইয়া অবস্থান করিবে? যে কার্য্যটী এক্ষণে দশসহস্র লোকের শ্রমে সাধিত হয়, বিজ্ঞানবলে তাহা শতলোকে সম্পন্ন হইবে, তখন সেই নয়সহস্র নয়শত লোক কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিবে? প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়েই যদি এইরূপে বিজ্ঞানের পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করি, তাহা হইলে মানবসাধারণের মঙ্গল কোথায়?"

উত্তরশ্রবণে শৈব ধীরভাবে কহিলেন, "আপনার বীরত্ব, বিক্রম, সাহস-শৌর্য্যের সমুচ্চ প্রশংসা জন্মভূমির বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং আমি এই নাস্তিক বৌদ্ধপরিপ্লাবিত গৌড়ে আসিয়া, আপনার বদান্যতা, উদারতা, পরোপকারিতা, নির্ম্মলচরিত্রতা এবং সরলতার সবিশেষ পরিচয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার বুদ্ধি যে এতদূর মার্জ্জিত, শিক্ষা যে এতদূর গভীর, ধীশক্তি যে এতদূর প্রখর, আপনি যে এতদূর প্রতিভাশালী, আপনার হৃদয় যে এতদূর বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে পূর্ণ তাহা আমি ভ্রমেও ভাবি নাই। আপনার সহিত আলাপ করিয়া, পরম পরিতোষলাভ করিলাম। দুঃখের বিষয় আপনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়টী আপনার জীবনের পক্ষে সুসময় নহে। আপনার হৃদয়গত ভাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার সময় এখন বহুযুগদূরবর্ত্তী। কিন্তু কথা এই যে, বৌদ্ধ নরপতি অপেক্ষা আপনার জন্মভূমি—স্বজাতি এবং পিতৃধর্ম্ম আপনার নিকট অধিক উপকারের প্রত্যাশা করে এবং আপনি সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের মঙ্গলসাধন জন্য দায়ী।"

নতমস্তকে বীরেন্দ্র কহিলেন, "সম্পূর্ণরূপে দায়ী, এবং দায়ীত্ব পালন করিতেও প্রস্তুত।"

"প্রস্তুত?"

"প্রস্তুত।"

"আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রথমে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, ইহাই সেই প্রশ্ন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার সবিশেষ অভিলাষ-ছিল, অদ্য ভগবানের কৃপায় অপ্রত্যাশিতরূপে পরস্পরে সম্মুখীন হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে অবিশ্বাস করিবার আমার আর কোন কারণ নাই।" শৈব এই কথা বলিয়া, একবার প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন, কেবল অদূরে বীরেন্দ্রের অশ্বটী শ্রান্তিদূর করিতেছে। পুনরায় কহিলেন, "বৌদ্ধ গৌড়রাজের অবর্ণনীয় স্বেচ্ছাচার, হিন্দুজাতির প্রতি অত্যাচার, দারুণ নিগ্রহ এবং বৌদ্ধরাজপুরুষগণের পাপস্বার্থসাধনজন্য হিন্দু প্রজাপুঞ্জের প্রতি তাহাদিগের বিভীষণ উৎপীড়ন আপনার অজ্ঞাত নাই।"

"গৌড়রাজের বেতনভোগী হইলেও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহার এবং বৌদ্ধ রাজপুরুষগণের যথেচ্ছাচার—উৎপীড়ন অবর্ণনীয়।"

"বহুশতাব্দী হইতে পতিত—সর্ব্বস্বান্ত—বিধর্ম্মী-বিদলিত হিন্দুজাতি, বর্ত্তমানকালে জগতে যাহার নাম স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতালাভ—জন্মভূমির দুর্গতিমোচন এবং পিতৃধর্ম্মের উদ্ধার জন্য জাতীয় অভ্যুত্থানে যদি যোগদানে করে, আপনি কি সেই স্বজাতির সহায়তা করিতে বাসনা করেন না?"

"সে কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে সানন্দে জীবনোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।"

শৈবের আনন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রীতিপূর্ণনয়নে কহিলেন, "বীরবর! প্রতিজ্ঞাপালনই ক্ষত্রিয়জীবনের প্রধান কার্য্য। আপনি যখন প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন প্রকৃত কথা আপনার নিকট অবিদিত রাখা আর কর্ত্তব্য নহে।" চতুর্দ্দিকে পুনরায় দৃষ্টিদানে ধীরবচনে বলিলেন, "পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, জাতীয় মহাযজ্ঞের—মহাশক্তিসাধনার সূচনা হইয়াছে, অচিরে গৌড় ধ্বংস হইবে।"

বীরেন্দ্র বিস্ময়পূর্ণনয়নে কহিলেন, "কিছুই জানিতে পারি নাই, বোধ হয় গৌড়রাজও কিছু জ্ঞাত নহেন।"

"অতি সংগোপনে হিন্দুজাতির হৃদয়ে এই অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মহারাজ বীরসেন এবং পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীমৎ ধুরন্ধর আচার্য্য এ যজ্ঞের আচার্য্য এবং হোতা। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় যেমন একদিকে গুরুদেবের উদ্যোগে শৈবধর্ম্ম অধিকার করিয়া লইতেছে, অন্যপক্ষে মহা-

রাজ বীরসেনের উদ্যোগে সেইমত স্বদেশানুরাগানল অযত্নভস্মাবরণ ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জন্মভূমি আশা করিতেছেন যে, তাঁহার প্রত্যেক সন্তান এই সময়ে স্বকর্ত্তব্য পালন করিবে। আপনার বীরত্ব বাহুবল শৌর্য্য বীর্য্যের সমুচ্চ প্রশংসাধ্বনি কেবল গৌড়রাজ্যে নহে—সর্ব্বত্রই প্রতিধ্বনিত হইতেছে; এ সময়ে আপনি মহারাজ বীরসেনের সহিত যোগদান করিলে, সফলতালাভের সমধিক সম্ভাবনা। আপনার সহিত এবং আপনার ন্যায় যে সমস্ত হিন্দু, গৌড়ে সম্ভ্রান্তপদে নিযুক্ত, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ এবং এই জাতীয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার জন্য এস্থলে আমার গোপনে আগমন।"

"এই জাতীয় যজ্ঞে অদ্য হইতে আমি জীবন উৎসর্গ করিলাম, কিন্তু একটী নিবেদন, গৌড়াধিপ একটী হিন্দুকুমারীকে বারাণসী হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; কুমারী গতরজনীতে গৌড়রাজের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহার কোন তত্ত্বই পাইতেছি না, কেহই বলিতে পারিতেছেন না। পাছে তিনি পুনরায় গৌড়েশ্বরের হস্তে পতিত হয়েন, পাছে তাঁহার ভাগ্যে অনিষ্ট ঘটে, এই একটী বিষম ভয় উপস্থিত। আমি তাঁহার উদ্ধারসাধন জন্য প্রতিশ্রুত।"

"ওঃ! বুঝিয়াছি। আপনি মলয়ার কথা বলিতেছেন?"

"আপনি তাঁহার নাম জানিলেন কিরূপে?" ব্যগ্রভাবে বীরেন্দ্র এই প্রশ্ন করিলেন।

"মলয়ার গর্ভধারিণী পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতে গমন করিয়া, মহারাজ বীরসেনের নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিজ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তিনি সভাসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, মলয়া যদি নিজ কৌমার্য্য অক্ষতভাবে রক্ষা করিতে পারে, সে যদি জীবিতা থাকে, তাহা হইলে, জাতীয় মহাসমরে যে বীর সর্ব্বাগ্রে গৌড়াধিপের মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিবেন, তিনি মলয়াকে তাঁহারই করে অর্পণ করিবেন।"

অনন্ত সৌরজগতে বিভীষণ মূর্ত্তিবিশিষ্ট অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ ভ্রমণ করিতেছে, মানবচক্ষে প্রায় তৎসমস্ত সহসা পতিত হয় না; হঠাৎ শত শত বর্ষান্তে অপ্রত্যাশিতরূপে সেই একটী ভীমকায় গ্রহ আসিয়া, মানবমণ্ডলীকে যেরূপ স্তম্ভিত করিয়া দেয়, শৈবের উক্তি সেইমত বীরেন্দ্রের নবীন হৃদয়ে যেন একটা কি অননুভূতপূর্ব্ব সংঘাত করিল। এরূপ সংঘাত যে আছে, তাহা তিনি জানিতেন না, এই প্রথম অনুভব করিলেন। বীরেন্দ্র সহসা

দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা—জননীর—মলয়ার জননীর প্রতিজ্ঞা।" পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তিনি পুর্ব্বমত উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেব! আমি সেই অসহায়া কুমারীর উদ্ধার জন্য প্রতিশ্রুত, এক পক্ষের মধ্যে যদি তিনি পুনরায় বৌদ্ধরাজের হস্তে পতিত না হয়েন, তাহা হইলে, দ্বিতীয় পক্ষের প্রথমেই আমি প্রতিজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইব।"

বীরেন্দ্র, শৈব আচার্য্যের চরণে প্রণত হইয়া, বিদায়গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া, দেব দেব শঙ্করের চরণস্মরণে পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র অশ্বারোহণে কয়েক হস্ত অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, শৈব দ্বিজ নাই! অতীব বিস্ময়রসে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল। তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, "যোগ—যোগ—যোগবলে পবিত্রচেতা সাধুর অসাধ্য কি আছে? আর্য্য মুনিঋষিগণের বহুচিন্তা—বহুমস্তিষ্কক্ষয়ের ফল—অনন্ত জ্ঞান লাভের ফল স্বরূপ মানবজাতির শেষ প্রার্থনীয় মহানিধি যোগের জন্ম হইয়াছিল। শিক্ষা—জ্ঞান—পবিত্রতার অভাবেই সেই যোগ এক্ষণে ভারত হইতে অদৃশ্যপ্রায়। যোগের অভাবে—বিয়োগেই আর্য্যজাতির এই শোচনীয় পতন! হা মহাযোগী! তোমার এই যোগময় বিশ্বসাম্রাজ্যে কবে আবার যোগের আবাহন হইবে?"

দশম পরিচ্ছেদ।

/লোকে বলে, এ জগতে আশাই মানবহৃদয়ের প্রফুল্ল নলিনী, তাহার অনুপ সৌরভে মুগ্ধ হইয়াই মনুষ্য সঙ্কটসঙ্কুল জীবনপথে পূর্ণহৃদয়ে চলিতেছে; আশাই মানব সমাজের হৃদয়কে শান্ত করিয়া, মহাবিপদে অভয় দিতেছে। সেই মানবসাধারণের বিশ্বাস, আশা ঈশ্বরসৃষ্ট, আশা মানব-জীবনের প্রধানা সহচরী, জীবনের সহিত আশা আমরণ বিজড়িত থাকে। নরনারী মাত্রের সৃষ্টির প্রথম হইতেই ধারণা—আশা না থাকিলে, জগৎ চলিত না। কিন্তু একথাগুলি কেবল ঘোর ভ্রান্তিময়। আশা ঈশ্বরসৃষ্ট নহে,—আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় বা কোন রিপু বিশেষের শক্তি—কার্য্য বা অনুচর নহে। আশা অজ্ঞানতার জাগ্রত স্বপ্ন—অর্থশূন্য শব্দমাত্র। নরনারীর বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অভাব—অপরিপক্কতা এবং অপূর্ণতাই আশা শব্দের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। অপূর্ণ জ্ঞানই আশার জননী। যিনি যে পরিমাণে সৃষ্টির গুঢ় উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণেই আশার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। জগতের নরনারী যতদিন না সেই সৃষ্টির গুঢ় উদ্দেশ্য ধারণা করিতে পারিবে, যতদিন না প্রত্যেক নরনারী এই বিশ্বরূপ নাট্য-শালার কোন্ অংশ কি কারণে অভিনয় করিতে আসিয়াছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এবং সেই অভিনয়ের কারণ, কার্য্য এবং ফল জ্ঞানচক্ষে দেখিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন এ জগৎ হইতে আশা শব্দ বিলুপ্ত হইবার নহে।/ মনুষ্যের জীবন সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানই অসীম কুহকিনী আশার স্রষ্টা। মনুষ্যের সমস্ত স্বার্থ সিদ্ধ হইলেও—প্রত্যেক কামনা পূর্ণ হইলেও—এবং মনুষ্য সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রবল শক্তিমান সম্রাট হইলেও তাহার আশা সমাপ্তি হয় না। তখন মানব, ঐশ্বরিক শক্তি অর্জ্জনাশা করিতে থাকে। আশা যতই উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার সীমা পরিবর্দ্ধনশীল হইয়া উঠে। অপূর্ণ জ্ঞান আশার স্রষ্টা না হইলে, অস্থিমজ্জামাংসবিশিষ্টদেহধারী জরামরণশীল সামান্য মানব ঐশীশক্তিসঞ্চয়ের জন্য ব্যাকুল হইবে কেন?

এ জগতে আশার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; কিন্তু মানবসমাজ বংশানু-ক্রমে বলিয়া আসিতেছে, 'আশার পার নাই বটে, কিন্তু আশা নহিলে ব্রহ্মাণ্ড চলিবে না। সেই মানবসাধারণে আবার বলিতেছে, আশা দ্বিবিধ—সম্ভব এবং অসম্ভবপর। তাহাদিগের উক্তি—শতগ্রন্থীজীর্ণবসনধারী পর্ণ-কুটীরবাসী অনাথের পক্ষে হৈম রাজসিংহাসনে উপবেশনের আশা—একটী সাম্রাজ্যের অধিপতির পক্ষে সমগ্রজগতে শাসনশক্তিবিস্তারের আশা—সমগ্রজগতের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির পক্ষে ঐশীশক্তি সঞ্চয়ের আশা—পথের কাঙ্গালী কদাকার গলিতদেহ কুষ্টরোগীর পক্ষে অনুপলাবণ্যময়ী নব-যৌবনা রাজকুমারীর মুখসুধাপানাশা অসম্ভবপর এবং জ্ঞানের অপূর্ণতা-সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঘোরদুঃখদাবানলে বিদগ্ধ ব্যক্তির সুখাশা—ভয়ালবিপদাবর্ত্তে নিপতিত ব্যক্তির মুক্তির আশা—দারুণ রোগযন্ত্রণায় নিপীড়িত ব্যক্তির আরোগ্যের আশা—দীনহীনের ধনা-র্জ্জনাশা—উপক্রুত ব্যক্তির শান্তির আশা অবশ্যই সম্ভবপর—অবশ্যই তাহা অজ্ঞানতাজনিত নহে। এবং এই সম্ভবপর আশা বিরহে সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান বলিতেছে, এ উক্তিগুলি অজ্ঞানতার প্রলাপ।

মানব ব্যাখ্যা করিতেছে, একজন মনুষ্য, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলস্বরূপ ইহজন্মে নানাবিষয়ে অশেষ কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে এবং ঐশ্বরিক বিধানে তাহার এই অমূল্য মানবজন্ম আমরণ এইমত নিদারুণ কষ্টেই পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে, এ জীবনে তাহার আর সুখশান্তিলাভ ঘটিবে না, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যদি ইহজীবনেই সুখ, শান্তি এবং অবস্থাপরিবর্ত্তনের আশা না থাকে, তাহা হইলে, কখনই সে ব্যক্তি সেই অনন্ত কষ্টসম্ভোগ জন্য জগতে জীবন-ধারণ করিতে সম্মত হয় না; অবশ্যই সে ব্যক্তি নিরাশ হইয়া, জীবনবিস-র্জ্জন—আত্মনাশ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লয় এবং সেই ইচ্ছা-কার্য্যে পরিণত করিয়া লইতেও বাধ্য হইয়া পড়ে। জগতে এইমত অনন্ত দুঃখভোগীর সংখ্যাই অধিক ; সকলেই যদি আশাপরিহারে এইমত আত্মনাশ করিতে থাকে, তাহা হইলে জগৎ চলিবে কিরূপে ?—কিরূপেই বা জগদীশ্বর তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল ইহজন্মে সম্ভোগ করাইতে সমর্থ হইবেন ? জগদীশ্বর মনুষ্যসমাজকে তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের দণ্ড-ভোগ করাইবার জন্যই আশারূপ প্রলোভনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কি ভয়ঙ্কর ভ্রান্তিমূলক কথা! যিনি অনন্তশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনি পাপের দণ্ডভোগ করাইবার জন্য আশারূপ প্রলোভনের সৃষ্টি করিয়াছেন! আশার প্রলোভনই যদি তাঁহার জগৎপরিচালনার সহায় হয়, তাহা হইলে, তাহার অনন্ত শক্তি কে স্বীকার করিবে? আশা, পাপের দণ্ডভোগের সহায়তা কখনই করে না। জীব সহস্র চেষ্টা করিলেও—আত্মঘাতী হইলেও পাপের দণ্ড হইতে কোনমতেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না।

মনুষ্যসমাজের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—সুখ শান্তি উন্নতির আশা না থাকিলে, মনুষ্য একেবারে জড়ের ন্যায় অবস্থান করিত,—উদ্যম, সাধনা, চেষ্টা, শ্রম জগৎ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত।

জ্ঞান বলিতেছে, আবশ্যকতাই আবিষ্কারের জননী। অভাব হইতেই উদ্যম, সাধনা, চেষ্টা এবং শ্রমের জন্ম, আশা হইতে নহে। মনুষ্য আশা-ভরে হৃদয়বন্ধনপূর্ব্বক সহস্র উদ্যম, সাধনা, চেষ্টা, শ্রম করিলেও যখন কোনমতে সুখ শান্তি উন্নতি প্রাপ্ত হয় না, অথচ সেই চেষ্টা, উদ্যম, সাধনা, শ্রম ব্যতীত অনেকেরই অবস্থাপরিবর্ত্তন, অনেকেই সুখী এবং অনেকেরই উন্নতি সাধিত হইতেছে, তখন আশাই উন্নতির একমাত্র মূল, ইহা কে স্বীকার করিবে? সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি মনুষ্যের শুভাশুভকর্ম্মকৃত ফলাফল। আশা এ ফলাফল পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে। আশা অমার্জ্জিত বুদ্ধি এবং জ্ঞানহীন মনের জাগ্রত অবস্থার স্বপ্নমাত্র। যাহা ফলিবার তাহা ফলি-বেই, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, যাহা হইবার তাহা হইবেই, তবে কেন মিছা আশার ছলনায় জীব ভুলিবে?

অনন্ত অতীতকালসাগরের অতলজলে একটী পক্ষ বিলীন হইয়া গেল, পাঠকপাঠিকাগণ যে পিশাচগড়ের লোমহর্ষণ শোচনীয় অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন, আজি সেই পিশাচগড়ে একটী হৃদয়ে আশাসম্বন্ধে উক্তবিধ আন্দোলন প্রবাহিত হইতেছে। সাক্ষাৎ নরককুণ্ডস্বরূপ যে কক্ষে জীবন্ত পিশাচিণীস্বরূপিণী বৃদ্ধা সেই ভয়ঙ্করীমূর্ত্তিতে হৃদয়ভেদী লীলা করিয়া-ছিল, সেই কক্ষসংলগ্ন আর একটী পতনোন্মুখ অতীব প্রাচীন জীর্ণ গৃহে আসুন, আমরা প্রবেশ করি। কক্ষটী ক্ষুদ্রায়তন, বাতায়ন এবং দ্বারগুলি কবাটবিহীন, শুষ্ক তৃণলতায় আচ্ছাদিত, কেবল একটীমাত্র দ্বার কবাট-যুক্ত। কক্ষগাত্রস্থ ইষ্টকরাশি আহার্য্য উপকরণাভাবে যেন ক্ষুধিতহৃদয়ে বদনব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। কক্ষসজ্জার মধ্যে একপার্শ্বে কতিপয়

পেটিকা, একধারে রাশিকৃত তৈজস, অন্যদিকে শাণিত অস্ত্ররাশি এবং দক্ষিণ-প্রান্তে একখানি খট্টা। সেই খট্টার উপর শয়ন করিয়া একটী রমণী। পঙ্কে যেরূপ পদ্মিনী—ঘোর আঁধারময় খনির মধ্যে যেরূপ মণি—অমা-নিশায় যেরূপ সুকতারা সেইমত সেই শয়ানা কামিনীর আলোকসামান্য রূপলাবণ্য সেই কক্ষটী যেন আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। ললনার কোমলাঙ্গে হীরকহেমালঙ্কার, একখানি কনকরঞ্জিত সমুজ্জ্বল বসনে ললিত তনুখানি ঢাকা। অনন্ত নক্ষত্রশোভিত অমল শারদগগণে একমাত্র শশাঙ্ক যেরূপ অনুপ স্নিগ্ধজ্যোতি বিকীর্ণ করে, কামিনীর সেই সুধামাখা মুখখানি সেইমত সেই হীরকহেমালঙ্কার—কনকরঞ্জিত বসন এবং সুরম লাবণ্যের জ্যোতিকে হীনপ্রভ করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু পূর্ণিমার পূর্ণশশীর কলঙ্ক-রেখা যেরূপ অন্যান্য তিথি অপেক্ষা সমধিক মলিনতা প্রকাশ করে, এই সুন্দরীর আনন আজি যেন সেইমত বিষাদমাখা।

রমণী সেই শয়ানাবস্থায় অতি ক্ষীণস্বরে আত্মগত বলিতেছেন, "আশা! তুমি ললনা পাইয়া কি ছলনা করিতে আসিয়াছ?—মন! জ্ঞান কি বলি-তেছে?—দুর্ব্বলহৃদয়ের জাগ্রত স্বপ্নস্বরূপ আশার ছলনায় ভুলিও না। আশা! যাও, চলিয়া যাও, তোমার ছলনায় আমি ভুলিব না। নাই—নাই—এ জগতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, আশা নাই—কেবল শান্তি—শান্তি—শান্তি! দুর্ব্বলহৃদ-য়তা এবং মনের বিকারই কেবল সুখদুঃখ নামে দুটাকে মনের নিকট উপস্থিত করে। শান্তিময় জগতে শান্তিদাতা দেবদেবের বিধান যে পালন করে, তাহার পক্ষে জগৎ অনন্ত শান্তিময়। সেই শান্তিদাতার বিধি আমি অবশ্যই পূর্ব্বজন্মে পালন করি নাই, সেই জন্যই আমার জীবননাটকের এক্ষণে এইমত অভিনয় হইতেছে। না—না—আমি প্রাণের ভয় করি না, কেবল একমাত্র রক্ষণীয় সতীত্বের ভয়। সতীগতপ্রাণ!—দেবদেব! তুমি কি সতীর সতীত্ব রাখিবে না?"

অকস্মাৎ পদশব্দ আসিয়া সেই কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিল। কামিনী চকিতনয়নে চারিদিকে দৃষ্টিদানে উঠিয়া বসিলেন, কক্ষমধ্যে কেহই প্রবেশ করিল না। রমণী আবার বলিতে লাগিলেন, "দেব! জীব, অধর্ম্ম—পাপ—অন্যায় কার্য্য করিবে, তোমার বিধি লঙ্ঘন করিবে, কিন্তু তাহার দণ্ডভোগের সময় কেন তোমায় দোষ দেয়?—মঙ্গলময়! আমার—"

আবার বাধা পড়িল, আবার পদশব্দ আসিয়া একাকিনী রমণীর চিত্তকে

বিচলিত করিয়া দিল। একটী বিরাটকায় পুরুষ রমণীর অজ্ঞাতসারে আসিয়া, উন্মুক্ত দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। রমণী কয়েকমুহূর্ত্ত অপেক্ষার পর আবার বলিলেন, "মঙ্গলময়! আমার মঙ্গলের জন্যই আমার এই অবস্থা উপস্থিত—আমি এই নরককুণ্ডে পতিত, ইহাই ত আমার ধারণা, কেন দেব!—আমি বলিব তুমি নিদয়?"

"নিদয়—নিদয়—কে বলে নিদয়?" উচ্চহাস্যে কক্ষ ভাসাইয়া, বজ্র-গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিয়া, সেই লুক্কায়িত পুরুষমূর্ত্তি রমণীর সম্মুখীন হইল। রমণী তড়িতগতিতে গাত্রোত্থান করিলেন। পাঠক! এ পুরুষটী সেই উগ্রচণ্ড। উগ্রচণ্ড হাসিতে হাসিতে আবার বলিল, "কে বলে নিদয়? যদি নিদয়ই হব, তবে অত হীরেমুক্ত সোনার গয়না দিলে কে? অমন ঝকঝকে কাপড়খানা দিলে কে?"

রমণী নীরব।

"বলি কথাটাই কও না?—তবে কদিন তোমার ঘরে আসতে পারিনে বলে বলছ?—তা আমার ইচ্ছে সাড়েষোল আনাই ছিল, কেবল ঐ বুড়ী আবাগীর জন্যেই আসতে পারিনি।" বলিতে বলিতে, চণ্ড, রমণীর নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল, রমণী চঞ্চলচরণে সরিয়া দাঁড়াইলেন। চণ্ড আবার বলিল, "আবাগী বলে কি, তা জান? বলে, জোরজার করলে, এক-দিন দুদিন না হয় চলবে, যে খানে বারমাস ঘরকন্না করতে হবে, সে খানে জোরজার না করে, বুঝিয়ে সুজিয়ে ফুসলে ফাসলে শলিয়ে কলিয়ে হাত করাই কাজের কথা। তা আমি আসিনি বলে, তুমি মনে করোনা যে, আমি নিদয়। আবার বলি, নিদয়ই যদি হব, তবে ও গহনাগুলা দেব কেন?"

আরক্তিমলোচনে কম্পিত অধরে রমণী একখানি গাত্রালঙ্কার উন্মোচন করিয়া "নারকী! কে তোকে এ গহনা দিতে বলিল?" বলিয়া, সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

"রাগ করলে?" উচ্চ হাস্যের সহিত চণ্ড বলিল, "রাগ করলে? এমন গহনা কত ঝুড়িঝুড়ি এনে দেব। এত দেব যে, তোমার গায়ে রাখবার স্থান পাবে না। কেন মিছে গয়না খুলতেছ?—তুমি এই রকম কতবার খুলে ছিলে, মা আমার আবার কতবার তোমায় পরিয়ে দেছে। আমার মতন মা তোমায় কত ভালবাসে, তোমার কত সেবা করে, তবুও কি তোমার

রাগ যায় না? বলি, তুমিত মেয়ে মানুষ, এত একগুঁয়ে কেন? তুমিত জান, এর ভেতর থেকে পালাবার আর কোন উপায় নেই? কেন মিছে সময়টা নষ্ট কর?"

প্রাবীটসঙ্গমে প্রফুল্ল পঙ্কজহৃদয় যেরূপ বারীপূর্ণ হইয়া থাকে,—পবন-সঞ্চালনে যেরূপ সেই জলরাশি ঝরঝরস্বরে নিপতিত হয়, দুর্দ্দান্ত দস্যুর ভীতিপ্রদ বাক্যরূপ পবনসঞ্চালনে রমণীর নয়নকমলে পূর্ব্বসঞ্চিত জলরাশি সেইমত দরদরধারায় বিগলিত হইল। সেই সজলনয়নে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে রমণী করযোড়ে কহিল, "মঙ্গলময় মহেশ্বর! এ জগতে রমণীর আশ্রয়—সহায়—সম্বল তোমার শ্রীচরণ! বিপদভঞ্জন! এ অনাথিনী পাপিনীকে কি সেই অভয়চরণে আশ্রয় দিবে না?"

কথাগুলির অর্থ চণ্ড কিছুই বুঝিল না। মনেমনে বলিল, "বড়ঘরের মেয়ে, বড়বড় কথা, আমি আর ও সব কি বুঝব? তবে চিরকালটা ঘরকন্না করতে করতে অনেকটা বুঝতে পারব তার সন্দেহ নেই।" আর একপদ অগ্রসর হইয়া, চণ্ড হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাল, তোমার নামটা কি বলনা ছাই?—এতদিন এখানে আছ, নামটা কি বললে না। বলি, তোমায় ডাকব কি বলে?—আমার নামত উগ্রচণ্ডা, তোমায় কি মঙ্গলচণ্ডী বলে ডাকব?"

কথাগুলি রমনীর কর্ণে গেল না। চণ্ডকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, রমণী আবার অন্তরের অন্তস্তল হইতে বলিলেন, "সতীপ্রধানা!—ক্ষেমঙ্করী!—তুমি নিদয়া হইলে সতীর মান কে রাখিবে? দাও, দাও, তোমার ঐ রাঙা চরণে আশ্রয় দাও।"

চণ্ড এবারও রমণীর সকল কথার অর্থ বুঝিল না, কিন্তু চরণ শব্দটী শুনিয়াই আনন্দে মনে মনে বলিল, "না, হবে কেন?—আমার মা, কত মন্ত্রতন্ত্র জানে। পোনের দিনে বস করে দেবে বলেছিল, আজ দেখছি, তার ফল ফলেছে। তা নইলে আমার চরণ চাইবে কেন?" আনন্দোদ্বেলিতহৃদয়ে চণ্ড পুনরায় কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, সহাস-অধরে বলিল, "চণ্ডী! চরণ চাও?—তা, আমার এই মোটা ফাটাপায়ে তোমার ঐ কচিহাত দুখানি দিলে, তোমার হাত যে ছড়ে যাবে? তুমি বরং আমায় চরণ দাও।"

রমণী বিপদ আসন্ন দর্শনে দ্রুতপদে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

"হলেমই বা আমি কেলে দাঁড় কাক, আমার কি পাকা আম খেতে সাধ হয় না?"—হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া, দুর্দ্দান্ত দস্যু চণ্ড এক-লম্ফে পর্য্যঙ্কপার্শ্বে গিয়া উপনীত হইল।

রমণী পরমুহূর্ত্তেই উদ্ভ্রান্তহৃদয়ে দ্রুতপদে কক্ষের অপরপার্শ্বে আসিয়া, অন্তরের অন্তস্তল হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অনাথশরণ! রক্ষা কর—রক্ষা কর।"

পরক্ষণেই বহির্দ্দেশ হইতে স্বর আসিল—"ভয় নাই।"

সেই অভয় শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই একটী অস্ত্রধারী পুরুষমূর্ত্তি সেই আসন্ন-বিপদমুখে পতিত ভয়ার্ত্ত রমণীর সম্মুখ উপনীত হইল। আলুলায়িত-কুন্তলা কামিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে "দাতাকর্ণ!" বলিয়া, সেই কক্ষমধ্যস্থ নবাগত পুরুষাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং নবাগত পুরুষ দাতাকর্ণও সেই মুহূর্ত্তে "মলয়া!" বলিয়া, বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। মধ্যপথে উভয়ে অননুভূতপূর্ব্বভাবরসে আপ্লুত হইয়া, উভয়ের কর উভয়ে ধারণ করিলেন। পাষাণসংঘাতে ব্যথিতহৃদয়া নির্ঝরিণী যেন প্রশান্ত সাগর-হৃদয়ে মিলিত হইল।

যে পিশাচগড়ে বহুবর্ষ যাবৎ কোন জনপ্রাণীই সাহসসহকারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই, গৌড়ের অধিবাসীসাধারণে যে পিশাচগড়ের প্রবেশ-পথ সম্পূর্ণরূপেই অনবগত,—যে একমাত্র সুড়ঙ্গপথ ভয়াল বিষধর সর্পপূর্ণ—সুতরাং মনুষ্যের পক্ষে সে পথাবলম্বনে গড়মধ্যে প্রবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব, যে পিশাচগড়ের অত্যুন্নত প্রাকার উল্লঙ্ঘন সাধ্যাতীত, আজি সহসা সেই পিশাচগড়মধ্যে বীরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া, উগ্রচণ্ডের হৃদয়ে অতি বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। যে মুহূর্ত্তে মলয়া, দাতাকর্ণের করধারণ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই ভীমকায় দুর্দ্দান্ত দস্যু, নিকটে কোন অস্ত্র না পাইয়া, ভীষণ পদা-ঘাতে পর্য্যঙ্ক ভগ্ন করিয়া, খট্বাঙ্গহস্তে আরক্তিমলোচনে "এ পিশাচগড়ে কে তুই মরিতে আসিয়াছিস?" বলিয়া, সজোরে বীরেন্দ্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল।

খট্বাঙ্গ বীরেন্দ্রের ঢালে লাগিয়া, একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। পর-ক্ষণেই তিনি সিংহগর্জ্জনে অসি নিষ্কাষিত করিয়া বলিলেন, "দুর্দ্দান্ত দস্যু! নিরস্ত্রকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে বলিয়াই আমি তোকে উচিত দণ্ডদান করিতে পারিলাম না। তোকে জীবন্ত ধৃত করাই আমার অভিলাষ।

তুই যে খানে দাঁড়াইয়া আছিস, ঐ স্থানেই থাক, যদি আর একপদ অগ্রসর হইবি, তাহা হইলে তোর মরণ নিশ্চয় নিকটবর্ত্তী জানিবি।"

বীরেন্দ্রের উক্তি সমাপ্ত না হইতে হইতেই উগ্রচণ্ড একলম্ফে ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় কক্ষের যে পার্শ্বে ভল্ল, অসি প্রভৃতি শাণিত অস্ত্র সজ্জিত ছিল, সেই পার্শ্বে আসিয়া, চকিতের মধ্যে অসি গ্রহণে ভীষণ হুঙ্কারে সেই পতনোন্মুখ কক্ষ কম্পিত করিয়া, সগর্ব্বে বলিল,"আমাকে ধরবি?—আমায়?—এ পিশাচগড়ে কেন মরিতে আসিলি?"

বীরেন্দ্র উগ্রচণ্ডের দম্ভ গর্ব্ব দর্শনে পরমুহূর্ত্তে সমরার্থ প্রস্তুত হইলেন। মলয়াকে অভয়দানে উগ্রচণ্ডের অভিমুখে একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই দস্যু আসিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বীরেন্দ্র ঢালদ্বারা উগ্রচণ্ডের দ্বিতীয় লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া, পরক্ষণে সবলে উগ্রচণ্ডের বাহু লক্ষ্য করিয়া অসিপ্রহার করিলেন, উগ্রচণ্ড একলম্ফে পৃষ্ঠপদ হইয়া, সে লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া দিল। বীরেন্দ্র কুপিতহৃদয়ে দ্বিগুণবলের সহিত দস্যুকে আক্রমণার্থ ধাবমান হইলেন। পরক্ষণেই পরস্পরে প্রবল অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দস্যুর নিকট ঢাল ছিল না, সুতরাং সে কেবল কৌশলক্রমেই অসির দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। বিজ্ঞানসঙ্গত সামরিকশিক্ষায় সুদক্ষ বীরেন্দ্রের অসিবলের নিকট দস্যুর অস্ত্রশিক্ষা অধিকক্ষণ প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে পারিল না। রণোন্মত্ত বীরেন্দ্র অচিরেই দস্যুর দক্ষিণহস্তে দারুণ অসিপ্রহার করিলেন,—চণ্ডের করস্থ অসি দূরে বিক্ষিপ্ত হইল। পলক না ফেলিতে ফেলিতেই চণ্ড অন্তিমবলের সহিত একলম্ফে যে স্থলে অস্ত্র সজ্জিত ছিল, তথায় আবার পতিত হইয়া, অক্ষতহস্তে ভয়াল ভল্ল লইয়া, সেই অন্তিমবলের সহিত বেগে তাহা বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। সেই শাণিত ভল্ল ব্যর্থ করিবার জন্য বীরেন্দ্র ঢালের আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ভল্ল এরূপ বেগের সহিত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, ঢাল ভেদ করিয়া, বীরেন্দ্রের বাম উরু বিদীর্ণ করিয়া দিল। সেই ভল্লবিদ্ধ বীরেন্দ্র ঢালপরিহারে বামহস্তে ভল্লধারণে পরমুহূর্ত্তেই দস্যুকে আক্রমণার্থ অসি উত্তোলন করিলেন, দস্যু আসন্ন মরণ দর্শনে ভল্লপরিহারে বাণবিদ্ধ ভল্লুকের ন্যায় যেমন একলম্ফে উন্মুক্ত দ্বারাভিমুখে গমন করিবে, বীরেন্দ্রের অসি পুনরায় তাহার পৃষ্ঠে দারুণ আঘাত করিল। দস্যু সেই আহতাবস্থায় ক্ষতবিক্ষতদেহে দ্বারে আসিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে "মা!—মা!—পালা—পালা"

বলিয়া ছুটিল। এই কয়পংক্তি লিখিতে যে সময় অতীত উপাধিধারণে অদৃশ্য হইল, তাহার সহস্রাংশের একাংশ সময়ের মধ্যেই এই কাণ্ড হইয়া গেল।

দস্যুর ভল্লাঘাতে বীরেন্দ্র বিষম আঘাতিত হইয়াছিলেন; তিনি অমিত-বলের সহিত পলায়মান দস্যুকে শেষ অসিপ্রহারের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ধরণীবক্ষের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সেই ভল্লবিদ্ধ উরুস্থল হইতে প্রবলবেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মলয়া এতক্ষণ কক্ষের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, বীরেন্দ্রের জয়কামনায় অন্তরের অন্তস্তল হইতে ইষ্টদেবের চরণ স্মরণ করিতেছিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রকে ভল্লবিদ্ধাবস্থায় ধরাশনের আশ্রয়গ্রহণ করিতে দেখিয়া, যেন উন্মাদিনীবেশে "চলিলেন!—চলিলেন!—দাতাকর্ণ!-আমার জন্য অকালে যৌবনজীবনে জগৎ ছাড়িয়া ছড়িলেন!" বলিতে বলিতে বীরে-ন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

"না, না,—সে ভয় করিবেন না; সামান্যমাত্র আঘাত পাইয়াছি। ক্ষত্রিয় কি প্রাণের ভয় করে? বীরব্রত যাহাদিগের চিরাবলম্বন, তাহাদিগের পক্ষে এ সামান্য আঘাত পুষ্পাঘাতের ন্যায় জানিবেন।" বীরেন্দ্র মৃদুমন্দহাস্য-সহকারে এই কয়টী কথা বলিয়া, মলয়ার সেই ভয়—উৎকণ্ঠা এবং বিষাদ-মাখা মুখপ্রতি দৃষ্টিদান করিবামাত্র দেখিলেন, সেই আকর্ণবিস্ফারিত নয়নযুগল জলে ভাসিতেছে। বীরেন্দ্র নিজ আহত স্থানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই পুনরায় বলিলেন, "আপনার জন্য যদি মরিতে হয়, তাহা [illegible] করিব।"

সেই উত্তর শ্রবণের পূর্ব্বেই বীরেন্দ্রের [illegible] -বেগে অনর্গল রক্তস্রোতনির্গম দর্শনে ললনার কোমলহৃদয় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বীরেন্দ্রের উক্তি সমাপ্ত হইতে না হইতেই নিজ বসনা-ঞ্চল ছিন্ন করতঃ ক্ষতস্থান বন্ধন করিতে বসিলেন। দুই একবিন্দু উষ্ণ অশ্রু সেই ক্ষতস্থানে পতিত হইল। সেই কয়েক বিন্দু অশ্রু রক্তসহ মিশ্রিত হইয়া, বীরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর শিহরিত করিয়া দিল। বীরেন্দ্র যেন সেই জাগ্রতাবস্থায় বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় অলক্ষ্যে বলিল, আজি জীবনের একটা সমুজ্জ্বল দিবস। সজলনয়না মলয়া, ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া, দ্রুতপদে কক্ষের যে পার্শ্বে মৃৎপাত্ররাশি সজ্জিত ছিল, তন্মধ্য

হইতে জলপূর্ণ কলসটী আনিয়া, ধীরে ধীরে ক্ষতস্থানে জলসেক করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র তখনও সেই জাগ্রত স্বপ্ন দর্শন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, যেন স্বর্গীয় শিশিরবিন্দু তাঁহার সেই ক্ষতস্থানে পতিত হইতেছে।

মলয়ার সেই সজলছলছল নয়নদুটী পুনরায় বীরেন্দ্রের নয়নের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবামাত্র বীরেন্দ্রের সেই অননুভূতপূর্ব্ব বিচিত্র জাগ্রত স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল। সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন? এ জনমানবের অগম্য—দস্যুর আশ্রমে আপনাকে কে আনিল?"

মলয়া পূর্ব্বমত জলসেক করিতে করিতে, নির্ব্বাণকাননে মুক্তিলাভ হইতে সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বিজ্ঞাপন করিয়া দিলেন। বীরেন্দ্র একমনে সোৎসুকে সমস্ত শ্রবণ করিয়া, হতাশস্বরে বলিলেন, "পবিত্রচরিত্রা কুমারীর প্রতি ভগবানের এত নিগ্রহ কেন?"

[illegible] -নিগ্রহ নহে—দয়া—দয়া।"

"এই হৃদয়ভেদী অবস্থাই কি তবে আপনার চিরদিন প্রার্থনীয়?"

"কে বলিল চিরদিনই আমার অবস্থা এইমত যাইবে?"

"আপনার এ অবস্থাকে তবে ভগবানের দয়া বলিলেন কিরূপে?"

"মঙ্গলময় মহেশ্বর জীবের মঙ্গল ব্যতীত কখনই কোন অমঙ্গল করেন না। অবশ্যই আমার কোন ভবিষ্য মঙ্গলের জন্যই আমার এই দশা।"

"ওঃ! আমার ভ্রম হইয়াছে, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সাধারণ নারীর সহিত কথা কহিতেছি।" বীরেন্দ্র প্রশ্ন পরিবর্ত্তন করিয়া আবার বলিলেন, "আপনি যে এই প্রিশাচগড়ে আছেন, তাহা ভ্রমেও ভাবি নাই। যে রজনীতে আপনি মাধুরীর সহায়তায় নির্ব্বাণ কানন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন, তৎপর দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত সমগ্র গৌড় রাজধানী—উপ-[illegible]র এবং নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক গ্রাম তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান লইয়াছি, আপনার দেখা পাই নাই। পাছে আপনি নরাধম গৌড়রাজের হস্তে পতিত হয়েন, এই ভাবনায় অত্যন্ত কাতর ছিলাম। ভগবান নিতান্ত সদয়-তাই আজ অপ্রত্যাশিতরূপে আপনার দেখা পাইলাম।"

"তোষামোদ বিবেচনা করিবেন না, সরল সত্যভাবে বলিতেছি, এ জগতে স্নেহময়ী জননী ব্যতীত, আমার হিতেচ্ছা যদি আর কাহারও হৃদয়ে

স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, জানিলাম, তাহা আপনার উদার হৃদয়ে এবং সেই স্নেহময়ী ভগ্নী মাধুরীর কোমল হৃদয়ে।”

“কেন? এ জগতে আপনার হিতাভিলাষী কি আর কেহই নাই?”

“অনেকেই আমার হিতাভিলাষী বলিয়া পরিচয় দেন বটে, এবং অনেককেই আমি বাল্যাবধি আমার হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহা আমার ভ্রান্তি।”

“আপনার ভ্রান্তি!—বুঝিতে পারিলাম না।”

“মানবমণ্ডলী যেরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত সৌরজগতের দিক নির্ণয় করিয়া লইয়াছে, আমার ভ্রান্তিও সেইমত।”

“আপনার উপমা আরও দুর্ব্বোধ হইল যে?” মৃদুহাস্য সহকারে বীরেন্দ্র এই প্রশ্ন করিলেন।

“জগৎ গোলাকার বলিয়াই ব্রহ্মাণ্ড নাম প্রদত্ত হইয়াছে, করেন?”

“করি।”

“সৌরজগৎ অনন্ত—অসীম ইহাও আপনার বিশ্বাস?”

“হাঁ।”

“অসীম—অনন্ত সৌরজগতের মধ্যে যখন গোলাকার ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, তখন আপনি কিরূপে বলিবেন, জগতের এই অংশ উর্দ্ধ এবং এই অংশ অধঃ? যখন সৌরজগতের উর্দ্ধ অধঃভাগ স্থির হইল না, তখন ভ্রাম্যমান গোলাকার জগতের উর্দ্ধ অধঃভাগ কিরূপে স্থির হইবে? কিরূপেই বা দিক নিরূপিত হইবে? জগতের [illegible] উর্দ্ধ অধঃভাগও নাই; মনুষ্য অনন্ত বিষয়ের চিন্তা করিতে অক্ষম বলিয়াই দিক না[illegible] দিগের প্রয়োজনসাধন জন্য দিক নির্ণয় করিয়া লইয়াছে। সেইমত এ[illegible] যাঁহারা আমার হিতাভিলাষী বলিয়া পরিচয় দেন, আমি জানি যে, তাঁহারা আমার হিতাভিলাষী নহেন, তবে কেবল ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়াই ভাবি যে, তাঁহারা আমার হিতৈষী।”

মলয়া কর্ত্তৃক বীরেন্দ্রের ক্ষতস্থান দৃঢ়রূপে বন্ধন এবং জলসেকসূত্রে রক্তনির্গম একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ দূর হইতে একেবারে কয়েকজন মনুষ্যের ধাবমানশব্দ শ্রবণে বীরেন্দ্র সেই রক্তাক্ত নগ্ন অসিহস্তে সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মলয়াকে অভয়দানে দ্বারদেশে আসিয়া

দণ্ডায়মান হইলেন। মলয়া, অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বীরেন্দ্র ইঙ্গিতে নিষেধপূর্ব্বক একাকী কক্ষপরিত্যাগ করিলেন।

বহির্দ্দেশে পদার্পণমাত্র বীরেন্দ্র দেখিলেন, সহকারী শান্তিরক্ষক এবং অপর তিনজন অস্ত্রধারী প্রহরী দ্রুতপদে আগমন করিতেছে। বীরেন্দ্র কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণে বলিলেন, "কি সহকারী শান্তিরক্ষক মহাশয়!—পিশাচগড়ে আসিতে আপনাদিগের সাহস হইল কিরূপে?"

সহকারী শান্তিরক্ষক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনিই ত আমাদিগের সাহসের পথপ্রদর্শক। ভাল, পিশাচগড়ে কি দেখিলেন?—সে পাগলের কথা সত্য না কি?" সহসা বীরেন্দ্রের বেশে রক্তচিহ্ন এবং অসি রক্তাক্ত দর্শনে পুনরায় বলিলেন, "আপনি কি পিশাচবংশধ্বংস করিয়াছেন?"

বীরেন্দ্র দস্যুর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বিবৃত করিয়া, বলিলেন, "সুড়ঙ্গমুখে প্রহরীরা আছেত?"

"সকলেই আছে, তাহাদিগের সাহস হইতেছে না যে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করে। সকলেই ভাবিয়াছে যে, আপনি বাতুলের কথায় পিশাচের হস্তে প্রাণ দিতে আসিয়াছেন। ভাল, এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

উত্তরদান না করিয়া, দশসহস্রানীক বীরেন্দ্র দুইজন প্রহরীকে বলিলেন, "তোমরা এই কক্ষদ্বার রক্ষা করিতে থাক, যেন মক্ষিকাও প্রবেশ না করে। যদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, প্রাণপণে বাধাদানে উচ্চ চীৎকার করিও। আর সাবধান, কক্ষমধ্যে তোমরাও কেহ প্রবেশ করিও না, প্রবেশ করিলে, তোমাদিগের দেহে আর মুণ্ড থাকিবে না।" সহকারী শান্তিরক্ষক এবং তৃতীয় প্রহরীকে লক্ষ্য করিয়া, কহিলেন, "এক্ষণে এই গড়মধ্যে সেই আহত দস্যুর অনুসন্ধান করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।"

বীরেন্দ্র, সহকারী শান্তিরক্ষক এবং প্রহরীকে লইয়া, সেই গড়ের চারিদিকে দস্যুর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। আহতপদে গমনে পুনরায় রক্তনির্গম সম্ভাবনা বোধে তিনি প্রহরীর হস্ত হইতে বৃহৎ ভল্ল লইয়া, তদবলম্বনে চলিতে লাগিলেন। ক্রমাগত এক ঘটিকাকাল তাঁহারা তিনজনে সেই পিশাচগড়ের ধ্বংসস্তূপ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাভাবিক বন—প্রত্যেক প্রান্ত অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সেই দস্যু বা তাহার জননীর

দর্শন পাইলেন না। সকলেই মহাবিস্মিত হইলেন ; ভাবিলেন, একটীমাত্র সুড়ঙ্গ পথ, অতএব ইহার মধ্য হইতে কোন দিক দিয়া পলাইল ?

বীরেন্দ্র বলিলেন, "অবশ্যই সে দস্যু ইহারই মধ্যে কোথাও লুক্কাইত হইয়া আছে।" সমগ্র দিবস অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর দিনমণি ক্রুদ্ধ নয়নে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, বীরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "সন্ধ্যা আগতপ্রায়, অন্ধকারে কোন সন্ধানই পাইবার আশা নাই। গড়ের চারিদিকে এবং সুড়ঙ্গপথে উপযুক্তসংখ্যক অস্ত্রধারী প্রহরী রাখা যাউক, কল্য প্রাতে আসিয়া আবার সন্ধান লইব।"

এদিকে বীরেন্দ্র আহত দস্যুর অনুসন্ধানে বহির্গত হইবামাত্র যে দুইজন প্রহরীকে তিনি সেই কক্ষদ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা অতি বিস্ময়ে বিজড়িত হইয়া পড়িল। প্রথম প্রহরী বলিল, "ভাই ! ব্যাপার খানা কি ? একখানা ভাঙ্গা ঘর দেখিতেছি, ইহার মধ্যে আবার প্রবেশ নিষেধ কেন ?"

দ্বিতীয় কহিল, "এ ঘরে বোধ হয়, টাকাকড়ি আছে।"

"ভাল, কি আছে কি না, একবার দেখা যাউক না কেন ?"

"দাতাকর্ণ কি বলে গেলেন, মনে নাই ?—ঘরে ঢুকিলেই মুণ্ড যাইবে ?"

"একবার মুখ বাড়িয়ে দেখা বৈত নয়, তাহাতে আর ক্ষতি কি ?"

"তোর মুণ্ড দিবার ইচ্ছা থাকে, তুই দেখ।"

অনেক তর্কবিতর্কের পর কক্ষাভ্যন্তরে কি আছে, ইহা নিরীক্ষণ করা ধার্য্য হইল। দ্বিতীয় প্রহরী, চারিদিকে দৃষ্টিদানে বীরেন্দ্র আসিতেছেন কি না দেখিয়া, শেষ সাহসভরে অতি ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মলয়া সেই কক্ষমধ্যে পাতিতজানু হইয়া, করযোড়ে নিমীলিতনয়নে নিজ ইষ্টদেবের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, প্রহরী সেই আধো আধো আঁধারময় ভগ্ন কক্ষে সেই স্বর্গীয় মন্দার—অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী রমণী মূর্ত্তি দর্শনে অতি বিস্মিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ পশ্চাদাবর্ত্তনে ক্ষীণস্বরে সহযোগীকে কহিল, "গৃহের মধ্যে সুন্দরী স্ত্রীলোক!—চক্ষুমুদিয়া ধ্যান করিতেছে!"

দ্বিতীয় প্রহরী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যগ্রভাবে কহিল, "সুন্দরী স্ত্রীলোক?" কৌতুহল নিবারণ জন্য বীরেন্দ্রের আজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া, অতি সন্তর্পণে কক্ষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, রূপরাশি দেখিয়াই ফিরিল। দ্বিতীয় প্রহরীকে লক্ষ্য করিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "চিনিতে পারিস নাই ?"

"কে ও?"

"মলয়া।"

প্রথম প্রহরী নির্ব্বাণকাননে অনেকদিন নিযুক্ত ছিল, সুতরাং মলয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেও তাঁহাকে চিনিয়াছিল। "মলয়া!" দ্বিতীয় প্রহরী, সহযোগীর হস্তধারণে কয়েকপদ দূরে আসিয়া বলিল, "মলয়া!—দাতাকর্ণ কি তবে একাই মহারাজের পুরস্কারটা লইবেন?"

"কাজেই।"

বীরেন্দ্র, সহকারী শান্তিরক্ষক এবং তৃতীয় প্রহরীর সহিত উক্ত স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রহরী, তৃতীয়ের কাণে কাণে বলিল যে, এই কক্ষমধ্যে মলয়া। তৃতীয়ও বিস্মিত হইল। যে কক্ষে দস্যু-জননী বৃদ্ধার হোমকুণ্ড, বীরেন্দ্র সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, প্রহরীত্রয় ক্ষীণ-স্বরে সহকারী শান্তিরক্ষককেও মলয়ার সংবাদটী প্রদান করিতে বিলম্ব করিল না।

বীরেন্দ্র প্রত্যাগত হইবামাত্র সহকারী শান্তিরক্ষক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'আপনার সাহসের দ্বিগুণ পুরস্কার ভগবানই সংগ্রহ করিয়া দিলেন।"

"কি বলিতেছেন?"

"মহারাজ যে মলয়াকে ধৃত করিবার জন্য সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা আপনিই পাইলেন?"

বীরেন্দ্রের চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল। "কি মলয়া!" প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রহরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার আজ্ঞা তবে লঙ্ঘন করিয়াছিস?—কোথায় মলয়া?"

"শুনিলাম, এই কক্ষে।" শান্তিরক্ষক বীরেন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দর্শনে নম্রভাবে কহিলেন, "আপনার নাম দাতাকর্ণ, সামান্য সহস্র মুদ্রার কথা বলিলাম বলিয়া, ক্রোধ করিবেন না।"

"মলয়াই হউক, আর যে-ই হউক, তোমাদিগের কোন কথা কহিবার অধিকার নাই।"

"মহারাজের আদেশ—তাঁহাকে সংবাদদান—" সহকারী শান্তিরক্ষক বীরেন্দ্রের সক্রোধমূর্ত্তি দর্শনে আর অধিক বলিতে পারিলেন না।

বীরেন্দ্র ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে, সকলের প্রতি তীব্র-

দৃষ্টিদানে মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। সকলেই কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। বীরেন্দ্র নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ কত মুদ্রা পুরস্কারদান ঘোষণা করিয়াছেন?"

"সহস্র মুদ্রা দান করিবেন এবং পদোন্নতি করিয়া দিবেন।"

"ভাল, আমি একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

"আজ্ঞা করুন।"

"মলয়ার আবিষ্কারের পুরস্কার ন্যায়মত আমারই লভ্য, আপনি বা প্রহরীরা কিছুই পাইতে পারে না।"

সকলেই বীরেন্দ্রের এই কথা স্বীকার করিয়া লইল।

বীরেন্দ্র ধীরভাবে শান্তিরক্ষককে কহিলেন, "যখন এ পুরস্কার আপনি বা প্রহরীরা কেহই পাইতে পারে না, তখন আমি একটী প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।" বীরেন্দ্রের প্রস্তাবটী আকর্ণনজন্য শান্তিরক্ষক এবং প্রহরীত্রয় তাঁহার সেই ক্রোধ এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ আননের প্রতি দৃষ্টি সংযত করিল। বীরেন্দ্র সহকারী শান্তিরক্ষককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে দুইসহস্র মুদ্রা এবং প্রহরীদিগের প্রত্যেককে পঞ্চশত মুদ্রা প্রদান করিতে অভিলাষী।"

শ্রোতাদিগের আনন্দের অবধি রহিল না। বিশেষতঃ প্রহরীত্রয় আদৌ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কারলাভের আশা নাই জানিয়া, দাতাকর্ণকে সদয়ভাবে পঞ্চশত মুদ্রাদান করিতে প্রস্তুত দেখিয়া, নিমেষের মধ্যেই কতশত সুখভোগবিলাসের কল্পনা করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু একটী কথা—অদ্য হইতে এক সপ্তাহকাল কাহাকেই বলিতে পারিবেন না যে, আমি মলয়াকে উদ্ধার করিয়াছি।"

কথাটা শুনিয়াও সহকারী শান্তিরক্ষক বুঝিতে পারিলেন না যে, দাতাকর্ণ কেন এরূপ প্রস্তাব করিলেন। প্রহরীত্রয়ের হৃদয়েও তখন স্বগত প্রশ্ন হইল যে, দাতাকর্ণ এ আবার কি কথা বলিতেছেন? তাহাদিগের হৃদয়ে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বীরেন্দ্রের নৈতিকনির্ম্মলতা, পবিত্রস্বভাব এবং সাধুভাব অতীব প্রবল, তাহা বিলক্ষণ জানিত। বীরেন্দ্র যুবক বটেন, মলয়া অনুপমা সুন্দরী বটেন, কিন্তু বীরেন্দ্রের ন্যায় পবিত্রচরিত্র পুরুষ যে, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, নিজ পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এরূপ প্রস্তাব করিবেন, তাহা তাহারা ধারণা করি-

তেই অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ বীরেন্দ্রের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহাও তাঁহারা অনুমান করিতে ক্ষমবান নহে। তৃতীয়তঃ বীরেন্দ্র, গৌড়েশ্বরের পরম প্রিয়পাত্র, অতএব মলয়ার আবিষ্কারের কথা গৌড়েশ্বরের নিকট গোপন রাখিতেই বা এত যত্নবান কেন, তাহাও সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। কিন্তু প্রহরীত্রয়ের হৃদয় হইতে এ আন্দোলন মুহূর্ত্তমধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল; অর্থলোভই প্রবল হইয়া, তাহাদিগকে ভবিষ্য আশায় বিচলিত করিয়া দিল। সহকারী শান্তিরক্ষক দুইসহস্র মুদ্রাপ্রাপ্তির আশায় মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ভাবিলেন যে, গৌড়াধিপ যখন মলয়ার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, তখন এ সংবাদ তাঁহার নিকট আর গোপন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। তিনি বলিলেন, "আপনার আজ্ঞাপালন করিতে আমরা অবশ্যই বাধ্য, কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কি?" সক্রোধে বীরেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু আবার কি?—আপনি জানেন, এই পিশাচগড়মধ্যে আপনাদিগের চারিজনকেই আমি ইহজগৎ হইতে বিদায়দান করিতে পারি?" অসি নিষ্কাষিত করিয়া, তীব্রস্বরে আবার বলিলেন, "আমার কথা শুনিবেন কি না, এই মুহূর্ত্তেই আমি তাহার উত্তর চাই। আপনি ভাবিবেন না যে, আমি পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছি।"

মহাবলী বীরেন্দ্রের সেই সক্রোধমূর্ত্তি এবং তীব্রস্বর সেই চারিজনকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সহকারী শান্তিরক্ষক সম্মত হইলেন যে, এ সংবাদ এক সপ্তাহকাল কাহাকেই জ্ঞাত করিবেন না, আর প্রহরীত্রয় মনে মনে বলিল যে, এ জীবনে এ সংবাদ কাহাকেই জানাইবে না। বীরেন্দ্র প্রীতচিত্তে প্রশ্ন করিলেন, "সুড়ঙ্গদ্বারে আর কয়জন প্রহরী আছে?"

উত্তর হইল, "চারিজন।"

"তাহারাও চারিজনে এই তিনজনের সমান পুরস্কার পাইবে।"

বীরেন্দ্রের আজ্ঞায় একজন প্রহরী অবিলম্বে অশ্বারোহণে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে শিবিকা আনয়ন জন্য প্রেরিত হইল।

যে চারিজন প্রহরী প্রাণভয়ে পিশাচগড়ে প্রবেশ না করিয়া, বহির্দ্দেশে অবস্থান করিতেছিল, বীরেন্দ্র এবং অপর চারিজনের আগমন বিলম্ব দেখিয়া, তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, নিশ্চয়ই সকলে পিশাচোদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহারা এই সংবাদ প্রধান শান্তিরক্ষকের নিকট প্রকাশ করিবার

জন্য গমনের উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে সেই শিবিকা আনয়নে আদিষ্ট প্রহরী আসিয়া দেখা দিল। তাহাকে দেখিবামাত্র সকলে মহানন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। গড় হইতে বহির্গত প্রহরী অচিরেই সেই চারিজনকে পুরস্কারের সংবাদদানে তাহাদিগকে আরও আনন্দে উত্তেজিত করিয়া দিল। কিন্তু কি জন্য পুরস্কার পাইবে, তাহা জানাইল না। বীরেন্দ্রের আজ্ঞামত তাহাদিগকে সেই স্থলেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সহকারী শান্তিরক্ষকের অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক যেন প্রবল পবনবেগে সে ব্যক্তি নগরাভিমুখে ছুটিল। যে যেরূপ অবস্থার লোক, তাহার লোভ সেইমতই প্রবল। সামান্য দীন প্রহরীর পক্ষে পঞ্চশত মুদ্রা সমধিক বলিয়া বিবেচিত হইল, ইহা-বলা বাহুল্য। অশ্বারোহী প্রহরী সেই পঞ্চশত মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে, এই আনন্দে শিবিকা সংগ্রহাপেক্ষা আর একটী কার্য্য অগ্রে কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিয়া লইল। গৌড়রাজধানীমধ্যে তাহার একটী গুপ্ত উপপত্নী ছিল; তাহাকে এই সুখের সংবাদ অগ্রে দান না করিলে, হৃদয় তৃপ্ত হইবার নহে, সুতরাং সে ব্যক্তি অগ্রে তাহারই দ্বারে আসিয়া অশ্বকে বন্ধন করিল। পরে মহোল্লাসে আলয়মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ গুপ্ত প্রণয়িনীকে সমস্ত সংক্ষেপে জ্ঞাত করিয়া, তাহাকে ভাবীসুখসরোজের অনুপসৌরভাঘ্রাণের আশা দিয়া, পরক্ষণেই শিবিকা সংগ্রহ জন্য কক্ষত্যাগ করিল, কিন্তু যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, এ সংবাদ যেন কাহাকেও প্রদান না করে।

সেই বারবিলাসিনীর আর একটী প্রিয় গুপ্ত নায়ক ছিল; যে সময়ে প্রহরী উক্ত আলয় পরিহারে শিবিকা সংগ্রহ জন্য গমন করে, তাহার পরমুহূর্ত্তেই সেই গুপ্ত নায়কটী আসিয়া, দুশ্চারিণীর কক্ষে প্রবিষ্ট হয়। দুশ্চারিণী, প্রহরীর সমস্ত কথা তাহাকে পরিজ্ঞাত করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিল না। সে ব্যক্তি ইহা শুনিয়াই পরমুহূর্ত্তে অন্যত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের উল্লেখ করিয়া, বিদায়গ্রহণ করিল।

বীরেন্দ্র, শিবিকা আনয়ন জন্য প্রহরীকে বিদায়দানে মলয়ার নিকট আসিয়া, সমস্ত বিজ্ঞাপন করিতে বিলম্ব করিলেন না। মলয়া সজলনয়নে দুইচারিটী কথায় অন্তরের সহিত বীরন্দ্রকে ধন্যবাদদানে বলিলেন, "ভগবান আপনার সহায় হউন।"

বীরেন্দ্র অন্য উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি কৃতজ্ঞাপ্রকাশ শ্রবণে অনভিলাষী হইয়া, দুর্দ্দান্ত দস্যু যে সমস্ত ধনরত্নাদি সঞ্চিত করিয়াছিল,

সহকারী শান্তিরক্ষক এবং প্রহরীদ্বয়কে তৎসমস্ত অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিলেন। অচিরেই দুইটী ভগ্নকক্ষমধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য ছিল, তৎসমস্ত অনুসন্ধানে কয়েকশত মুদ্রা, কতিপয় অলঙ্কার এবং অন্যান্য দ্রব্য আবিষ্কৃত হইল। মলয়া সেই অবসরে নিজ অঙ্গের সেই মূল্যবান অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া, শান্তিরক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। বীরেন্দ্র নিষেধ করিলেন না। আবিষ্কৃত সমস্ত দ্রব্য প্রধান শান্তিরক্ষকের নিকট অর্পিত হইবে, ইহাই ধার্য্য হইল এবং বীরেন্দ্র বলিয়া দিলেন যে, গৌড়েশ্বরের নিকট পিশাচগড়ের সমস্ত সংবাদই প্রদান করা যাইবে, কেবল মলয়ার বিষয় এক-সপ্তাহকাল অপ্রকাশিত রাখিতে হইবে।

প্রেরিত প্রহরী শিবিকা আনয়নপূর্ব্বক গড়ের বহির্দ্দেশে বাহকদিগকে অবস্থান করিতে বলিয়া, দ্রুতগতি গড়মধ্যে প্রবেশ করিল। বহির্দ্দেশস্থ প্রহরীগণ ভাবিল যে, হয়ত কেহ আহত হইয়াছে, সেই জন্যই শিবিকা আনীত হইল। বীরেন্দ্র শিবিকা আনীত হইয়াছে শুনিয়া, আনন্দোদ্বেলিত-হৃদয়ে মলয়াকে লইয়া, বহির্দ্দেশে আসিলেন, অন্যান্য সকলে গড়মধ্যে আবিষ্কৃত অর্থাদি বহন করিয়া আনিল। মলয়াকে দর্শন করিয়া, বহির্দ্দেশস্থ প্রহরীচতুষ্টয় একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল। মলয়াকে তাহারা কখনও দেখে নাই, পিশাচগড়মধ্যে এরূপ পরমাসুন্দরী রমণী কিরূপে ছিল, ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

বীরেন্দ্র, মলয়াকে শিবিকামধ্যে রক্ষা করিয়া, স্বয়ং অশ্বারোহণপূর্ব্বক সহকারী শান্তিরক্ষককে বলিলেন যে, "আপনি ছয়জন প্রহরীসহ কিয়ৎ-কালের জন্য এই সুড়ঙ্গদ্বাররক্ষায় নিযুক্ত থাকুন, যদি ইতিমধ্যে দস্যু বহির্গত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিবেন। আমি নগরে গিয়াই আর বিংশতিজন প্রহরীকে পাঠাইয়া দিব; তাহারা আসিলেই আপনারা চলিয়া আসিবেন। আপনাদিগের পুরস্কারের কথা তাহাদিগকে জানাইবার প্রয়োজন নাই। আপনারা তাহাদিগের হস্তে প্রহরীতার ভার দিয়া, আমার আবাসে আসিবেন, প্রতিশ্রুত মুদ্রা প্রদান করিব।"

বীরেন্দ্রের আদেশপালন জন্য সকলেই নিযুক্ত রহিল, কেবল একজন-মাত্র প্রহরী শিবিকার অগ্রে অগ্রে এবং স্বয়ং বীরেন্দ্র অশ্বারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্রকৃতিসতী এই সময়ে প্রিয়সম্ভাষণ জন্য নিভৃতে সজ্জা করিবার নিমিত্ত গগণবক্ষে তমোময় যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া দিলেন।

বীরেন্দ্র, মলয়াকে উদ্ধার করিয়া, হৃদয়ে নানা নবীন কল্পনার আল্পনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, অদ্য রজনীতেই প্রহরীদিগকে মলয়াকে পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইতে হইবে।"

বিস্তৃত প্রান্তর এবং রাজপথ অতিক্রমপূর্ব্বক শিবিকা বীরেন্দ্রের আবাসের অনতিদূরে নীত হইলে, বীরেন্দ্র দেখিলেন যে, নগরাভিমুখ হইতে দুইজন অশ্বারোহী মহাবেগে আগমন করিতেছে। চকিতের মধ্যে অশ্বকে শিবিকার অগ্রে লইয়া গিয়া, আরোহী নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই তীব্রস্বরে বলিলেন, "সাবধান! পার্শ্ব দিয়া যাও।"

"সাবধান!—দণ্ডায়মান হও।" অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী সেইমত তীব্রস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে নিকটস্থ হইলেন।

স্বরশ্রবণেই বীরেন্দ্র আগন্তুককে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার এই উগ্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কাহাকে আপনি ও কথা বলিতেছেন?—আপনার নিকট আমি এরূপ অসৌজন্যতা প্রত্যাশা করি নাই।"

"সৌজন্যতার সময় গিয়াছে; শিবিকাই এক্ষণে আমাদিগের লক্ষ্য।"

"মোহনপাল!—তুমি যেমন দশসহস্রপদাতীর নেতা, আমি সেইমত দশসহস্র অশ্বারোহীর নেতা—পরস্পরের পদোচিত সম্মান প্রদর্শনই প্রার্থনীয়। শিবিকা আপনার লক্ষ্য কেন বুঝিতে পারিলাম না।"

মোহনপাল, রাজ-আত্মীয়, তিনি গৌড়ের দশসহস্র পদাতীর অধিনায়ক। তিনি সহসা শিবিকার কথা কহিলেন কেন—এরূপ ভাবে বীরেন্দ্রের প্রতি অসম্মানজ্ঞাপক কথা প্রয়োগ করিলেন কেন, বীরেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মোহনপাল, বীরেন্দ্রের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মহারাজের নামে আদেশ করিতেছি, আপনি চলিয়া যাউন, শিবিকামধ্যে মলয়া আছেন, তিনি আমাদিগের বন্দিনী।"

শিবিকামধ্যে যে মলয়া আছেন, মোহনপাল তাহা কিরূপে জানিলেন, আর গৌড়েশ্বরের নামেই বা তিনি কিরূপে বন্দিনী করিতে উদ্যত, বীরেন্দ্র তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। মলয়া শিবিকামধ্যে থাকিয়া, দুই বীরের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় উদ্ধারপ্রাপ্তিতে স্বর্গীয় আনন্দরেণুপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রবল প্রভঞ্জনরূপ মোহন-

পালের আগমনে সেই সমস্ত আনন্দরেণু যেন শূন্যে মিশ্রিত হইয়া গেল। তিনি সেই শিবিকামধ্যে বসিয়া, আবার সজলনয়নে অন্তরের অন্তস্তল হইতে ইষ্টদেবতার চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র, শিবিকার পার্শ্বে আসিয়া, সক্রোধে মোহনপালকে লক্ষ্য পূর্ব্বক উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল শিবিকামধ্যে মলয়া আছেন?"

"সে প্রশ্নের উত্তরদান করিতে আমি বাধ্য নহি। মহারাজের নামে—তাঁহার আদেশে আজ্ঞা করিতেছি, আপনি চলিয়া যাউন, আমরা শিবিকা রাজসদনে লইয়া যাইব।"

উত্তর শ্রবণে ক্রোধে বীরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্তিমলোচনে বিশাল ভল্ল উন্নত করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মনীতির নামে—ন্যায়বিচারের নামে—প্রকৃত রাজবিধির নামে আমি আপনাকে আজ্ঞা করিতেছি, চলিয়া যাউন। বীরেন্দ্র এতদূর কাপুরুষ নহে যে, সহজে আশ্রিতা কুমারীকে নরকের কীটের মুখে অর্পণ করিবে।"

বীরেন্দ্রের উক্তি মোহনপালকে যেন বাণবিদ্ধ সিংহের ন্যায় উন্মত্ত করিয়া দিল, তিনি তদ্দণ্ডেই ভল্ল উত্তোলন করিলেন। দ্বিতীয় অশ্বারোহী বিনয়নম্রস্বরে বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজের আদেশ পালন করিতে আমরা অভিলাষী—আপনার ইহাতে ব্যাঘাতদান কর্ত্তব্য হয় না।"

"ধূর্ত্ত শৃগাল!—তুই সামান্য একজন সৈনিক কর্ম্মচারী—তোর পক্ষে নীরব থাকাই বিহিত।"

দ্বিতীয় অশ্বারোহী উত্তর শ্রবণে মোহনপালের পার্শ্বে আসিয়া পথ অবরোধ করিল। সে ব্যক্তি সামান্য একজন সৈনিক হইলেও অসমসাহসী বলিয়া বিদিত। বীরেন্দ্র উভয়কে পথাবরোধ করিতে দেখিয়া, সঘৃণস্বরে কহিলেন, "আমি এখনও বলিতেছি, আপনারা চলিয়া যাউন, কেন বৃথা বীরেন্দ্রের করে জীবন দিবেন?"

পরমুহূর্ত্তেই মোহনপাল সেইমতভাবে বলিলেন, "আমি এখনও মহারাজের নামে আজ্ঞা করিতেছি, চলিয়া যাউন, নতুবা এই দণ্ডেই আপনার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে বাধ্য হইব।"

"উত্তম। দেখা যাউক, কাহাকে শমনসদনে গমন করিতে হয়।" বীরেন্দ্র বীরদর্পে এই কথা বলিয়াই এক হস্তে ঢাল এবং অন্যহস্তে ভল্ল লইয়া, ক্রোধ-জলন্তনয়নে যেন সংহারমূর্ত্তিতে মোহনপালের প্রতি অশ্বচালনা

করিয়া দিলেন। মোহনপালও তড়িৎগতিতে বীরেন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন। বীরেন্দ্র, মোহনপালকে লক্ষ্য করিয়া, ভল্ল চালনা করিয়াছিলেন, মোহনপাল অশ্বকে এরূপভাবে নিমেষমধ্যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন যে, বীরেন্দ্রের লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া যাইল।

সমরের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়াই বাহকগণ শিবিকানিক্ষেপে প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল এবং যে প্রহরী শিবিকার অগ্রে অগ্রে আসিয়াছিল, এক্ষণে মোহনপালকে আসিয়া, মহারাজের নামে মলয়াকে বন্দিনী করিতে উদ্যত দেখিয়া, পাছে সে ব্যক্তি রাজকোপে নিপতিত হয়, এজন্য সে-ও অন্তর্হিত হইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না। বীরেন্দ্র নিজ লক্ষ্য ব্যর্থ এবং বাহকগণ ও প্রহরীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, মহাক্রোধে পুনরায় অশ্বকে কয়েকপদ পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া, নক্ষত্রবেগে তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনপালের বিরুদ্ধে চালনা করিলেন। মোহনপালও সেইমত বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিয়া, বীরেন্দ্রের অভিমুখে আসিলেন। মধ্যপথে পরস্পরের বিষমসংঘর্ষণ হইয়া গেল। মোহনপালের শাণিত ভল্ল বীরেন্দ্রের অশ্বের বক্ষস্থল যে মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কররূপে বিদ্ধ করিয়া দিল, বীরেন্দ্রের ভল্ল সেই মুহূর্ত্তেই মোহনপালের হৃদপিণ্ড ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। মোহনপাল যে সময়ে অন্তিম চিৎকার করিয়া ভূমে পতিত হইলেন, বীরেন্দ্রও সেই সময়ে আহত অশ্বের পতনে ভূশায়ী হইয়া গেলেন। মোহনপালের অনুচর অশ্বারোহী বীরেন্দ্রকে পতিত দর্শনে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভল্লচালনা করিতে ক্ষান্ত হইল না; কিন্তু ভল্ল বীরেন্দ্রের গাত্র স্পর্শ না করিয়া, আহত অশ্বের পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া দিল; বীরেন্দ্র চকিতের মধ্যে সেই ভল্ল বামহস্তে ধারণ করিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আরোহীর প্রতি দারুণ অসিপ্রহার করিলেন। ছিন্নপদ আরোহী পরক্ষণেই ভূপৃষ্ঠ অবলম্বন করিল। পাঠকগণকে এই কয়পংক্তি পাঠ করিতে যে সময় অতীত-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে হইল, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ তাহার শতাংশের একাংশ সময়মধ্যেই সমাধা হইয়া যাইল।

মোহনপাল জীবিত কি মৃত ইহা জানিবার জন্য বীরেন্দ্র কয়েকপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলেন, দূর হইতে যেন ঝটিকাবর্ত্তবেগে একদল অশ্বারোহী আসিতেছে। বীরেন্দ্রের হৃদয় হইতে মলয়াকে উদ্ধার করিবার আশামুকুল একেবারেই অকালে পরিশুষ্ক হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে নিমেষমধ্যেই পতিত মোহনপালের

পার্শ্বে দণ্ডায়মান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ভল্লহস্তে আগন্তুকদিগের অভিমুখীন হইবামাত্র সম্মুখে দেখিলেন, স্বয়ং গৌড়েশ্বর, পশ্চাদ্দেশে পারিষদবর্গ এবং প্রধান প্রধান কতিপয় সেনানী ও একদল অশ্বারোহী।

গৌড়াধিপ নিকটবর্ত্তী হইয়া, রাজপথবক্ষে মোহনপালের দেহ এবং দূরে তদীয় অনুচরের দেহ নিপতিত দর্শনে বজ্রগম্ভীররবে কহিলেন, "বীরেন্দ্র! এ কি?—মোহনপালের দেহ পতিত কেন?"

বীরেন্দ্র প্রণত হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, "মোহনপাল আপনকর্ম্মের উচিত ফল পাইয়াছেন। আমি আত্মসম্মানরক্ষার জন্য তাঁহার হৃদয়ে ভল্লবিদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

"কি! মোহনপালের হৃদয়ে ভল্লবিদ্ধ করিয়াছ—আমার আত্মীয়ের প্রাণসংহার করিয়াছ?—মোহনপাল আমার আজ্ঞাপালন জন্য আসিয়াছিল, ইহা কি তুমি জান নাই?" গৌড়েশ্বর সিংহগর্জ্জনে এই কথা বলিয়া, শিবিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার নয়নে—জিহ্বায় ক্রোধের প্রাদুর্ভাব—কিন্তু অন্তরে আনন্দের উৎস বহিল।

"ক্ষত্রিয় বীর জগতের মধ্যে আত্মসম্মান সর্ব্বাগ্রে রক্ষনীয় জ্ঞান করিয়া থাকে।" বীরেন্দ্র এই উত্তর করিয়া, করস্থ নিষ্কাষিত অসির প্রতি দৃষ্টিদান করিলেন।

"আর আমার আজ্ঞা?—আমি যে তোমার প্রতি এত অনুগ্রহ বর্ষণ করিলাম—তুমি বিজাতীয় বিধর্ম্মী পৌত্তলিক হিন্দু হইলেও তোমাকে যে এতদিন উচ্চসম্মান সম্ভ্রান্তপদ দিলাম, তাহার কি এই প্রতিশোধ? ইহাই কি রাজভক্তি?—ইহাকেই কি বলে কৃতজ্ঞতা? আমার আজ্ঞা পালন কর নাই কেন তাহাই শুনিতে চাই?

"আপনার ন্যায়যুক্ত আজ্ঞা প্রাণদানে পালন করিয়াছি, করিতে পারি, কিন্তু ক্ষত্রিয় বীর অন্যায় পাপজনক আজ্ঞা অবজ্ঞার সহিত অবহেলা করিতে শিক্ষিত।"

"কি!—অকৃতজ্ঞ হিন্দু!—আমার আজ্ঞার প্রতি অবজ্ঞা!—আমার সমক্ষে কোন্ সাহসে এ কথা বলিলে?—আমি জানিতাম যে, তুমি একজন পবিত্রচরিত্র সাধু বীর, তুমি যে এমত অকৃতঘ্ন অবিশ্বাসী রাজদ্রোহী তাহা ভ্রমেও ভাবি নাই।" পারিষদগণের প্রতি দৃষ্টিদানে কহিলেন, "দেখ, দেখ, পৌত্তলিক হিন্দুর রাজভক্তি দেখ! কি কালসর্পকে আমি উচ্চপদে আদরে

রক্ষা করিয়াছিলাম দেখ!” বীরেন্দ্রের প্রতি সক্রোধতীক্ষ্ণদৃষ্টি অর্পণে বলিলেন, “নরাধম! তুই জানিস না, মলয়াকে কি জন্য আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম?—তুই কোন্ সাহসে সেই দেবভোগ্যা রমণীর আশা করিলি?”

“ক্ষত্রিয় বীরের দ্বিতীয় কার্য্য শরণাগত প্রতিপালন—দুষ্টদমন—শিষ্টপালন; হিন্দুকুমারী মলয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই জন্যই আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে ক্ষত্রিয়-বিধানমত বাধ্য।”

“কি! এখনও সাহসের সহিত বীরগর্ব্বে উত্তর দিতেছিস?—আবার আমার আত্মীয়ের প্রাণনাশ—আমার আজ্ঞার বক্ষে পদাঘাত করিয়া নির্ভয়ে ক্ষত্রিয়-দম্ভ প্রকাশ করিতেছিস? আমার সৈনিকবেশ—আমার অস্ত্র আর কলঙ্কিত করিস না—নিক্ষেপ কর—এখনই অস্ত্র পরিত্যাগ কর।”

“যতক্ষণ দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকে, ক্ষত্রিয় ন্যায়কার্য্যসাধন জন্য ততক্ষণ অস্ত্র পরিত্যাগ করে না। ন্যায়ের নামে—ধর্ম্মনীতির নামে—রাজবিধানের নামে বলিতেছি, আপনি হিন্দুকুমারীকে মুক্তিদান করুন।”

“আমার দাসানুদাস হইয়া, আমার প্রতি তুই আবার আদেশ করিতেছিস?” পার্শ্ববর্ত্তী সৈনিকদিগের প্রতি দৃষ্টিদানে বলিলেন, “অকৃতজ্ঞ হিন্দুকে বন্দী কর। অস্ত্রাঘাতে প্রাণহনন করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে, পাপী উহার জাতীয় প্রথামত ভাবিবে যে, সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, স্বর্গলাভ হইবে। কল্য প্রাতেই উচিত যাতনার সহিত উহার পাপ জীবন বিনাশ করা যাইবে।”

গৌড়েশ্বরের আদেশে পরমুহূর্ত্তেই সেনানীগণ বীরেন্দ্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন; সপ্তরথী যেরূপ বালক বীর অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়াছিলেন,বীরেন্দ্র অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ সেনানীগণ সেইমত বীরেন্দ্রকে বেষ্টন পূর্ব্বক বলিলেন, “আপনি বন্দী হইলেন, এক্ষণে মহারাজের আজ্ঞা পালন করুন।”

বীরেন্দ্রের প্রতি লোমকূপ হইতেই যেন জ্বলন্ত অগ্নিকণা বিনির্গত হইতেছিল। তিনি নির্ভয়ে দ্বিগুণ সাহসসহকারে বলিলেন, “আপনারা সাক্ষাৎ অধর্ম্ম—সাক্ষাৎ পাপের ক্রীতদাস হইলেও আমি বীরধর্ম্মের নামে বলিতেছি, একে একে আমার সহিত বাহুবল পরীক্ষা করুন, আমাকে পরাস্ত করিতে পারেন, আমি নতমস্তকে বন্দী হইব।”

সকলেই জানিতেন, গৌড়ের সৈন্যদলে যুবক বীরেন্দ্র একজন অদ্বিতীয় বলশালী যোদ্ধা; তাঁহার এই উক্তিতে সকলেই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিদান

করিতে লাগিলেন। গৌড়রাজ, বীরেন্দ্রের উক্তি শ্রবণে ক্রুদ্ধভাবে সেনানী-দিগকে বলিলেন, "যেরূপে পার, হিন্দুকে বন্দী কর। কেন বৃথা—"

গৌড়াধিপের উক্তি সমাপ্ত হইতে না হইতেই বীরেন্দ্রের করস্থ সেই শাণিত বিশাল ভল্ল সম্মুখস্থ অশ্বারোহীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। পরমুহূর্তেই দ্বাদশজন সেনানী বীরেন্দ্রকে লক্ষ্য না করিয়া, তদীয় অশ্বের প্রতি দ্বাদশটী ভল্ল বিষম বেগে আঘাত করিলেন। ভল্লবিদ্ধ অশ্ব বিকট চিৎকারে যে সময়ে ভূমিশায়ী হইল, সেই সময়েই বীরেন্দ্রের ভল্লাঘাতে তাঁহার সম্মুখস্থ আরোহীর প্রাণহীনদেহ শিখরচ্যুত বিরাট পাষাণখণ্ডের ন্যায় রাজপথবক্ষে গড়াইয়া পড়িল। বীরেন্দ্র আহত অশ্বসহ পতিত হইয়া, ভল্ল পরিহারে অসি নিষ্কাষণে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সম্মুখে যাঁহাকে পাই-লেন, তাঁহাকেই আক্রমণ করিলেন। অব্যর্থ আঘাতে অনেকেই হতাহত হইয়া ইহজগৎ পরিহার করিয়া গেলেন। সমরকুশল সেনানীগণ শেষ কৌশলক্রমে বীরেন্দ্রের অসি চূর্ণ করিয়া, সেই নিরস্ত্র বীরকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। বীরেন্দ্র অতি অল্পই আঘাত পাইয়াছিলেন, সুতরাং সেই অন্যায় সমরে তিনি বন্দী হইয়াও শারীরিক বলপ্রকাশে ক্ষান্ত হইলেন না; কিন্তু বিপক্ষপক্ষ সমধিক প্রবল থাকায়, তাঁহার সে বলপ্রকাশ ব্যর্থ হইয়া যাইল। গৌড়রাজের আজ্ঞামত বীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বন্দীভাবে প্রেরিত হইলেন এবং পরদিন প্রত্যুষেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে, প্রধান সেনানীকে গৌড়েশ্বর পুনরায় ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

মোহনপালের আগমন হইতে বীরেন্দ্রের বন্দী অবস্থা পর্য্যন্ত মলয়া সেই শিবিকামধ্যে বসিয়া, নিজ ইষ্টদেবের নিকট এরূপ ঐকান্তিকমনে প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, তিনি এ সকল কাণ্ডের কিছুই জানিতে পারেন নাই। গৌড়রাজের আদেশে অচিরেই শিবিকা পুনরায় উত্তোলিত হইল। মলয়া তখন চেতনাপ্রাপ্তে অভ্যন্তর হইতেই বাহকদিগকে প্রশ্ন করিলেন, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?"

"নির্ব্বাণকাননে।"

"দাতাকর্ণ কোথায়?"

"বন্দী।"

মলয়া বলিলেন, "প্রাণের জন্য প্রাণ—ক্ষত্রিয় বিধান।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নীরব নিথর রজনী;—রাজধানী গৌড়কে নিদ্রার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, এক, দুই, তিনটী যাম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল,—রজনীর কাণে কাণে বলিয়া গেল, সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়। রজনী, রজতচন্দ্রের রজতকিরণ মাখিয়া—হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া প্রেমভরে প্রাণপতিকে বলিল—সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়। মাতোয়ারা শশী নিদ্রার আবেশে অবশে অবশেষে পশ্চিমগগণে ঢলিতে ঢলিতে যেন গগণপ্রাঙ্গণের রঙ্গিনী সঙ্গিনী তারকাগণকে বলিতে লাগিলেন, সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়। ধীর নৈশসমীর অটবীর কাণে কাণে—জলধির মধুর তানে—প্রেমিক প্রেমিকার উদারপ্রাণে যেন বলিয়া বেড়াইতেছে, সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়। গৌড়দুর্গশিরে বৌদ্ধরাজপতাকা যেন নাচিয়া নাচিয়া বলিতেছে, সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়।

সময় অনন্ত—সময় অনাদি। সময় যায় নাই, যাইতেছে না, যাইবে না। যাহার আদি নাই—যাহা অন্তহীন—তাহা যাইবে কেন? ভ্রান্ত মানবমানবী সময় যাইতে দেখিতেছে, প্রকৃতির—বিশ্বপুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখিতেছে,—সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়। মানবজীবন অনন্তসময়জলধির অতি ক্ষুদ্রতম বিম্ব। জলে হয়, জলেই লয়, কিন্তু জল-ক্ষয় হয় না। দিন যায়, রাত্রি আইসে, আবার রাত্রি যায়, দিন আইসে, সকলই অনন্ত সময়ে বিলীন হয়, কিন্তু সময়ের লয় নাই। ক্ষীণহৃদয় ভ্রান্ত নরনারী গুপ্ত প্রাকৃতিকবিধান অজ্ঞাত বলিয়াই ভাবে—সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়।

গৌড় রাজধানীর এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে সেই ঘোরা মধ্যরজনীতে রাহুলগড়ের তোরণদ্বারে ভূপৃষ্টে শয়ানা একটী রমণীহৃদয় বলিতেছে, সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়। রমণীর প্রতি নিশ্বাস যেন নৈশ পবনবাহনে গগণে গগণে প্রতিধ্বনি করিতেছে—সময় যায়—সময় যায়—সময় যায়।

সেই গড়টী ক্ষুদ্রায়তন হইলেও অভেদ্য। গড়ের চারিদিকে উন্নত দৃঢ় প্রাকার। একদিকে একটীমাত্র তোরণদ্বার, তাহা প্রবল লৌহ

কবাটবদ্ধ। গড়ের অভ্যন্তরভাগে একটী মাত্র অট্টালিকা; তাহার চারিদিকে ফুল্লফুলরাজিশোভিত কানন। গড়মধ্যস্থ অট্টালিকার প্রত্যেক দ্বার অবরুদ্ধ। গড়ের সম্মুখেই প্রহরীশ্রেণীর বাসবাটী। প্রতি প্রহরে প্রহরে চারিজন করিয়া, অস্ত্রধারী প্রহরী আসিয়া প্রহরিতায় নিযুক্ত হয়।

সেই রাহুলগড়ের তোরণদ্বারে ধরাসনে শয়ন করিয়া একটী রমণী। রমণীর সরল নয়ন যুগল জলে ঢল ঢল, মুখখানি যেন বিষাদমাখা, হৃদয় উদ্ভ্রান্ত।—রমণী সেই নীরব রজনীবক্ষে হৃদয়ের জলন্ত জ্বালার প্রবল তরঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে;—

(রাগিণী পাহাড়ী পিলু—তাল একতালা)

"কেনরে আজ আমার এ মন এমন করে ?
কে যেন কি জেলে দিলে প্রাণের ভিতরে।"

রমণী সেই গলদশ্রুলোচনে একবার প্রকৃতির পানে চাহিয়া গাহিল;—

"সেই ধরা, সেই তারা, সেই সমীর মাতোয়ারা,
চাঁদের হাসি সুধাভরা, ধরায় না ধরে!
পাপিয়া সে পিউ বোলে, তমালে মাধবী দোলে,
ঝরণা মৃদুরোলে, নাচিয়া ঝরে।
সেই ফুলের সেই হাসি, ছড়ায় সেই সৌরভরাশি,
ভ্রমরা উড়ে আসি, চুমে অধরে।"

অকস্মাৎ দুর্গদ্বারে যেন কি শব্দ হইল। রমণী সচকিতে চঞ্চলনয়নে সেই লৌহময় দ্বারের প্রতি আশাপূর্ণ দৃষ্টিদানে আবার গাহিল;—

"সেই আমি তবে কেন, এ সব নূতন দেখি হেন ?
বিষে ভরা ধরা যেন, হৃদয় বিদরে!"

সংগীত সমাপ্ত না হইতে হইতেই ঝন ঝন শব্দে সেই বিরাটকায় লৌহ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। শয়ানা রমণী যেন একটা কি শক্তিসঞ্চালনে উঠিয়া বসিল। পরমুহূর্ত্তেই একজন অস্ত্রধারী প্রহরী বহির্গত হইয়া, সোৎসুকে কহিল, "কে তুমি ?—এ গভীর রজনীতে এ স্থানে কে তুমি ?"

রমণী নীরব।

প্রহরী কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, কহিল, "কে—ভিখারিণী ?"

"হুঁা।"

"কি ভিক্ষা চাও?"

রমণীর কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া গেল। হৃদয়ের কথা কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিল না। সজলনয়নে সেই গড়াভ্যন্তরে নয়ন ভরিয়া একবার দৃষ্টিদান করিল।

"এ ভিক্ষার স্থান নহে, এ রজনীতে তোমায় কে ভিক্ষা দিবে?"

রমণী ঊর্দ্ধমুখে শূন্যপথে চাহিয়া, দণ্ডায়মান হইল।

পরক্ষণে আর একজন প্রহরী আসিয়া, ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি?—কাণ্ড-খানা কি?—কে ও?" অগ্রসর হইয়া, সবিস্ময়ে "মাধুরী?—এত রাত্রিতে এখানে?" বলিয়াই যেন সভয়ে ফিরিল। পাঠকগণ মাধুরীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিনে যে প্রহরীকে সভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে দেখিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয় আগন্তুক সেই প্রহরী। সে সভয়ে ফিরিল দেখিয়া, প্রথম প্রহরী, মাধুরীর নাম শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি চক্ষে কিছু কম দেখি, আপনি যে মাধুরী তাহা চিনিতে পারি নাই। গড়ের মধ্যে অনেক ফুল ফুটিয়াছে, আপনি কি ফুল লইবার জন্য আসিয়াছেন? যদিও আজ গড়ের মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই, কিন্তু আপনি যদি ফুল তুলিতে চান, মহারাজের আজ্ঞা আছে, আপনার পক্ষে অবারিতদ্বার, আপনি সচ্ছন্দে আসিয়া ফুল তুলিতে পারেন।"

মাধুরীর বর্ষাবিপ্লাবিত হৃদয়ে যেন সহসা বাসন্তী সমীর বহিল, সেই নিষ্প্রভ নয়নযুগলে যেন উষার হাস্যময়ী জ্যোতি আসিয়া দেখা দিল। মাধুরী সেই জাগ্রতাবস্থায় দেখিল, যেন সেই লৌহময় বিরাট কবাটদ্বয় হীরণ্ময় প্রভায় সমুজ্জ্বল, দেখিল যেন সে জীবন্তে বৈজয়ন্তধামে আসিয়া উপনীত, স্নিগ্ধ নৈশসমীর যেন সেই নন্দনকাননাভ্যন্তর হইতে ফুল্ল পারি-জাত-পরিমল বহন করিয়া আনিয়া, তাহার নাসারন্ধ্রে ঢালিতেছে, দেখিল যেন সেই দুর্গাভ্যন্তর হইতে সুরম বিভা বিকীর্ণ হইয়া, অলৌকিক দৃশ্য নয়নদর্পণে প্রতিফলিত করিতেছে। মাধুরী কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া, উদাসনয়নে চাহিয়া রহিল।

"আমরা জানি, আপনাকে প্রবেশ করিতে না দিলে, আমাদিগের মস্তক থাকিবে না; আপনি আসুন, অনেক ফুল ফুটিয়াছে, সচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া যাউন।"

প্রহরীর উক্তির মধ্যে কেবল ফুলের কথাটী মাধুরীর কর্ণকুহরে স্থান পাইল। মাধুরী ধীরপদে বিচিত্রভাবরসপরিপ্লাবিতহৃদয়ে সেই ক্ষুদ্র দুর্গাভ্য-

স্তরে প্রবেশ করিল। পরমুহূর্ত্তেই দ্বার পূর্ব্বমত রুদ্ধ হইয়া গেল। মাধুরী একবার নয়ন ভরিয়া, দুর্গমধ্যস্থ সেই অট্টালিকার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিদানে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সহসা সান্ধ্য গগণে মেঘের দৃশ্য যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, মাধুরীর মধুরিম মুখমণ্ডলের মূর্ত্তি এক্ষণে সেইমত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া সরল নয়নযুগল ভাসাইয়া দিল। মাধুরী গলদশ্রুলোচনে ধীর সন্তর্পণে ফুলকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিল।

মাধুরী গড়মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তোরণদ্বার এবং অট্টালিকাদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত চারিজন প্রহরী একত্র সমবেত হইয়া, পরস্পরে মাধুরী সম্বন্ধে যেন কি বলাবলি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। যে প্রহরী, মাধুরীকে দেখিয়াই সভয়ে ফিরিয়াছিল, সে-ই সমিতির প্রধান বক্তারূপে বিস্ময়জনক ভাবভঙ্গির সহিত ক্ষীণস্বরে সাগ্রহে কি যেন নূতন তথ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। অপর প্রহরীত্রয় সোৎসুকে সেই উক্তি শ্রবণ এবং মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ মন্তব্য বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

চন্দ্রালোকপ্রভাসিত অট্টালিকার প্রত্যেক অবরুদ্ধ গবাক্ষের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, হৃদয়ের প্রবল আবেগে—করুণার দৃঢ় আলিঙ্গনে—স্বরে রসহ্যয়তায় মাধুরী সেই নীরব দুর্গাভ্যন্তর অমিয়তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সজলনয়নে—নতবদনে অতি ধীরে ধীরে চরণসঞ্চালনে মাধুরী গাহিল;—

(রাগিনী সিন্ধুভৈরবী—তাল তেতালা।)

"যারে প্রাণ! উড়ে যারে, উধাও হয়ে আকাশভরে।
হুতাশ নিশ্বাস দুটী পক্ষ সুবিস্তার করে।"

সেই সুধাময় সংগীততরঙ্গ সেই নীরব দুর্গ প্রকম্পিত করিয়া, মন্ত্রণার নিযুক্ত প্রহরীচতুষ্টয়ের কর্ণপটহে আঘাত করিল। সংগীতের প্রত্যেক শব্দ মধুময় স্বরসংযোগে যেন মাধুরীর হৃদয়কমলের এক একটী দল ছিন্ন করিয়া ছুটীল। ধীরে ধীরে মাধুরী গাহিতে গাহিতে অট্টালিকার আর একপ্রান্তে আসিল। প্রহরীচতুষ্টয় যেন বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া, অচলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সংগীত আকর্ণন জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মাধুরী ঊর্দ্ধনয়নে পূর্ণেন্দুর প্রতি দৃষ্টিদানে আবার নৈশসমীরের সহিত স্বর মিশাইল;—

"সুধাংশুমণ্ডলে, ফুল-পরিমলে,
জলদের কোলে, মলয়াহিল্লোলে,
বিজন নির্ঝরে।"

নয়নে তরতর জলধারা, বদন বিষাদমাখা, মাধুরা অট্টালিকার আর একপ্রান্ত সেইমত ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, ক্ষীণকণ্ঠে সুর নামাইল;—

"প্রসান্তসাগরে, ভুধরশিখরে,
গ্রামে কি নগরে, যথা সে বিহরে
প্রফুল্ল অন্তরে—"

মাধুরী গাহিতে গাহিতে ধীরপদে সমগ্র অট্টালিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, আবাসের প্রত্যেক রুদ্ধ বাতায়নের প্রতি দৃষ্টিদানে সুর সপ্তমে তুলিল;—

"যেখানেতে প্রাণ! পাবি তাঁর দেখা,
বুকে আছে আঁকা, তাঁর পদ-রেখা,
সজলনয়নে, দেখায়ে যতনে,
ফিরে আয়রে স্বত্বরে।"

প্রহরীচতুষ্টয় যে মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিল, সংগীত যেন তাহাদিগের সেই মন্ত্রণাকে সবিশেষ প্রয়োজনীয় করিয়া দিল। প্রধান বক্তা সাগ্রহে বলিল, "ভাই! শুনিলে, আকাশ, পাতাল, রসাতল, সাগর, নগর, ভুধর সকল স্থানেই উনি যাইতে চাহেন। যাদুমন্ত্রের এমনই গুণ!"

বাস্তবিক প্রহরীচতুষ্টয় মাধুরীকে যাদুমন্ত্রমুগ্ধকারিণী বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে কত কি বলিতেছিল। মাধুরী যাদুমন্ত্রবলে গৌড়ের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে, স্বয়ং গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হইয়াই মাধুরীর পক্ষে গৌড়ের সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার করিয়া দিয়াছেন, তাহারা ইহাই বলিতেছিল। কুসংস্কারাপন্ন মুর্খ প্রহরীচতুষ্টয় পুনরায় বহুক্ষণ পরামর্শের পর ধার্য্য করিল যে, মাধুরীর নিকট হইতে যাদুমন্ত্রশিক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে। মাধুরী যখন একমাত্র যাদুমন্ত্রবলে মহারাজকে এতদূর বশ করিয়াছে, তখন ইহার নিকট কিছু না কিছু মন্ত্র শিখিতে পারিলে, অবশ্যই ভাগ্যপরিবর্ত্তন করিতে পারা যাইবে, প্রহরীচতুষ্টয় ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ প্রহরীচতুষ্টয় অচিরে ধীরপদে কুঞ্জমধ্যে মাধুরীর সম্মুখীন হইল। তাহারা দেখিল, মাধুরী কি হৃদয়গত চিন্তাবিস্ফারিত হইয়া, বামকরে বাম-

গণ্ডস্থাপনে যেন শূন্যদৃষ্টিতে চন্দ্রমণ্ডলের প্রতি—আর এক একবার সেই অট্টালিকার প্রতি নয়নার্পণ করিতেছে। সরল নয়নযুগল হইতে দরদর জলধারা দুই গণ্ড বহিয়া হৃদয়ে মিশাইতেছে। ফুল্লপরিমলবাহী নৈশপবন ধীরে ধীরে সেই আলুলায়িত কেশপাশ লইয়া ক্রীড়ায় উন্মত্ত—আর অস্ত-গমনোন্মুখ সুধাকর যেন সমস্ত শক্তিসঞ্চালনে সেই মাধুরীর রূপামৃত পান করিতেছেন। সেই অপূর্ব্ব মাধুরী—সেই কনকপ্রতিমার ন্যায় মধুরিম মূর্ত্তি দর্শনে প্রহরীচতুষ্টয়ের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের উদয় হইল। তাহারা সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই বিহ্বল; সহসা কি প্রশ্ন করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না, শেষ অগ্রগামী প্রহরী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, সেই চিন্তা-জলধির অতলজলে নিমজ্জিতা মাধুরীকে লক্ষ্যপূর্ব্বক কহিল, "রাত্রি যে অধিক হইয়াছে ?"

প্রহরীচতুষ্টয় যে কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, মাধুরী তাহা আদৌ জানিতে পারে নাই। সহসা প্রশ্ন শ্রবণে সচকিতে বলিল, "অ্যাঁ, কি বলিতেছ ?—রাত্রি অধিক হইয়াছে ?—আমার পক্ষে দিবা রাত্রি উভয়ই সমান।"

দ্বিতীয় প্রহরী বিস্ময়পূর্ণ আননে তৃতীয় প্রহরীকে বলিল, "ভাই ! যাদুমন্ত্রের গুণই এইরূপ—দিন রাত দুই-ই সমান !" সকলেই বিস্ময়ভাব বিজ্ঞাপন করিল। দ্বিতীয় প্রহরী মাধুরীর সেই নয়নযুগলে অশ্রু দর্শনে প্রশ্ন করিল, "আপনি চাঁদকে দেখিয়া, কাঁদিতেছেন কেন ?"

মাধুরী বসনাঞ্চলে নয়নজল মুছিয়া বলিল, "আমি চাঁদের হাসি আর এই ফুলরাশি বড় ভালবাসি। আমি কি কাঁদিতেছিলাম ?—কৈ ?—না।" মাধুরীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মাধুরী সহাস-আননে প্রহরী-দিগের অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিদানে কহিল, "এ গুলা কি ?"

"অস্ত্র।"

"কেন ?—মানুষ মারিবার জন্য ?—তোমরা কি বৌদ্ধ ?"

"হাঁ।"

"বুদ্ধদেবের আজ্ঞা কি জান ?"

প্রহরীচতুষ্টয় বৌদ্ধ বটে, কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মের কোন বিধানই তাহারা পরিজ্ঞাত নহে। তাহারা উত্তরদান করিতে না পারিয়া, পরস্পরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিদান করিতে লাগিল। মাধুরী বলিল, "তোমরা শুন

নাই—বুদ্ধের উপদেশ অহিংসাই পরম ধর্ম্ম? মানুষ হইয়াছ কি মানুষের প্রাণ লইবার জন্য?—ভগবানের আজ্ঞা মানিবে না?"

প্রহরীচতুষ্টয় তখন বোধ করিতে লাগিল যে, অসি, ভল্ল, ধনুর্ব্বাণগুলি যেন তাহাদিগের দেহ বিদ্ধ করিতেছে। বুদ্ধের নামে তাহাদিগের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের উদয় হইল। অস্ত্রগুলি একে একে অদূরে পরিত্যাগ করিয়া, চতুর্থ প্রহরী বলিল, "কি করিব?—উদরান্নের জন্য আমরা এই কাজ করিয়া থাকি। আমরা ইচ্ছা করিয়া, ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই।"

"সকলেই কি মানুষ মারিয়া উদরান্ন সংস্থান করে?—অন্য উপায় নাই?"

"আমরা দীনহীন মুর্খ, অন্য উপায় আর কি আছে?— আপনি যদি সদয় হয়েন, তবেই—"

"আমি!" বাধাদানে মাধুরী প্রথম প্রহরীর কথায় বলিলেন, "আমি!—আমি কি উপায় করিব?"

"আপনিই আমাদিগের উপায় করিতে পারেন। আপনার নিকট সেই উপায় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছি।"

মাধুরী প্রহরীদিগের উক্তিতে অতি বিস্ময়ে আক্রান্তা হইল। প্রহরীরা এ কথা কেন বলিতেছে, কিছুই বুঝিল না। বিস্ময়বিহ্বলনয়নে প্রহরীদিগের প্রতি দৃষ্টিদানে নীরবে বসিয়া রহিল। প্রহরীচতুষ্টয় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ভূপৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিল। প্রথম প্রহরী করযোড়ে বলিল, "আপনি একটু দয়া করিলেই আমাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আপনার দয়ার শরীর, সকলেই আপনার বশীভুত—স্বয়ং মহারাজ আপনার বশম্বদ—আপনি দয়া—"

"কি বলিতেছ?—তোমরা আমাকে 'আপনি' বলিতেছ কেন?—তোমাদিগের মনের ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার কি ক্ষমতা আছে?—আমি কি করিতে পারি?"

প্রথম প্রহরী যেন সভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, "গৌড়ের সকলেই বলে, আপনি যাদুমন্ত্র জানেন; যদি দয়া করিয়া, আমাদিগকে সেই মন্ত্র শিখান, তাহা হইলে আমরা সুখে থাকিতে পারিব। আপনি কত সুখে আছেন, সকলেই আপনাকে ভালবাসে, কত যত্ন করে। সকলেই আপনার বশ।"

"যাদুমন্ত্র!—মনুষ্যবশ!—কি চমৎকার কথা! তোমাদের ভ্রম—গৌড়বাসীদিগের ভ্রম—আমি যাদুমন্ত্র জানি না।"

"জানেন, জানেন।" চারিজনে বলিয়া উঠিল, "জানেন, জানেন।"

"তোমরা কি উন্মাদ?—আমি কিছুই জানি না।"

"যাঁহারা যাদুমন্ত্র জানেন, তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার পান না। আপনি জানেন, এ কথা আর কাহারই জানিতে বাকি নাই। আপনি দয়া করিয়া, আমাদিগকে মন্ত্র শিখাইলে, আপনি যাহা বলিবেন, যতদিন বাঁচিব, ততদিন আপনার আজ্ঞাপালন করিব।"

মাধুরীর হৃদয়ে সহসা একটা কি নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। এক-মনে বহুক্ষণ চিন্তার পর বলিল, "তোমরা কি মন্ত্র শিক্ষা করিতে পারিবে?—বহুকষ্ট—বহুকষ্ট—"

একত্র সকলে উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে বলিল, "আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত। আপনি দয়া করুন।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর মাধুরী বলিল, "তোমরা কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে বটে, কিন্তু একটী বিষয় পারিবে না।"

"কি?" সকলে সোৎসুকে বলিল, "কি?"

"আমি নিজে মন্ত্র জানি না, আমার দীক্ষাগুরুর নিকট মন্ত্র লইতে হইবে। তাঁহাকে এই কুঞ্জে মন্ত্রবলে আনিতে পারিব, কিন্তু তোমরা তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিলে বড়ই ভয় পাইবে।"

"আপনি যখন আছেন, তখন ভয় কি?—আপনি দয়া করুন, আপনার দয়ায় সকলই হইবে।"

"ভাল, তোমরা বুদ্ধদেবের নামে শপথ কর যে, কাহাকেও প্রাণান্তে বলিবে না যে, আমার দীক্ষাগুরুর নিকট মন্ত্র পাইয়াছ?"

বিনাবিলম্বে প্রহরীচতুষ্টয় শপথ করিল। মাধুরী বলিল, "এখানেত এখন আর কোন প্রহরী আসিবে না?"

"কেহই না।"

"অন্য কোন লোক?"

"কেহই না।"

মাধুরী কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিল, "তোমরা যদি আজই মন্ত্র লইতে চাও, তবে কিছুক্ষণের জন্য একটু কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।"

"আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল কষ্টই সহ্য করিতে প্রস্তুত।"

"প্রথম কথা এই যে, আমার গুরুদেব মুহূর্ত্তের জন্য আসিবেন। কিন্তু তাঁহাকে আবাহন করিতে অনেকক্ষণ লাগিবে। তাহাতে কিছু বিঘ্ন

হইবে না, তবে তোমরা না কি চারিজনে একত্র মন্ত্র লইবে, এই একটা কথা—"

"কি করিব বলুন?" সাগ্রহে সকলেই এই প্রশ্ন করিল।

"অন্য কিছু নয়, তবে তোমরা যদি গুরুদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া, ভয়ে পলায়ন কর, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের প্রাণ যাইবে। তবে আমি একটা কথা বলি, যদি তোমরা সম্মত হও।"

"আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই শুনিব।"

"সকলেরই চক্ষু ও মুখ এমনভাবে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে হইবে যে, কেহ যেন তাঁহাকে দেখিতে না পাও—ভয়ে চীৎকার করিতে না পার।"

"আচ্ছা আমরা তাহাই করিব।" প্রথমপ্রহরী এই কথা বলিল।

"আর একটী কথা—চারিজনে একত্র মন্ত্র লইতে হইলে, চারিজনের শরীরের সঙ্গে দৃঢ়রূপে সংযোগের প্রয়োজন। কারণ প্রভু আসিয়া, একজনের মস্তকে পদরেণু দিলে, তাহারই মন্ত্রসিদ্ধ হইবে, অপরের হইবে না।"

"তবে সকলের যাহাতে মন্ত্রশিক্ষা হয়, আপনি তাহাই করুন।"

"উপায় আছে বটে, কিন্তু তোমরা কি সম্মত হইবে?"

"সকলেই সম্মত আছি।" সকলে সমস্বরে ইহা বলিল।

"তোমাদিগের পরস্পরের হস্তপদ দৃঢ়রূপে পরস্পরে যদি একত্র বন্ধন করিতে পার, তাহা হইলে, প্রভু যে কাহারও মস্তকে পদরেণু দিইলেই সকলেরই মন্ত্রসিদ্ধ হইবে।"

"এই কথা?—আমরা এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" দ্বিতীয়-প্রহরী মহোল্লাসে ইহা বিজ্ঞাপন করিয়া দিল। অপর তিনজনেও ইঙ্গিতে সমর্থন করিল।

"আর একটী কথা বলি, আমি ধ্যানে বসিয়া প্রভুকে ডাকিব, কিন্তু তিনি যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ তোমাদিগকে নীরবে বসিয়া থাকিতে হইবে। কথা কহিলে—কি কোন ব্যাঘাত দিলেই সর্ব্বনাশ।"

"আপনি না বলিলে, আমরা নড়িব না, কোন কথাও কহিব না।"

প্রহরীচতুষ্টয় যাদুমন্ত্রশিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে জানিয়া, মহানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, অবিলম্বে রজ্জু আনয়নপূর্ব্বক সেই বেদীকাতলে উপবেশন করিয়া, প্রথমে পরস্পরের পদ একত্র দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। পাছে মন্ত্র অসিদ্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য সমস্ত শক্তিপ্রয়োগে বন্ধন করিতে ক্ষান্ত হইল না। শেষ

প্রথমপ্রহরী অপর তিনজনের চক্ষু ও মুখ বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক সেই তিনজনের হস্তও সেইভাবে একত্রে বন্ধন করিয়া দিল। মাধুরী এতক্ষণ ফুলচয়ণ করিতেছিল। ফুল আনয়নপূর্ব্বক বেদীকায় উপবেশন করিবামাত্র প্রথমপ্রহরী বলিল, "সকলেরই হস্তপদ বন্ধন করিয়াছি, এখন আপনি যদি দয়া করিয়া, আমার চক্ষু ও মুখ বন্ধনপূর্ব্বক ইহাদিগের হস্তের সহিত আমার হস্তবন্ধন করিয়া দেন।"

মাধুরী প্রথমপ্রহরীর কামনাপূর্ণ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, "তোমাদিগের কাহারও নিকট ত কোন প্রকার লৌহপদার্থ নাই? লৌহ থাকিলে প্রভু আসিবেন না।"

প্রথমপ্রহরী বলিল, "না, কিছুই নাই, কেবল এই চাবি আছে।"

"ভাল চাবি একটু দূরে রাখিয়া দাও।"

গড়ের প্রধান প্রবেশদ্বার এবং অট্টালিকার প্রবেশদ্বারের চাবিগুচ্ছ প্রহরী, মাধুরীর উক্তি মত অদূরে রক্ষা করিলে, মাধুরী ক্ষীণস্বরে যেন অসতর্কিতভাবে বলিল, "আপনার সন্তোষেই আমার সুখ। আপনার সন্তোষের জন্য আমি সকলই করিতে পারি।" মাধুরী তৎপরে নিজ শক্তিমত প্রথমপ্রহরীর চক্ষু ও মুখবন্ধনের পর অপর তিনজনের রজ্জুবদ্ধ হস্তের সহিত তাহারও হস্ত বন্ধন করিয়া দিল। মাধুরী যেরূপ বলের সহিত বন্ধন করিল, তাহার শরীরে এরূপ বল আছে, এ জীবনে তাহা সে জানিত না। হস্তপদাদিবদ্ধ প্রহরীচতুষ্টয় নীরবে বসিয়া, যাদুমন্ত্রের দীক্ষাগুরুর আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু চারিজনেই সেই দারুণ বন্ধনাবস্থায় যাদুমন্ত্রবলে পরিণামে কিরূপ ভোগবিলাসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে ক্ষান্ত হইল না। মাধুরী অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া, ঊর্দ্ধনয়নে মনে মনে বলিল, "জগৎ বলিবে, আমি অপরাধিনী, বলুক; তোমার সন্তোষেই আমার সুখ। তোমার জন্য আমি সকল কলঙ্কই সহ্য করিতে পারি।"

মাধুরী পরমুহূর্ত্তে অতি ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠে পতিত চাবি লইয়া, নিঃশব্দপদসঞ্চারে অট্টালিকাদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। নয়নে আবার দরদর জলধারা বহিল, কিন্তু এ জলধারা উষ্ণ নহে—মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-তাপতপ্ত নির্ঝরের ন্যায় নহে—শারদ কৌমুদীর স্নিগ্ধ কিরণবিভাসিত নির্ঝরনীরের ন্যায়। মাধুরী ধীরে ধীরে অট্টালিকার চাবি খুলিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই দেখিল, একটী দীপ জ্বলিতেছে, সযত্নে দীপটী করে লইয়া, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবামাত্র দেখিল সোপান শ্রেণী। আশা—মুহূর্ত্তের মধ্যে সোপানাবলি অতিক্রম করে, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর সে সময়ে যেন কি একটা শক্তিতে কম্পিত হইতেছিল, সুতরাং পারিল না, কম্পিতচরণে—বিচিত্রভাবপূর্ণহৃদয়ে যথাশক্তি শীঘ্র সোপান অতিক্রমে উপরে উঠিল।

অট্টালিকাটী চতুষ্কোণাকৃতি, মধ্যস্থলে অল্পায়তন প্রাঙ্গন। মাধুরী উপরে উঠিয়াই দেখিল, চারিদিকে বারান্দা এবং তাহার পার্শ্বেই কক্ষশ্রেণী। সমস্ত কক্ষই অবরুদ্ধ। কম্পিতহস্তে নিকটস্থ কক্ষদ্বার চাবিদ্বারা খুলিল, দেখিল কক্ষ শূন্য!—এক, দুই, তিন, চারি করিয়া মাধুরী সমস্ত কক্ষদ্বার সেইমত উদ্‌ঘাটন করিল, কিন্তু দেখিল সমস্ত কক্ষই মানবশূন্য—সমস্তই আঁধারময়!—মাধুরী দেখিল, একখানি বিভীষণ কুঠার তাহার আশামূল ছেদন জন্য উত্তোলিত!

মাধুরী ফিরিল। এক একটী সোপান অবরোহণ করিতে করিতে ভাবিল—যেন হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে জলধির অতলজলে প্রবেশ করিতেছে। মাধুরী অবতরণপূর্ব্বক নির্ব্বাণোন্মুখ আশার ক্ষীণ আলোকে নিম্নতলের কক্ষশ্রেণী আবার একে একে সেইমত পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, শেষকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক দীপহস্তে প্রবেশ করিয়াই দেখিল পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া—বীরেন্দ্র। শত শত যোজন দূর হইতে তরঙ্গিণী যেরূপ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে দিগদিগন্তর অতিক্রমে পাগলিনীর ন্যায় সম্মুখস্থ প্রত্যেক পদার্থের সংঘাত সহ্য করিয়া—সাধ্যমত প্রত্যেক বাধা বিদূরিত করিয়া, সাগরের প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে সকল শ্রম—সকল কষ্ট সার্থক জ্ঞানে আনন্দোদ্বেলিতহৃদয়ে সাগরালিঙ্গন জন্য ধাবমানা হয়, মাধুরী সেইমত বীরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া, সজলনয়নে অগ্রবর্ত্তিনী হইল; বাসনা বীরেন্দ্রের চরণতলে পতিত হইবে, কিন্তু বীরেন্দ্র সেই প্রহরীবেষ্টিত গড়মধ্যে সেই গভীর রজনীতে মাধুরীকে অকস্মাৎ উপস্থিত দর্শনে অতি বিস্ময়বিজড়িত হইয়া, পর্য্যঙ্কপরিহারে মধ্যপথে আসিয়া মাধুরীর করধারণ করিলেন। মাধুরী কেবল রোদনবদনে করুণ ক্ষীণবচনে বলিল, "দাতাকর্ণ!—" মাধুরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

বীরেন্দ্র বিস্ময়ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "মাধুরী!—তুমি এ সময়ে এখানে কিরূপে আসিলে?"

মাধুরী কিরূপে গড়মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহা সংক্ষেপে বীরেন্দ্রকে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক দীনভাবে বলিল "আমি একটী কুকর্ম্ম করিয়াছি।"

আশ্চর্য্যভাবপ্রকাশে বীরেন্দ্র বলিলেন, "কি!—তুমি কুকর্ম্ম করিয়াছ?—অসম্ভব।—ভাল কি কুকর্ম্ম করিয়াছ শুনি?"

মাধুরী পূর্ব্বমত সংক্ষেপে প্রহরীদিগের বন্ধনবিবরণ ব্যক্ত করিয়া দিল। বীরেন্দ্র কুসংস্কারাপন্ন প্রহরীদিগের অবস্থা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই কুকর্ম্ম? তুমি যখন যাদুমন্ত্র জাননা বলিয়া বারম্বার অস্বীকার করিয়াছিলে, তখন তোমার তত দোষ নাই। ভাল, মাধুরী! তুমি জানিলে কিরূপে যে আমি এখানে বন্দী?"

"যে সময়ে লোকেরা আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, সে সময়ে আমি আপনার আগমনপ্রতীক্ষায় আপনার আবাসের দ্বারেই বসিয়াছিলাম। আপনি আমায় দেখিতে পান নাই। যাহা হউক, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, যদি প্রহরীরা আমার চাতুরী জানিতে পারিয়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হইলেই বিপদ। প্রধান তোরণদ্বারের এই চাবি আনিয়াছি, আপনি শীঘ্র চাবি খুলিয়া চলিয়া যাউন।" মাধুরী এই কথা বলিয়া ব্যগ্রতার সহিত বীরেন্দ্রের করে চাবিগুচ্ছ প্রদান করিল।

"মাধুরী! বীরব্রতপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, বীরের নিকট প্রাণের ভয় নাই। আমি যদি প্রাণভয়ে পলাই, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ ধিক্কার দিবে।"

"ধিক্কার দিবে!—আপনাকে?—অত্যাচারীর হস্তে প্রাণ দিলেই কি আপনার যশবৃদ্ধি হইবে?" মাধুরী যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং কুপিতভাবে এই কথা বলিয়া, বীরেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। বীরেন্দ্র দীপালোকে দেখিলেন, মাধুরীর আর একমূর্ত্তি!

বীরেন্দ্র বলিলেন, "মাধুরী! আমি একবার বলিয়াছিলাম যে, তোমাকে আমি চিনিয়াছি, কিন্তু জানিলাম, তাহা আমার ভ্রম। তোমায় কেহই চিনে না। ভাল, চল যাই।"

মাধুরী শেষ কথাশ্রবণে বলিল, "আমি?—আমি যাইব না—আপনি যান।"

অতি বিস্ময়বিহ্বলভাবে বীরেন্দ্র বলিলেন, "সে কি! মাধুরী! কেন তুমি যাইবে না?"

"আমি প্রাণের জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছি, প্রাণ দিব।"

বীরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া, মাধুরীর সেই ক্ষুদ্র কোমলকরপরিহারে তাহার মুখপ্রতি পূর্ণদৃষ্টিদান করিলেন। মাধুরী আবার বলিল, "আমি ছলনায়—চাতুরীতে প্রহরীদিগকে বন্ধন করিয়াছি, আমি যাইলে, গৌড়রাজের হস্তে তাহাদিগের নিশ্চয় প্রাণ যাইবে। আপনি যান, আপনার পরিবর্ত্তে আমি রহিলাম। প্রহরীরা আমাকেই দেখাইয়া দিবে, আপনার প্রাণের জন্য আমিই প্রাণ দিব।"

বীরেন্দ্র মাধুরীর নিকট এ কথা শুনিবেন এমত প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি পুনরায় পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, "মাধুরী! তবে আমিও রহিলাম।"

বীরেন্দ্রের শেষ কথা শ্রবণমাত্র দীপটী মাধুরীর করকমলচ্যুত হইয়া কক্ষে পতিত—নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বীরেন্দ্র সেই ঘোর তমোময় নীরব-কক্ষে কেবল একটী উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসরব শুনিতে পাইলেন। মাধুরী কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিল, বীরেন্দ্রকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া, প্রাতঃ-কালে রাজসদনে গিয়া প্রাণের জন্য প্রাণ দিব। এখন সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য, নতুবা বীরেন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইবে না। মনে মনে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া, মাধুরী বলিল, "দাতাকর্ণ! চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।"

পরক্ষণে দুইজনে কক্ষত্যাগ করিলেন। উভয়েরই হৃদয় বিভিন্নভাব-রসে পরিপ্লুত। ধীরে ধীরে বীরেন্দ্র, মাধুরীর সহিত অট্টালিকার বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিলেন, অদূরে কুঞ্জমধ্যে প্রহরীচতুষ্টয় নীরবে উপবিষ্ট। বীরেন্দ্র মাধুরীর উপদেশমত নীরবে ধীরপদে তোরণদ্বারে আসিয়া, চাবিদ্বারা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটনপূর্ব্বক মাধুরীর করধারণে বহির্গত হইলেন। জ্ঞান যেন চেতনার সঙ্গে সঙ্গে মোহদুর্গ হইতে উদ্ধার পাইল। বীরেন্দ্র মাধুরীর কর-ধারণে জনহীনপথে দ্রুত গমন করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন, "রমণী জগতের জীবিতরূপিণী।"

আবদ্ধ প্রহরীচতুষ্টয় জানিল না যে, বন্দী পলাইল। তাহারা অর্দ্ধ ঘটিকাকাল নীরবে স্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক যাদুমন্ত্র শিক্ষা করিয়া, কে কি করিবে, পরস্পরে মনেমনে তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে লাগিল। গৃহিণীর অলঙ্কার, অট্টালিকা ভোগবিলাস, ধনার্জ্জন ইহাই সকলের চিন্তনীয় হইয়া উঠিল, তাহা বলা বাহুল্য।

দেখিতে দেখিতে যামিনীর তৃতীয় যাম অতীত—চতুর্থ যাম সমুপস্থিত

হইল। মাধুরীর দীক্ষাগুরুর আগমনের বিলম্ব দর্শনে প্রহরীচতুষ্টয় অধীর হইয়া পড়িল, কিন্তু পাছে নড়িলে চড়িলে প্রভু আগমন না করেন, এই ভয়ে কেহই বাহ্যিক অস্থিরতা প্রকাশ করিতে পারিল না। মুখবদ্ধ সুতরাং কথা কহিবার উপায় নাই, চক্ষুকর্ণবদ্ধ সুতরাং শুনিবার বা দেখিবার উপায়ও নাই!

চতুর্থপ্রহরে প্রধান প্রহরী অপর চারিজন প্রহরীর সহিত বন্দীর তত্ত্বাবধান জন্য গড়ের দ্বারে উপনীত হইয়া, দ্বার উদ্ঘাটিত দর্শনে বিস্মিত হইল। শেষ অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কোন প্রহরীকে না দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে অতি বিস্ময়ের সহিত ক্রোধ দেখা দিল। চারিদিকে তীব্রদৃষ্টিদান করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে, প্রহরীচতুষ্টয় কুঞ্জমধ্যে বসিয়া। আপনকর্ম্মে অমনোযোগী দর্শনে মহাক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রথমপ্রহরীর পৃষ্ঠে দারুণ পদাঘাত করিল। সেই বিষম পদাঘাতে দীক্ষাগুরুর আগমন এবং তাঁহারই পদাঘাতবোধে প্রহরী নীরবে তাহা সহ্য করিয়া লইল। প্রধান প্রহরী—দ্বিতীয়প্রহরীর পৃষ্ঠে সেইমত সবলে পদাঘাতপূর্ব্বক অশ্রাব্যভাষায় চারিজনের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ভূষিত করিতে ক্ষান্ত হইল না। প্রধানপ্রহরীর সহিত আগত প্রহরীচতুষ্টয় উপবিষ্ট প্রহরীচতুষ্টয়ের হস্তপদ আবদ্ধ দর্শনে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। প্রধানপ্রহরী সেই সময়ে তৃতীয়ের পৃষ্ঠে সবলে করস্থ যষ্টির আঘাত করিবামাত্র সে ব্যক্তি যাতনায় অস্থির হইয়া, "মন্ত্র চাই না—মন্ত্র চাই না।" বলিয়া, উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরক্ষণেই উপবিষ্ট চতুর্থপ্রহরীর পৃষ্ঠেও সেইমত যষ্টির দারুণ আঘাত পতিত হইবামাত্র সেও চীৎকার করিয়া, হস্তপদবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পরস্পরে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। চারিজনের আকর্ষণে পরস্পরে জড়াজড়ি এবং পরস্পরের উপর পরস্পরে পড়িয়া গড়াগড়ি দিইতে লাগিল। শেষ প্রধানপ্রহরী তাহাদিগের বন্ধনমোচন করিয়া, সমস্ত বিবরণ শ্রবণে তাহাদিগকে পূর্ব্বমত ভাষায় পুরস্কৃত করিতে করিতে, দ্রুতপদে অট্টালিকামধ্যে আসিয়া দেখিল—বন্দী নাই!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সত্য গেল, ত্রেতা গেল, দ্বাপর গেল, কলি যায় যায়, কিন্তু রমণী! আজিও জগৎ তোমায় চিনিল না! আদি মানব যেরূপ পরমপুরুষের প্রতিকৃতি, সেইমত রমণী! তুমি প্রকৃতির পূর্ণপ্রতিমারূপে সৃষ্ট। পবিত্রতা, মমতা, দয়া, স্নেহ, বাৎসল্য, লজ্জা, করুণা, প্রীতি, সরলতা আর মহাশক্তি লইয়া, তুমি অনন্ত জগতকে শান্তিনিকেতনে পরিণত করিতে আসিয়াছিলে; আর মানব?—শরৎচন্দ্র যেরূপ চন্দ্রিকা লইয়া, গগনপথে দেখা দেয়, সেই-মত রমণী! মানব আসিয়াছিল, একমাত্র তোমার ন্যায় মহাশক্তিকে লইয়া, জ্ঞানের রাজ্য—ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তার করিতে—বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রচার করিতে—মঙ্গলময় মহেশের মঙ্গলবিধানপালন করিতে—অনন্ত জগতে পুরুষপ্রকৃতির দেবলীলা অভিনয় করিতে আর রমণী! তোমার ন্যায় মহাশক্তির সহায়তায়—তোমার ন্যায় প্রীতিময়ীর সহবাসে—তোমার ন্যায় প্রকৃতিপ্রতিমার পূজায় বিশ্বসৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধন করিতে। কিন্তু রমণী! মানব এ জগতে আসিয়া, আপনিও মজিয়াছে, তোমাকেও মজা-ইয়াছে। পরমপুরুষের প্রতিকৃতি মানব, এ বিশ্ব-দৌত্যে প্রবৃত্তির ছলনায় ভুলিয়া—অজ্ঞানতার মোহময় অন্ধতম কূপে পতিত হইয়া, পিশাচমূর্ত্তিতে তোমা হেন শান্তিময়ীর অবমাননা—তোমা হেন মহাশক্তির সমস্ত স্বত্ব বিলোপ করিয়া—তোমা হেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী—জগতের জীবিতরূপিণীকে পিশাচিনী করিয়া তুলিয়াছে। তোমার সেই আদি সহচর দেবস্বভাব পবিত্রচেতা মানব আজি দানব, আর রমণী! তুমি সেই দানব-সহবাসে—দানবের প্রলোভনে—দানবের তাড়নায়—দানবের মন্ত্রণায় এক্ষণে সাজি-য়াছ—মূর্ত্তিমতী দানবী। আসিয়াছিলে, এ বিশ্বসংসারে শান্তিশতধার প্রবাহিত করিতে—আসিয়াছিলে, মহাশক্তির অনন্ত গৌরবগরিমা বিস্তার করিতে—কিন্তু রমণী!—ভুলিলে—হায়! সেই মহাদেব-দূতির কার্য্য করিতে ভুলিলে!—নাই—নাই এ পাষাণপুরুষভরা ধরায় তোমার ন্যায় মহালক্ষ্মী পূজার আর আশা নাই! রমণী! তুমি এ বিশ্বকুঞ্জে বাসন্তী নিশ্বাস—নন্দন-মন্দাররূপে মানবজীবনজলধির কনকতরণীরূপে—সংসারক্ষেত্রের

অমিয়ময়ী লতারূপে—সৃষ্টিকাননের সরলাহরিণীরূপে—জগতের জীবনরূপে আসিয়াছিলে, কিন্তু রমণী! তোমার হৃদয়ে সেই মমতা, দয়া, বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতির অন্তিম স্বর্গীয় আভা আজিও অলক্ষ্যে দর্শনদান করিলেও প্রকৃতির প্রতিপ্রান্ত হইতে প্রশ্ন আসিতেছে—প্রকৃতিপ্রতিমার এ দুর্গতি কেন? শান্তিময়ী! কবে আবার তুমি অমৃত-উৎসরূপে এই দুঃখ-শোক-রোগযন্ত্রণাভরা ধরায় স্বর্গীয় রাজ্য আনয়ন করিবে?—কবে আবার তুমি মানবহৃদয়ের উচ্চ হৈমসিংহাসনে মহালক্ষ্মীরূপে বসিয়া, পুরুষের পূজাগ্রহণ করিবে? কবে তুমি মহাশক্তিরূপে মহাপুরুষপ্রতিকৃতি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রের অজ্ঞান দনুজদলন করিয়া, অনন্ত শ্মশানময় ভারতে শান্তিলহরী প্রবাহিত করিয়া দিবে? কবে তুমি আবার নিজ মূর্ত্তি—সেই দেবীমূর্ত্তিতে মহাদেব-প্রতিকৃতির সহিত দেবলীলা করিতে অগ্রসর হইবে?

সেই নির্ব্বাণকাননের ক্রীড়াপর্ব্বতশিরে একাকিনী বসিয়া মলয়া। মলয়া ভাবনায় বিভোরা; কত চিন্তাতরঙ্গ আসিয়া যুবতীর মস্তিষ্ককে একে একে আলোড়িত করিয়া যাইতেছে। কিন্তু মলয়ার মূর্ত্তি আজি বিষাদিনীর মূর্ত্তি নহে, পবিত্রতার পূর্ণ জ্যোতি আজি সেই নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গ অপূর্ব্ব প্রভায় আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। চিন্তা ধীরে ধীরে মলয়াকে অতি উচ্চে আনিয়াছে; মলয়া সেই চিন্তান্দোলিতহৃদয়ে বলিলেন, "হা!—সুখ—সুখ—সুখ। এ জগতে নরনারী চায়—কেবল সুখ! দুঃখের মুখ কেহই দেখিবে না—জীবনে মরণে রণে চায় কেবল সুখ। হা! নরনারী উৎকৃষ্ট জীব হইয়াও ভ্রান্তির আলিঙ্গনে অজ্ঞানতার কি চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছে! সুখ! কে তোমায় সৃষ্টি করিল?—দুঃখ! কে তোমার প্রথমে দুর্ণাম দিল? হা নরনারী! মহাকবি ঈশ্বর কবিতাময় জগতে কেন তোমা-দের কবিরূপে—কল্পনার দাসদাসীরূপে সৃষ্টি করিলেন?—নরনারী! তোমরা সেই আদিকবির এই বিশ্বরূপ কাব্যকাননে কল্পনার সহায়তায় অমিয়ময় গাথারাজি পরিকীর্ত্তন করিবে বলিয়াই তোমাদিগের হৃদয়ে কল্পনার আশ্রম, কিন্তু হায়! তোমরা ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়া, সেই কল্পনাবলে শেষ সুখ দুঃখের সৃষ্টি করিলে! মনুষ্যজ্ঞানের কি এই পরিণাম! নাই—নাই—এজগতে সুখ নাই—দুঃখ নাই। সুখ দুঃখ কেবল জ্ঞানহীন মনের ভ্রান্তিময় কল্পনার দুইটী সহচর। তোমরা ভাবিয়াছ, প্রবৃত্তির নিগ্রহেই দুঃখ, আর প্রবৃত্তির প্রসন্নতাই সুখ। হা নরনারী! আপনারাই কল্পনাবলে সুখদুঃখের

সৃষ্টি করিয়া, কেন সেই মঙ্গলময়ের নামে দোষারোপ কর? নাই, এ জগতে সুখ নাই—দুঃখ নাই—কেবল শান্তি—শান্তি—শান্তি। শান্তিদাতা এ জগতে কেবল শান্তির অনন্ত তরঙ্গ প্রবাহিত করিতেছেন। ধনে, মানে, গৌরবে, বীরত্বে, রূপে, গুণে, ক্ষমতায়, শক্তিতে, প্রভুত্বে, প্রেমে তোমরা চাহ কেবল সুখ, কিন্তু নাই, সুখ নাই। শান্তির উদ্বোধন, আবাহন এবং আরাধণাই এ জগতে নরনারীর প্রধান কার্য্য, কিন্তু হা মানবমানবী! তাহা ভুলিয়া কেবল চাও—সুখ—সুখ—সুখ!"

উচ্চ ক্রীড়াভূধরে বসিয়া, মলয়া সেই সরলোজ্জ্বল নয়নযুগল সেই সন্ধ্যা-সঙ্গমে নীরব গৌড়ের প্রতি দৃষ্টিদানে আবার বলিলেন, "রমণী! তুমি চাহ কেবল সুখ। সুখ কি প্রেমে?—তুমি বনবিহঙ্গিনী প্রফুল্লনলিনী সকুন্তলা! তুমি পুণ্য তপোবনে প্রীতমনে গোপনে গোপনে প্রেমের মান রাখিয়াছিলে। নয়নে নয়নে প্রথমমিলনে দুষ্মন্তকে হৃদয়দানে বলিয়াছিলে, এ জগতে প্রেমেই সুখ। কিন্তু কেন সেই দুষ্মন্তের সভায় সজলনয়নে অন্তরের অন্ত-স্তল হইতে বলিয়াছিলে, প্রেমে সুখ নাই—সুখ নাই—সুখ নাই? কেন আবার কণ্বাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, মঞ্জুল কুঞ্জে কুঞ্জে উষার সমীরের সহিত গাহিতে প্রেমে সুখ নাই?—রমণী! সুখ সোহাগে?—তুমি সরলাহরিণী পতিসোহাগিনী সীতা! নবীন যৌবনে কাননে কাননে নবদূর্ব্বা-দলাসনে কমললোচনের সনে বসিয়া প্রসন্নবদনে বলিয়াছিলে, পতিসোহা-গেই সুখ। কিন্তু কেন তুমি বাল্মিকীর তপোবনে গলদশ্রুলোচনে অনা-থিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে বলিয়াছিলে পতিসোহাগে সুখ নাই? আবার অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে পতির পানে চাহিয়া, কেন বক্ষ চিরিয়া বিষের জ্বালা দেখাইতে উদ্যত হইয়াছিলে?—পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার নামে পাগ-লিনীর ন্যায় জননীজঠরে পুনঃ প্রবেশকালে কেন বলিয়াছিলে—সুখ নাই?—সুখ রূপে?—তুমি ফুল্লসরোজিনী দময়ন্তী! যখন তোমার সেই কুসুমকোমললাবণ্য—অনুপরূপে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে লাভ করিবার জন্য ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যেক দেবতা সেই সয়ম্বরসভাস্থলে নলমূর্ত্তিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন তুমি সগৌরবে বলিয়াছিলে, রূপেই সুখ। কিন্তু দময়ন্তী! যখন তোমার সেই প্রাণপতি গহনকাননে বিঘোরবিজনে অৰ্দ্ধ ছিন্নবসনে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন, কেন তখন সেই হৃদয়ভেদী রোদনরোলে বলিয়াছিলে রূপে সুখ নাই? নাই—সুখ

নাই—কেবল শান্তি। রমণী! এ জগতে শান্তি কেবল সতীত্বে। দেখাইয়াছিলেন—সেই সাবিত্রী সতীত্বের কত শক্তি—সতীত্বে কত শান্তি—সতীত্বের কেমন জ্যোতি। সতী একমাত্র সতীত্ববলে মৃত প্রাণপতিকে পাইয়া অনন্ত শান্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রমণী! সেই সতীত্বই আমাদিগের সারধন—বিধিদত্ত অক্ষয়ধন।” বলিতে, বলিতে মলয়ার আত্ম-অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল, রোদনবদনে বলিলেন, “মা সতীপ্রধানা দাক্ষায়ণী!—তুমিই বলিয়াছ—তুমিই দেখাইয়াছ—তুমিই শিখাইয়াছ সতীত্বের জয় নিশ্চয়—নিশ্চয়। জননী! এ দাসীর সতীত্ব কি রাখিবে না? বিপদে ফেলিলে, দয়াদানে উদ্ধার করিলে—আবার ঘোর বিপদসাগরে পতিত হইলাম—সতীত্বরক্ষার জন্য জীবনবলি দিতে যাইলাম—মা! জীবন লইলে না, সতীত্ব রাখিলে—আবার উদ্ধার করিলে, কিন্তু মা!—আবার কেন এ নরককুণ্ডে আনিলে? জানি না, মা! তোমার মনে কি আছে।”

অকস্মাৎ মলয়া চন্দ্রালোকে দেখিলেন, দূর হইতে একজন পুরুষ শাণিত ভল্লহস্তে ত্বরিতগতিতে আগমন করিতেছেন। মলয়ার মুখমণ্ডলের ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দাক্ষায়ণীর চরণ স্মরণ করিতে করিতে মলয়া যেন মহাশক্তির সহায়তায় অটলভাবে সেই কৃত্রিম শিখরে বসিয়া রহিলেন। আগন্তুক পূর্ব্বমত চঞ্চলচরণে অবিলম্বেই মলয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। মলয়া দেখিলেন, আগন্তুকের সর্ব্বাঙ্গ কনকবর্ম্মাবৃত। মস্তক—মুখও সেইমত আবরণে আচ্ছন্ন। কেবল নাসারন্ধ্র এবং চক্ষুদ্বয় অনাবৃত। আগন্তুকের হস্তে শাণিত ভল্ল, কটীদেশে দুইখানি শাণিত নগ্ন অসি লম্বমান। মলয়া ইহজীবনে এরূপ মূর্ত্তি কখনও দেখেন নাই, সুতরাং ভয় এবং বিস্ময় উভয়ই একত্রে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। বর্ম্মাবৃতমূর্ত্তি মলয়ার অদূরে দণ্ডায়মান হইবামাত্র মলয়া হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন,—“গৌড়েশ্বর! আজি এ কি বেশ? আপনি নিরপরাধী দাতাকর্ণকে বন্দী করিয়া—তাঁহার পবিত্রজীবন হনন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন শুনিয়াছি, জানি না, আপনি সেই দাতাকর্ণের জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন কি না,—আজি কি আপনি আমারমত একটা সামান্যা অবলা রমণীর জীবনহনন জন্যই এই শাণিত ভল্ল—দুইখণ্ড নগ্ন অসি লইয়া আসিয়াছেন? এত অস্ত্রের প্রয়োজন? আমার প্রাণ কি এতই কঠিন?”

আগন্তুক নীরব।

মলয়া আবার সেইমত পাষাণভেদীবচনে বলিলেন, "বৌদ্ধরাজ!—সাক্যসিংহ-সেবক!—অনাথিনী ললনার প্রতি এ ছলনা কেন? অবলার প্রাণবিনাশের জন্য এত অনুষ্ঠান কেন? আপনার পাপ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সকল ছলনাই অবলম্বন করিয়াছেন, কিছুতেই আপনার আশা সফল হয় নাই, প্রাণের ভয় দেখাইয়া, সেই পাপ আশা পূর্ণ করিবার জন্যই কি আপনি আজি বীরবেশে উপস্থিত? প্রাণের ভয়ে রমণী সতীত্ব বিসর্জ্জন করিবে, ইহাই কি আপনার ধারণা? গৌড়রাজ! ভ্রম!—ভ্রম!—রমণী সহস্র জন্মে প্রাণ বলি দিবে, তথাপি সতীত্ব বিসর্জ্জন করিবে না।" মলয়া বলিতে বলিতে দ্রুতপদে আগন্তুকের নিকট পাতিতজানু হইয়া, বলিলেন, "গৌড়াধিপ! এই আমি হৃদয় পাতিয়া দিলাম, ভল্লবিদ্ধ করিয়া দিউন।"

আগন্তুককে পূর্ব্বমত নীরবে দণ্ডায়মান দর্শনে, মলয়া সজলনয়নে দীনবচনে আবার বলিলেন, "গৌড়াধিপ! আপনি কি ভাবিয়াছেন, আমার হৃদয় এই পাষাণ অপেক্ষা কঠিন, ভল্লাঘাতে এ পাপ হৃদয় বিদ্ধ হইবে না?—সেই জন্যই কি ভল্লচালনা করিতে আপনি বিরত হইলেন?—ভাল, আমি এই গ্রীবা নত করিলাম—আপনার ঐ শাণিত অসির আঘাতে এই দণ্ডেই মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া দিউন।" বলিতে বলিতে মলয়া মস্তক নত করিয়া, অসিপ্রহারের প্রতীক্ষায় বসিলেন।

আগন্তুকের অসি উত্তোলিত হইল না দেখিয়া, মলয়া মহাশক্তিমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা হইলেন। বদন আরক্তিম—নয়নে জ্বলন্ত অগ্নিশিক্ষা—লাবণ্যে পবিত্রতার পূর্ণজ্যোতি দেখা দিল। মলয়া আগন্তুককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! নিরপরাধী বীরেন্দ্রের জীবন লইতে পারিলেন, আর আমার ন্যায় সামান্যা রমণীর প্রাণ লইতে সাহস হইল না?—তবে এ বীরবেশ কেন?—ভয় দেখাইবেন?—অসির ভয়ে কুমারী সতীত্ব দিবে?—হা নরপিশাচ! সতী কি ভয়ে ভুলে?—এই দেখুন—" মলয়া এই কথা বলিতে বলিতে, প্রাণপরিহারে সতীত্বরক্ষার নিমিত্ত সেই সমুচ্চ ক্রীড়াপর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নগা নির্ঝরিণীর ন্যায় নিম্নে পতিত হইবার জন্য যেমন অঙ্গ হেলাইলেন, বিরাট পাষাণখণ্ড যেরূপ নির্ঝরিণীর গতিরোধ করে, সেইমত আগন্তুক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার করধারণে পতননিবারণে বলিলেন, "আমি গৌড়েশ্বর নহি।"

মলয়া ভিন্নস্বরশ্রবণে চকিতনয়নে আগন্তুকের প্রতি পুনরায় পূর্ণ দৃষ্টি-

দানে বলিলেন, "কে?—কে তবে তুমি?—কে তুমি আমার জীবনলীলার অবসানের ব্যাঘাত দিলে?—কে তুমি এ বীরবেশে এ কাননে দেখা দিলে?—অধর্ম্মাচারী গৌড়েশ্বরের অনুচর?"

"ছিলাম বটে, এক্ষণে নহে।"

"এক্ষণে কি?"

"তাঁহার কাল।"

"কাহার স্বর এ?—কে আপনি? কাহার জন্য আপনি গৌড়রাজের কালস্বরূপ হইয়াছেন?"

"আপনার জন্য।"

মলয়া পূর্ব্বাসনে ধীরে ধীরে বসিয়া, প্রশ্ন করিলেন, "আপনার আগমনের উদ্দেশ্য?"

"আপনার উদ্ধারসাধন।"

"এতদিন এ চেষ্টা হয় নাই কেন?"

"ভাবিয়াছিলাম, আপনি গৌড়রাজের ভালবাসায়—প্রেমে আবদ্ধ।"

"সেটী আপনার মহাভ্রম। অনলে অনিলে প্রেম সম্ভবে, কিন্তু অনলে সলিলে কি প্রেম হইতে পারে? আমি হিন্দু-কুমারী, গৌড়রাজ বিধর্ম্মী নরকের কীট, আপনি কিরূপে বুঝিলেন, আমি তার ভালবাসায়—প্রেমে আবদ্ধ? পাপাচার গৌড়পতি আমাকে বারাণসী হইতে—স্নেহময়ী জননীর নিকট হইতে হরণ করিয়া আনিয়া, আমার দুর্গতির এক শেষ করিতেছে, নিজ পাপ স্বার্থসাধন জন্য ছল-বল-কৌশল সকলই অবলম্বন করিতেছে; আমি অবলা, আমার সহায় একমাত্র সতীপ্রধানার শ্রীচরণ—আমি সেই জননীর চরণে জীবন ঢালিয়া, বন্দিনীদশায় এই নরককুণ্ডে অবস্থান করিতেছি, আপনি এই জন্যই কি মনে করিয়াছেন যে, আমি তার প্রেমে মুগ্ধা?"

"আমার ভ্রান্ত অনুমান যদি আপনার পবিত্রহৃদয়ে ব্যাঘাতদান করিয়া থাকে, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি, মার্জ্জনা করিবেন।" বীরবেশী এই কথা নম্রভাবে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কাননের প্রতিপ্রান্তে দৃষ্টিদানে পুনরায় বলিলেন, "জীবন্ত নরপিশাচ গৌড়াধিপের দ্বারা আপনার ন্যায় পবিত্রচেতা সতী কুমারীর দুর্গতি অবশ্যই হৃদয়ভেদী।"

"হা! কেবল আমার দুর্গতি নহে, এ জগতে পুরুষজাতিই রমণী সমাজের দুর্গতি—অধোগতির কারণ। পুরুষজাতি যতদিন না উদারতা শিখিবে,

যতদিন না তাহাদিগের চরিত্রে নৈতিক নির্ম্মলতা দেখা দিবে, যতদিন না ঈশ্বরভীতি—ধর্ম্মনীতি পুরুষের হৃদয়ে স্থান পাইবে, ততদিন নারীজাতির এ দুর্গতি—এ অধোগতি বিদূরিত হইবে না—ততদিন নারীসমাজের প্রকৃত উন্নতি কখনই দেখা দিবে না।"

"যদিও আমি পুরুষ, কিন্তু আমি নতমস্তকে আপনার প্রত্যেক কথার সমর্থন করিতেছি। যতদিন না পুরুষজাতি পিশাচমূর্ত্তিপরিহারে দেবস্বভাব পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মঙ্গল নাই। আজি হউক, কালি হউক, শতবর্ষ—সহস্রবর্ষ পরে হউক, এমন দিন আসিবেই আসিবে, যে দিন পুরুষের ন্যায় নারীজাতি বিধিদত্ত প্রার্থনীয় সমস্ত স্বত্ব সংগ্রহ করিয়া লইবে। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন কেবল নারীজাতির কেন?—সমস্ত জগতের এ দুর্গতি দূর হইতেছে না। রমণী কেবল আলয়ের লক্ষ্মী নহে, রমণী জাতির লক্ষ্মী—জন্মভূমির লক্ষ্মী—সমাজের লক্ষ্মী—সমগ্র জগতের মহালক্ষ্মী। জগতে জাতিগত পতনের মূল কেবল সেই মহালক্ষ্মীর অবমাননা। এখন এই গৌড়—এই বঙ্গ—এই ভারত—এই জগৎ সেই লক্ষ্মীর অবমাননা করিতেছে। পুরুষ জাতি দেবস্বভাব বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন করিয়া কেবল পদে পদে সেই লক্ষ্মীর অবমাননা করিতেছে। ভারতে এক সময়ে প্রতি গৃহে এই মহালক্ষ্মীর পূজা হইত; ভারত সেই বলে অনন্ত সুখে—অনন্ত গৌরবগরিমায় মস্তক উন্নত করিয়াছিল, কিন্তু এখন সেই ভারত অনন্ত শ্মশানে পরিণত! ভারত আবার যে দিন এই লক্ষ্মীর পূজা করিতে শিখিবে, সেই দিন আবার অনন্ত শান্তিসৌরভ ভারতকে প্রমোদিত করিয়া তুলিবে।"

মলয়া আগন্তুকের উক্তি শ্রবণে বলিলেন, "হা! সে দিন কি আসিবে?"

"আসিবে। চিরদিন সমান না যায়। এক যায়, আর আসে, জগতের রীতি। পতন উত্থান, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিধির বিধান। সময়েই অসম্ভব সম্ভব হয়। আজি যে কোল, ভীল, নাগা, গারো, সাঁওতালদিগকে অসভ্য বর্ব্বর পার্ব্বত্য বলিয়া জগৎ উপহাস করিতেছে, আমি বলি, এমন দিন আসিবেই আসিবে, যে দিন এই অসভ্য বর্ব্বর পার্ব্বত্য কোল, ভীল, নাগা, গারো এই সমৃদ্ধিশালী গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে বসিয়া গবেষণায় নিযুক্ত হইবে। নারীজগতের উন্নতি সেইমত এক্ষণে অসম্ভব বিবেচিত হইলেও নিশ্চয় জানিবেন, সময়ে সম্ভবে পরিণত হইয়া যাইবে।"

বীরবেশীর বর্ম্মাবৃত বদনবিবর হইতে এই কথাগুলি অস্বাভাবিক স্বরেই বহির্গত হইতে ছিল। মলয়া তথাপি স্বর যেন পরিচিত অনুমান করিয়া সবিস্ময়ে দণ্ডায়মানা হইয়া, প্রশ্ন করিলেন, "কে ?—কে আপনি ?—আপস্বর যেন পরিচিত বোধ হইতেছে। পরিচয় দানের কি কোন বাধা আছে ?"

বর্ম্মাবৃতমূর্ত্তি মলয়ার আগ্রহদর্শনে ধীরে ধীরে মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন। মলয়া চন্দ্রালোকে দেখিলেন—বীরেন্দ্র! হর্ষবিস্ময়ে উৎফুল্লহৃদয়ে মলয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "কে ?—দাতাকর্ণ ?—বীরেন্দ্র ?—আপনি ?—আপনি জীবিত ?—ধন্য ভগবান!—আপনি এ অনাথিনীর জন্য নায়কীর কোপে পতিত হইয়াছিলেন; শুনিয়াছিলাম, আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল, আপনি জীবিত, অবলা অনাথিনী আর কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে ?" বলিতে বলিতে, মলয়ার নয়নকোনে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। আবেগপূর্ণকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন ?"

বীরেন্দ্র সংক্ষেপে উদ্ধারবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা পালন—আপনার উদ্ধারসাধন জন্যই আমি আসিয়াছি, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, সাহসভরে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করেন, আপনাকে এ নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে পারি।"

"যে, জীবনদানে এ নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার লাভ করিতে প্রস্তুত, তাহার পক্ষে আবার অতিরিক্ত কষ্ট কি আছে ?—কিন্তু আপনি কিরূপে উদ্ধার করিবেন ?—তোরণদ্বারে দ্বিগুণ প্রহরী, পাছে পলায়ন করি; সরোবরের সোপানে সোপানে প্রহরী, পাছে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করি—আমি এই ক্রীড়া পর্ব্বতে আসিয়াছি, প্রহরী অদূরে লুক্কাইত হইয়া আছে। আপনি এখানে আসিয়াছেন, বোধ হয়, সে তাহা দেখিয়া থাকিবে; হয়ত এতক্ষণ অপর সকলকে সংবাদও দিয়াছে। হয়ত আবার কোন বিষম বিপদ ঘটিতে পারে।"

"সে ভয় করিবেন না। অদূরে একজন প্রহরী বসিয়াছিল, আমি তাহার মুখবন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে একটা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া আসিয়াছি। অন্য কোন প্রহরীই আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমি যে উপায়ে আসিয়াছি, সেই উপায়েই আপনাকে লইয়া যাইব। তবে আপনার কিছু সাহসের প্রয়োজন।"

"আপনিই আমার সাহসস্বরূপ।" মলয়া এই কথা বলিয়া, বীরেন্দ্রের

সহিত ধীরে ধীরে ক্রীড়াপর্ব্বত হইতে অবরোহণপূর্ব্বক পূর্ণহৃদয়ে চলিলেন। মহানন্দা নির্ব্বাণকাননের যে প্রাকারমূল ধৌত করিয়া, সেই নীরব নিশীথে ছুটীতেছিল, বীরেন্দ্র, মলয়াকে সেই প্রকারাভিমুখে আনয়ন করিলেন। মলয়া দেখিলেন, একটী বিরাটকায় অশ্বত্থবৃক্ষ সেই প্রাকারপার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, এবং সেই পাদপের একটী স্থূল শাখায় রজ্জুসোপান সংলগ্ন। বীরেন্দ্র, মাধুরীকে অভয়দানে বলিলেন, "আপনি নির্ভয়ে এই রজ্জুসোপানাবলম্বনে উপরে আরোহণ করুন।"

অবলা ললনা মলয়ার হৃদয়ে কে যেন সাহসের উৎস প্রবাহিত করিয়া দিল; মলয়া বিনাদ্বিরুক্তিতে সেই লম্বমান রজ্জসোপান অবলম্বনে উপরিস্থ শাখায় আরোহণ করিলেন। বীরেন্দ্র পরক্ষণে সেইমত সোপানসহযোগে উপরে উঠিয়া, ঘন ঘন দৃঢ় শাখাবৃত পাদপের এক শাখা হইতে ভিন্ন শাখায় ধীরেধীরে অতি সতর্কভাবে মলয়াকে লইয়া গেলেন। মলয়া কয়েকবার স্খলিত-পদ হইবার উপক্রম হইলে, বীরেন্দ্র দৃঢ়রূপে তাঁহাকে ধারণ করিয়া থাকায় তিনি সহজেই রক্ষা পাইলেন। কয়েকটী শাখা অতিক্রমে প্রাকারশীর্ষে উভয়ে আগমন করিলে, মলয়া দেখিলেন, পাদপের অনেকগুলি শাখা প্রাকার অতিক্রমে কল্লোলিনী মহানন্দার আলিঙ্গনলাভ জন্য যেন নতমুখে অঙ্গবিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বীরেন্দ্র, মলয়াকে যেভাবে বৃক্ষোপরি আরোহণ করাইয়াছিলেন, পুনরায় সেইভাবে প্রাকারের বহির্দ্দেশে আর একটী শাখায় বিলম্বিত রজ্জুসোপানসহযোগে মলয়াকে নিম্নে নামাইয়া দিলেন। মলয়া মহানন্দার তীরভূমিতে অবতরণ করিবামাত্র সম্মুখে দেখি-লেন—মাধুরী। মাধুরী কোমল ভুজবল্লীবিস্তারে মলয়াকে আলিঙ্গন করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না। মলয়াও প্রত্যালিঙ্গন এবং চুম্বন করিয়া বলি-লেন, "মাধুরী!—ভগিনি!—" আনন্দের আবেগে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

তীরেই একখানি ক্ষুদ্র তরী অপেক্ষা করিতেছিল। বীরেন্দ্র, তরণী খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কর্ণধার বলিল, "একজন নাবিক না বলিয়া, কি কার্য্যের জন্য কোথায় গিয়াছে, একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।"

"যমালয়ে যাউক, তুমি তরী খুলিয়া দাও।"

পরমুহূর্ত্তে তরণী মহানন্দার তরঙ্গান্দোলিতবক্ষে নাচিতে নাচিতে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শশী আর উষা প্রকৃতিবক্ষে বিচিত্র প্রেমের খেলা খেলিতেছে। মাসের মধ্যে দুই চারিদিন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সেই শশী আর উষার নয়নে নয়নে দেখা—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন—সেই প্রাণে প্রাণে সংমিলন যে দেখিয়াছে, সেই জানে এ প্রেমের খেলা কেমন। শশী হাসিয়া হাসিয়া পশ্চিমসাগরে ডুবিল—ডুবিল—ডুবিল—উষা যেন প্রেমোন্মাদিনীর ন্যায় আলুথালুবেশে অমনি রূপের প্রভায় জগৎ মাতাইয়া—হাসির তরঙ্গে জগৎ জাগাইয়া শশীর নিকট ছুটীল। সৃষ্টির আদি সময় হইতে শশী আর উষা এই প্রেমের খেলা খেলিতেছে, কিন্তু আজিও প্রেমের আশা মিটিল না। কে জানে কবে মিটিবে?

সেই উষা আর শশী যে সময়ে প্রেমের খেলা খেলিতেছিল, সেই সময়ে গৌড়নগরের দশক্রোশ উত্তরে দুইটী বৃষবাহিত একখানি বস্ত্রাবৃত রথ দ্রুতগতি চলিতেছে। দুইজন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী, রথের উভয় পার্শ্ব রক্ষা করিয়া সেইমত বেগে অশ্বচালনা করিতেছেন। রথখানি একচূড়; শীর্ষ হইতে চক্রপার্শ্ব পর্য্যন্ত শ্বেতবসনে আচ্ছাদিত, কেবল দুই পার্শ্বের অল্পমাত্র স্থান অনাবৃত। দুইটী যুবতী রমণী সেই অনাবৃত স্থান দিয়া, ফুল্লশতদলের ন্যায় দুইখানি মুখ বাহির করিয়া, প্রকৃতির প্রভাতী আরতি দেখিতেছিলেন। পাঠকপাঠিকাগণ!—এ দুটী রমণী কে?—মলয়া আর মাধুরী। দুই পার্শ্ব দিয়া যে দুইজন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী যাইতেছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে একজন আপনাদিগের সেই পূর্ব্ব পরিচিত বীরেন্দ্র, দ্বিতীয় সুরতান।

বৃষভযুগল প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে বহুদূর অতিক্রম করিয়া, শেষ ক্লান্তিবোধে ধীরগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। বীরেন্দ্র পার্শ্বরক্ষার জন্য অশ্বের গতি হ্রাস করিয়া লইলেন। সুরতানও প্রভুর অনুকরণ করিতে বিলম্ব করিল না। কিন্তু মাধুরীর যাদুমন্ত্রের ভয়ে সে এক একবার অশ্বকে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে বীরেন্দ্র মলয়াকে সম্বোধন করিয়া, সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "একটী কথা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা; সে দিন পিশাচগড়মধ্যে আপনি যে নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন শুনিলাম, ভাল, আপনি আরোগ্যলাভ করিলেন কিরূপে?"

বীণাবিনিন্দিতস্বরে মলয়া যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "দুর্দ্দান্ত দস্যুর করালকবল হইতে সতীত্বরক্ষার কোন উপায় নাই বলিয়াই—কেবল

সেই সতীত্বরক্ষার জন্যই আত্মঘাতিনী হইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ছুরিকা ততদূর হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই—কেন করে নাই ভগবান বলিতে পারেন। যে বৃদ্ধা পিশাচিনী আমাকে সেই পিশাচগড়ে লইয়া যায়, সে-ই এক প্রকার বৃক্ষমূলের রস দিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষতস্থান আরোগ্য করিয়া তুলে।” মলয়া এই উত্তরদানে বীরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, “ভাল, সে দস্যু আর তাহার রাক্ষসী জননীর শেষ দশা কি হইল, কিছু শুনিয়াছেন কি ?”

“শুনিয়াছি ; তাহারা দুইজনেই অধিক রজনীতে গড় হইতে যেমন বাহির হইবে, অমনি প্রহরীরা তাহাদিগকে ধরিতে যায়। শেষ প্রবল দ্বন্দ্বযুদ্ধে দস্যু প্রাণ হারাইয়াছে। পিশাচিনী কারাগারে বন্দিনী।”

মাধুরী আপনমনে অস্তগমনোন্মুখ শশীর ম্লানমুখ দেখিতেছিল। মলয়া এবং বীরেন্দ্রের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। মলয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “দাতাকর্ণ! শুনিয়াছিলাম, সে পিশাচগড়ে কোন মনুষ্যই প্রাণভয়ে প্রবেশ করিত না, আপনি কিরূপে আর কি জন্যই বা তথায় গিয়াছিলেন ?”

“আপনি যে রজনীতে সেই পিশাচগড়ে বন্দিনী হইয়াছিলেন, দস্যু সেই রজনীতে নগরের এক ব্যক্তির বাটীতে দস্যুতা করে। তাহার অনুচর আহত হইয়া ধরা পড়ে। সেই ব্যক্তিই পিশাচগড়ের সমস্ত রহস্য প্রধান শান্তিরক্ষকের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। প্রথমে কেহই তাহার কথায় বিশ্বাস করে নাই। যদিও দুই একজনে বিশ্বাস করে, কিন্তু কাহারও এমত সাহস হয় নাই যে, সেই পিশাচগড়ে গিয়া দস্যুকে ধরিয়া আনে। পিশাচ-গড়ের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইলে, প্রধান শান্তিরক্ষকের অনুরোধেই আমি সে দিন সে খানে গমন করিয়াছিলাম। আপনাকে যে তথায় দেখিতে পাইব, ভ্রমেও এ আশা করি নাই।”

“ভাল, সেই পিশাচগড়ের গুপ্ত সুড়ঙ্গমুখে কালকূটধারী সর্প বাস করিত, আপনি কিরূপে নিরাপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ?”

“কয়েকজন মালবৈদ্য পূর্ব্বেই সেই সর্পবংশ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।”

“আর একটী কথা—সেই অল্প সময়ের মধ্যে নরপিশাচ গৌড়েশ্বর কিরূপে জানিয়াছিল যে, আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছেন ?—আপনিত সকল প্রহরীকেই পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারাই কি এ কথা প্রকাশ করিয়া দেয় ?”

"না, সে সংবাদও আমি কারাগারে প্রাপ্ত হইয়াছি। যে প্রহরীকে শিবিকা আনয়ন জন্য পাঠাইয়াছিলাম, সেই হতভাগ্যের এক গুপ্ত নায়িকার নিকট সে এই সংবাদ দিয়া আইসে। সেই অভাগিনীর আর এক গুপ্ত নায়ক রাজবাটীর ভৃত্য। সে-ই তৎক্ষণাৎ মহারাজের নিকট এই সংবাদ প্রদান করে। সেই সূত্রেই মহারাজ, মোহনপালকে অগ্রে পাঠাইয়া শেষ স্বয়ং গমন করেন।"

"শেষ কথা—আপনি সেই যে দিন নির্ব্বাণকাননে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন—সেই যে দিন আপনার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সে দিন আপনি কিরূপে কাননমধ্যে প্রবেশ করেন?"

"আপনি কাননের যে প্রান্তে বসিয়াছিলেন, তাহা রাজপথের অতি নিকটবর্ত্তী; আমি সেই পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলাম। আপনার প্রথম আর্ত্তনাদ শ্রবণে অনুমান করি যে, কাননমধ্যে কোন দুরাত্মা বুঝি কোন রমণীর প্রাণহরণ করিতেছে। তখন জানিতাম না যে, গৌড়রাজ আপনাকে তথায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন। আজি যেরূপ অশ্বত্থবৃক্ষ আমাদিগের সহায়তা করিল, সেইমত সে রজনীতেও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একবৃক্ষের স্থূলশাখাবলম্বনে কাননমধ্যে প্রবেশ করি।"

মাধুরী দেখিল, শশী যায় যায়; আপনমনে সেই প্রভাতী ধীর পবনের সহিত সুর মিশাইল;—

(রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।)

"সারানিশি মলেম জেগে ও চাঁদ! তোমায় পাব বলে।
হেসে হেসে অবশেষে পশিলে জলধিজলে!
চেয়ে দেখ আমার পানে, বলি তোমার কাণে কাণে,
ভালবাসি প্রাণে প্রাণে, এসহে যেওনা চলে।
রাখব তোমায় নয়নকোনে, ফিরব আমি বনে বনে,
দেখাব চাঁদ! সংগোপনে, ভালবাসা কারে বলে।"

শশী, গায়িকার সেই কাতর মিনতি শুনিল না, পশ্চিমসাগরে ডুবিল। মলয়া বলিলেন, "মাধুরী! শশী যে আসিল না?"

"মধ্যে পাহাড় পড়িয়াছে যে। শশী দেখিয়াও দেখিল না, শুনিয়াও শুনিল না।"

মলয়া ভাবিলেন, উন্মাদিনীর প্রলাপ; বীরেন্দ্র ভাবিলেন, সরলতার খেলা;

সুরতান ভাবিল যাদুমন্ত্র ; আর সারথী, ইহা "বড় লোকের বড় কথা, আমাদের মুণ্ডমাথা" বলিয়া, সবলে বৃষদ্বয়ের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। রথ আবার পূর্ব্বমত বেগে ছুটিল। অশ্বারোহীদ্বয় পার্শ্বরক্ষা করিতে ক্ষান্ত হইল না।

কিয়দ্দূর গমনের পর সুরতান একবার পশ্চাদ্দেশে দৃষ্টিদানে হঠাৎ অশ্বের বেগ সংযত করিল। বীরেন্দ্র সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন, "কি সুরতান ?—কি হইয়াছে ?"

"ঐ দেখুন।" বলিয়া, সুরতান পশ্চাদ্দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। বীরেন্দ্র দেখিলেন, নক্ষত্রগতিতে কয়েকজন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী তাঁহাদিগেরই অভিমুখে আগমন করিতেছে। বীরেন্দ্র এতক্ষণ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রুতগতি মুখাবরণ বন্ধন করিতে করিতে, সারথীকে লক্ষ্য করিয়া, উৎসাহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "বেগে—বেগে—ঐ নিকটে গ্রাম দেখা যাইতেছে। শতমুদ্রা পুরস্কার পাইবে—বেগে—বেগে।" বীরেন্দ্র পরক্ষণে মলয়া এবং মাধুরীকে রথের অনাবৃত স্থান আচ্ছাদিত করিতে বলিলেন। বীরেন্দ্রের ব্যগ্রভাবের কারণ যুবতীদ্বয় বুঝিলেন না। পরমুহূর্ত্তে সুরতানের পার্শ্বে অশ্ব আনয়নে বীরেন্দ্র বলিলেন, "সুরতান! তোমার বাহুবলের অনেক পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু দেখ, এবার বিষম বিপদ উপস্থিত। আসিতেছে চারিজন, আমরা দুইজন। ইহারা শত্রু কি মিত্র জানি না ; যদি শত্রু হয়, প্রাণ লইও, নতুবা প্রাণ দিও। যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিবে, রমণী দুটীকে রক্ষা করিতে ভুলিবে না।"

পুরস্কারের লোভে সারথী বৃষদ্বয়কে দারুণ কশাঘাতে রথ মহাবেগে লইয়া চলিল। কিন্তু বীরেন্দ্র কেন যে, দ্রুতচালনার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, তাহা বুঝিল না, যুবতীদ্বয়ও জানিল না। কিয়ৎদূর গমন করিতে করিতে সেই দ্রুতগামী অশ্বারোহীদিগের আগমন শব্দ আসিয়া, বীরেন্দ্র এবং সুরতানের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আগন্তুকেরা আততায়ী কি পথিক, বীরেন্দ্র তখনও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কারণ সেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে মলয়ার উদ্ধারবৃত্তান্ত গৌড়রাজের কর্ণগোচর হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, আর তিনি যে এ পথে আসিবেন, তাহাও তিনি অনুমান করিতে পারেন না, বীরেন্দ্র ইহাই ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি আগন্তুকদিগকে আততায়ী বলিয়াই তাঁহার এক একবার ধারণা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পরমুহূর্ত্তেই দুইজন অগ্রগামী অশ্বারোহী "রথ

রাখ—রথ রাখ—মহারাজের আদেশ, রথ রাখ।" বলিয়া বিভীষণ রবে সেই নীরব রাজপথ কম্পিত করিয়া, পবনগতিতে আসিতে লাগিল। বীরেন্দ্র যেন মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিতহৃদয়ে এক হস্তে ঢাল ও অন্য হস্তে শাণিতভল্ল দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, আগন্তুকদিগের অভিমুখে অশ্ব ফিরাইলেন। প্রভুর অনুকরণে সুরতানও সমরার্থ সজ্জিত হইল। সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী আরোহীদ্বয় শত হস্ত দূরে আসিতেছে দেখিয়া, বীরেন্দ্র সারথীকে রথ নিকটস্থ গ্রামমধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ দানে, ভল্লমুখ নত করিয়া, সুরতানকে সম্বোধনপূর্ব্বক "সুরতান!—বীরত্বের আর এক অবসর।" বলিয়া, নক্ষত্রবেগে আগন্তুকদিগের অভিমুখে অশ্ব চালনা করিয়া দিলেন। সুরতানও প্রভুর ন্যায় অশ্ব চালনা করিতে ক্ষান্ত হইল না। অগ্রগামী আততায়ীদ্বয়ের মধ্যে একজন বর্ম্মাবৃত এবং আর একজনের দেহে কোন প্রকার বর্ম্ম ছিল না। বীরেন্দ্র প্রথমকে এবং সুরতান দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। মেঘে মেঘে যেরূপ ঘর্ষণ হয়, অর্দ্ধপথে সেইমত চারিজন বীরে মহাসংঘর্ষণ হইল। যে মুহূর্ত্তে বর্ম্মাবৃত আততায়ীর লক্ষ্য বীরেন্দ্রের ঢালে লাগিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তেই বীরেন্দ্রের ভল্ল তাঁহার বর্ম্মভেদপূর্ব্বক কুক্ষিতে বিষম আঘাত করিল। প্রবল প্রভঞ্জনে বিরাটকায় পাদপ যেরূপ ভূপৃষ্ঠাবলম্বন করে, আহত বীর সেইমত অশ্ব হইতে পতিত হইলেন, কিন্তু অশ্ব পলাইল না। এদিকে সেই সময়ের মধ্যেই সুরতান এবং তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের ভল্লাঘাতে পরস্পরে দারুণ আঘাত প্রাপ্তে ধরাসনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া পড়িল। বীরেন্দ্র যে মুহূর্ত্তে আততায়ীকে আহত এবং অশ্বচ্যুত করিয়া দেন, সেই মুহূর্ত্তেই অপর তিনজন অশ্বারোহী শ্রবণভৈরবরবে আসিয়া, বীরেন্দ্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক রথাভিমুখে ছুটিল। বীরেন্দ্রও পরক্ষণে সংহারমূর্ত্তিতে সেই দিকে মহাবেগে অশ্বচালনা করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রথ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। তিনজন অগ্রগামী আততায়ী অশ্বারোহী পুনরায় "রথ রাখ—রথ রাখ" বলিয়া, বিমান কম্পিত করিয়া ছুটিল। তাহাদিগের সেই বিভীষণ রবে মহাভয়ে মাধুরী রথের বস্ত্রাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক দেখিল, বীরেন্দ্র নাই, অপর তিন কালমূর্ত্তি মহাবেগে আসিতেছে। মাধুরী পরক্ষণেই "দাতাকর্ণ!—" এই কথা বলিয়া সেই মহাবেগে চালিত রথ হইতে যেমন লম্ফপ্রদানে নিম্নে অবতরণ করিবে, অমনি অক্ষভ্রষ্ট তারকার ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে অচৈতন্যাবস্থায় ক্ষত-

বিক্ষতদেহে পথপার্শ্বস্থ তৃণগুল্মলতাপূর্ণ খাদমধ্যে পড়িয়া গেল! আর মলয়া, মাধুরীর অনুসরণ করিবার পূর্ব্বেই দুইজন অশ্বারোহী আসিয়া রথের দুই পার্শ্ব অবরোধ করিয়া ফেলিল। তৃতীয় অশ্বারোহী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, অসির আঘাতে সারথীর মস্তক তদীয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পরমূহূর্ত্তেই রশ্মীধারণে রথ থামাইল।

যে সময়ে দুইজন আরোহী, রথের উভয় পার্শ্ব অবরোধ করে, সেই সময়েই বীরেন্দ্র তীরগতিতে আসিয়া, বিশাল ভল্লের সবল আঘাতে একজনের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া, তাহার জীবন লীলার অবসান করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সেই মৃতব্যক্তির দেহ হইতে ভল্ল উত্তোলন করিতে না করিতেই পশ্চাদ্দেশ হইতে আবার অশ্বপদশব্দ আসিয়া, তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ভল্ল লইয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই আততায়ীর ভল্ল তাঁহার বর্ম্মভেদ করিয়া স্কন্ধদেশ ক্ষত করিয়া দিল। তিনিও পরক্ষণে সেই আহতাবস্থায় অশ্ব মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে বর্ম্মাবৃত বীর—যিনি আহত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন, তিনিই অশ্বারোহণে আসিয়া আঘাত করিলেন। নিমেষের মধ্যে আহত বীরেন্দ্রের ভল্ল আততায়ীর ক্ষতকুক্ষি পুনরায় প্রবলবেগে বিদ্ধ করিয়া দিল। বীরের প্রাণশূন্যদেহ তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বীরেন্দ্র পার্শ্ব না ফিরিতে ফিরিতেই অন্য যে আততায়ী রথের অপর পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল, সে নিমেষমধ্যে আসিয়া, বিষম ভল্লাঘাতে বীরেন্দ্রের পূর্ব্বক্ষত উরুস্থল ভয়ঙ্কররূপে বিদ্ধ এবং যে আরোহী রশ্মীধারণ করিয়াছিল, সেও সেই সময়ে বীরেন্দ্রের অশ্বোপরি দারুণবেগে ভল্লাঘাত করিবামাত্র অশ্ব উন্মত্তের ন্যায় মহাবেগে ছুটিল এবং বীরেন্দ্র সেই সূত্রে দূরে পথবক্ষে নিপতিত হইলেন। রথপার্শ্বরক্ষাকারী দ্বিতীয় আরোহী যে সময়ে বীরেন্দ্রের উরুতে আঘাত করে, সুরতান সেই সময়ের পূর্ব্বেই সেই দারুণ আহতাবস্থাতেই পুনরায় অশ্বারোহণে বায়ুবেগে আসিয়া, সেই আঘাতকারীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। তৎপরেই একমাত্র জীবিত আততায়ী—যে ব্যক্তি সারথীর মুণ্ডচ্ছেদন এবং বীরেন্দ্রের অশ্বকে আহত করিয়া দেয়,তাহার সহিত সুরতানের অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আততায়ী সগর্ব্বে বজ্রগম্ভীর নিনাদে ভীষণ হুঙ্কারে বলিল, "তোরা কি ভাবিয়াছিলি, গৌড়ের সকলেই তোদের মত রাজদ্রোহী? গোপনে গোপনে ভীরু কাপুরুষের মত চোরের ন্যায় মলয়াকে হরণ করিয়া আনিয়াছিস, তার দণ্ড লইবি না?"

সুরতান সেইমত সগর্ব্বে বলিল, "বীরেন্দ্র ভীরু—কাপুরুষ!—কে বলিল, গোপনে গোপনে চোরের ন্যায় মলয়াকে আনিয়াছি?"

"ধর্ম্মের জয় আছেই আছে। তোদেরই লোক বলিয়াছে। যে সময়ে চোরের মত মলয়াকে চুরি করিয়া নৌকাতে উঠিস, সেই সময়ে তোদেরই একজন নাবিক এ সংবাদ দেয়।"

পাঠক! বীরেন্দ্র, মলয়াকে উদ্ধারপূর্ব্বক তরীতে আনয়ন করিলে, কর্ণধার যে নাবিকের অনুপস্থিতির কথা জ্ঞাপন করে, উল্লিখিত সংবাদদাতাই সেই নাবিক। উচ্চ পুরস্কারের লোভে সে-ই এই সংবাদ যথাস্থলে বিজ্ঞাপন করিয়া দেয়। আততায়ী অশ্বারোহীর উক্তি সমাপ্ত হইতে না হইতেই ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় সুরতান, প্রতিদ্বন্দ্বীর অশ্বের স্কন্ধে অসি প্রহার করিল। অর্দ্ধমস্তকছিন্ন অশ্ব পতিত হইবামাত্র আরোহীও তৎসহ নিম্নে পড়িয়া গেল। কিন্তু সুরতান রথাভিমুখে অশ্বচালনা করিবার পূর্ব্বেই পতিত আততায়ীর অসি তদীয় পৃষ্ঠে সবেগে আঘাত করিল। সুরতান সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইল।

রথ শতাধিক হস্ত অগ্রসর হইয়াছিল। একমাত্র জীবিত এবং অক্ষতদেহ আততায়ী, অবিলম্বে দ্রুতপদে ধাবমান হইয়া বৃষদ্বয়কে ধরিল। মলয়া তখন রথমধ্যে অর্দ্ধ-অচৈতন্যাবস্থায় ইষ্টদেবের চরণ ধ্যান করিতেছিলেন। জীবিত আততায়ী সকলকে পতিত দর্শনে একাকী গৌড়রাজের নিকট মহাপুরস্কারলাভের প্রত্যাশায় মহানন্দে সারথীর আসনে উপবেশনপূর্ব্বক রথ ফিরাইল।

আহত বীরেন্দ্র উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। রথচক্রের শব্দ শ্রবণে উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, একজন আততায়ী বৃষ চালনা করিয়া রথ লইয়া যাইতেছে। রথ পূর্ব্বমত বস্ত্রাবৃত, মলয়া রথমধ্যে আছেন কি না, জানিতে পারিলেন না। রথ শেষ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বীরেন্দ্র রথচালককে লক্ষ্য করিয়া, অন্তিমবলের সহিত ভল্লচালনা করিলেন। ভল্ল চালকের কণ্ঠ বিদ্ধ করিয়া, তাহাকে রথ হইতে ধরাসনে শয়ান করিয়া দিল। সারথীশূন্যরথ অচৈতন্যা মলয়াকে লইয়া, গৌড় নগরাভিমুখীন পথে ছুটিল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজি অনন্ত শ্মশানে মহাশক্তির উদ্বোধন—বিশাল মরুক্ষেত্রে মন্দাকিনীর আবাহন—অনাথ-কুটীরে মহালক্ষ্মীর আরাধনা—দাবদগ্ধ গহনে শান্তির সাধনা—মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা—পতিত জাতির হৃদয়ে স্বাধীনতার মহাযজ্ঞ—বিয়োগের রাজ্যে যোগের মহোৎসব—অনৈক্যের কুঞ্জে একতার পূজা—সাহস-উদ্দীপনার সাধের সংমিলন।

মধ্যাহ্নতপনতপ্ত নীরব—নিথর—জ্বলন্ত নৈদাঘ গগণপ্রাঙ্গণে প্রবল পবন-বাহনে যেরূপ সহসা ঘনঘোর কৃষ্ণজলদরাজি ভয়ঙ্করমূর্ত্তিতে দলে দলে আসিয়া, ভীষণহুঙ্কারে—অজস্রবর্ষণে প্রকৃতির সজীবতা প্রদর্শনে প্রমত্ত হইয়া উঠে, পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী-বক্ষে আজি সেইমত দৃশ্য প্রকাশমান। ধুরন্ধর আচার্য্য—মহারাজ বীরসেন—সাধু শৈবদ্বিজদল—রাজনৈতিক দূতবৃন্দের যত্ন-চেষ্টা—শিক্ষাদীক্ষা এবং মৃতসঞ্জীবনমন্ত্ররূপ পবনপরিচালিত হইয়া, বঙ্গ, গৌড়, মগধ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দূরদূরান্তর হইতে—মাতৃভূমির প্রত্যেক প্রান্ত হইতে লক্ষলক্ষ আর্য্যসন্তান আজি পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতে সমবেত। বিশাল প্রসান্ত মহাসাগরবক্ষে যেরূপ সমীরসংযোগে কোথা হইতে অনন্ত তরঙ্গ-মালা দুকূল ভাঙ্গিয়া, নাচিয়া নাচিয়া দেখা দেয়—সর্ব্বরীসঙ্গমে নীল নৈশা-কাশে যেরূপ কোথা হইতে একে একে অনন্ত তারকারাজি মিলিত হয়, জন্ম-ভূমির রোদনে—কাতর পরিবেদনে—জাতীয় নেতার আমন্ত্রণে সেইমত আর্য্য-সন্তানগণ আজি যেন একজন মনুষ্যের ন্যায় সেই রাজধানীর বিস্তৃত দুর্গ-প্রান্তরে দণ্ডায়মান। সকলেরই নয়নে নবনিদ্রোত্থিত একতা—সাহসের জ্বলন্তজ্যোতিঃ—অধরে জাতীয় ভ্রাতৃভাবময় মধুর হাসি—ললাটে দৃঢ়প্রতি-জ্ঞার প্রবল রেখা—হৃদয় স্বদেশানুরাগভরে স্ফীত—সকলেরই বদনে সঘনে রব—"জয় হর শঙ্কর!" পদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা ধলেশ্বরী ভাগিরথীর তরঙ্গে তরঙ্গে রব উঠিতেছে—"জয় হর শঙ্কর!" প্রতিধ্বনি গগণে গগণে রব তুলিতেছে—"জয় হর শঙ্কর!"

সেই জনতাসমুদ্রপরিপ্লাবিত প্রান্তরের মধ্যভাগ যেন দ্বীপের ন্যায় শূন্য। সেই শূন্যস্থলের সমমধ্যস্থলে একটী সমুচ্চ মঞ্চ সংস্থাপিত। মঞ্চের একপার্শ্বে সমুন্নত দণ্ডোপরি ক্ষত্রিয়চূড়ামণি মহারাজ বীরসেনের অর্দ্ধচন্দ্রা-

স্থিত স্বর্ণরঞ্জিত বিজয়বৈজয়ন্তী মৃদুলানিলে গর্ব্বভরে উড়িতেছে—যেন জগতকে ডাকিয়া বলিতেছে—"দেখে যাও জাতীয় অভ্যুত্থান।" মঞ্চের অপর পার্শ্বে সেইমত উচ্চ দণ্ডোপরি উড্ডীয়মান পতাকাবক্ষে লিখিত—"জয় হর শঙ্কর!" মঞ্চের সম্মুখে বিল্বদলের রাশিকৃত মালা; অন্যপার্শ্বে শাণিত অসি, ভল্ল, তীর, ধনু, খড়্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্রপর্ব্বতাকার অস্ত্ররাজী প্রভাকর-কর-প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র সুষমা প্রকাশ করিতেছে।

অকস্মাৎ সেই জনতাজলধির এক পার্শ্ব হইতে সুমধুর রণবাদ্যধ্বনি আসিয়া, সেই বিস্তৃত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তুরীভেরীর ভীষণ নিক্বন—দামামা জয়ঢক্কার প্রবলগর্জ্জন সমবেত সকলেরই হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের সমুদ্ভব করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে বাদ্যকরদল সেই মধ্যস্থলের শূন্যস্থানে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। তৎপশ্চাতে অশ্বারোহী, পদাতী, ধানুকী প্রভৃতি সহস্র সহস্র সৈন্য যেন পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া, নবানুরাগোদ্দীপ্তহৃদয়ে পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া, সেই শূন্যস্থলের চারিদিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইল। প্রত্যেকেরই ললাটে যেরূপ প্রতিহিংসার প্রবল রেখা—আননে উদ্দীপনার জ্বলন্তজ্যোতি—সেইমত প্রত্যেকের করস্থ অস্ত্র নবরবি-করোদ্দীপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব দীপ্তি বিকাশ করিতে লাগিল। সেই অগণিত সৈন্যশ্রেণী উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই একদল শৈব দ্বিজ—ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, অঙ্গে গৈরিকবসন, করে ত্রিশূল, গলে রুদ্রাক্ষমালা—বদনে "ববম হর হর শঙ্কর" রব করিতে করিতে আসিয়া, সেই মঞ্চের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বিজদলের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল জলধির ন্যায় ভীষণগর্জ্জনে চারিদিকে রব উঠিল—"জয় হর শঙ্কর!"

অনতিবিলম্বে হীরক-হেম-মুক্তালঙ্কারভূষিত বারণারোহণে মহারাজ বীরসেন এবং আচার্য্য ধুরন্ধর নানাদিগ্‌দেশাগত সামন্তমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া দেখা দিলেন। যেন একটা কি অব্যর্থ শক্তিতরঙ্গ আসিয়া, সেই সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। সকলেই মহানন্দকোলাহল—জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বীরসেন এবং ধুরন্ধর আচার্য্যের হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল; মনে মনে উভয়েই ভাবিলেন, আজি জীবনের সমুজ্জ্বল দিন—আজি জন্মভূমির চিরস্মরণীয় দিন। মহারাজ বীরসেন এবং আচার্য্য, সামন্তগণের সহিত মঞ্চের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবামাত্র একটী

অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য আসিয়া সকলেরই দৃষ্টি—সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইল। সকলে দেখিল—শতশত সুকুমারমতি বালক আনন্দ-আননে যেন নাচিতে নাচিতে, সরলতা এবং পবিত্রতার বিমলজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে করিতে এক একটী পতাকা হস্তে আসিতেছে। সকলে দেখিল, বিভিন্ন-পতাকাবক্ষে জলদাক্ষরে অমিয়ময়ী নানা কবিতার্দ্ধ লেখা। কতিপয় পতাকার আঁকা—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।" অপর কতকগুলির বক্ষে বর্ণবদ্ধ—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" অন্য একশ্রেণীর পতাকায় সমঙ্কিত—"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়?" আর এক-শ্রেণীর পতাকায় লিখিত—"দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" কতিপয় পতাকায় আঁকা—"মিলনে উত্থান ভাই! অনৈক্য পতন!" সর্ব্বশেষ শ্রেণীর পতাকায় উজ্জ্বল অক্ষরে বর্ণবদ্ধ—"জন্মভূমি-তরে প্রাণ, দিব সবে বলিদান, বীরগতি লাভ হবে বিধির বিধান।" বালকবৃন্দের করস্থ প্রভাত-সমীর-সঞ্চালিত পতাকাবলী-বক্ষস্থ সেই কবিতারাজী যেন প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে সমঙ্কিত হইয়া যাইল। প্রত্যেকেরই হৃদয়ে যেন নিদ্রিত স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল। মরুক্ষেত্রে যেন বাসন্তী সৌরভ বহিল।

অচিরেই বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত পাষাণভেদী সকরুণ—মৃতসঞ্জীবন সংগীত-ধ্বনি আসিয়া, সেই বিশালপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। পাঠকপাঠিকা-গণ প্রাসাদের নিভৃতকক্ষে যে সংগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন—যে সংগীতস্রোত-পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইতে সমগ্র বঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল, যে সংগীত আবালবৃদ্ধবনিতা মাত্রেরই এতদিনে কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল,—সেই সংগীত—সেই "সাধে কি কাঁদেরে পরাণ—" গাহিতে গাহিতে কামিনীমণ্ডলী আসিয়া উপনীত হইলেন। ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপে কোমলস্বরে সকরুণ সুরে বামাদল সেই সমবেত সৈন্যগণ—সেই লক্ষ লক্ষ বালবৃদ্ধযুবার নিদ্রিত নির্জ্জীব ধমনীতে প্রবল উষ্ণরক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সংগীত দুর্ব্বলের দেহেও যেন মহাশক্তি সঞ্চালিত করিতে লাগিল। বাসন্তী মলয়ানিল যেরূপ রসবিহীন পরিশুষ্ক মৃতপ্রায় পাদপদলের জীবন সঞ্চার করিয়া দেয়, সংগীত, সেইমত যেন মৃতসঞ্জীবনমন্ত্রস্বরূপে সকলকেই সজীব করিয়া তুলিল।

সংগীত সমাপ্তির পর মহারাজ বীরসেন প্রফুল্লবদনে সেই মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। অচিরেই ভীমভেরী নিনাদিত হইল। জনতাসমুদ্র নরেশ্বরকে মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান দর্শনে মহানন্দে জয় জয় রবে বিমান বিদীর্ণ

করিয়া দিল। বীরসেন সেই সমবেত আগ্রহান্বিত লক্ষ লক্ষ মানবের প্রতি দৃষ্টিদানে অননুভূতপূর্ব্বভাববিগলিতচিত্তে বজ্রগম্ভীররবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে সোৎসুকে সাগ্রহে নীরবে শ্রবণ করিতে লাগিল। বীরসেন বলিলেন, "আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীগণ!—মাতৃভূমির প্রিয়সন্তানগণ! কেন আজি আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি?—মাতৃভূমির প্রত্যেক প্রান্ত হইতে—দিগদিগন্তর হইতে কেন আজি অগণিত আর্য্যসন্তান সমবেত হইয়াছেন?—আমরা কি সামান্য রহস্যাভিনয় দেখিবার জন্য একজন মনুষ্যের দণ্ডায়মান?"

জনতা-মধ্য হইতে রব উঠিল, "না—না—না।"

বীরসেন অন্তরের অন্তস্তল হইতে বলিতে লাগিলেন, "আমরা অভিনয় করিতে আসিয়াছি। এ অভিনয় সামান্য নটনটীর অভিনয় নয়; জাতীয় অভিনয়—জাতীয় অভ্যুত্থান—শত্রুসংহার—মাতৃভূমির উদ্ধার—স্বাধীনতার আবাহন। ইতিহাস অনন্তকাল নিজবক্ষে পাবকাক্ষরে এই অভিনয়-বিবরণ বিবৃত করিয়া রাখিবে—প্রকৃতি অনন্তকাল জলদগম্ভীরবরে গগণে গগণে এ গাথা গাহিবে—আর আমাদিগের ভবিষ্য উত্তরাধিকারীগণ—মাতৃভূমির ভাবীসন্তানগণ এই অভিনয় স্মরণ করিয়া, জাতীয় গৌরবে হৃদয় উদ্দীপ্ত করিবে—আবশ্যক হইলে, এইমত পুনরভিনয় করিবে। ভাইসকল!—আমরা কে? আমরা সেদিনকার জাতি নহি—আমরা বন্য বর্ব্বর অসভ্য নহি—আমরা বিশ্বপূজ্য আর্য্যসন্তান—আমরা জগতের দীক্ষাগুরু—শিক্ষাগুরু। কিন্তু হায়! আমাদিগের এ দুর্গতি কেন? মাতৃভূমির ঘরে ঘরে হুহুস্বরে কেন চিতানল জ্বলিতেছে?—কেন মাতৃভূমির প্রতিপ্রান্তে হৃদয়ভেদী রোদনরোল উঠিতেছে? হায় রে! কেন মাতৃভূমি আজি অন্তঃসারশূন্য?—সেই মাতৃভূমি সুখের সদন, সেই দ্বিজকুল ঋষির নন্দন, সেই বীরতেজা ক্ষত্রবংশধর, সেই বৈষ্যশূদ্র দ্বিজ-অনুচর, সেই জলনিধি সেই ভাগিরথী, সেই জলবায়ু সেই সে প্রকৃতি, তবে কেন হেরি এ হেন দুর্গতি?"

শ্রোতামাত্রেরই স্মৃতিপটে বৈদ্যুতিক বেগে যেন একটা কি বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব হইল। বীরসেন বলিলেন, "ভাইসকল! আবার জিজ্ঞাসা করি—কেন আজি এস্থলে এ সমিতি?—একটী উদ্দেশ্য—একটী মহাকার্য্যসাধন জন্য। সে উদ্দেশ্য কি?—প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমাদিগের প্রত্যেকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা—স্বজাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা—আর্য্যধর্ম্মের প্রাণ-

প্রতিষ্ঠা—জননী জন্মভূমির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এ প্রাণপ্রতিষ্ঠায় কি চাই?—ঐ শুন গগণে গগণে রব উঠিতেছে—প্রাণ চাই। এই প্রান্তরে এই যে আমরা লক্ষলক্ষ লোক সমবেত, আমাদিগের দেহে এই যে প্রাণ রহিয়াছে, এ প্রাণ কাহার?—এ প্রাণ একমাত্র আমাদিগের নিজের নহে। এ প্রাণ মাতৃভূমি—আর্য্যধর্ম্মরক্ষা আর আমাদিগের স্বজাতির গৌরব-বৃদ্ধির জন্যই ভগবান আমাদিগকে এ প্রাণ দিয়াছেন। এ প্রাণে আমাদিগের নিজের অধিকার সর্ব্বশেষে। এ প্রাণের বিনাশ নাই—নাই। এ প্রাণ এক দেহ ছাড়িয়া ভিন্ন দেহে যায়মাত্র। সেই অবিনাশী প্রাণ এখন চাই। এ জাতীয় মহাযজ্ঞে—মহাশক্তিসাধনায় সেই প্রাণ এখন চাই। ভাইসকল! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ—জগতের শিক্ষাগুরুগণ, জননী জন্মভূমির জন্য এইরূপে আনন্দ-আননে অনন্ত অবিনাশী প্রাণ দিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদিগের সন্তান হইয়া, সেইরূপে মাতৃভূমির জন্য প্রাণ বলিদান দিব না?”

সেই লক্ষ লক্ষ লোক সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “দিব।”

বীরসেন সাহসপূর্ণহৃদয়ে সেই উদ্দীপ্ত মানবমণ্ডলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, “আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীগণ!—আমি আমার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে বলিতেছি না—দেশদেশান্তর হইতে সমাগত স্বধর্ম্মাবলম্বীগণকে বলিতেছি—ভাইসকল!—তোমরা পতিত নিগৃহীত পরপ্রত্যাশিত বিধর্ম্মী-বিদলিত জাতি বলিয়া জগতে বিদিত। আর তোমাদিগের জননী জন্মভূমি বিধর্ম্মীর ক্রীতদাসী!—সমগ্র জগৎ তোমাদিগকে ক্রীতদাসীর সন্তান বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। ভাইসকল! সেই ক্রীতদাসীর সন্তান বলিয়া, পরিচয় দান করিতে কি বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ হয় না?—তবে কেন মানবদেহ ধরিয়াছিলে? কেন তবে এ জগতে আসিয়াছিলে?—গৌড়ে—মগধে বিধর্ম্মী নরপতি জীবন্তনরপিশাচরূপে তোমাদিগের মাতৃভূমির—তোমাদিগের পিতৃধর্ম্মের—তোমাদিগের স্বজাতির দুর্গতির এক শেষ করিতেছে; স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিগ্রহে তোমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে, আর তোমরা?—তোমরা কোন্ প্রাণে মানবদেহ ধরিয়া—আর্য্যসন্তান হইয়া—সনাতনধর্ম্মের সেবক হইয়া, সেই অত্যাচারমুখে নীরবে হৃদয় পাতিয়া দিয়াছ? ধিক তোমাদিগের উচ্চশিক্ষায়—ধিক তোমাদিগের জ্ঞানে—ধিক তোমাদিগের প্রাণে। তোমরা বলিবে, তোমাদিগের সাহস নাই,

একতা নাই, উদ্দীপনা নাই, বল নাই, কিন্তু আমি বলি তাহা মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা। বহু শতাব্দী হইতে তোমাদিগের বিধর্ম্মী-বিদলিত তপ্ত-হৃদয়ের স্তরে স্তরে সাহস একতা উদ্দীপনা বিরাজ করিতেছে, অযত্নে নির্জীব হইয়া গিয়াছে। তোমাদিগের সকলই আছে, ভাইসকল! তোমাদের নাই, কেবল আত্মধিকার!—সেই আত্মধিকার নাই বলিয়াই তোমরা পরপদসেবনে—পরকরে সমস্ত জাতীয় স্বত্ব সমর্পণে—পরের দাসত্বভারবহনে—মাতৃহত্যার মহাপাপে লিপ্ত রহিয়াছ! তোমরা ঈশ্বরদত্ত দায়ীত্ব ভুলিয়া গিয়াছ, স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জননী জন্মভূমির অধীনতাশৃঙ্খল তোমার নিজেই দৃঢ় করিয়া তুলিতেছ। ভাইসকল!—আর না—আর না—জাতীয় দায়ীত্ব-পালনে অগ্রসর হও। তোমরা প্রত্যেকে এক একটী জলবিন্দু; তোমরা অগণিত জলবিন্দু যদি অঙ্গে অঙ্গ মিশাইতে পার, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সেই বিধর্ম্মী বৌদ্ধদল—সেই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অবমাননাকারী অনীশ্বরবাদী বৌদ্ধদল কেবল গৌড়—মগধে কেন? সমগ্র ভারত হইতে বিদূরিত হইতে পারে। ভাইসকল! ক্রীতদাসত্বের অন্ধতম কূপে পতিত হইয়া, তোমরা আত্মজ্ঞান হারাইয়াছ—জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের দায়ীত্ব কি, তাহা বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছ, সেই জন্যই তোমাদিগের এই শোচনীয় দুর্গতি। তোমরা ভাবিতেছ, রাজা বিধর্ম্মী হউক, বিজাতীয় হউক, অত্যাচারী হউক, উৎপীড়ক হউক, শোষক হউক, আমরাত প্রাণরক্ষা করিয়া, সুখে পরিবারপ্রতিপালন করিতেছি; কিন্তু ভাই সকল! সে সুখ পাশবিক সুখ—জীবশ্রেষ্ঠ মানবের সুখ তাহাকে বলে না। বল দেখি ভাই! সমগ্র জগতের প্রতি একবার দৃষ্টিদান করিয়া বল দেখি—সকলেই কি তোমাদিগের মত জননী জন্মভূমিকে পরকরে বিলাইয়া, পরপদলেহনে—পরপ্রত্যাশায় জীবন কাটাইতেছ?"

জীমূতমন্দ্ররবে সকলে বলিয়া উঠিল,—"না—না—না।"

বীরসেন আবার বলিলেন, "বল দেখি ভাই! তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি এইরূপে ক্রীতদাসীর সন্তান বলিয়া পরিচয়দানে এই তোমাদিগের মত সুখভোগে তুষ্ট থাকিতেন?—কখনই না—কখনই না। তোমরা মানবদেহ ধরিয়া, পাশবিক সুখভোগ করিতেছ। তোমরা জানিয়াও জানিতেছ না, তোমাদিগের দেশ, তোমাদিগের ধন, অথচ তোমরা কেহ নও—সমস্তেই বিধর্ম্মীর অধিকার!—তোমাদিগের সার কেবল হাহাকার। তোমরা

কেবল প্রাণের ভয়েই আকুল। ভাইসকল! এই দেখ সহস্র সহস্র বীর—সহস্র সহস্র শিবসৈন্য—শক্তিসৈন্য তোমাদিগের স্বজাতীয়—তোমাদিগের ন্যায় সমধর্ম্মাবলম্বী সৈন্য জননী জন্মভূমির জন্য—ঈশ্বরদত্ত দায়ীত্বপালন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। ভাইসকল! যদি এ জীবনে এই ধরাধামে স্বর্গসুখসম্ভোগ করিতে চাও, যদি স্বাধীনতার অমিয়ময় ফলাস্বাদন করিতে অভিলাষী হও, যদি স্বজাতির কলঙ্ক বিদূরিত করিতে চাও—যদি জননী জন্মভূমিরে উদ্ধার করিতে চাও, যদি ভবিষ্যবংশধরগণের সুখশান্তির দ্বার উন্মোচন করিতে চাও, যদি মনুষ্যনামে পরিচয়দানে জাতীয় গৌরবগরিমা বিস্তৃত করিতে চাও—যদি জগতে অক্ষয়কীর্ত্তিকিরণ বিকসিত করিতে চাও—ভাইসকল!—অগ্রসর হও—জননী জন্মভূমি ডাকিতেছে, অগ্রসর হও—পিতৃধর্ম্ম ডাকিতেছে, অগ্রসর হও—স্বজাতি ডাকিতেছে, অগ্রসর হও। সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া, প্রতিহিংসারবে মেদিনী কাঁপাইয়া, এস, শক্তিসাধনায় নিযুক্ত হই—এস, বিধর্ম্মী বৌদ্ধবংশধ্বংস করিয়া, জননী জন্মভূমির উদ্ধার-সাধন করি।”

বাষ্পীয় জলযান যেরূপ ধীর স্থীর জলনিধিবক্ষে প্রবল আবর্ত্তে—ভয়াল উত্তালতরঙ্গে দুকুল ভাসাইয়া চলিয়া যায়, বীরসেনের উক্তি সেইমত সেই জনতাসমুদ্রের প্রত্যেকের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। জীবন্ত উদ্দীপনা—মূর্ত্তিমান সাহস সেই নির্জীব হৃদয়ের কোন্ অন্তস্তল হইতে যেন মহাশক্তির সহিত আসিয়া দেখা দিল। মহারাজ বীরসেন মঞ্চ হইতে অবতরণ করিবামাত্র সমুত্তেজিতহৃদয়ে সেই অগণিত মানব জয় জয়রবে প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া, বীরসেনের উক্তির পোষকতা করিতে বিলম্ব করিল না।

পরক্ষণেই সেই সমবেত সহস্র সহস্র সৈন্য আনন্দ-আননে অন্তরের সহিত গাহিল;—

(দেষ—তাল ঝাঁপতাল)

“রণরঙ্গে আজি বঙ্গে মাতো ভাই সকলে।
একতার হেমহার পর সবে গলে।
কত কাল হতে কাল বিধর্ম্মী-পীড়নে,
শতধার বহে মা'র যুগলনয়নে;
হৃদয় শ্মশানসম দিবা নিশি জ্বলে!

জননী জনমভূমি স্বরগসমান,
হায় রে! আমরা সবে তাঁর কুসন্তান,
মায়ের দুর্গতি হেরে হৃদয় না টলে!
অনিবার হাহাকার মায়ের বদনে,
ছুটিছে রোদন-রোল গগণে গগণে,
অন্যজাতি সবে মারে ক্রীতদাসী বলে!
হৃদয়-শোণিত মা'র করিতেছে পান,
কেমনে এখনো আছ ধরিয়ে পরাণ?
কেমনে এখনো রুচি হয় অন্নজলে?
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কতকাল রবে—
পরের দাসত্বভার কতকাল ব'বে?
জননীর ধন দিয়ে পর পদতলে?
কাঁদেরে জননী কাঁদে দারুণ দলনে,
ডাকেরে জননী ডাকে শোনরে শ্রবণে,—
মায়েরে উদ্ধার করি এস বাহুবলে।"

সেই জননী জন্মভূমির জন্য জীবনদানে প্রস্তুত—সেই বিধর্ম্মীসংহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সেই নবানুরাগোদ্দীপ্ত সহস্র সহস্র আর্য্যসৈন্যের কণ্ঠনিঃসৃত সেই সংগীতধ্বনি যেন প্রাবীটকালীন জলদগর্জ্জনের ন্যায় সেই বিস্তৃত প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া, সমাগত প্রত্যেকের হৃদয়েই জাতীয় উদ্দীপনাবারি প্রবলবেগে বর্ষণ করিয়া দিল। নিশীথে নিদ্রিত পরিবার হঠাৎ জাগরিত হইয়া, আবাসে প্রবল অনল প্রজ্বলিত দর্শনে যেমন সেই আবাস রক্ষায় নিযুক্ত হয়, ললনাকুলের সকরুণ সংগীত—মহারাজ বীরসেনের সেই জলন্ত বক্তৃতা আর সৈন্যবৃন্দের এই পাষাণভেদী সংগীত সেই মত সেই সমবেত লক্ষ লক্ষ মানবকে দেখাইল, যেন জন্মভূমিতে মহাদাবানল প্রজ্বলিত হইয়া, তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে।

পরক্ষণে ধুরন্ধর আচার্য্য সেই সমুন্নত মঞ্চে আরোহণ করিলেন। সেই আশুতোষের ন্যায় প্রসান্ত ধীরমূর্ত্তি—সেই পবিত্রতার জলন্তজ্যোতি—সেই প্রতিভার সমুজ্জ্বলপ্রভা—সেই সাধুতার কমণীয় কান্তি সেই সমবেত লক্ষ লক্ষ আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে আর এক স্বর্গীয়ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিল। ধুরন্ধর মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইবামাত্র শৈব দ্বিজদল রব তুলিলেন—

"জয় হর শঙ্কর!" পরমূহূর্ত্তে সেই সমবেত লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিধ্বনি করিল—"জয় হর শঙ্কর!" প্রসন্নবদনে সেই জনসমিতির প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদানে ধুরন্ধর আচার্য্য বলিলেন, "বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীগণ! আজি মাতৃভূমির শুভদিন—সনাতন বৈদিকধর্ম্মের মঙ্গলময় দিন—স্বজাতির সৌভাগ্যের দিন—ইতিহাসের চিরস্মরণীয় দিন। অনন্তকাল, এই দিনের এই অভিনয় চিরদিন কীর্ত্তন করিবে, তোমাদিগের ভবিষ্য উত্তরাধিকারিগণ তোমাদিগের এই মহান অভিনয়ের আদর্শে আবশ্যক হইলে, এইমত অভিনয় করিয়া, মাতৃভূমিতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবে, জগতের অন্যান্যজাতি আবশ্যক হইলে এইরূপে মহাযাত্রায়—জননীজন্মভূমির উদ্ধারযাত্রায় অগ্রসর হইবে। ধন্য তোমাদিগের জীবনে—ধন্য তোমাদিগের মানবদেহধারণে—জননী জন্মভূমির জন্য—পিতৃধর্ম্মের জন্য আজি বিধর্ম্মীবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছ, সমগ্র জগৎ তোমাদিগকে ধন্যবাদ দান করিতেছে। পিতৃধর্ম্ম এবং মাতৃ-ভূমিরক্ষাই মনুষ্যজীবনের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ মহাদায়ীত্ব পালনে কেবল তোমরাই সুখী হইবে না, তোমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ পর্য্যন্ত অনন্ত সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আর্য্যসন্তানগণ! আজি বীরবরণ—মাতৃভূমিতে আজি বীরবরণ হইবে। এ বীরবরণ সকল সময়ে সকল দেশের সকল জাতিরই প্রার্থনীয়। যাহার দেহে বিন্দুমাত্র আর্য্যরক্ত থাকিবে—জননী জন্মভূমির দুর্গতিমোচনে যাহার কণামাত্র বাসনা থাকিবে, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিতে যাহার অভিলাষ থাকিবে, সে-ই—সেই কৃতজ্ঞ সন্তানই আজি এই বীরপদে বরিত হইবার জন্য সানন্দে সাগ্রহে সসম্মানে অগ্রসর হইবে।" আচার্য্য, মহারাজ বীরসেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ বীরসেন!—আজিকার বীরবরণে সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্ব-প্রথম বরণীয় আপনি। আপনি মাতৃভূমি—পিতৃধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, মঙ্গলময় মহেশ্বর আপনার সহায়। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি বাহুবলে—বীরত্ববিক্রমে বিধর্ম্মীবিলয় করিয়া, জননী জন্মভূমির অনন্ত শ্মশানে পরিণত হৃদয়ে শান্তির অনন্ত উৎস প্রবাহিত করিতে সমর্থ হউন।" একছড়া বিল্বদলমালা বীরসেনের গলদেশে প্রদান করিতে করিতে, আচার্য্য সেই অগণিত মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর্য্যসন্তানগণ!—দেখ—হিন্দুকুলরবি—চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলের দীপ্তিদিনমণি মহারাজ বীরসেন জন্মভূমির জন্য—সনাতন বৈদিকধর্ম্মের জন্য আনন্দ-আননে

জীবন উৎসর্গ করিলেন। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাণের ভয়ে ভীত, তাহারা দেখুক—সমহস্র সহস্র মানবের অধীশ্বর স্বয়ং বীরসেন কিরূপে প্রাণের মায়া পরিহার করিলেন। সকল সঘনে বদনে বল—মহারাজ বীরসেনের জয়!" যে মুহূর্ত্তে মহারাজ বীরসেন নতমস্তকে সেই মাল্য ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ মানব সমস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বীরসেন সেই মুহূর্ত্তে ভাবিলেন, যেন জীবন্তে সুরধামদ্বারে উপনীত হইলাম। ভাবিলেন, সেই সামান্য বিল্বদলমালা সমগ্র জগতের অনন্তরত্নবিজড়িত।

পূর্ব্ববঙ্গের সামন্তমণ্ডলী এবং অন্যান্য দেশ হইতে সমাগত সম্ভ্রান্ত বীরবৃন্দ তৎপরে উৎসাহপূর্ণ অভয়বাক্যে আচার্য্যকর্ত্তৃক একে একে মালা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরূপ বিল্বদলহার জন্ম জন্ম প্রার্থনীয়—ভাবিলেন, মানবজীবনে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সম্মান। মঞ্চপার্শ্বে দণ্ডায়মান শৈবদ্বিজদল, কামিনীমণ্ডলী এবং বালকবৃন্দ তৎপরে প্রসন্নবদনে রাশি রাশি বিল্বদলদাম লইয়া, সেই সহস্র সহস্র অশ্বারোহী পদাতী ধানুকী প্রভৃতির গলদেশে অর্পণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ দর্শক ভাবিল, যেন সেই সৈন্যদল—সেই বীরগণ বরিত হইয়া, সেই বিল্বদলমালাগলে প্রত্যেকে যেন সুরেন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলজ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন। সেই মালা প্রাপ্তির জন্য—সেই বীরপদে বরিত হইবার নিমিত্ত প্রত্যেকেরই হৃদয়ে প্রবল কামনা দেখা দিল।

পরক্ষণে ধুরন্ধর আচার্য্য সেই আগ্রহান্বিত জনসমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিদানে সমুচ্চস্বরে বলিলেন, "সমবেত আর্য্যসন্তানগণ! জননী জন্মভূমির ক্রীতদাসী নাম মোচন করিতে যদি তোমাদিগের কাহারও বাসনা থাকে—ক্রীতদাসীর সন্তান বলিয়া, জগতে পরিচয়দান করিতে যদি কাহারও মনে ধিক্কার বোধ হইয়া থাকে, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সম্মান বৃদ্ধি করিতে যদি কাহারও অভিলাষ হইয়া থাকে, অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। আজিকার এই বীরবরণে বীরপদে বরিত হইয়া অনন্ত পুন্য সঞ্চয় কর।"

সেই জনতামধ্যে মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। একটী রজতবর্ম্মাবৃত মূর্ত্তি জনতার একপার্শ্ব হইতে অশ্বারোহণে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় দুই সহস্র অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া সেই মঞ্চের সম্মুখে নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইল। রজতবর্ম্মাবৃতমূর্ত্তি প্রণতভাবে আচার্য্যকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "গুরুদেব!—মহারাজ বীরসেন! স্বদেশের জন্য—পিতৃধর্ম্মের জন্য—একটী অমূল্য রত্নের জন্য আমার

এই ছার জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি। আর আমার অনুচর এই দুইসহস্র অশ্বারোহীও সেইমত জীবন উৎসর্গ করিতে সমাগত।”

“সাধু!—সাধু!—কে আপনি জন্মভূমির কৃতজ্ঞ সন্তান?”

আগন্তুক উত্তরদান করিলেন, “মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়; আপনি জানেন, ক্ষত্রিয়ের পরিচয় ক্ষত্রিয় মুখে দান করে না, অস্ত্রে। যদি মহেশ্বর সদয় হয়েন, সময়ে পরিচয় পাইবেন।”

“বীরবর!—আপনার ন্যায় মাতৃভূমির কৃতজ্ঞ সন্তানের নিকট এই মহাশক্তি-সাধনায় সবিশেষ সহায়তা প্রার্থনীয়। আপনার অনুগামী দুইসহস্র বীর স্বতঃই এই জাতীয় মহাযজ্ঞে যে যোগদান করিতেছেন, ইতিহাস অনন্তকাল আপনার এবং ইহাঁদিগের নাম হীরকাক্ষরে নিজ হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিবে।” ধুরন্ধর আচার্য্য রজতবর্ম্মাবৃত বীরের গলে বিল্বদলদাম অর্পণ করিতে করিতে, জনসমিতির প্রতি দৃষ্টিদানে পুনরায় তীব্রস্বরে বলিলেন, “আর্য্যসন্তানগণ!—কে এই বীরের ন্যায় মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া অন্তে বীরগতি—ইহজীবনে অনন্ত সম্মানসুখ সংগ্রহ করিতে চাও, অগ্রসর হও। এই দেখ—মঙ্গলময় মহাকালভৈরবের নামে উৎসর্গীকৃত অসি ভল্ল ধনুর্ব্বাণ রহিয়াছে, যাহার অভিলাষ থাকে, যাহার মনুষ্যনামে পরিচয়দানের বাসনা—বীরনামে কীর্ত্তিসঞ্চয়ের কামনা থাকে, অগ্রসর হও—অস্ত্র লও। মহাকালভৈরবের আদেশ—মহাশক্তির আজ্ঞা—জন্মভূমির অনুরোধ—স্বজাতির প্রার্থনা—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।”

আচার্য্যের আহ্বানে সেই নবস্বদেশানুরাগোদ্দীপ্ত জনসমিতির মধ্যে সবল সক্ষম যুবক, প্রৌঢ় এবং অনেক বৃদ্ধও আনন্দ-আননে আসিয়া, শক্তি-সৈন্যদলভুক্ত হইতে বিলম্ব করিল না। সেই রাশিকৃত বিভিন্ন অস্ত্র অচিরেই শৈবদ্বিজদলকর্ত্তৃক সেই স্বতঃসৃষ্ট সৈন্যদলের করে প্রদত্ত হইল। প্রভাকর-করে সেই অগণিত অস্ত্রফলক প্রতিফলিত হইয়া, বিচিত্র সুষমা প্রকাশ করিতে লাগিল।

রজতবর্ম্মাবৃতমূর্ত্তি পুনরায় মঞ্চ-সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “মহারাজ! শুনিয়াছিলাম, কে একটী হিন্দুকুমারী সম্বন্ধে আপনি সামন্তমণ্ডলীমধ্যে কি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা সত্য কি না, জানিবার অভিলাষ।”

“হাঁ, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য এবং আমি আজি এই সর্ব্বসমক্ষে পুনরায় সেই ঘোষণা করিয়া দিতেছি।” বীরসেন রজতবর্ম্মাবৃতমূর্ত্তিকে এই উত্তর-

দানে সমুচ্চস্বরে বলিলেন, "সামন্তমণ্ডলি!—বিদেশাগত বীরগণ! আমি অনুরুদ্ধ হইয়া, আপনাদিগের নিকট একটী বিষয় ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইতেছি। সাক্ষাৎ নরপিশাচ—আপনাদিগের মাতৃভূমির কালস্বরূপ বৌদ্ধ গৌড়রাজ, আর্য্যধর্ম্মের প্রতি—বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি যেরূপ অবর্ণনীয় অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছে, তাহা বোধ করি, আপনাদিগের কাহারই অবিদিত নাই। সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু পবিত্র তীর্থ বারাণসী হইতে এক অসহায়া সন্ন্যাসিনীর অনাথা কুমারীকে নিজ পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—তোমাদিগের সেই সমধর্ম্মাবলম্বিনী অনাথিনী কুমারীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। সেই অনাথিনীর জননীর প্রতিজ্ঞা—তোমাদিগের মধ্যে যে ক্ষত্রিয়বীর সর্ব্বাগ্রে সেই বৌদ্ধ পালরাজের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিতে পারিবেন, সেই কুমারী—অনুপলাবণ্যময়ী কুমারী সেই মহাবীরকে বরণ করিবে। সেই মহাবীর, সেই কুমারীকে যে ভাবে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন, মিত্রভাবে, ভ্রাতাভাবে বা পত্নিভাবে যে ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, সেই কুমারী তাঁহাকে সেই ভাবেই বরণ করিবেন। আপনাদিগের স্মরণীয় সেই বীরবরণ।"

ধুরন্ধর আচার্য্য এবং মহারাজ বীরসেন মঞ্চপরিহারে পুনরায় সুসজ্জিত বারণপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সেই প্রবল বাহিনীর প্রতি দৃষ্টিদানে বীরসেন সংহারমূর্ত্তিতে নগ্ন অসিহস্তে বলিলেন, "বীরগণ!—হৃদয়ে আঁকিয়া রাথ—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা। যে নাস্তিক বিধর্ম্মী বৌদ্ধ পালবংশ আমাদিগের মাতৃভূমির দুর্গতি—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অধোগতি এবং আর্য্যজাতির অবনতির এক শেষ করিতেছে, প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, যতক্ষণ দেহে সেই বিশ্বপূজ্য আর্য্যরক্ত একবিন্দুমাত্র থাকিবে, ততক্ষণ এই অসিবলে সেই বিধর্ম্মীর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব, বিধর্ম্মীর রক্তে মাতৃভূমিকে স্নান করাইব, এই মহাশক্তিসাধনায়—জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠায়—জাতীয় মহাযজ্ঞে সেই বিধর্ম্মীর মুণ্ড আহুতিদান করিব। যখন দেহের সেই একবিন্দু রক্ত ফুরাইবে, তখন সমরপ্রাঙ্গণে আনন্দ-আননে 'মা!—মা!' বলিয়া শয়ন করিব—মাতৃভূমির জন্য সৃষ্ট প্রাণ—মাতৃভূমির জন্য বলিদান করিব। বীরগণ! চল—গৌড়ে!—গৌড়ে!—গৌড়ে!"

প্রলয়জলধি ভীষণগর্জ্জনে সংহারমূর্ত্তিতে ছুটিল—গৌড়ে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিধির বিধান। ব্যক্তিগত—সমাজগত—জাতিগত—দেশগত—সময়গত—জগৎগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বভাবের অখণ্ডনীয় নিয়ম। গৌড়ের বৌদ্ধরাজবংশ যে পাশবিক বলের প্রবল অক্ষয় শক্তিজ্ঞানে বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার, হৃদয়ভেদী উৎপীড়ন, স্বেচ্ছাচারের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, যে পাশবিক বলের সহায়তায় তাঁহারা শাসন-শক্তি অচল জ্ঞান করিতেছিলেন, যে পাশবিক বলের সহযোগিতায় তাঁহারা বিজীত বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অনন্তকাল অধীনতার বিকট নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া, জগতে পাশবিক বলেরই প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমুদ্যত, যে বৌদ্ধ নরেশ্বরগণ ন্যায়ের মহানশক্তিকে পাশবিক বলে বিদলিত করিয়া, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই বৌদ্ধশাসনশক্তি—সেই পাশবিক বল এক্ষণে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের অভ্যুত্থানমুখে—প্রবল প্রতিক্রিয়ামুখে—ন্যায়ের মহাশক্তিমুখে নিপতিত। গৌড়ের সেই পাশবিক বলের উপাসক প্রবলপরাক্রান্ত অধীশ্বর দেখিলেন, সেই পাশবিক বলের সহিত ন্যায়ের মহাশক্তির সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। দেখিলেন, বৈদিকধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া—বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতিক্রিয়া—বিজীত অন্তঃসারশূন্য ক্রীতদাসজাতির প্রতিক্রিয়া মহাবেগে উপস্থিত। সেই পাশবিক বলের উপাসক বৌদ্ধ ভূপাল—বৌদ্ধজাতি সেই মহাঘোর দুর্দ্দিনে সেই পাশবিক বলেই সেই প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে সমুদ্যত হইলেন। আশা—বিশ্বাস—পাশবিকবলানল, ন্যায়ের অনন্ত অব্যর্থ শক্তিসিন্ধুকে পরিশুষ্ক করিয়া ফেলিবে। বৌদ্ধমাত্রেরই বদনে সঘনে রব—পাশবিক বলের জয়!

সুপ্রভাত!—সেই যে দিন পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতে চিরস্মরণীয় বীর-বরণ—মহাশক্তির উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে, তাহার একমাসপরে আজি সুপ্রভাত! আজি প্রবল পাশবিক বলের সহিত ন্যায়ের মহাশক্তির সংঘর্ষণ। প্রবল প্রভঞ্জনপরিচালিত উত্তালতরঙ্গমালাময় মহাসাগরের ন্যায় সেই নবানুরাগোদ্দীপ্ত প্রতিহিংসাদানে অভ্যুত্থিত—ন্যায়ের মহাশক্তির পূর্ণপরিচয়প্রকাশে অভিলাষী আর্য্যসৈন্যদলসহ মহারাজ বীরসেন গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিতে করিতে,

জলদিগর্জ্জনের ন্যায় সেই সহস্র সহস্র বিজয়ী সৈন্যসহ "জয় হর শঙ্কর!" রবে প্রকৃতি কম্পিত করিয়া, সেই বৌদ্ধরাজধানী গৌড়ের অদূরে সংহার-মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিলেন।

সুপ্রভাত!—আজি গৌড়বঙ্গের সুপ্রভাত! পাশবিক বলের সহিত ন্যায়ের মহাশক্তি সংঘর্ষণের ফল দর্শন জন্য দিনমণি দ্রুতচরণে গগণপ্রাঙ্গণে আসিয়া, পূর্ণনয়নে সেই গৌড়ের উত্তরাংশে বিস্তৃত প্রান্তরে দৃষ্টিদান করিলেন। সেই নবরবির কমনীয় ছবির কণক কিরণ যেন সেই ব্রহ্মমুহূর্ত্তে "জয় হর শঙ্কর!" ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া, গৌড়বঙ্গে নবীন অমৃতস্রোত ঢালিয়া দিল।

বৌদ্ধভূপাল, প্রতিদ্বন্দ্বীদলকে উপর্য্যুপরি খণ্ডসমরে জয়লাভ পূর্ব্বক শেষে গৌড়াভিমুখে আগমন করিতে শুনিয়া, ক্রুদ্ধকেশরীর ন্যায় অগ্রসর হইয়া, পাশবিক বলের পরিচয়দান—সেই অভ্যুত্থিত শৈবধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ আচার্য্য এবং মন্ত্রিগণের পরামর্শে শেষে ধার্য্য করেন যে, আততায়ীদিগকে গৌড়মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে সদলে বিধ্বংস করাই প্রকৃষ্ট সমরনীতি। গৌড়পতি সেইজন্যই অগ্রসর হইয়া, পাশবিক বলের পরিচয় দান করেন নাই। গৌড়দুর্গ—গৌড়ের উত্তরাংশের বিস্তৃত বহির্দ্দুর্গপ্রাকার এবং তিনটী নদীতীর অভেদ্যভাবে রক্ষা করিয়া, গৌড়রাজ অগণিত সৈন্যসহ নগরের বহির্দ্দেশে বিস্তৃত প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। সুসজ্জিত সুশিক্ষিত রণপণ্ডিত বৌদ্ধসৈন্যদল—মগধ হইতে আনীত বিক্রান্ত বাহিনী সেই প্রভাতে বিপক্ষপৌত্তলিক পক্ষকে আক্রমণ জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। নবপ্রভাকরোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়পতি নিজ সৈন্যদলকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। প্রধান সেনাপতি মদনপালকে মধ্যস্থলে, দ্বিতীয় সেনাপতি সুরপালকে দক্ষিণে এবং মগধ হইতে সমাগত সেনাপতি বিক্রমপালকে বামে নিযুক্ত করিলেন। বৌদ্ধবাহিনী ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া, আর্য্যসৈন্যদলের ত্রিপার্শ্ব আগ্রমণ জন্য মণ্ডলাকারে শ্রবণভৈরবরবে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিক্রমপাল এবং সুরপাল দুইপার্শ্বে অশ্বারোহীদলের এবং মদনপাল অসিধারী পদাতীদলের নেতারূপে এবং গৌড়েশ্বর স্বয়ং সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিরূপে চলিলেন।

মহারাজ বীরসেন উষাসমাগমেই সেই বিজয়ীবাহিনীকে ত্রিভাগে বিভক্ত

করিয়া দিয়াছিলেন। বামে একদল অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্বভার বিজয়চন্দ্র এবং বিজয়বিলাসের হস্তে, দক্ষিণে একদল অশ্বারোহী সৈন্যের ভার সুরেশ্বর এবং রণমল্লের হস্তে, এবং মধ্যস্থলে অসিধারী এবং ধানুকী-পদাতীদলের নায়কপদে রতনচাঁদ, অজয়মল্ল এবং ধনঞ্জয়কে বরণ করিয়া, স্বয়ং অশ্বারোহণে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পূর্ব্বরজনীতে গুপ্তচরমুখে মহারাজ বীরসেন গোপনে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন যে, বৌদ্ধসৈন্যসংখ্যা সমধিক; বিশেষতঃ মগধ হইতে কয়েক সহস্র শিক্ষিত সৈন্য আনীত হওয়ায়, গৌড়রাজ প্রবল সাহসে সজ্জিত হইয়াছেন। কিন্তু সে সংবাদে বীরসেন কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; সেই তরুণ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহপূর্ণবাক্যে সেই সৈন্যদলকে সমুদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। শৈব দ্বিজদল "জয় হর শঙ্কর!" শব্দে সেই উদ্দীপনা অবিশ্রান্ত প্রবল করিয়া তুলিলেন।

অনধিকবিলম্বেই মহারাজ বীরসেন দেখিলেন, পঙ্গপালের ন্যায় বৌদ্ধসৈন্যদল আসিতেছে। পরমুহূর্ত্তেই আর্য্যসৈন্যদল গগণভেদী "জয় হর শঙ্কর!" ধ্বনি করিতে করিতে, সংহারমূর্ত্তিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অর্দ্ধপথে উভয় সৈন্যে বিষম সংঘর্ষণ হইল। সেই বজ্রে বজ্রে প্রবল সংঘাতে বিভীষণ রণানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

একঘটিকাকাল অবিশ্রান্ত সমরের পর রণক্ষেত্রের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তরে রক্তস্রোত বহিল—হতাহত আর্য্য-বৌদ্ধসৈন্যদলের শবে শবে সমরপ্রাঙ্গণ বীভৎসমূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রথম হইতেই উভয়পক্ষীয় বাহিনী উভয়পক্ষকেই বেষ্টন জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সেই সূত্রে সংগ্রাম করিতে করিতে উভয়পক্ষীয় উভয়পার্শ্বস্থ অশ্বারোহীদল, প্রধান বাহিনী পদাতীদলকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বীরসেন যে দিকে নিজপক্ষকে দুর্ব্বল দেখিতে পাইলেন, সেই দিকেই নক্ষত্রগতিতে অশ্বচালনাপূর্ব্বক সমুৎসাহিত করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। সেই একঘটিকার সময়ে কোন পক্ষেরই জয়পরাজয়ের পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইল না। গৌড়রাজ ভাবিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত বৌদ্ধ সৈন্যদল, অশিক্ষিত—সমরপ্রাঙ্গণে নবীন আগন্তুক আর্য্যসৈন্যদলকে প্রথম আক্রমণেই একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিবে, কিন্তু এক্ষণে তিনি আর্য্যসৈন্যদলকে অনুমানাতীত সাহসসহকারে যুদ্ধ করিতে এবং আর্য্যসৈন্যাপেক্ষা বৌদ্ধসৈন্যদলকে সমধিকপরিমাণে হতাহত হইতে দেখিয়া, গৌড়-

মধ্যে যত সৈন্য প্রস্তুত ছিল, সকলকেই রণক্ষেত্রে আনয়ন জন্য অনুমতি-দানে মধ্যস্থলে যে অসিধারী এবং ধানুকীদল বিপুলবিক্রমের সহিত সমর করিতেছিল, তাহাদিগকে ধীরপদে পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া আনিতে লাগি-লেন। মহারাজ বীরসেন, সেই বৌদ্ধ পদাতীদলকে পশ্চাদপদে গমন করিতে দেখিয়া, প্রবলবেগে সেইদিক আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে সুরপাল, রণমল্ল ও সুরেশ্বরকে প্রবলসংগ্রামে পরাস্ত এবং আহত করিয়া, নিজ অশ্বা-রোহীদলসহ বীরসেনের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিলেন। বীরসেন অগ্রপশ্চাৎ বিপক্ষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহাবিপদে পড়িলেন। রজতচর্ম্মাবৃত বীর, বীর-সেনের বিপদদর্শনে বিজয়চন্দ্র ও বিজয়বিলাসের নিকট বিদায়গ্রহণে নিজ সেই দুইসহস্র সৈন্যসহ রণমল্ল এবং সুরেশ্বরের হতাবশিষ্ট অশ্বরোহীদিগকে লইয়া, নক্ষত্রবেগে আসিয়া সুরপালের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সুরপালের অশ্বারোহীদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। বীরসেন, ধনঞ্জয় এবং রণমল্লকে উৎসাহিত করিয়া, রজতবর্ম্মাবৃতমূর্ত্তির সহিত মিলিত হইয়া, সুরপালকে আক্রমণ করিলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত ঘোরতর সমরের পর সুর-পালের অধীনস্থ প্রায় সমগ্র অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে শয়ন করিল—জীবিতা-বশিষ্ট সকলে প্রাণভয়ে পলাইল। সুরপাল নিরুপায় হইয়া পরমুহূর্ত্তে মত্ত-মাতঙ্গের বীরসেনের অভিমুখে একাকী অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। উভয়ে বিভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইল। সুরপাল প্রবল বিক্রম প্রকাশে আত্ম-রক্ষার পর একবার সুযোগক্রমে বীরসেনের স্কন্ধে বেগে অসির আঘাত করিল। বর্ম্মে লাগিয়া অসি দ্বিখণ্ড হইয়া যাইল, পরমুহূর্ত্তেই রজতবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহীর অসি সুরপালের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

যে সময়ে বীরসেন সুরপালের সহিত সমর করিতেছিলেন, সেই সময়ে গৌড়াভ্যন্তর হইতে সমাগত দশসহস্র পদাতী এবং অশ্বারোহী আসিয়া, প্রবলবেগে অজয়মল্ল এবং ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিল। প্রথম আক্রমণেই রতনচাঁদ জননীজন্মভূমির জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অজয় এবং ধনঞ্জয় সেই বিষম আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, পশ্চাদাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ বৌদ্ধ অশ্বরোহীদল পদাতীদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। বীরসেন দেখিলেন মহাবিপদ। তিনি পরমুহূর্ত্তে অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ অগ্রসর হইলেও পলায়ন নিবারণ করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধ নৃপতি স্বয়ং এই সময়ে দৃঢ়-

প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্যচালনা করায়, বৌদ্ধবাহিনী ভীম নিনাদে প্রান্তর কম্পিত করিয়া, অসহ্যবেগে আর্য্যসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। সেই আক্রমণ নিবারণে অসমর্থ হইয়া, বীরসেনও অগত্যা ভগ্নহৃদয়ে ফিরিলেন।

বিজয়চন্দ্র এবং বিজয়বিলাস এই সময়ে দূরে বিক্রমপালের সহিত অসমসাহসে মহাসমর করিতেছিলেন; তাঁহারা সে অবস্থায় বীরসেনের সাহায্যার্থ গমন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিলেন না, কারণ ভাবিলেন যে, রণে ভঙ্গ দিইলে দুইদিকই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বীরসেন নিজ ছিন্নভিন্ন সৈন্যদলকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একজন কনকবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী, বহুল অশ্বারোহীসহ নক্ষত্রগতিতে আগমন করিতেছেন। বীরসেন দেখিলেন, বিপদের উপর বিপদ! পশ্চাতে বিপক্ষ—সম্মুখে বিপক্ষ, সুতরাং তিনি ভীমভেরী নিনাদিত করিয়া, নিজ বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমবেত করিতে সমর্থ হইলেন। নবাগন্তুক কনকবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী, নিজ অনুগামী সৈন্যদলকে পশ্চাতে রক্ষা করিয়া, একাকী বীরসেনের সৈন্যদলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরসেন তখন বিস্মিতচিত্তে অগ্রসর হইবামাত্র, আগন্তুক বলিলেন, "আমি বিপক্ষ নহি, মাতৃভুমির উদ্ধার জন্য এই দশসহস্র অশ্বারোহীসহ আসিয়াছি, পরিচয় সময়ে দিব। বিলম্ব করিবেন না, আসুন, বিধর্ম্মীদলকে আক্রমণ করি।" আগন্তুক এই বলিয়া, তুরীধ্বনি করিবামাত্র সেই দশ সহস্র অশ্বারোহী বীরসেনের সৈন্যদলসহ মিলিত হইয়া যাইল। আর্য্যসৈন্যদল পরমুহূর্ত্তেই আবার "জয় হর শঙ্কর!" রবে রণক্ষেত্র কম্পিত করিয়া, আক্রমণকারী বৌদ্ধসৈন্যদলের উপর যেন প্রবল জলধিতরঙ্গের ন্যায় আপতিত হইল। এই সময়ে বিজয়বিলাস এবং বিজয়চন্দ্র বিক্রমপালকে হত এবং বৌদ্ধ অশ্বারোহীদলকে একেবারে পরাস্ত করিয়া, বীরসেনের সহিত মিলিত হইলেন।

নবাগত কনকবর্ম্মাবৃত বীর যেন মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের ন্যায় সেই সমরগগনে সমুদিত হইয়া, অসহ্যতেজের সহিত শত্রুসংহার করিতে আরম্ভ করিয়াদিলেন। তাঁহার সেই দশসহস্র অশ্বারোহী মুহূর্ত্তের মধ্যেই মহাবীরত্বে প্রকাশ করিয়া দিল যে, তাহারা কিরূপ বাহুবল ধারণ করে—অস্ত্রবিদ্যায় তাহারা কিরূপ নিপুণ। বৌদ্ধসৈন্যদল, বীরসেনকে সসৈন্যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন

করিতে দেখিয়া, জয়লক্ষ্মীর অঙ্কে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু সহসা সেই নবাগত বীরের নবসৈন্যদলের আক্রমণে তাহারা সেই অঙ্কচ্যুত হইয়া পড়িল। বিজয়চন্দ্র, বিজয়বিলাস, অজয়মল্ল, ধনঞ্জয়, রজতবর্ম্মাবৃত বীর এবং অপরাপর সামন্তমণ্ডলী, বীরসেনের সহিত মিলিত হইয়া, অস্তিমবলের সহিত বিপক্ষদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক শত্রু-শবে শবে প্রান্তর সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

মহাকালভৈরব যেন স্বয়ং সংহারমূর্ত্তিতে আসিয়া রণস্থলে আবির্ভূত হইলেন। আর্য্যসৈন্যগণ সেই বিমানভেদী "জয় হর শঙ্কর!" রবে অবিশ্রান্ত সমর করিতে করিতে, বৌদ্ধসৈন্য প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিল। গৌড়েশ্বর জয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গনলাভ অসম্ভব বোধে অচিরেই রণভূমিপরিহারে গৌড়দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য হতাবশিষ্ট সৈন্যদলকে গৌড়াভিমুখে ফিরাইলেন। মহারাজ বীরসেন, সেই মুহূর্ত্তেই পলায়মান সৈন্যদলকে এরূপ বেগে আক্রমণ এবং প্রত্যেক আর্য্যসৈন্য এরূপ বীরত্বের সহিত শত্রুসংহার আরম্ভ করিয়া দিল যে, বৌদ্ধ নরপতি গৌড়ের এক ক্রোশ নিকটে না আসিতে আসিতেই পশ্চাতে দৃষ্টিদানে দেখিলেন, তাঁহার সেই অগণিত শিক্ষিত সৈন্যের মধ্যে কেবল অনুমান পঞ্চসহস্র সৈন্য তাঁহারই ন্যায় প্রাণভয়ে তদীয় অনুসরণ করিতেছে এবং মহারাজ বীরসেন শ্রবণভৈরব জয়রবে রুদ্রমূর্ত্তিতে সসৈন্যে আসিতেছেন।

বিজয়ী বীরসেন সমুচ্চস্বরে সেনানায়কদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পলায়—পলায়—গৌড়রাজ পলায়, স্মরণ কর—সেই হিন্দুকুমারী—সেই অনুপ লাবণ্যময়ী—হিন্দুকুমারী মলয়া—যে বীর বৌদ্ধনরপতির মস্তক সর্ব্বাগ্রে ছেদন করিতে পারিবেন, সেই হিন্দুকুমারী তাঁহারই লভ্য।"

বীরসেনের এই উক্তি যেন বিদ্যুদ্বেগে সেনানায়কগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। পরমুহূর্ত্তেই কনকবর্ম্মাবৃত বীর ধনঞ্জয়, অজয়মল্ল, বিজয়চন্দ্র এবং রজতবর্ম্মাবৃত বীর পলায়মান হতাবশিষ্ট বৌদ্ধসৈন্য নাশ করিতে করিতে, নক্ষত্রগতিতে গৌড়পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গৌড়রাজ প্রাণভয়ে তীরবেগে অশ্বচালনা করিলেন। সেনানায়কগণও সেইমত পরস্পরে প্রতিযোগিতা প্রদর্শন জন্য বায়ুভরে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। বেগে—বেগে—বেগে সেই পঞ্চবীরের পঞ্চ অশ্ব ছুটিল। সকলেরই প্রতিজ্ঞা অগ্রে বৌদ্ধরাজের মস্তক ছেদন করিবেন—সকলেরই কামনা সেই অনুপলাবণ্যময়ী

কুমারী লাভ করিবেন—সুতরাং বেগে—বেগে—মহাবেগে সেই অশ্বপঞ্চ পঞ্চপ্রভুর তাড়নায় নতমস্তকে ঊর্দ্ধপুচ্ছে রক্তাক্তকলেবরে যেন প্রান্তরহৃদয়ে মিশ্রিত হইয়া ছুটিল। বেগে—বেগে সেই পঞ্চবীর, রমণীরত্নলাভলালসায় পরস্পরে অগ্রপশ্চাৎ হইতে হইতে অচিরেই পলায়মান গৌড়রাজের নিকটবর্ত্তী হইলেন। বীরপঞ্চ বৌদ্ধ নরেশ্বরের শতহস্ত নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র দেখিলেন, দীর্ঘকায় ভীষণদর্শন লৌহবর্ম্মাবৃত এক অশ্বারোহী কোথা হইতে আসিয়া, তাঁহাদিগের সহিত যোগদানে তাঁহাদিগেরই ন্যায় বৌদ্ধভূপালকে লক্ষ্য করিয়া, ভয়ালহুঙ্কারে অশ্বচালনা করিয়া দিল। স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীর ভাবিলেন, আগন্তুক বুঝি মহারাজ বীরসেনের অধীন কোন সেনানী হইবেন,—অপর বীরচতুষ্টয় ভাবিলেন, এ ব্যক্তি বোধ হয়, নবাগত সাহায্যকারী অশ্বারোহীদলের অধীন সেনানায়ক। বেগে—বেগে সেই ছয়টী অশ্ব ছুটিল। গৌড়েশ্বরের বিংশতিহস্ত নিকটস্থ হইবামাত্র বিজয়চন্দ্র, অজয়মল্ল এবং ধনঞ্জয়ের অশ্ব সর্ব্বাগ্রে সমভাবে অগ্রসর হইল, এবং স্বর্ণবর্ম্মাবৃত ও লৌহবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহীদ্বয় তৎপশ্চাতে এবং রজতবর্ম্মাবৃত বীর সর্ব্বশেষে পড়িলেন। বেগে—বেগে বিভীষণ হুঙ্কারে ছয়টী অশ্ব অন্তিমবলের সহিত ধাবমান হইল। এবার অগ্রে বিজয়চন্দ্র, তৎপরে কনকবর্ম্মাবৃতবীর, তৎপশ্চাতে লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তি, সর্ব্বশেষে অপর বীরত্রয় আসিতে লাগিলেন। গৌড়াধিপ দশহস্ত দুর হইতে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই ছয়টী মহাকালমূর্ত্তি যেন তাঁহাকে গ্রাস করিল—করিল। বেগে—বেগে প্রবলপ্রহারে অশ্বকে উত্তেজিত করিয়া, গৌড়রাজ প্রাণভয়ে দশহস্ত অগ্রসর হইয়া চলিলেন। বেগে—বেগে—মহাবেগে লৌহবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সহযোগীপঞ্চকে পশ্চাতে রাখিয়া, চারিহস্ত অগ্রসর হইয়া আসিল। পরমুহূর্ত্তেই কনকবর্ম্মাবৃতবীরের অশ্ব এক লম্ফে অগ্রগামীর অশ্বকে অতিক্রম করিয়া, গৌড়পতির বামে, এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে রজতবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী গৌড়েশ্বরের একহস্ত পশ্চাতে ও লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তি দক্ষিণে আসিয়া উপনীত হইল। সর্ব্বাগ্রে রজতবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী বিশালভল্লে বৌদ্ধ নরপতির পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া দিলেন এবং যে মুহূর্ত্তে কনকবর্ম্মাবৃত বীর অসিপ্রহারে বৌদ্ধনরপতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই—বীরের অসির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তি শাণিতভল্লে গৌড়েশ্বরের মুণ্ড বিদ্ধ করিয়া মহাজয়োল্লাসে বিকট হুঙ্কার করিল। কনকবর্ম্মাবৃত বীর প্রতিযোগীসকলকে

সম্বোধন পূর্ব্বক সমুচ্চস্বরে বলিলেন, "আপনারা সকলে সাক্ষ্য, আমিই সর্ব্বাগ্রে মস্তক ছেদন করিয়াছি।

লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তি দম্ভসহকারে বলিল, "যে মুহূর্ত্তে আপনি মস্তকে অসি-প্রহার করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমি এই ভল্লে মস্তক বিদ্ধ—ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। আমারই জয়!—আমিই সেই মলয়াকে পাইতে পারি।" পরক্ষণেই বক্তা, সেই ভল্লবিদ্ধমস্তক শূন্যে তুলিয়া, দ্রুতবেগে সেই গৌড়নগরমধ্যে প্রবেশোন্মুখ বিজয়ীসৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে মহারাজ বীরসেনের চরণে সেই বৌদ্ধরাজমুণ্ড উপহারদানে বলিল, "মহারাজ! এই বৌদ্ধরাজের মুণ্ড লউন। স্মরণ করুন, আপনার ঘোষণা—প্রতিজ্ঞা—মলয়া আমারই!"

মহারাজ বীরসেন, আর্য্যধর্ম্মের চিরশত্রু—স্বজাতির কালস্বরূপ সেই বৌদ্ধরাজের ছিন্নমস্তক দর্শনে মহাহৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "সাধু!—সাধু!—আপনার অসি যদি আপনার স্বজাতির প্রধান শত্রুর এই মুণ্ড ছেদন করিয়া থাকে, মলয়ার জননীর প্রতিজ্ঞামত মলয়া আপনাকেই বরণ—'

"না—না।" বীরসেনের উক্তি সমাপ্ত হইতে না হইতেই কনকবর্ম্মাবৃত-বীর ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিতে আসিতে উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "না—না।"

বিস্মিতভাবে বীরসেন প্রশ্ন করিলেন "কারণ?"

বিজয়চন্দ্র, পরমুহূর্ত্তে আসিয়াই বলিলেন, "এই দুইবীরই একত্রে বৌদ্ধ নরপতির প্রাণহরণ করিয়াছেন।"

উগ্রভাবে তীব্রতেজের সহিত লৌহবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী বলিল, "না—না—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—আমিই আগে মাথা বিঁধে ছিঁড়ে এনেছি। ভাল, আপনারা বলুন যে, আমিই মাথা বিঁধে ছিঁড়ে এনেছি কি না?"

"তাহা হইতে পারে, কিন্তু আমিই সর্ব্বাগ্রে মস্তক ছেদন করিয়াছি।"

লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তি পূর্ব্বমত কঠোরস্বরে অপর প্রতিযোগী সকলকে লক্ষ্য করিয়া, সঘৃণভাবে কহিল, "আপনারাত পেছনে পড়ে ছিলেন, আপনারা কেমন করে জানলেন, আমি আগে মাথাটা বিঁধে ফেলি নাই?"

লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তির ভাষা ইতরের ন্যায় দেখিয়া, সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বীরসেন বলিলেন, "ভাল, কল্য অপরাহ্ণে গৌড়ের দুর্গপ্রান্তরে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। মলয়া এখন কোথায় এবং তিনি নিজ কৌমার্য্য-ব্রত অব্যাহতভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না, তাহা জানি না।

তিনি যদি গৌড়ে থাকেন, পাপাচার বৌদ্ধভূপতি যদি তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া না থাকে, মলয়ার জননী নিজ প্রতিজ্ঞামত যদি কন্যা সেই সময়ে উপনীত হয়েন, তাহা হইলে, দুরাচার বৌদ্ধনরপতির প্রাণহন্তা প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরকেই মলয়া বরণ করিবেন।” পরক্ষণে কনকবর্ম্মাবৃত বীরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “অপরিচিত মহাবীর! একমাত্র আপনার বাহুবলে—সহায়তাতেই আজি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের জয় হইল। এক্ষণে চলুন, নগর অধিকার করিয়া লই। এই জাতীয় মহাযজ্ঞের সম্মানস্বরূপ আপনিই সর্ব্বাগ্রে বিজয়ী সৈন্য-সহ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হউন। এ অগ্রগমনসম্মান আপনারই লভ্য।”

কনকবর্ম্মাবৃত বীর, বিজয়ী সেনানায়কের পক্ষে সেই মহাসম্মানসূচক অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, নতমস্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক পরক্ষণেই নিজ সেই সুশিক্ষিত বিক্রমী অশ্বারোহীদলের অগ্রে অগ্রে গৌড়নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বিজয়গৌরবোদ্দীপ্ত হৃদয়ের মধ্যে যেন কৃষ্ণ মেঘ আসিয়া অলক্ষ্যে ভ্রূকুটী করিতে লাগিল। লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তিটী কে এবং সাধারণের মতে মলয়া তাঁহাকেই বরণ করিতে বাধ্য হইবেন কি না, তিনি এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, হর্ষবিষাদবিজড়িতচিত্তে চলিলেন।

বীরের অশ্বারোহীদল গৌড়মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজ বীরসেনের অধীনস্থ সেই বিজয়ী জাতীয় সৈন্যশ্রেণী ধুরন্ধর আচার্য্যের উপ-দেশক্রমে সমস্বরে রব তুলিলেন—“জয় হর শঙ্কর!” সেই সহস্র সহস্র বিজয়ী সৈন্যের সেই বিজয়োল্লাসধ্বনি বহুশত বর্ষ হইতে বৌদ্ধবিপ্লাবিত গৌড় যেন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। বৌদ্ধ আচার্য্য এবং বৌদ্ধ অধিবাসীবৃন্দ সেই শঙ্করের জয়রবে বধিরকর্ণ হইয়া, যেন চারিদিক আঁধারময় দেখিতে লাগিল। গৌড়নগরের হিন্দু অধিবাসীবর্গ—আবালবৃদ্ধবনিতা, ন্যায়ের মহাশক্তির নিকট পাশবিক বলের পূর্ণ পরাজয় দর্শনে মহানন্দে রাজপথে—পথপার্শ্বস্থ আবাসের গবাক্ষে গবাক্ষে—ছাদে ছাদে দণ্ডায়মান হইয়া, নগরমধ্যে প্রবিষ্ট বিজয়ী সৈন্যদলের মহানন্দধ্বনিতে অভিনন্দন এবং পুষ্পবর্ষণ করিতে বিলম্ব করিল না। মহারাজ বীরসেন, গৌড়নগরের বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসী সাধারণের দ্বারা মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইয়া, অচিরেই গৌড়দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। গৌড়দুর্গমধ্যে সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীর, বৌদ্ধ-রাজপতাকা ছিন্ন করিয়া, মহারাজ বীরসেনের কনকরঞ্জিত বিজয়বৈজ-য়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়া দিলেন। সেই ৯৯৯ শতকের প্রথমে সেই গৌড়দুর্গ-

চূড়ে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপতাকা সমুড্ডীন হইয়া, পতপতস্বরে যেন ন্যায়ের মহাশক্তির নিকট পাশবিক বলের পতন কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

মহারাজ বীরসেন, সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ধুরন্ধর আচার্য্য, শৈবদ্বিজদলের সহিত অগ্রসর হইয়া, মহারাজকে সসম্মানে বরণ করিয়া লইলেন। বিজয়ী বাহিনী মণ্ডলাকারে চারিদিকে দণ্ডায়মান হইল। আনন্দের প্রবল আবেগপূর্ণকণ্ঠে ধুরন্ধর আচার্য্য প্রসন্নবদনে—প্রীতিপূর্ণনয়নে মহারাজ বীরসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ বীরসেন!—আর্য্যকুলরবি!—শঙ্করের প্রিয়সেবক! আপনার বাহুবলে বীরত্বে বিক্রমে আজি অনন্ত শ্মশানময় মাতৃভূমির বক্ষে শান্তিস্রোত বহিল—আজি আপনার কল্যাণে আর্য্যজাতির পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল—আজি একমাত্র আপনার সহায়তায় ভারতের এই প্রান্তে আর্য্যধর্ম্মের মহোচ্চসম্মান পুনরায় বিস্তৃত হইল—আজি আপনার যত্নে—চেষ্টায়—শ্রমে—রাজনীতিজ্ঞতায় গৌড়বঙ্গের বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীগণের ক্রীতদাস উপাধি বিমোচিত হইল, এই জাতীয় মহাযজ্ঞের—মহাশক্তিসাধনার ফলস্বরূপ আজি আর্য্যবংশধরগণ হৃতস্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন—আপনার সহায়তায় আজি ন্যায়ের মহাশক্তির নিকট প্রবল পাশবিক বলের পতন হইল। মহারাজ! এতদিন আপনি বীরসেন নামে বিদিত ছিলেন, কিন্তু আজি হইতে আপনি সমগ্র গৌড়বঙ্গের আদি অধীশ্বর হইলেন। গৌড়বঙ্গবাসী সকলে—আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকে স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে আজি উপাধিদান করিতেছে—আদিশূর। আজি হইতে আপনি আদিশূর নামে অনন্তকাল পূজিত হইতে থাকিবেন।" বিজয়ী সৈন্যদলের প্রতি দৃষ্টিদানে আচার্য্য কহিলেন, "মাতৃভূমির কৃতজ্ঞ সন্তানগণ!—বিজয়ী বীরবৃন্দ! তোমরা যাঁহার সহযোগিতায়—অধ্যক্ষতায়—নেতৃত্বে জননী জন্মভূমিকে উদ্ধারপূর্ব্বক জগতে অনন্ত অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলে, বল, সেই মহারাজ আদিশূরের জয়!"

বিজয়ী সৈন্যদল অন্তরের অন্তস্তল হইতে রব তুলিল—"মহারাজ আদিশূরের জয়!" মহানন্দা ভাগিরথী কালিন্দী তরঙ্গে তরঙ্গে রব তুলিল—"মহারাজ আদিশূরের জয়!" ইতিহাস সেই মুহূর্ত্তেই নিজ হৃদয়ে হীরকাক্ষরে বর্ণবদ্ধ করিয়া লইল—"মহারাজ আদিশূরের জয়!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যে মধুময়ী বাসন্তী উষার ধীর স্নিগ্ধ সমীরে ভাগিরথী-মহানন্দার প্রাণে প্রাণে সংমিলনস্থলে—সেই স্বভাবসুন্দরী মাধুরীর প্রাণে প্রাণে সংমিলন সংগীত শ্রবণসূত্রে পাঠকপাঠিকাগণের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ সন্দর্শন ঘটে, একবর্ষ পরে—আজি সেই বাসন্তী প্রদোষে সেই মহানন্দা ভাগিরথীর সংমিলনস্থলে অদূরে গৌড়দুর্গ-প্রান্তরে সেইমত প্রাণে প্রাণে সংমিলন দর্শন প্রতীক্ষায় গৌড়ের আবালবৃদ্ধ হিন্দুবৌদ্ধ সমবেত। আজি বীরবরণ—সেই নবজীত গৌড়দুর্গের বিস্তৃত প্রান্তরে বীরবরণ। প্রান্তরের সুষমা—প্রান্তরের দৃশ্য আজি বিচিত্র—নবীন—গৌড়বাসীবর্গের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। বিধর্ম্মীবিজয়ী সৈন্যদল সেই প্রান্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান। সৈন্যদলের জয়গর্ব্বোৎফুল্ল আননের পূর্ণজ্যোতিঃ অস্তগমনোন্মুখ রবিকর-প্রতিফলিত অস্ত্রাবলী অপেক্ষা যেন দ্বিগুণ প্রভা প্রকাশ করিতেছে। সৈন্যদলের পশ্চাতে গজে অশ্বে রথে সমবেত গৌড়ের আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসিগণ যেন প্রতিনিশ্বাসে স্বাধীনতার শান্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া, আশা-প্রতীক্ষায় অবস্থিত। সেই সৈন্যমণ্ডলের অদূরে সম্মুখভাগে কমকখচিত চন্দ্রাতপতলে হৈমসিংহাসনে বসিয়া মহারাজ আদিশূর। দক্ষিণে প্রসন্ন-আননে ধুরন্ধর আচার্য্য সমুপবিষ্ট; শৈব দ্বিজদল তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়-মান। গৌড়বিজয়ী—মাতৃভূমির উদ্ধারকারী বিজয়চন্দ্র, বিজয়বিলাস, অজয়মল্ল, ধনঞ্জয় এবং মহারাজ আদিশূরের নিকট আত্মপরিচয়দানে অসম্মত সর্ব্বাঙ্গ কনকবর্ম্মাবৃত বীর বামে আসনগ্রহণ করিয়াছেন। দর্শকমণ্ডলী নয়ন ভরিয়া দেখিতেছে, সেই সমুজ্জ্বল প্রভাময় রাজসভার কমনীয় শোভা।

উপবিষ্ট বীরবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিদানে মহারাজ আদিশূর বলিলেন, "সকল বীরনেতাকেই উপস্থিত দেখিতেছি, কিন্তু সেই পরিচয়দানে অসম্মত রজত-বর্ম্মাবৃত বীর—যিনি কন্যাকার সমরে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন—আমার জীবন-হননাভিলাষীর প্রাণবধ করিয়াছেন, সেই বীরবর কোথায়?"

"গৌড়দুর্গজয়ের পর হইতেই তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ বিজয়ী সৈন্যদল দেখিতেছি উপস্থিত, কিন্তু তিনি কোথায়, উহারা তাহা বলিতে অসমর্থ।"

বিজয়চন্দ্রের উক্ত উক্তি শ্রবণে বিস্মিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীরকে লক্ষ্যপূর্ব্বক আদিশূর প্রশ্ন করিলেন, "কনকবর্ম্মাবৃত বীর! একমাত্র আপনার সহায়তায়—আপনার বীরত্ববিক্রমে কল্যকার মহাসমরে মাতৃভূমির—পিতৃধর্ম্মের গৌরব রবি সমুদিত হইয়াছে। আপনার এ সহকারিতা—"

"না—না।" বীরবর দণ্ডায়মান হইয়া, নতমস্তকে বাধাদানে বলিলেন, "না—না। মহারাজ! আমার কর্ত্তব্যকার্য্য আমি পালন করিয়াছি। আমার দায়ীত্বপালনের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসার পাত্র হইতে পারি না। যে মনুষ্য প্রথম কৃতজ্ঞতা শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই জানিতেন যে, প্রত্যেক নরনারী নিজ নিজ দায়ীত্ব—মঙ্গলময় মহেশ্বরের আজ্ঞা—বিশ্বজনীন ভ্রাতাভগ্নিভাবের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিলে, এ জগতে কৃতজ্ঞতা শব্দের প্রয়োজন হইত না। যাঁহারা বিধিদত্ত—সমাজনির্দ্দিষ্ট দায়ীত্ব পালন করেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা গ্রহণে অবশ্যই লজ্জিত হইয়া থাকেন।"

"শিক্ষিত বীরের—জন্মভূমির কৃতজ্ঞসন্তানের উত্তরই ইহা। বীরবর! আপনি কে, তাহা জানিতে পারি নাই, কিন্তু আপনার ব্যবহারে এবং এই উক্তিতে জানিলাম, আপনি প্রকৃত দেবস্বভাব মনুষ্য।" আদিশূর এইকথা বলিয়া, বীরের সেই বর্ম্মাবৃতবদনে পূর্ণদৃষ্টিদান করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে অর্পিত। হর্ষ-বিষাদ-সংশয়-সন্দেহ-ক্ষোভবিজড়িত হৃদয়ে বীরবর সেই মণ্ডলাকার সৈন্যদলের প্রবেশপথে তীব্র দৃষ্টিদানে কি হৃদয়গত চিন্তার সহিত অন্তরে অন্তরে প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিলেন। কুসুমকোমললাবণ্যময়ী মলয়া আজি রাজবিচারে কাহাকে বরণ করিতে বাধ্য হইবেন, জননীর প্রতিজ্ঞাপালনজন্য মলয়া আজি কোন্ বীরকে অপরিচিত—অমনোনীত হইলেও বরণ করিবেন, এই সংশয়-সন্দেহে বীরের হৃদয় আলোড়িত। যদিও তিনি বৌদ্ধ নরপতির মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে এক সঙ্গেই সেই লৌহবর্ম্মাবৃত বীরও সেই মুণ্ড ভল্লবিদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং রাজবিচারে সেই ব্যক্তিই ললনাললাম মলয়াকে লাভ করিবে কি না, এই বিষম প্রশ্নে তাঁহার হৃদয় উদ্ভ্রান্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তিকে এপর্য্যন্ত অনুপস্থিতদর্শনে এক একবার বীরের সেই ঝটিকাবর্ত্তপ্রবাহিত হৃদয়সাগর প্রসান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল।

সেই বীরবরণদর্শনাভিলাষী মানবমণ্ডলী ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল। যে

রমণী, বীরকে বরণ করিবে, সে রমণীই বা কোথায় এবং সেই ভাগ্যবান বীরই বা কে? পরস্পরে সকলেই এই প্রশ্ন করিতে লাগিল।

ধুরন্ধর আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া আদিশূর, বলিলেন, "গুরুদেব! সময় যায়, সে সন্ন্যাসিনী যে এখনও উপস্থিত হইতেছেন না?"

"তিনি যদি জীবিতা থাকেন, অবশ্যই প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিবেন। আর যদি একান্তই তিনি উপস্থিত না হয়েন, আপনিই তাঁহার প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া দিইতে অধিকারী।"

আচার্য্যের উক্ত উত্তর শ্রবণে আদিশূর কহিলেন, "ভাল, সে লৌহবর্ম্মাবৃত বীরই বা কোথায়? তিনি উপস্থিত না থাকিলে, মলয়া কাহাকে বরণ করিবেন, এ প্রশ্নেরও মীমাংসা হইতেছে না।" মহারাজ এইকথা বলিয়া, কনকবর্ম্মাবৃত বীরকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, "বীরবর! আপনার সেই প্রতিযোগী কোথায়?—তিনিত আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত—"

"অপরিচিত!" সবিস্ময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কনকবর্ম্মাবৃত বীর বলিলেন, "অপরিচিত!—সে ব্যক্তি মহারাজের অপরিচিত!"

"আমি জানিতাম, সে আপনার অধীনস্থ কোন সেনা-নায়ক। তবে কে সেই ব্যক্তি?"

"ভগবান জানেন!" এই কথা বলিয়া, গৌড়রাজের মুণ্ডচ্ছেদনকারী যেন অতিবিস্ময়ভাবে আক্রান্ত হইয়া, বসিয়া পড়িলেন।

সহসা সেই সমিতিমধ্যে ভীমরবে ভেরীধ্বনি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই সাগ্রহে সোৎসুকে প্রবেশপথে দৃষ্টি দান করিল। সকলে দেখিল, চারিজন বাহক একখানি যান স্কন্ধে লইয়া, দ্বাদশজন অশ্বারোহীর সহিত সমিতিমধ্যে আসিয়া দেখা দিল। যান সভাস্থলের সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক বাহকগণ বসনদ্বার উন্মোচন করিয়া লইল। মেঘমুক্ত অমল-কোমল-স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার ন্যায়—ক্ষীরোদহৃদয়োত্থিতা কমলাসনার ন্যায়—কঠোর পাষাণময় পর্ব্বত-হৃদয় হইতে বহির্গতা শান্তিময়ী নির্ঝরিণীর ন্যায় সেই যানমধ্য হইতে মলয়া বহির্গত হইলেন। মলয়ার সেই কমনীয় কান্তি—অনুপরূপরাশি—সেই পবিত্রতার পূর্ণজ্যোতিঃ দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিল। সকলেই দেখিল, যেন দেবদূতী স্বর্গীয় প্রভায় দিক আলোকিত করিয়া, নন্দনকানন হইতে মর্ত্ত্যধামে পদার্পণ করিলেন। মল-

আর আজি সে বেশ নাই। মলয়া আজি হীরক-হেম-মুকুতলঙ্কারে বিভূষিতা—সেই গৌর অঙ্গে স্বর্ণরঞ্জিত সমুজ্জ্বল বসন। টলিল—টলিল—সে রূপে সকলেরই হৃদয় টলিল—সকলেই নয়ন ভরিয়া, সেই রূপামৃত পান করিতে লাগিল। মলয়া সভাস্থলে ধীরপদে আগমনপূর্ব্বক মহারাজ আদিশূর এবং ধুরন্ধর আচার্য্যকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মানা হইবামাত্র, আচার্য্য তাঁহাকে সভাস্থলে স্থাপিত একখানি শূন্য আসনে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মলয়া আসনগ্রহণে একবার চারিদিকে সেই সরল উজ্জ্বল লোচনযুগল সংস্থাপনে দেখিলেন, সে স্থলে তাঁহার পরিচিত কেহই নাই—তাঁহারও হৃদয় টলিল। আদিশূর, মলয়াকে দর্শন করিয়া, আর এক ভাবরসে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে হৃদয়ে অপ্রাসঙ্গিক—অভূতপূর্ব্ব প্রশ্ন আসিয়া, উপস্থিত হইতে লাগিল। মলয়ার সেই মধুরিমমূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপটে যেন একটী চিরচিন্তনীয় চিত্র সমঙ্কিত করিয়া দিল। আদিশূর যতই মলয়ার প্রতি দৃষ্টিদান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে কি একটা আবেগ আসিয়া প্রবল হইয়া উঠিল। আর সেই স্বর্ণবর্ম্মাবৃত বীর, মলয়াকে একবার দেখিয়াই নতমস্তকে যেন কি ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। মলয়া, সেই কনকবর্ম্মাবৃত বীরকে বীরেন্দ্র ভ্রমে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে ভাবিলেন, কনকবর্ম্ম কেবল বীরেন্দ্র কেন?—অপর বীরেও ধারণ করিতে পারে।

মলয়া, শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রধান শত্রু বৌদ্ধরাজ হত হইয়াছেন—মলয়া শুনিয়াছিলেন, অনীশ্বরবাদী বৌদ্ধগণ পরাস্ত এবং শৈব দ্বিজদলের সহায়তায় মহারাজ বীরসেন গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, আজি বীরবরণ হইবে। কিন্তু কে কাহাকে বরণ করিবে, এবং তিনি কেনই বা এস্থলে নীত হইলেন, তাহা জানিতেন না। কেবল শৈব দ্বিজদলের আদেশে এবং অনুরোধেই তিনি যৌবনে যোগিনীর বেশ পরিহারে আজি এই মনোরম বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া, যেন মহালক্ষ্মীর ন্যায় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন।

সেই যে দিন বীরেন্দ্র মলয়াকে নির্ব্বাণকানন হইতে উদ্ধার করিয়া, পলায়নকালে বৌদ্ধরাজের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং আহত হইয়া পড়েন—সেই যে দিন সারথীশূন্য রথ অচৈতন্যা মলয়াকে বহন করিয়া, গৌড়াভিমুখে ছুটে, সেই দিনই মলয়া পুনরায় দুরাচার বৌদ্ধপতির হস্তে পতিত হইয়া-

ছিলেন। বৌদ্ধ নরপতি সেই দিন হইতে মলয়াকে নির্ব্বাণকাননে না রাখিয়া, নগরের প্রধান বৌদ্ধ-মন্দিরে প্রবল প্রহরীবেষ্টনে রক্ষা করেন। শৈব দ্বিজদল গৌড়জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বৌদ্ধমন্দির বিজয়ীসৈন্যবৃন্দসহ অবরোধপূর্ব্বক মলয়াকে উদ্ধার করিয়া লয়েন।

মলয়া আসন গ্রহণ করিবামাত্র ধুরন্ধর আচার্য্য, আদিশূরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! সন্ধ্যা হয়, আর সময় ব্যয়ের প্রয়োজন কি? সেই সন্ন্যাসিনী যখন এখনও উপস্থিত হইলেন না, সেই লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তি যখন এপর্য্যন্তও দেখা দিলেন না, তখন আর বিলম্বের আবশ্যক নাই। কাহাকে বরণ করিবেন, আজ্ঞা করুণ।" এই কথাগুলি কনকবর্ম্মাবৃত বীরের ধমনীতে প্রবলবেগ প্রবাহিত করিয়া দিল।

আদিশূর, একমনে কি ভাবিতেছিলেন, কেবল "বরণ" শব্দটী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, "বরণ—বরণ—সেই লৌবর্ম্মাবৃত বীর এখনও আসিলেন না!—ভাল, গুরুদেব! এ প্রশ্নের মীমাংসা আপনিই করিয়া দিউন।"

"সে ব্যক্তি যখন এপর্য্যন্ত অনুপস্থিত, তখন, আপনি উপস্থিত বীরকেই বরণ করিবার জন্য আদেশ করিতে পারেন।" আচার্য্যের এই উক্তিতে বীরের অন্তর যেন সহসা স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল।

আদিশূর, কনকবর্ম্মাবৃত বীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বীরবর! যখন সে বীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও এপর্য্যন্ত অনুপস্থিত, এবং যখন আপনার অসি বৌদ্ধরাজের মুণ্ড ছেদন করিয়াছে, তখন আপনিই অদ্য বরণীয়।" বীরবর দণ্ডায়মান হইয়া, নতমস্তকে অভিবাদন করিলেন। পরক্ষণে মলয়াকে সম্বোধনপূর্ব্বক আদিশূর বলিলেন, "কুমারী! বৌদ্ধরাজের মস্তকচ্ছেদনকারী এই বীরকে বরণ করুণ।"

মলয়া বিস্ময়ভাবপ্রকাশে চঞ্চলনয়নে চারিদিকে দৃষ্টিদানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি!—বরণ করিব! কি ভাবে বরণ করিব?"

আচার্য্য বলিলেন, "এই বীর যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, আপনি ইহাঁকে সেই ভাবেই—পতিভাবে—ভ্রাতাভাবে—বা মিত্রভাবে বরণ করুন।"

মলয়া যেন জীবন্তে অপরিচিত মানবপূর্ণ ভিন্নজগতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সবিস্ময়ে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিলেন, "আপনারা সন্ন্যাসিনী অনাথিনী-নন্দিনীকে এ কি আদেশ করিতেছেন? এ কি বিচার?"

ধুরন্ধর আচার্য্য আসন পরিহারে বিস্ময়বিজড়িতা মলয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "বৎসে! আমাদিগের আদেশ নহে—মহারাজের বিচার নহে—তোমার গর্ভধারিণী জননীর আদেশে আজি তুমি এই মহাবীরকে বরণ করিতে বাধ্য।"

"জননী?—জননী?—আমার জননী?—সেই অনাথিনী জননী?—কোথায়?—কোথায় আমার জননী?" বলিতে বলিতে, মলয়ার সেই সরল নয়নযুগল জলে ভাসিতে লাগিল।

"তোমার জননীর আজি এই সময়ে এই স্থলে আসিবার কথা ছিল, বোধ হয়, তিনি শীঘ্রই আসিবেন। কিন্তু সময় যায়, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারি না। তোমার সেই জননীর প্রতিজ্ঞামত—তাঁহারই উপদেশমত আজি এই বীরবরণের অনুষ্ঠান। তোমার জননী পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ক্ষত্রিয় বীর সর্ব্বাগ্রে স্বহস্তে বৌদ্ধনরপতির মুণ্ডচ্ছেদন করিবেন, মলয়া তাঁহাকেই বরণ করিবে। বৎসে! তুমি সেই জননীর প্রতিজ্ঞাপালন করিতে প্রস্তুত কি না?"

সজলনয়নে—শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে "মা!" বলিয়া, মলয়া একবার সেই কনকবর্ম্মাবৃত বীরের প্রতি নয়নার্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ!—আচার্য্য!—আমি দুঃখিনী জননীর আজ্ঞা জীবনদানেও পালন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণকন্যা তাহা জানি না। কিরূপে—"

"জানি—জানি।" বাধাদানে ধুরন্ধর বলিলেন, "জানি—জানি, তুমি ক্ষত্রিয়কন্যা।"

"এতদিনে—এ জীবনে জানিলাম, আমি ক্ষত্রিয়কন্যা। ভাল, এ বীরবর কোন জাতীয়?"

কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারিলেন না। আদিশূর সলজ্জভাবে কনকবর্ম্মাবৃত বীরকে প্রশ্ন করিলেন, "বীরবর! আত্মপরিচয়দানের আর বাধা কি? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনি ক্ষত্রিয় কি না?"

আনন্দের প্রবল আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে কনকবর্ম্মাবৃত বীর বলিলেন "ক্ষত্রিয়।"

গৌড়ের নবীন অধীশ্বর ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মলয়া! তোমার অনভিমতে তোমার অপরিচিত—তোমার অমনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে বলিবার আমার অধিকার নাই, একমাত্র তোমার জননীর

অনুরোধে তোমাকে তোমার জননীরই প্রতিজ্ঞাপালন করিতে বলিতেছি। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা।”

“মহারাজ! দশমাস দশদিন যে জঠরে ছিলাম, অনাথিনী—পথের ভিখারিণী হইয়াও যে জননী পরমস্নেহে লালন পালন করিয়াছেন—মহারাজ!—এ জগতে সেই জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছেন?—জীবনদানে সেই জননীর আজ্ঞা পালন করিতেও কুণ্ঠিত নহি। বীরবর আমাকে যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, আমি সেই ভাবেই বরণ করিব—একমাত্র জননীর প্রতিজ্ঞাপালন জন্য আমার ভবিষ্য সমস্ত সুখ—আশাভরসা বিসর্জ্জন করিয়াও বরণ করিব। কিন্তু বীরকে কেবল একটীবার মাত্র আমার একটী অনুরোধ—” মলয়া সজলনয়নে এই কথা বলিতে বলিতে, কনকবর্ম্মাবৃত বীরের সম্মুখে পাতিতজানু হইয়া কহিলেন, “বীরবর! আপনি আমার জীবনের প্রধান শত্রুকে সংহার করিয়াছেন, আমার এ জীবন আপনার। কিন্তু বীরবর! এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ সম্বন্ধ স্বর্গীয় সৌরভময়?—কেবল কি পতিপত্নীভাব?—না—না—কখনই না। আমার অন্তিম অনুরোধ আপনি এই অনাথিনী কুমারীকে ভ—”

মলয়ার কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই সেই জনতার একদিকে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। “আমার—আমার—মলয়া আমার।” শ্রবণভৈরবরবে এই কথা বলিতে বলিতে, সেই লৌহবর্ম্মাবৃত বীর তীরবেগে অশ্বারোহণে সভামধ্যে উপনীত হইল। মলয়ার শেষ উক্তি মলয়ার বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠেই রহিয়া গেল। আগন্তুকের সেই ভয়াল বর্ম্মাবৃতমূর্ত্তি—সেই “আমার—আমার—মলয়া আমার” শব্দ মলয়ার হৃদয়ে মহাভীতি উপস্থিত করিয়া দিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই কনকবর্ম্মাবৃত বীরের নয়নপথে যেন আঁধারময় জলদজাল আসিয়া, তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল।

লৌহবর্ম্মাবৃত ব্যক্তি সভাস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক বিনা অভিবাদনে পূর্ব্বমত কঠোরস্বরে “মলয়া আমার—আমিই সকলের আগে রাজার মুণ্ডপাত করিয়াছি। মহারাজ! মলয়া আমার।” এই কথা বলিয়া সেই ভল্লবিদ্ধ বৌদ্ধরাজমুণ্ড জনতাচক্ষে ধরিল। দস্তের বীভৎসমূর্ত্তি দর্শনে নম্রতা যেরূপ দূরে প্রস্থান করে, পাতিতজানু মলয়া সেইমত স্তম্ভিতহৃদয়ে দূরে নিজাসনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। মলয়ার সেই অনুপরূপমাধুরী দর্শনে আগন্তুকের হৃদয় যেন আরও সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল।

আগন্তুক মহারাজকে অভিবাদন না করায়, সকলেই বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর, আগন্তুকের সেই উদ্ধত আচরণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "লৌহবর্ম্মাবৃত বীর! আপনি আমাদিগের সকলেরই অপরিচিত,—"

"হলেমই বা অপরিচিত?" বাধাদানে আগন্তুক সগর্ব্বে বলিল, "হলেমই বা অপরিচিত? পরিচয়ের কি আবশ্যক? মলয়ার মায়ের প্রতিজ্ঞা—আপনার ঘোষণামত আমি রাজার মুণ্ডপাত আগে করেছি,—মলয়া আমার!"

দূরস্থ জলদগর্জ্জনের ন্যায় ধীরে ধীরে অথচ প্রবল তেজের সহিত কনকবর্ম্মাবৃত বীর ভল্লহস্তে বলিলেন, "মহারাজ!—আচার্য্য!—বীরবৃন্দ! আমার অসিই অগ্রে বৌদ্ধরাজের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছে।"

"মিথ্যা কথা!—মিথ্যা কথা!—আমিই আগে এই ভল্লে বিদ্ধ করেছি। এই দেখুন, এখনও সেই মুণ্ড বিদ্ধ রয়েছে—মলয়া আমার!"

বিজয়চন্দ্র অগ্রসর হইয়া নম্রভাবে বলিলেন, "মহারাজ! আমরা পশ্চাৎ হইতে যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যেন উভয়ের অসিভল্ল একত্রেই বৌদ্ধরাজের মস্তকে আঘাত করিয়াছিল।"

"দেখুন!—দেখুন!" সদম্ভে মহা আস্ফালনপূর্ব্বক লৌহবর্ম্মাবৃত বীর বলিল, "দেখুন! এর কথা মিথ্যে কি না।"

কনকবর্ম্মাবৃত বীর দেখিলেন, তাঁহার নয়নপথের সেই ঘনঘোরজলদহৃদয়ে দামিনী যেন মহাভ্রূকুটী করিতেছে।

ধুরন্ধর বলিলেন, "বিজয়চন্দ্র! তোমার অনুমান যে, ভল্ল ও অসি একত্রে বৌদ্ধরাজের পাপমুণ্ডে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তুমি নিশ্চয় বলিতে পার না। যখন প্রত্যক্ষ দর্শকের অভাব, তখন এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। উভয় বীরের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কে আঘাত করেন, ইহা যখন নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই, তখন এ বীরবরণ রহিত করাই বিহিত।"

"অবশ্য। ধনরত্ন হইলে, উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইত। এস্থলে তাহার উপায় নাই, সুতরাং বীরবরণ রহিত করাই কর্ত্তব্য।" মহারাজ আদিশূরের এই কথায় মলয়া যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইল। কনকবর্ম্মাবৃত বীর রুষ্ট, ক্ষুণ্ণ বা তুষ্টও হইলেন না, তাঁহার মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, কিন্তু লৌহবর্ম্মাবৃত বীরের হৃদয়ে এই কথাগুলি যেন বিষাক্ত বাণের ন্যায় প্রবেশ করিল।

লৌহবর্ম্মাবৃত বীর প্রমত্তভাবে বলিল, "অন্যায়!—অন্যায়!—অবিচার!—অবিচার!—ভাল, আমি একটা কথা বলি, মহারাজ! আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা দুজনে যুদ্ধ করি, যার জিত হবে, সে-ই মলয়াকে পাবে। বীর! সাহস থাকে, বল থাকে, এস যুদ্ধ করি।"

ক্রুদ্ধসিংহের ন্যায় কনকবর্ম্মাবৃত বীর আসনপরিহারে আদিশূরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সম্মতিদান করিতেছি। ও ব্যক্তি যখন আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, তখন আপনি অনুমতিদান করিতে বিলম্ব করিবেন না।"

"ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপালন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু একটী কথা—ইনি আমাদিগের সকলেরই অপরিচিত, অতএব ইনি ক্ষত্রিয় কি না, অগ্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। লৌহবর্ম্মাবৃত বীর! আপনার মুখাবরণ উন্মোচন করুন, দেখি, আপনি আমাদিগের পরিচিত কি না?"

"আমি আপনাদের অপরিচিত, কিন্তু ক্ষত্রিয় কি না, এই ভুজবলে তাহা জানতে পারবেন।"

লৌহবর্ম্মাবৃত বীরের উক্ত উক্তিতে আদিশূর বলিলেন, "আপনার আচরণ প্রথম হইতেই অক্ষত্রিয়ের মত দেখিতেছি। ভাল, আপনার মুখাবরণ উন্মোচন করিতেই বা বাধা কি? এই সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অবশ্যই কেহ না কেহ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবে।"

সেই রমণীরত্নলাভলোভে আগন্তুক অগত্যাই মুখাবরণ উন্মোচন করিল। তাহার মুখমণ্ডল দর্শনে মলয়ার কণ্ঠ হইতে বিচিত্র সভীত ক্ষীণস্বর বহির্গত হইল। কনকবর্ম্মাবৃত বীর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কে!—তুই জীবিত?—আমি শুনিয়াছিলাম, তুই মরিয়া গিয়াছিস?"

"তুই কে?—আমাকে মরতে দেখেছিলি বলতে পারলি না?"

উত্তর শ্রবণে কনকবর্ম্মাবৃত বীর, আদিশূরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এ ব্যক্তি ক্ষত্রিয় নহে—দস্যু—দস্যু—ইহার নাম উগ্রচণ্ড। নগরের অদূরে পিশাচগড়ে এই দস্যু থাকিত।"

বাস্তবিক উগ্রচণ্ডই লৌহবর্ম্মাবৃত হইয়া, মলয়াকে লাভ করিবার জন্য সে দিন বৌদ্ধরাজের মুণ্ডে শরবিদ্ধ করিয়াছিল। মলয়ার জননীর প্রতিজ্ঞা সময়ের পূর্ব্বেই গৌড়ে বিঘোষিত হইয়াছিল।

কনকবর্ম্মাবৃত বীর কে, উগ্রচণ্ড তাহা জানিতে পারে নাই। কিন্তু সে

বীরের উক্তিতে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল,"আমি দস্যু!—মহারাজ! এ বোধ হয় পাগল—নতুবা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার ভয়ে ও কথা বলতেছে।"

"কি! প্রাণের ভয়?—ভাল, আয়, দেখি তোর বাহুতে কত বল। মহারাজ! বলিয়া যাই, যদি এই দস্যুর হস্তে আমার জীবন যায়, তাহা হইলেও মলয়াকে ইহার করে দিবেন না—দিবেন না—দিবেন না।"

মলয়া মনে মনে স্মরণ করিতেছিলেন, সেই বীরেন্দ্রকে। এক্ষণে উভয় যোদ্ধা উভয়ের অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার প্রার্থনীয় হইল। অচিরেই কনকবর্ম্মাবৃত বীরের অশ্ব সমানীত হইলে, উভয়ে উভয়ের অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই সৈন্যদলবেষ্টিত মণ্ডলমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই সমবেত সহস্র সহস্র লোক উভয় বীরের যুদ্ধ দর্শন জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল। উগ্রচণ্ডকে স্থূলকায় এবং বলিষ্ঠ দর্শনে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, নিশ্চয়ই কনকবর্ম্মাবৃত বীর পরাস্ত হইয়া যাইবেন। কনকবর্ম্মাবৃত বীরের সেই বিজয়ী অশ্বারোহীদল—যাহারা সেই সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগের কয়েকজন নায়ক যাহাতে ন্যায়মত যুদ্ধ হয়, যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রভুর নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। উগ্রচণ্ড অশ্বারোহণে মণ্ডলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল; কনকবর্ম্মাবৃত বীর তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অশ্বারোহণে একবার মহাবেগে সেই মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। শেষ উগ্রচণ্ড উত্তরে এবং কনকবর্ম্মাবৃত বীর দক্ষিণে দুইশত হস্ত দূরে অশ্ব আনয়ন করিলেন। সেই সহস্র সহস্র লোকের লক্ষ লক্ষ নয়ন উভয়ের প্রতি অর্পিত হইল। পরমুহূর্ত্তে উভয়ে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া, ঢালভল্লহস্তে তীরগতিতে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। অর্দ্ধপথে মেঘেমেঘে মহাসংঘর্ষণ হইল। যে মুহূর্ত্তে উগ্রচণ্ডের বিশাল ভল্ল কনকবর্ম্মাবৃত বীরের ঢাল ভেদ করিয়া ফেলিল, সেই মুহূর্ত্তেই কনকবর্ম্মাবৃত বীরের ভয়াল ভল্ল উগ্রচণ্ডের কুক্ষিভেদ করিয়া, তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল। পরক্ষণে সেই সহস্র সহস্র দর্শক মহানন্দধ্বনিতে প্রান্তর কম্পিত করিয়া, বিজয়ী বীরের বাহুবলের সমুচ্চ প্রশংসা করিতে ক্ষান্ত হইল না। বিজয়ী বীর নতমস্তকে দর্শকমণ্ডলীকে বারম্বার অভিবাদন করিতে করিতে সভাস্থলে আসিয়া অবতরণপূর্ব্বক আদিশূর, ধুরন্ধর এবং সেনানায়কমণ্ডলীকে অভিবাদন করিলেন। সকলেই ধন্যবাদদানে প্রত্যভিনন্দন করিতে লাগিলেন। অবি-

লম্বেই আহত দস্যু চণ্ডের করধারণে উত্তোলন করিতে গিয়া, সেনানায়ক-গণ দেখিলেন, চণ্ড সেই এক আঘাতেই প্রাণপরিহার করিয়াছে! অচিরেই শব স্থানান্তরিত করা হইল।

মলয়া এক একবার ইষ্টদেবকে—এক একবার সেই জননীর শ্রীচরণ এবং এক একবার বীরেন্দ্রকে স্মরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে দুর্দ্দান্ত দস্যু উগ্রচণ্ডের পতনে যদিও হৃষ্ট হইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রফুল্ল হইল না।

যে সময়ে বিজয়ী বীর সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই সময়েই জনতা-মধ্য হইতে পুনরায় অস্ফুট কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেরই দৃষ্টি আবার প্রবেশপথে পতিত, সকলেই আবার দেখিল, এক রজতবর্ম্মাবৃত মূর্ত্তি অশ্বারোহণে মহাবেগে আসিতেছে। যে অশ্বারোহী সৈন্যদল আগ-ন্তুকের অধীনে পূর্ব্বদিনে মহাবিক্রমে সমর করিয়াছিল, তাহারা সমুচ্চ নিনাদে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

আগন্তুক সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই আদিশূরকে অভিবাদনপূর্ব্বক যে পার্শ্বে শৈবদ্বিজদল এবং প্রভাত-শশীর ন্যায় ম্লানমুখী মলয়া উপবিষ্টা ছিলেন, সেই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, একটী অনিবার্য্য কারণে আসিতে বিলম্ব হই-য়াছে, ইহা বিজ্ঞাপন করিয়া দিলেন। আদিশূর বলিলেন, "রজতবর্ম্মাবৃত বীর! কল্যকার সমরে আপনি আমার হত্যাভিলাষীর জীবননাশ করিয়া, আপনার বাহুবলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। আপনার এ ঋণ ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না।"

রজতবর্ম্মাবৃত বীর উত্তরদান করিবার পূর্ব্বেই ধুরন্ধর আচার্য্য বলিলেন, "মহারাজ!—সময় যায়, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? মলয়া বিজয়ী বীরকে বরণ করুন।"

"আর বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই। তবে বিজয়ী বীর এক্ষণে মুখাবরণ উন্মোচনে—আত্মপরিচয়দানে আমাদিগের কৌতূহল নিবারণ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।" এই কথা বলিয়া, আদিশূর বিজয়ী বীরের প্রতি সহাস-আননে দৃষ্টিদান করিতে লাগিলেন।

বিজয়ী বীর পরক্ষণেই নিজ মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন। তরুণ অরুণের ন্যায় সেই উজ্জ্বল মুখকান্তিদর্শনে যে মুহূর্ত্তে সকলেই প্রীত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই মলয়া, "দাতাকর্ণ!" বলিয়া, আ[illegible]ন পরিহারে দ্রুতচরণে আসিয়া,

বীরেন্দ্রের করধারণ করিলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই বীরবর বিজয়বিলাস গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে না হইতে, বীরেন্দ্র, মলয়ার করধারণে ধাবমান হইয়া, "পিত!—পিত!" বলিয়া, তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন।

আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিজয়বিলাশ কহিলেন, "মহারাজ! এত দিনে হারানিধি পাইলাম। এই আমার সেই একমাত্র পুত্র সমীরণ। মহারাজ! আপনার অনুগ্রহে এই জাতীয় যজ্ঞে আমার হৃদয়ের ধনকে—" আর বলিতে পারিলেন না।

প্রফুল্লচিত্তে আদিশূর, বিজয়বিলাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা পিতা পুত্রে জাতির প্রধান প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা; ইতিহাস অনন্তকাল আপনাদিগের পিতাপুত্রের নাম কীর্ত্তন করিবে। আপনার সহায়তায় আমি যেরূপ সাহসী হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, আপনার বীর পুত্রের সহায়তায় কল্যকার সমরে সেইমত জয়লাভ করিয়াছি। আপনাদিগের এ সহায়তা ভুলিবার নহে। বৎস সমীরণ! একটি কথা—এত দিন কোথায় ছিলে?—এই দশসহস্র শিক্ষিত সৈন্য কোথায় পাইলে?"

"মহারাজ! আমি পিতৃচরণে অপরাধী। আমি পিতার অজ্ঞাতসারে এই গৌড়ে আসিয়া, আমার রাশিনামে-বীরেন্দ্র নামে অবস্থান—"

বাধাদানে আদিশূর বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না। সমীরণ! তুমিই যে বীরেন্দ্র নামে গৌড়ের দশসহস্রানীক-পদে অবস্থান করিতে, তাহা জানিতাম না বটে, কিন্তু বীরেন্দ্রের বীরত্ববিক্রমের কথা—পরদুঃখমোচনে—দীনহীনের প্রতি দয়াপ্রদর্শনে বীরেন্দ্রের ধনব্যয়ের কথা আমরা শুনিয়াছিলাম। এই দশসহস্র সাহসী শিক্ষিত সৈন্য বোধ হয়, সেই গৌড়েশ্বরের?"

"আজ্ঞা, আপনি সত্যই অনুমান করিয়াছেন। পাপ বৌদ্ধরাজ যে রজনীতে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেয়, সৌভাগ্যবলে—একটী সরলা অবলা রমণীর সহায়তায় আমি সেই রজনীতেই সে আজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি; তৎপর দিনই ইহারা গৌড়দুর্গ পরিহারে আমার জন্য চারিদিকে বহির্গত হইয়া, শেষ আমার সহিত মিলিত হয়। ইহারা বৌদ্ধ হইলেও আমার অনুগত, এবং ইহাদিগের মধ্যে সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিহারে সনাতনধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে।"

"বৎস! সকলই শুনিলাম, কিন্তু কেন তুমি নিরুদ্দেশ হইয়া, এই বিধর্ম্মীর অধীনে ছিলে?"

পিতার উক্ত প্রশ্নে সমীরণ বলিলেন, "যে উদ্দেশ্যসাধন জন্য আমি গৌড়ে আসিয়াছিলাম—গতকল্য সে উদ্দেশ্য সাধিত—বিধর্ম্মীবিজয়—জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।"

মহারাজ আদিশূর পরক্ষণে রজতবর্ম্মাবৃত বীরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বীরবর! আজি এ শান্তির উৎসবে—বীরবরণে আপনার পরিচয় দানে—আত্মপ্রকাশে আর কি কোন বাধা আছে?"

"নরেশ্বর! ভাবিয়াছিলাম, এ জীবনে—" রজতবর্ম্মাবৃতমূর্ত্তির স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আত্মপরিচয়দান করিব না। ভাবিয়াছিলাম, এ জগতে—লোকালয়ে আর মুখ দেখাইব না, কিন্তু মহারাজ! প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হইল—গুরুদেবের আদেশে পরিচয়দানে বাধা হইলাম।" বলিতে বলিতে, রজতবর্ম্মাবৃত বীর নিজ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। সকলে দেখিলেন, অপূর্ব্ব দৃশ্য!—ঘনকৃষ্ণজলদজালমধ্যে পূর্ণিমার পূর্ণশশী!—দেখিলেন, রমণীর কমনীয় প্রফুল্ল আনন!—কৃষ্ণকেশরাজি আলুলায়িত হইয়া, পৃষ্ঠে পতিত হইল। পরক্ষণেই মলয়া "মা!—মা!" বলিয়া, যমুনা যেরূপ জাহ্নবীর অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়, সেই মত সেই রমণীকে আলিঙ্গন করিলেন। নববাসন্তী সমীর যেরূপ সুদীর্ঘ বিরহের পর ফুল্ল-কুসুমদর্শনে প্রাণের সহিত আলিঙ্গনলাভজন্য ধাবমান হয়, সেই মুহূর্ত্তেই মহারাজ আদিশূর সিংহাসন পরিহারে আনন্দের আবেগপূর্ণকণ্ঠে "প্রিয়ে!—প্রিয়ে!—মহিষি!" বলিতে বলিতে, সেই রমণীকে আলিঙ্গনদানে কোমল-করকমল ধারণ করিলেন। রমণীর নয়নে জল, মলয়ার নয়নে জল, আদিশূরের নয়নে জল, সমীরণের নয়নে জল, বিজয়বিলাসের নয়নে জল, আর সেই সমবেত বীরবৃন্দের নয়নে জল! জলে—জলে—সেই শান্তিজলে সকলেরই নয়ন ভাসিল—সকলেরই হৃদয় সেই শান্তিজলে প্লাবিত—সকলেরই কণ্ঠ শান্তির আবেগে অবরুদ্ধ। সেই শান্তির তরঙ্গ সেই সমবেত বিজয়ী হিন্দু-সৈন্যের নয়নে দেখা দিল—তরঙ্গে তরঙ্গে সেই শান্তিজল সহস্র সহস্র দর্শকের লোচনে উথলিত হইয়া পড়িল—তরঙ্গে তরঙ্গে সেই শান্তিজল সমগ্র গৌড়ে—বঙ্গে বর্ষিত হইল। সকলেরই বদনে রব শান্তি!—শান্তি!—শান্তি!

শান্তির স্নিগ্ধকান্তিপ্রকাশে উভয় লোচনে দর দর শান্তিজলধারা বর্ষণে মহিষী বলিলেন, "মহারাজ!—অনেক দিনের কথা—ষোড়শবর্ষের কথা!—মনে পড়ে?—সেই এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া, শৈব আচার্য্যের নিকট

শিবপূজা-পদ্ধতি শিক্ষা করিতেছিলাম—সেই আপনি মৃগয়া হইতে আগমন-পূর্ব্বক আমাকে প্রাসাদে দেখিতে না পাইয়া, সেই রুদ্রমূর্ত্তিতে কাননে আমাকে অসতীজ্ঞানে অপরিচিত পরপুরুষের সহিত গোপনে উপবিষ্ট দর্শনে দূর হইতে শাণিতভল্ল নিক্ষেপে এই ললাটে আঘাত করেন মনে পড়ে?” মহিষীর সেই হৃদয়ভেদী সকরুণস্বর ক্রমে আরও করুণরসবিজড়িত হইয়া আসিল, আদিশূরের প্রতি সজলনয়নার্পণে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ!—সেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলাম—সেই গুরুদেব শৈব দ্বিজবরের সহিত—সেই যোড়শবর্ষের কথা— **গর্ভাবস্থায়**— কত ক্লেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, শেষে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে আসিয়া আশ্রয় লই।” আর বলিতে পারিলেন না, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইল। মলয়া এতক্ষণ জননীর গাত্রস্থ রজতবর্ম্ম উন্মোচনে নিযুক্ত ছিলেন, মহারাজ আদিশূর সেই বর্ম্ম উন্মোচন করিয়া দিলেন। মহিষীর সেই অনুপলাবণ্যময়ীমূর্ত্তি পূর্ণ-রূপে প্রকাশ পাইল। কনকরঞ্জিত বসন—হীরকহেমালঙ্কার সেই কমনীয় কলেবরের সমুজ্জ্বলকান্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।

মহারাজ আদিশূর মহিষীর উক্তি সমাপ্ত না হইতে হইতেই সজলনয়নে সস্নেহবচনে কহিলেন, “প্রিয়ে!—আর না—আর না—যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আমায় ক্ষমা কর। সংসারীর প্রতি পদেপদেই ভ্রান্তিকূপে পতিত হইবার সম্ভাবনা; আমি বিনা অনুসন্ধানে তোমার পবিত্র চরিত্রে সন্দেহ এবং ক্রোধে অন্ধ—অজ্ঞান হইয়া, তোমার কোমলকলেবরে যে আঘাত করিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ যোড়শবর্ষ আমার এই হৃদয়ে দারুণ দাবা-নল জ্বলিয়াছে। তোমার নিকট কি বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিব, জানি না। মহিষি! ভাবিও না যে, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী ছিলাম। এ জগতে ভার্য্যাই পুরুষের মহালক্ষ্মী; আমি সেই মহালক্ষ্মীহারা হইয়া, জীবন্তে কেবল নরকযাতনাই ভোগ করিতে ছিলাম। গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে—দেশে দেশে তোমার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তোমায় পাই নাই। প্রিয়ে! কোন্ মহাপুরুষ তোমার আশ্রয়দাতা—গুরুদেব?”

ভক্তিবিগলিতহৃদয়ে মহিষী, ধুরন্ধর আচার্য্যের চরণে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, “মহারাজ! যে গুরুদেব আমাকে সেই যোড়শবর্ষ পূর্ব্বে আপ-নার অজ্ঞাতে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়া, সেইগোপনে শিবপূজাপদ্ধতি শিক্ষা

দিয়াছিলেন—সেই প্রাণভয়ে যাঁহার আশ্রয়ে কাশীধামে গমন করিয়াছিলাম, ইনিই আমার সেই গুরুদেব—আপনার গুরুদেব।"

বিস্মিতভাবপ্রকাশে ধুরন্ধর আচার্য্যের চরণে প্রণামপূর্ব্বক আদিশূর বলিলেন, "গুরুদেব! আপনার বিচিত্র লীলারহস্য!"

"মহারাজ! উপযুক্ত সময়েই সে রহস্য সম্ভেদ হইয়া গেল। নরেশ্বর! মহিষী একবারেরও অধিক আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, আপনি চিনিতে পারেন নাই। সেই যে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাসাদের সেই নিভৃত কক্ষে সেই বঙ্গলক্ষ্মীকে দেখিয়াছিলেন—সেই যে মূর্ত্তি দর্শনে—কাতর—সকরুণ সংগীতে আপনার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, সে মূর্ত্তি কাহার?" মহিষীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বলিলেন, "সে মূর্ত্তি এই রাজলক্ষ্মীর। এই রাজলক্ষ্মীই একমাত্র আপনি ব্যতীত অপর সকলের অজ্ঞাত সেই কক্ষগাত্রস্থ গুপ্ত দ্বার দিয়া বঙ্গলক্ষ্মীমূর্ত্তিতে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই রাজলক্ষ্মীই গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে সেই চিরস্মরণীয় সংগীত গাহিয়া, অনন্ত শ্মশানে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। মহারাজ! আমিও জানিতাম না যে, মহিষী এরূপে বিচিত্র অভিনয় করিতেছেন। আমি নিজেই মহিষীর সেই মূর্ত্তিদর্শনে আপনার ন্যায় বিচলিত হইয়াছিলাম। গৌড়রাজ! এ মহালক্ষ্মীর সেই অভিনয় গৌড়বঙ্গের প্রত্যেক রমণীর আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিল। আশা করি, আবশ্যক হইলে—প্রত্যেক বঙ্গরমণী সেইরূপ মূর্ত্তিতে সেইমত অভিনয়ে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইবেন। রাজলক্ষ্মীর আর এক মূর্ত্তি—সেই মহাকাল ভৈরবের মন্দিরে সেই অনাথিনীমূর্ত্তি। বদন বসনে আবৃত ছিল, সুতরাং আপনি চিনিতে পারেন নাই। আর এই দেখিলেই রজতবর্ম্মাবৃত মূর্ত্তি। ভারতে ক্ষত্রিয়-ললনার বীরত্ব সাহস কাহার অবিদিত?—অশ্বারোহণদক্ষতাদর্শনে ভ্রমেও অনুমান করিতে পারেন নাই যে, ইনিই আপনার সেই অঙ্কলক্ষ্মী। নরবর! ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে, মাতৃভূমির প্রত্যেক রমণী—প্রত্যেক লক্ষ্মী এই মত অভিনয়ে শান্তির আবাহন করিবেন, ইহাই আমার অভিলাষ।"

"গুরুদেব! আপনার করুণায়—মন্ত্রণায়—সহায়তায় শৈবধর্ম্মের জয়—জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা—মাতৃভূমির উদ্ধার হইল, প্রাণাধিকা মহিষীকে প্রাপ্ত হইলাম, আপনার ঋণ অনন্তজন্মেও পরিশোধ্য নয়।"

আদিশূরের উক্তি সমাপ্ত হইবামাত্র মহিষী মলয়ার করধারণে আনন্দা-

শ্রুমোচনে নিজ প্রাণপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক! আপনি সকলই পাইলেন, এই আপনার তনয়া—মলয়া।"

মলয়া যে মুহূর্ত্তে নিজ জননীকে দর্শন করিয়া "মা!–মা!" বলিয়া, আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আদিশূর সেই সময়েই নিজ নিরুদ্দিষ্টা মহিষীকে দেখিয়া, আনন্দে চৈতন্য হরাইয়াছিলেন, সুতরাং মলয়ার সেই মধুময় মাতৃ-সম্বোধন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। তিনি এক্ষণে মলয়াকে নিজ নন্দিনী জানিয়া, দ্বিগুণ আনন্দোদ্বেলিতহৃদয়ে "আমার!–আমার তনয়া!" বলিয়া, সাগ্রহে সস্নেহে মলয়ার মস্তকে করার্পণে বলিলেন, "মহিষী! এই সভাস্থলে মলয়াকে প্রথমে নিরীক্ষণ করিয়াই তোমার আকৃতির সহিত মলয়ার মূর্ত্তির সাদৃশ্য দর্শনে আমার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব স্নেহরসের সঞ্চার হইয়াছিল। হা! আজি আমার জীবনের সমুজ্জ্বল দিন!" আদিশূরের নয়নযুগলে আবার সেই শান্তিজল দেখা দিল।

ধুরন্ধর বলিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে মহিষীর প্রতিজ্ঞাপূরণপূর্ব্বক সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন।"

পুলকপূর্ণহৃদয়ে আদিশূর মলয়ার কোমল করকমল সমীরণের করে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "বৎস সমীরণ! যে মলয়ার উদ্ধার জন্য তুমি জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলে, সেই মলয়াকে তোমার করে অর্পণ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, উভয়ে চিরসুখে থাক।"

নবদম্পতীর হৃদয়সরোজে স্বর্গীয় সৌরভ বহিল। পরক্ষণে ধুরন্ধর আচার্য্যের উপদেশমত মলয়া ফুল্লফুলদাম লইয়া, সলজ্জভাবে সমীরণের গলে অর্পণ করিলেন। সেই মলয়াসমীরণে সংমিলনে-সেই স্বরবর্ণে হলবর্ণে সংমিলনে—সেই জলদ-জলধারায় রবি-কিরণ সংমিলনে সেই সমবেত সহস্র সহস্র দর্শক সমস্বরে প্রমোদপূর্ণচিত্তে রব তুলিল – বীরবরণ।

সেই বীরবরণ শব্দ শূন্যে মিশ্রিত না হইতে হইতেই কোথা হইতে মধুর সংগীতধ্বনি আসিয়া, সেই আনন্দসাগরে ভাসমান দর্শকসমিতির কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিয়া দিল। সকলেই সবিস্ময়ে–সকৌতূহলে প্রবেশপথে, দৃষ্টিদান করিল। সকলেই দেখিল, এক অপূর্ব্ব-নারীমূর্ত্তি অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, নাচিতে নাচিতে–প্রতি পাদক্ষেপে যেন স্বর্গীয় শিশিরবিন্দু বর্ষণ করিতে করিতে আসিতেছে। মলয়াসমীরণ দেখিয়াই চিনিলেন– মাধুরী।

সেই স্বভাবসুন্দরীর মাধুরীর মধুরিমমূর্ত্তি আজি ফুলভূষণে সমুজ্জ্বল। সেই অমিয়ময় লাবণ্যরাশি যেন স্বর্গীয় প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। মাধুরীর অঙ্গে সেই গৈরিকবসন, গলে ফুল্লফুলহার, সুকোমল বাহুযুগলে ফুলবলয়—, ফুলকঙ্কন—ফুলভূষণে ভূষিত—অবেণীবদ্ধ কৃষ্ণকেশরাশির উপর তারাবলির ন্যায় ফুল্লফুলদল যেন হাসিতেছে—সেই কোমলকরে সেই ফুল্লপূর্ণ সাজি। ফুলময়ী মাধুরী, চারিদিকে ফুল্লফুলদল ছড়াইতে ছড়াইতে, কমনীয়কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে আসিল;—

(রাগিণী সাহানা—তাল ভরতঙ্গা।)

"প্রাণের হাসি হাসরে ফুল! হেরি প্রাণভরে।
প্রাণেপ্রাণে সমীরণে বাঁধলো আদরে।"

নাচিতে নাচিতে—গাহিতে গাহিতে সেই ফুল্লফুলদল ছড়াইতে ছড়াইতে মাধুরী নবদম্পতির নিকট আসিয়া, সাজিমধ্য হইতে একছড়া ফুল ফুলদাম লইয়া, মলয়াসমীরণের করে করে বন্ধনপূর্ব্বক একবার মনের সাধে নয়নভরিয়া, সেই ম্লা—শেষ মলয়াব প্রতি দৃষ্টিদানে আবার সুর সপ্তমে তুলিল;—

"নয়নে নয়নে, থেকো ফুল! দুজনে,
বিজনে গোপনে, হৃদয়-আসনে,
রেখো সমীরণে, যতন করে।"

গাহিতে গাহিতে নবদম্পতি-শিরে পুষ্প বর্ষণ করিতে করিতে মাধুরী সমীরণকে প্রশ্ন করিল, "দাতাকর্ণ! এ জগতে নরনারীতে কত সম্বন্ধ আছে—সে সকল সম্বন্ধই মানুষে মানুষে করিয়া লয়; আপনি বলুন দেখি, জগদীশ্বর স্বর্গীয় ভাবময় কোন্ সম্বন্ধে নরনারীকে বন্ধন করিয়া দেন?"

উত্তর হইল—"ভ্রাতা—ভগিনী।"

মাধুরী আবার নাচিতে নাচিতে, সেই স্বর্গীয় কান্তি বিকাশ করিতে করিতে, সমীরণের প্রতি সেই সরলোজ্জ্বল নয়নার্পণে গাহিল;—

"ফুলকুল-রাণী, প্রেমসোহাগিনী,—
ধীর সমীরণ! হলে অযতন,
শুকাবে জীবন, তপন-করে।
প্রাণেপ্রাণে রেখো ফুলে হৃদয়ে ধরে।"

সংগীত সমাপ্তির পর সমীরণ, মাধুরীর করধারণে বলিলেন, "ভগিনী মাধুরীর! তুমি আমার জীবন দান করিয়াছ, তোমার ঋণ অনন্ত জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। তুমি যে স্বর্গীয় ভাবময় সম্বন্ধের কথা বলিলে, আজীবন তোমাকে সেই স্বর্গীয় সম্বন্ধে স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় নয়নে নয়নে রাখিব। তোমাকে আমি চিনিলাম না, জানিনা এ জগৎ তোমায় চিনিল কি না?"

মাধুরী মধুরবচনে আনন্দ-আননে বলিল, "দাতাকর্ণ!—ভ্রাতঃ! যতদিন বাঁচিব, ততদিন আপনার সন্তোষেই আমার সুখজ্ঞান করিব। এইরূপে ফুল তুলিব, মালা গাঁথিব, ফুলের খেলা খেলিব, আর ভগিনী মলয়া! তোমাকে মনের সাধে ফুলফুলহারে সাজাইয়া, স্মরণ করিয়া দিব এই—বীরবরণ!"

বীরবরণ।

(ইতিবৃত্তমূলক নবন্যাস।)

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

("সচিত্র রাজস্থান", "রাজ-জীবনী", "ভিক্টোরিয়া-রাজসূয়", "যৌবনে যোগিনী", "পাষাণ-প্রতিমা" প্রভৃতি প্রণেতা।)

শ্রীশরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটস্থ সচিত্র রাজস্থান যন্ত্রে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯০ সাল।

মূল্য ১, এক টাকা মাত্র।

স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের

করকমলে

জননী জন্মভূমির

এই—

পূর্ব্বালেখ্য

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

সসম্মানে

উপহার

প্রদত্ত হইল।